কৃত্তিবাসের

রামায়ণ

(উত্তরাকাণ্ড)

সম্পাদনা

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, রামমোহন কলেজ

ও

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্

কলিকাতা-৭০০০৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা-সূচী

উত্তরাকাণ্ডের বিষয়সূচী

ভূমিকা

॥ সম্পাদনার কথা ॥

কৃত্তিবাস একটি জনপ্রিয় নাম। তিনিই 'ভাষায়' (বঙ্গভাষায়) প্রথম রামায়ণ-কার। প্রাচীন পুথিতে তিনি 'কীর্তিবাস' নামে পরিচিত। তাঁহার নিজের হাতের লেখা কোন পুথি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার ভণিতাযুক্ত পুথির বহু প্রতিলিপি পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বহু গায়েনের গানের বিষয়, বহু পাঠক বা কথকের কথার। পুথির লিপিকরও অসংখ্য। কাজেই কৃত্তিবাসের রামকথা অগ্নিশুদ্ধ সীতার মত বিশুদ্ধ নয়। আসলের সঙ্গে অনুলিপির সম্পর্ক বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবেরও নয়, বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের। ভাষা সম্পর্কেও একই উক্তি প্রযোজ্য। জনপ্রিয়তার এ বড় কঠিন পুরস্কার।

কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত অনেক 'পোথা' (পুথি) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রঙ্পুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় সংগৃহীত আছে। অন্যত্রও আছে। বিষয় ও বিষয়ক্রম ঠিক থাকিলেও উহাদের প্রকাশভঙ্গী একরূপ নয়। ভাষায় পার্থক্য গুরুতর। শব্দে, পদে (সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে), বাক্যে, বাক্য-বিন্যাসে একটি অপরটি হইতে স্বতন্ত্র। ছন্দ পয়ার হইলেও, পংক্তিগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিকাক্ষরা বা ন্যূনাক্ষরা ; অন্ত্যমিলেও পার্থক্য দেখা যায়। ফলে পয়ারভঙ্গ দোষ পুথিগুলির ক্ষেত্রে সাধারণ দোষ। উপরন্তু লিপিকর-প্রমাদ। তাহাতে অজস্র বর্ণাশুদ্ধি ও শব্দাশুদ্ধি। এইভাবেই কৃত্তিবাসের নামাঙ্কিত 'শ্রীরাম পাঁচালি' যুগ হইতে যুগবাহিত হইয়া অঞ্চলভেদে বঙ্গের সর্বত্রই প্রসার লাভ করিয়াছে।

কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত হইলেও কোন কোন পুথিতে আবার 'মধুকণ্ঠ', 'সুধাকণ্ঠ', 'প্রসাদ দাস' প্রভৃতি গায়েনের ভণিতা দেখা যায়। কেহ কেহ আবার স্বতন্ত্রভাবেও রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, যেমন, উত্তরবঙ্গের অদ্ভুত আচার্য (নিত্যানন্দ), বিষ্ণুপুরী রামায়ণের প্রণেতা কবিচন্দ্র, পূর্ববঙ্গের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, রাঢ়ের 'রামায়ণে'র রচনাকার রঘুনন্দন গোস্বামী। কালক্রমে তাঁহাদের রচনাও কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্থান লাভ করিয়াছে। ফলে কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে নূতন নূতন পালাও সংযোজিত হইয়াছে। সে যোজনা কাহার—গায়েন-কথকের, না লিপিকরের তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। ফলে কৃত্তিবাস 'কিত্তীবাস' বা 'কির্তিবাস' বা 'কীর্তিবাস' হইয়াছেন। শব্দটি স্তুতিবাচক বিশেষণ নয়, কৃত্তিবাসের অপভ্রষ্ট। কৃত্তিবাসের রচনারও এই দশা। বর্তমানের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কৃত্তিবাসের অপভ্রংশ মাত্র।

পুথির রাজ্যে কৃত্তিবাসের রচনার যে বৈকল্য ঘটিয়াছে, মুদ্রণের যুগেও তাহার বেহাল কম হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন পুথির পাঠ মিলাইয়া শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রথম কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয়। তাহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :

বাল্মীকিকৃত

রামায়ণ

মহাকাব্য

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল—

মুদ্রিত এই গ্রন্থে প্রাচীন পুথির ভাব ও ভাষার স্বাদ দুর্লভ নয়। এখানে পয়ার ছন্দ প্রায়ই অধিকাক্ষরা বা অল্পাক্ষরা (যেমন, 'অনেককাল লঙ্কায় রাক্ষস আছয়ে নিভৃতে'। 'আমা সভার মা রাজার কুমারী') ; পংক্তিশেষে কোন ছেদচিহ্ন নাই, দুই-পংক্তির শেষে এক দাঁড়ি (।), যেমন,

সেইদিন থাকিতাম যদি লঙ্কার ভিতর
এক বাণে পাঠাইতাম যমঘর।
রাবণের কথা শুনিয়া কুম্ভনিশী হাসে
তোমার ভয়ে স্বামী মোর পলাইল ত্রাসে।

অনেকস্থলে ভাব দুর্বোধ্য, যেমন,

জীব বলে পাণি না খাইব তিল তিল ভক্ষ্য
জীবনে পাণি খাইব যে তিন অন্দক্ষ।

গ্রন্থমধ্যে বর্ণাশুদ্ধি প্রচুর। যেমন, অন্তর্জ্জামী, মাতা (মাথা), দিব্বিলাগে (দিবা লাগে), পাক্ষী (পক্ষী), ব্যায় (ব্যয়)।

শিকলী বা সর্গগুলির কোন শীর্ষনাম নাই।

সাধারণতঃ একটি গ্রন্থ যতদিন হাতের লেখায় আবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার রূপ বদল হয় দ্রুত। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সংস্করণের পরিবর্তন হয় কম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মুদ্রিত হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ রূপান্তরের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। শ্রীরামপুর হইতেই ১৮২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে আদি হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত চারিটি কাণ্ড প্রকাশিত হয়, তৎপরে ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অপর তিনটি কাণ্ডও বাহির হয় (দ্রষ্টব্য সাহিত্যসাধক চরিতমালা)।[১] যদিও গ্রন্থমধ্যে বা অন্যত্র কোথাও উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি সকলেই জানেন, শ্রীরামপুরের দ্বিতীয় সংস্করণ পণ্ডিতপ্রবর জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল।[২] গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্বে 'সমাচার দর্পণে'-এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল।

"রামায়ণ।—কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকাল পর্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক অনেক স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ারলুপ্ত ইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিত দ্বারা বর্ণাশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে···(সমাচার দর্পণ, ৩০মে ১৮২৯)।"

সংশোধিত শ্রীরামপুর দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ,

বাল্মীকি কৃত রামায়ণ
কৃত্তিবাসঃ কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত
দ্বিতীয়বার ছাপা।

SERAMPORE : শ্রীরামপুর

এই সংশোধিত সংস্করণে 'কীর্ত্তিবাস'-এর পরিবর্তে 'কৃত্তিবাস' ব্যবহৃত হইয়াছে। ১ম সংস্করণের 'বাঙ্গালি ভাষা' 'গৌড়ীয় ভাষা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে। ছাপা সত্যই সুন্দর। খুব সম্ভব কাঠের অক্ষরের বদলে এখানে সীসার অক্ষর ('উত্তমাক্ষর') ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সংস্করণে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তিবন্ধন যথাসম্ভব অব্যাহত। প্রতি পংক্তিশেষে (।) এবং চরণশেষে (॥) দুই দাঁড়ি প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন,

শ্লোক ছন্দে তুমি যেবা করিবে পুরাণ।
জন্মিয়া সে সব কর্ম করিবেন রাম॥ শ্রী.২

ভাষার গ্রাম্যতা দোষ ও বর্ণাশুদ্ধি এখানে সংশোধিত। অপ্রচলিত শব্দ বহুস্থলে পরিত্যক্ত। অন্ত্যমিলগুলিও সুচিন্তিত ও সুন্দর। শ্রী ১ এর তুলনায়, শ্রী ২ এর পাঠ সম্পূর্ণ নূতন। যেমন,

সোনার খাটে শোয় সুগ্রীব তাহে নেতের তুলি
সীতা লাগি কান্দেন রাম লোটাইয়া ধূলি। শ্রী.১
সুবর্ণ পালঙ্কে শোয় সুগ্রীব ভূপতি।
তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি॥ শ্রী ২

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রীরামপুর দ্বিতীয় সংস্করণেও শিকলি-বন্ধ বা সর্গ-বন্ধের কোন শীর্ষনাম নাই। সর্গনাম যোজনার কৃতিত্ব বটতলা সংস্করণের।

১ আমরা আদি হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত শ্রীরামপুর দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি শ্রীরামপুর কেরী গ্রন্থাগারে। পরের তিনটি কাণ্ড সেখানে নাই। কলিকাতাতেও জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত কলেজ, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারে পরবর্তী তিনটি কাণ্ড পাই নাই।

২ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর শ্রী. ১ সংস্করণকেই জয়গোপালের সংশোধন বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশে বটতলার প্রকাশকদের দান উল্লেখযোগ্য। এবিষয়ে প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা মোহনচাঁদ শীলের নাম স্মরণীয়। তাঁহারই উদ্যোগে বটতলা হইতে রামায়ণ মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রণ শ্রী. ১ সংস্করণের প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পরে। তাঁহার দেখাদেখি বটতলা হইতে আরও কয়েকটি রামায়ণ প্রকাশিত হয়। তাহাদের আদর্শ শ্রী ১ সংস্করণের আদর্শ হইতে ভিন্ন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় জানাইয়াছেন :

"১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর বটতলা হইতে যে রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা শ্রীরামপুরী রামায়ণের ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত সংস্করণ। কালে এই সংস্করণই সাধারণ্যে বহুল প্রচার লাভ করে এবং ইহার প্রতিযোগিতায় অপর সংস্করণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এখন দেশের সর্বত্র যে রামায়ণ পঠিত হইতেছে, তাহা ঐ জয়গোপালী সংস্করণের পুনঃসংস্কার মাত্র।" (সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী : রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—ভূমিকা)

উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। বটতলার সংস্করণ সবটাই যে জয়গোপালের অনুকরণ, এমন কথা বলা চলে না, বটতলার নিজের সংযোজনও আছে। বটতলার সংস্করণগুলিকে যাঁহারা সংশোধন করিতেন, তাঁহারাও পণ্ডিত। বটতলার সংস্করণের প্রধান কৃতিত্ব সর্গ-নামের প্রচলন। শ্রীরামপুরী কোন সংস্করণেই সর্গনাম নাই। সাধারণ পাঠকদের যাহাতে বিষয় গ্রহণ করিতে সুবিধা হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বটতলা সংস্করণে পণ্ডিতগণ সর্গনাম যোজনা করিয়া দেন। এখনও পর্যন্ত প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বটতলার এই আদর্শ অনুসরণ করা হইতেছে। রামভক্তিমূলক কতকগুলি অংশও বটতলার যোজনা।

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রাম-মাহাত্ম্যের এই বিখ্যাত পংক্তিগুলি শ্রীরামপুরী কোন সংস্করণেই নাই। ইহা বটতলার যোজনা। পরবর্তীকালে মুদ্রিত প্রায় সকল রামায়ণেই এই রচনাংশটি স্থান পাইয়াছে। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই চরণটি প্রক্ষিপ্ত।

ইহা ছাড়া, নূতন শব্দ যোজনা, নূতনভাবে পংক্তি বিন্যাসও বটতলার সংস্করণে অনেক আছে। যেমন আদিকাণ্ডের এই গঙ্গাস্তব :

গঙ্গা মাত দেবী আইলেন এই ভুবি
এ তিন ভুবনে প্রতিকার।
সুর নর তারিণী পাপ তাপ নিবারিণী
কলিযুগে এমন অবতার॥ শ্রী. ২.

জাহ্নবী জননী দেবী আইলেন এই ভুবি
এ তিন ভুবনে প্রতিকার।
সুর নর নিস্তারিণী পাপ তাপ নিবারিণী
কলিযুগে হেন অবতার॥ বট ২

তবে মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয়, বটতলার পরবর্তী সংস্করণগুলি জয়গোপালী সংস্করণেরই ঈষৎ হেরফের। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তপ্রেস হইতে যে সংস্করণটি বাহির হইয়াছিল, তাহাকে বাদ দিলে, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতকে প্রকাশিত কৃত্তিবাসের নামে মুদ্রিত যাবতীয় রামায়ণ জয়গোপালী তথা বটতলার সংস্করণেরই প্রতিলিপি। তবে ইহারই ভিতর কেহ কেহ প্রাচীন বা অপ্রাচীন পুথি হইতে কিছু নূতন অংশ যোগ করিয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন (যেমন, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বা উদ্ভটসাগরের সংস্করণ বা বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণ), কেহ বা আবার রুচির মুখ চাহিয়া শৃঙ্গারাত্মক রচনাগুলিকে বর্জন করিয়াছেন (যেমন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত প্রবাসী সংস্করণ)। কাজেই বর্তমানে কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত যে রামায়ণ পড়িয়া আমরা মুদিত, পুলকিত, ভক্তিপুত ও অশ্রুসিক্ত হইতেছি, তাহা ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে মূল কৃত্তিবাস নয়, কৃত্তিবাসের ভাবকঙ্কাল মাত্র।

ইহারই ভিতর কোন কোন সুধী মূল কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায়

১৩০৭ সালে অযোধ্যাকাণ্ড ও ১৩১০ সালে উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হয়। উত্তরকাণ্ড সম্পাদনায় শ্রীদত্ত যে তিনখানি হস্তলিখিত পুথিকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাহাদের ভিতর ক. ২০৯, ক ২০৮ পুথি দুইখানি উল্লেখযোগ্য। পুথি দুইখানিতে অমিল গুরুতর। তবু এই কাণ্ডের সম্পাদনায় সম্পাদক দুই বিষম আদর্শকে একত্র মিলাইয়া কৃত্তিবাসের মূল উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রয়াস প্রশংসনীয় কিন্তু তাহাতে 'খাঁটি' কৃত্তিবাস কতখানি আছেন, সে জিজ্ঞাসা সন্দেহাতীত নয়। কারণ, সঙ্কলনটির ভিতর মূলকাহিনী বহির্ভূত এত অবান্তর সংযোজন (যেমন, শিববিবাহ ও লঙ্কার উৎপত্তি, দিলীপের অশ্বমেধ, ইন্দ্র-রঘুর যুদ্ধ প্রভৃতি) আছে, যাহা সংশয় উদ্রেক করে। ডঃ সুকুমার সেন ক. ২০৮ সংখ্যক পুথি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 'এই পুথি হইতে হীরেন্দ্রবাবু যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে পুথিটিকে বেশ অর্বাচীন বলিতেই হয়'। মোটের উপর প্রাচীন পুথিতেও কৃত্তিবাস প্রক্ষেপমুক্ত নন। তবে হীরেন্দ্র-বাবুর সঙ্কলন হইতে কৃত্তিবাসের প্রাচীন রূপ খানিকটা বোঝা যায়। কৃত্তিবাসের ভাষায় চেষ্টাপ্রসূত সংস্কৃত শব্দের কসরৎ নাই; উহা গ্রামবাংলার সর্বজনবোধ্য মুখের ভাষায় প্রাঞ্জল, মধুর ও ব্যঞ্জনাময়। বর্তমান সংস্করণগুলির মত ('অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লাসিত। কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত॥) হাস্যকর অন্ত্যমিলের প্রয়াসও সেখানে না থাকাই সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ব-বিশারদ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পুথি মিলাইয়া আয়াসসাধ্য উপায়ে আদিকাণ্ড সম্পাদন করিয়া মূল কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করিতে যত্নবান হইয়াছেন। উদ্যমটি প্রশংসনীয়, কিন্তু ত্রুটিহীন নয়। কৃত্তিবাসের মূল রচনার কঙ্কালে পরবর্তীকালে যে মেদ-মাংস-মজ্জা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা হইতে 'খাঁটি' কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। স্রোতোবাহিত মসৃণ উপলখণ্ড দেখিয়া বহুকাল পূর্বের সদ্য পর্বতচ্যুত প্রস্তরখণ্ডের রূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আলোচ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড সম্পাদনে আমরা মূল বা 'খাঁটি' কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করি নাই। এখানে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের চতুর্থ সংস্করণকে (১৩৩২ সাল) মূল পাঠরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সংস্করণটি কতকগুলি নূতন উপাখ্যান সংযোজিত হওয়ায় বঙ্গবাসী প্রথম সংস্করণ (১৩১৩ সাল) হইতে একটু স্বতন্ত্র। তবু ইহা, যে জয়গোপালী সংস্করণ, তথা বটতলার সংস্করণ, দীর্ঘ দেড়শত বৎসর যাবত বাংলার আপামর জনসাধারণকে তৃপ্ত করিয়া আসিতেছে, তাহারই একটি প্রতিলিপি। জয়-গোপালের সংশোধিত রামায়ণে (শ্রী ২) প্রাচীন পুথির ভাষাও রক্ষিত হয় নাই। 'ভাবুক' পণ্ডিতের হস্তাবলেপে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য, পয়ার-ভঙ্গাদি দোষের অবলুপ্তি, নীত বা হিতোপদেশের বাহুল্য, সম্ভোগশৃঙ্গারের বিস্তৃত বর্ণনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রী ১ সংস্করণের 'কীর্ত্তিবাস' যেমন এই সংস্করণে (শ্রী ২) 'কৃত্তিবাস' হইয়াছেন, তেমনই প্রাচীন বহু অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ উহাতে তৎসমরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এবং পরবর্তীকালের বটতলার পণ্ডিত মহাশয়দিগের হস্তক্ষেপে কৃত্তিবাস শোধিত, মার্জিত ও ভব্য হইয়াছেন।

তথাপি এই পরিবর্তিত আদর্শকেই প্রস্তুত সংস্করণে মূল পাঠরূপে সম্মুখে রাখা হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠে যে অভ্যস্ত কান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সহসা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, কতকগুলি সঙ্কেত লইয়া অগ্রসর হইলে এই রামায়ণ হইতেও কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থের স্বাদ গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত গ্রন্থের পাদটীকায় প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি এবং মুদ্রিত শ্রী. ১ ও হী. সংস্করণ হইতে প্রচুর পাঠভেদ তুলিয়া

দেখানো হইয়াছে। ইহা দ্বারা পাঠক সহজে কৃত্তিবাসের রামায়ণের রূপান্তরের ধারাটিকে অনুধাবন করিতে পারিবেন। প্রসঙ্গত মূল রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও জৈমিনীভারত হইতেও কতকগুলি উদ্ধৃতি সানুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, যাহাতে মূলের সহিত মিলাইয়া কৃত্তিবাসের ঋণ ও স্বাতন্ত্র্য বিচার করা সম্ভব হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ, রঘুবংশ ও ভবভূতির উত্তররামচরিত হইতেও সাদৃশ্যমূলক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে তুলনামূলকভাবে কৃত্তিবাসের আস্বাদ গৃহীত হইতে পারে। পাদটীকায় বিশিষ্ট পৌরাণিক নাম ও প্রসঙ্গগুলিরও প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় যোজিত হইয়াছে এবং রামায়ণ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থসম্পাদনায় বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণের আদর্শ গৃহীত হইলেও প্রাচীন পুথি ও অন্যান্য মুদ্রিত সংস্করণের আদর্শ অনুসারে গ্রহণ-বর্জন পদ্ধতিটিই অবলম্বন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এই বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :

১ বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণে অযথা কিছু অবাস্তব অংশ যোজিত হইয়াছে। তাহাদের ভিতর 'লক্ষ্মণ-ভোজন' অংশ একটি। কোন কোন হস্তলিখিত পুথিতে (ক ২১৯, ২২০, ২২১) কৃত্তিবাসের ভণিতায় লক্ষ্মণ-ভোজন অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু এই পুথিগুলির কোনটিরই বয়স একশত বৎসরের অধিক নয়। শ্রী ১ ও হী. সংস্করণে লক্ষ্মণ-ভোজনের অংশ নাই। প্রাচীন বটতলার সংস্করণগুলিতেও নাই। রঘুনন্দনের 'রামরসায়নে' লক্ষ্মণ-ভোজন পালা পাওয়া যায়। মনে হয়, উহারই আদর্শে উনিশ শতকের তিন দশকের পরে লেখা পুথিগুলির এবং মুদ্রিত সংস্করণগুলির ভিতর, বিশেষ করিয়া পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগরের সংস্করণে (১৯২৬) উহা গৃহীত হইয়াছে এবং দেখাদেখি বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণে উহা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ভাষার দিক হইতে ও পরিবেশনার দিক হইতে উহা কত অর্বাচীন। প্রস্তুত সংস্করণে 'লক্ষ্মণ-ভোজন' অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২. 'শিববিবাহ ও লঙ্কার উৎপত্তি' বিবরণটি শ্রী. ১ ও বটতলার পরবর্তী প্রাচীন কোন সংস্করণেই নাই। অথচ ১৫০২ শকে অনুলিখিত ক. ২০৮ সংখ্যক পুথিতে উহা পাওয়া যায়। উহারই অনুকরণে হী. সংস্করণে এই বিবরণটি স্থান পাইয়াছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্করণে উহা গৃহীত হইয়াছে। বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণেও উহা আছে। এই বিবরণটির সঙ্গে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের আদ্যকাণ্ডে বর্ণিত 'শিববিবাহ ও লঙ্কার উৎপত্তি'র মিল দেখা যায়। প্রস্তুত সংস্করণে পালাটি গৃহীত হইয়াছে এবং পাদটীকায় অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ হইতে সাদৃশ্যসূচক উদ্ধৃতিও সঙ্কলিত হইয়াছে, যাহাতে তুলনামূলকভাবে পাঠকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে—রচনাটি কাহার, কৃত্তিবাসের না অদ্ভুত আচার্যের ?

৩. প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ-গুলিতে রম্ভা-রাবণ-নলকুবের আখ্যানটি এমনভাবেই পরিবেশিত হইয়াছে, যাহা রুচির সীমা অতিক্রম করে। প্রবাসী ও সংসদ-সংস্করণে এই অংশ আমূল পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণে প্রচলিত আদলটিই গৃহীত। হস্তলিখিত পুথিতে, শ্রী ১ ও হী. সংস্করণে রম্ভা-রাবণ-সংবাদ সংক্ষিপ্ত ও সংযত। প্রস্তুত সংস্করণে রুচিহীন আদর্শটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎপরিবর্তে প্রাচীন পুথি, শ্রী ১ ও হী. সংস্করণের আদর্শে উহা নূতনভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে।

৪. সর্গনাম বা শিকলির নামগুলি প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও পরিবর্তন করা হইয়াছে। বটতলা সংস্করণেই সর্গনাম প্রথম যোজিত হয়। তখন হইতে যে শীর্ষনাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তাহারই হুবহু অনুকরণ দেখা যায়। সে নামগুলি অযথা দীর্ঘ এবং কোন-কোন স্থলে অবাস্তর। অথচ মূল রামায়ণের মাদ্রাজী সংস্করণে

সর্গশেষে প্রত্যেকটি সর্গের যে নামকরণ দেখা যায়, তাহা সংক্ষিপ্ত, বিষয়ানুসারী ও যুক্তিযুক্ত। প্রস্তুত সংস্করণে যথাসম্ভব সেই নামগুলিকে গ্রহণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৫ শ্রী ২ তথা বটতলার সংস্করণগুলিতে বহুস্থলে অতি আধুনিক ক্রিয়াপদ—ক'রে, ব'সে, ল'য়ে, হ'তে প্রভৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে বহুস্থলে সেগুলিকে প্রাচীনরূপে রূপান্তরিত করার চেষ্টা দেখা যায়। প্রস্তুত সংস্করণে যথাসম্ভব ক্রিয়াপদের প্রাচীন রূপগুলিকেই রক্ষা করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৬. ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে উত্তরাকাণ্ডে ব্যবহৃত প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থসহ একটি তালিকা সংযুক্ত করা হইয়াছে।

৭ এই গ্রন্থ সম্পাদনে পুথি 'ক' সঙ্কেত-চিহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পুথি, 'প' সঙ্কেতে সাহিত্য পরিষদের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির পরিচয়' ও 'কয়াল' সঙ্কেতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল প্রদত্ত পুথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত সঙ্কেতে এই মুদ্রিত গ্রন্থগুলির পাঠ পাঠভেদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—

শ্রীরামপুর প্রথম সংস্করণ (সপ্তম কাণ্ড)—শ্রী. ১.

শ্রীরামপুর দ্বিতীয় সংস্করণ (আদি-কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)—শ্রী. ২.

১২৬৪ সালে 'হরিহর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত' উত্তরাকাণ্ড—বট. ১.

দে ব্রাদার্স সচিত্র বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ—বট. ২.

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত উত্তরকাণ্ড—হী.

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রবাসী সংস্করণ, দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংসদ সংস্করণের বিষয়ও পর্যালোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্য বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুকুমার মিত্র ও বাংলা পুথির তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমান তুষারকান্তি মহাপাত্রের কথাও স্মরণ করি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল নিজের পুথি সরবরাহ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীমান সুশান্ত বসু নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। আমার ছাত্রী শ্রীমতী মানসী ভট্টাচার্য বিভিন্ন গ্রন্থ সরবরাহ করিয়া পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতিতে সহায়তা করিয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলনে গড়িয়া মিতালি সঙ্ঘের গ্রন্থাগার দ্বারা আমি উপকৃত হইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রকাশে মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ-এর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের আগ্রহ ও প্রযত্ন আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি ইহাদের সকলের শুভ কামনা করি। সম্পাদিত গ্রন্থখানি জনসাধারণ, পাঠক ও ছাত্রবর্গের তৃপ্তিসাধন করিলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

নারিকেলবাগান
পোঃ গড়িয়া
২৪ পরগণা

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

আলোচনা

গৌড়বঙ্গে রামায়ণীয় সংস্কার

বঙ্গদেশে 'রামভকত' সম্প্রদায়ের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, কিন্তু রামায়ণ কাব্য ও রামায়ণীয় সংস্কৃতির আবেদন অপরিমেয়। বাঙালী রামচন্দ্রকে ও রামায়ণ কাব্যকে নিজের মনের মাধুরী মিশাইয়া নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এদেশের পারিবারিক জীবনে, প্রবাদে-প্রবচনে ও নৈতিক আদর্শে রামায়ণের প্রভাব গাঢ় ও গভীর।

মনে হয়, এদেশে আর্যপূর্ব কাল হইতেই এক প্রকার রাম-কাহিনী প্রচলিত ছিল। মেয়েদের মুখে মুখে সে কাহিনীর কিছু আভাস পাওয়া যায়। আর্য অভ্যাগমের পরে এ দেশবাসীর মনে আসন করিয়া লইয়াছে উত্তর ভারতীয় 'ইতিহাস-পুরাণ'। সে ইতিহাস-পুরাণের ভিতর রামায়ণ একটি। ফলে এ দেশের তাম্রপট্টলিপিতে ও সংস্কৃত কাব্যচর্চায় রামায়ণের মুদ্রা-চিহ্ন অতি স্পষ্ট। তাম্রপট্ট লিপিতে রাজা ধর্মপালকে সত্য-তপোব্রত রামের সঙ্গে এবং তাঁহার অনুজ বাক্‌পালকে সৌমিত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।[১] পাল আমলে এ দেশে দুইখানি 'রামচরিত' রচিত হইয়াছিল—একটি গৌড়াভিনন্দের, অপরটি সন্ধ্যাকর নন্দীর। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যখানি শ্লিষ্ট কাব্য—একই সঙ্গে রামচন্দ্র ও রামপালদেবের কাহিনী। কবি নিজেকে বলিয়াছেন, 'কলিকালবাল্মীকি' এবং স্বরচিত রামায়ণকে বলিয়াছেন 'কলিযুগরামায়ণ'। 'সেন-কুলতিলক' লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাকবি গোবর্ধন আচার্য সংস্কৃতে 'আর্যাসপ্তশতী' রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রকীর্ণ শ্লোকাবলীতে একাধিক স্থলে রামায়ণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। আচার্য গোবর্ধন রামায়ণকে বলিয়াছেন 'শ্রীরামায়ণ'। তাঁহার মতে 'বল্মীকভূ' বাল্মীকির কাব্য ইন্দ্রধনুর মত 'বক্র' (বক্রোক্তিশোভিত) ও 'বিচিত্র বর্ণাবলীময়'। বাঙালীর রামায়ণ-চর্চার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য—যেমন বল্মীকস্তূপ হইতে বাল্মীকির জন্ম, গঙ্গার প্রবল স্রোতে বিপর্যস্ত ঐরাবত প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ এই কাব্যে দেখা যায়। তিনি রামায়ণকে 'বহুরস-বতী' গঙ্গার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কবি জয়দেব তাঁহার দশাবতার স্তোত্রে 'কেশবধৃত রামশরীর' বলিয়া রামচন্দ্রের বন্দনা করিয়াছেন। এগুলি ছাড়া, মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘরাঘব', আর্য ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ড কৌশিক' নাটক বাঙালীর বলিয়া দাবী করা হয়। তুর্কবিজয়ের পরে প্রায় দুইশত বৎসরের দুর্যোগকালেও যে বাঙালী প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে রামায়ণ-চর্চা হইতে বিরত হয় নাই, তাহারও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' উদ্ধৃত শ্লোকে এবং সাগর-নন্দী-সঙ্কলিত 'নাটকলক্ষণরত্ন-কোশ' প্রভৃতি গ্রন্থে।

'ভাষা'য় (বঙ্গ ভাষায়) সংস্কৃত ইতিহাস-পুরাণকে পরিবেশন করার প্রয়াস জাগ্রত হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে। কেহ বলেন, মুসলমান সুলতানেরাই এ বিষয়ে ছিলেন উৎসাহদাতা। আবার কেহ মনে করেন, মুসলমানের জবরদস্ত ধর্মান্তরিতকরণের বিপর্যয় হইতে হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু পণ্ডিতগণই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে কয়েকজন কবি সর্বপ্রথম ভাষায় ইতিহাস-পুরাণ রচনার কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, লোক-নিস্তারের জন্যই তাঁহাদের উদ্যম। ব্যাস-বাল্মীকির রচনা সংস্কৃত শ্লোকবন্ধে নিবদ্ধ, উহা জনসাধারণের বোধগম্য নয়। গৌড়বঙ্গের জন-

---

১. 'রামস্যেব গৃহীত সত্য তপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ সৌমিত্রে-রুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পাল নামানুজ।'—মদনপালদেবের তাম্রশাসন।

সাধারণের নিকট মুক্ত নির্ঝরের মত তখন প্রবাহিত 'পাঁচালি প্রবন্ধ'[১] ও 'পয়ার' ছন্দ[২]। দুইই লোক-প্রিয়। কাজেই লোকত্রাণের অভিপ্রায়ে বাঙালী কবিগণ 'শ্লোক' ভাঙ্গিয়া 'পয়ার' বা 'পাঁচালি' রচনা করিয়াছেন।

সংস্কৃত রাম-কথার 'সুধাভাণ্ড'কে যিনি সর্বপ্রথম বঙ্গের আপামর জনসাধারণের নিকট 'ভাষামতে', 'পাঞ্চালি প্রবন্ধে'[১] ও 'পয়ারে'[২] উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি 'বিচক্ষণ', 'পণ্ডিত' কবি কৃত্তিবাস। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে ভুল বানানে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'কির্ত্তিবাস' বা 'কীর্ত্তিবাস'। ইহা লিপিকর-প্রমাদ নয়, লিপিকরের প্রসাদ। মধুসূদন ঠিকই বলিয়াছেন, কৃত্তিবাস 'কীর্ত্তিবাস কবি':

"কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গভুবনে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের আদি রামায়ণ-কারের জীবন-পরিচয় অসম্পূর্ণ; তাঁহার জীবৎকালের সীমা বিতর্কিত; তাঁহার রচনার খাঁটি রূপ গায়েন, লেখক (লিপিকর) ও শোধনকার সম্পাদকদের হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের আড়ালে প্রায় অবলুপ্ত। কৃত্তিবাস-সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা এই বিষয়-গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কবি-পরিচিতি

কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত বহু পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, বিশ্ব-ভারতীর সংগ্রহশালা ও অন্যত্র সংগৃহীত আছে। এই পুথিগুলির অধিকাংশই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের অনুলিপি। সপ্তদশ বা ষোড়শ শতাব্দে অনু-লিখিত পুথির সংখ্যা নগণ্য। পুথিগুলি প্রায়শ এক একটি কাণ্ড বা কোন একটি বিশিষ্ট পালার আকারে (যেমন, সীতার বনবাস, অশ্বমেধ যজ্ঞ, লবকুশের যুদ্ধ) লিখিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুথি খণ্ডিত, জরাজীর্ণ ও প্রমাদপূর্ণ পাঠে অনর্থকর। ইহারই ভিতর কৃত্তিবাসের ভণিতা অংশে কবি সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ভণিতাগুলি যে সবটাই কৃত্তিবাসের, এমন মনে হয় না। প্রথম পুরুষের ক্রিয়াদৃষ্টে মনে হয়, কতকগুলি ভণিতা গায়েনের যোজনা। এইগুলি হইতে কবি সম্পর্কে এই তথ্যগুলি জানা যায়:

(ক) কৃত্তিবাসের পিতামহের নাম মুরারি ওঝা 'কির্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি'। ক. ৪, ক ১০১

(খ) ওঝার ঘর রাঢ়দেশে। নগরের নাম ফুলিয়া। এই নগরের দক্ষিণে ও পশ্চিমে গঙ্গা প্রবহমাণা:

রাঢ়াকুলে ঘর ওঝার রত্ন না সে পুরী।
দক্ষিণ পশ্চিম চাপিয়া বহেন গঙ্গা সুরেশ্বরী॥
ফুলিয়া নগর সর্ব লোকেতে বিদিত।
যেখানে বসেন কির্ত্তিবাস পণ্ডিত॥ ক. ৭৬

(গ) কৃত্তিবাস ফুলিয়ার মুখটি বংশে জন্মগ্রহণ করেন:

মুখটি বংশে জন্ম ওঝার জগতে বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥ প. ১০

(ঘ) কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী. মাতার নাম মেনকা। কবিরা ছয় সহোদর: বলভদ্র, চতুর্ভুজ, অনন্ত, ভাস্কর, নিত্যানন্দ, কৃত্তিবাস:

পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিতানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর॥ প. ১২

(ঙ) শুভক্ষণে কৃত্তিবাসের জন্ম: 'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।' ক. ৬৮, প. ৪৩

(চ) কৃত্তিবাস ছোট গঙ্গা (ভাগীরথী), বড় গঙ্গা (পদ্মা), বড় গঙ্গার পারে অবস্থিত বরেন্দ্র-

---

১. 'প্রবন্ধ' বলিতে বোঝায় কথাযুক্ত গান; 'পাঁচালি প্রবন্ধ' মানে কথা সম্বলিত গেয় কাব্য।

২. 'পয়ার' অক্ষর সংখ্যাত বৃত্ত ছন্দের দেশীয় রূপ, দ্বিপর্বিক পয়ারে চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তিবন্ধন, দুই পংক্তিতে চরণের পূর্ণতা, চরণান্তিক মিল ও সুরের টান থাকে। মধ্যযুগের বাংলাকাব্যের পরিচিত ও জনপ্রিয় ছন্দ 'পয়ার'।

ভূমিতে ('বলিন্দা') বিদ্যা অর্জন করেন। আচার্য চূড়ামণি রাঢ়া-মাধব ('রাঢ়া মধৈ')-এর নিকটও পাঠ গ্রহণ করেন :

ছোটর বন্দ বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
জথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার ॥
বাঢ়ামধৈ বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি।
যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপুনি ॥ ক. ১৭১৭*

(ছ) কৃত্তিবাস পণ্ডিত নানা বিদ্যায় পারদর্শী হন : তিনি রাজসভায় সমাদৃত হন এবং গৌড়েশ্বর তাঁহাকে নানা বস্ত্র-অলঙ্কারে বরণ করেন।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বাজসভায় পূজিত।
যাহার প্রসাদে শুনি রামায়ণ গীত ॥ প ৫৪
কিৰ্ত্তিবাস পণ্ডিতের সকল গোচর।
নানারত্ন দিয়া যারে পূজে গৌড়েশ্বর ॥ ক. ১০১

(জ) কৃত্তিবাস অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়া 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন, উদ্দেশ্য লোক-হিত ও লোক ত্রাণ : 'অনেক শাস্ত্র পড়া রচে শ্রীরাম পাঁচালি'। প ২৬

কৃত্তিবাস পণ্ডিত করিল লোকের হিত।
লোক তরাইতে করিল রামায়ণ গীত ॥ প ২৬

ইহা ছাড়া, কৃত্তিবাসের একটি 'আত্মবিবরণ' পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গত হারাধন দত্ত মহাশয় এই আত্ম বিবরণের সংবাদ প্রথম দেন। তিনি যে পুথিতে এই বিবরণ পাইয়াছিলেন, তাহা নাকি ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। এই পুথিটি নিখোঁজ হইয়াছে। পরে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুসন্ধানে উক্ত আত্মবিবরণের আরও অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তথাপি এই বিবরণের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহের নিরসন হয় নাই। শুধু আত্মবিবরণ কেন, বিভিন্ন পুথি হইতে কৃত্তিবাসের পরিচয় সম্পর্কে যে তথ্যাদি পাওয়া যায়, তাহাতেও গায়েনদের সংগ্রহ বা যোজনা আছে। ডঃ সুকুমার সেন এই আত্ম-বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, "আত্মবিবরণীর গোড়ায় যে বংশগৌরব গাথা আছে, তাহা নিশ্চয়ই কোন কুলজী-বিশারদ গায়েনের সংযোজন" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ)। কেহ কেহ আত্মবিবরণের সবটাই প্রামাণ্য বলিয়াছেন (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)। কেহ কেহ ইহার আংশিক প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন (ভট্টশালী)। তবে সংগ্রহই হউক আর যোজনাই হউক—বিবরণটি সর্বৈব কল্পনাপ্রসূত নয়। কৃত্তিবাস খুবই প্রাচীন কবি। তাঁহার সম্পর্কে যে সকল 'শ্রুতি' প্রচলিত ছিল, কিংবা তাঁহার কাব্যের ভণিতায় যে আত্মপরিচয় ছিল, তাহাদেরই দূরাগত প্রতিধ্বনি আত্মবিবরণে রক্ষিত হইয়াছে। ভাষা হয়তো পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু বিষয় বেশী বিকৃত না হওয়াই সম্ভব। এই বিবরণ হইতে কতকগুলি নূতন তথ্য পাওয়া যায় :

১. কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ ওঝার প্রসঙ্গ :

নারসিংহ বা নৃসিংহ ওঝা ছিলেন বঙ্গের 'বেদানুজ'[১] মহারাজের পাত্র। বঙ্গদেশে ওঝা সুখেই ছিলেন। কিন্তু একবার সেখানে 'প্রমাদ' উপস্থিত হয়। সেই অস্থিরতার সময় নারসিংহ 'বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর'। গঙ্গাতীরে কোথায় বাস করিবেন ? ফুলিয়া নামে একটি 'গ্রামরত্ন', পূর্বে সেখানে ফুলের মালঞ্চ ছিল বলিয়া নাম হয় ফুলিয়া : সেই 'ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।' এইখানেই ধনধান্যে, পুত্রে-পৌত্রে তাঁহার সংসার সমৃদ্ধ হইল।

২. কৃত্তিবাস পর্যন্ত নারসিংহ ওঝার বংশ-তালিকা : মুখটি বংশের কীর্তিকথা।

নারসিংহ ওঝার পুত্র গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র : মুরারি, সূর্য, গোবিন্দ। জ্ঞানে-গুণে মুরারি ছিলেন বিশিষ্ট : তিনি মহাপুরুষ',

---

* পাঠান্তর : ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
যথা তথা করা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার ॥ প ১২১
দীনেশচন্দ্র সেন 'রাঢ়া মধৈ'-এর অর্থ করিয়াছেন 'রাঢ়ের মধ্যে'।

১. 'পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা' : 'বেদানুজ'কে 'যে দনুজ' পাঠ ধরায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

'ধর্মচর্চায় রত', 'মদরহিত', সুদর্শন এবং 'মার্কণ্ডব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি'। এই মুরারির সাত পুত্রের ভিতর জ্যেষ্ঠ ভৈরব। অন্যান্য পুত্রের ভিতর 'সুশীল', 'ভাগ্যবান' বনমালী একজন। বনমালী হইতে কৃত্তিবাসাদি ছয় সহোদর জন্মগ্রহণ করেন: সহোদরদের নাম: মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ বা ভাস্কর। কৃত্তিবাসের একটি ভগ্নীও ছিল।

কৃত্তিবাসের বংশ 'ফুলিয়ার মুখটি' বংশ নামে খ্যাত। এই বংশের সূর্য পণ্ডিত (কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ পিতামহ) বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সূর্য পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভাকর বাপের মতই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। অপর পুত্র নিশাকর ছিলেন গৌড়েশ্বরের প্রসাদপুষ্ট। নিশাকরের পুত্রেরাও ছিলেন কৃতী। কৃত্তিবাসের নিজ জ্যেষ্ঠতাত ভৈরব রাজসভার মান্য ব্যক্তি ছিলেন। ভৈরবপুত্র গজপতির কীর্তি বারাণসী পর্যন্ত বিঘোষিত ছিল। মুখটি বংশের আর একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন 'পদ্ম' (?): তাঁহার আচার-নিষ্ঠা সকলের আদর্শ স্বরূপ ছিল। মোটের উপর—

কুলেশীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য গুণে'।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥

৩. জন্মবার ও জন্মতিথির নির্দেশ:

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

বিদ্যার্জনের উদ্দেশে যাত্রাকালে দিন, বয়স ও স্থানের নির্দেশ: দিন 'বৃহস্পতিবার', বয়স 'এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ', বিদ্যার্জনের স্থান 'উত্তর দেশ', 'গঙ্গাপার'।

গুরু-প্রশংসা: গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ: রাজপণ্ডিত হওয়ার আশায় গৌড়েশ্বরের রাজসভায় গমন। তখনকার দিনে 'গৌড়েশ্বর' গুণীর পোষ্টা ছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেই গুণের সমাদর হইত—'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা'।

৪. রাজসভার বিবরণ:

রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া কবি পাঁচটি শ্লোক দ্বারীর হস্তে রাজার নিকট পাঠাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজবাটীর ঘটিযন্ত্রে যখন সাতটা বাজিল, তখন সোনার যষ্টিধারী ('হাতে সুবর্ণ লাঠি') দ্বারী আসিয়া জানাইল 'রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ'। কৃত্তিবাস 'নয় দেউড়ী' পার হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সিংহাসনে আসীন 'সিংহসম' রাজা: তাঁহাকে ঘিরিয়া পাত্রমিত্র, ধর্মাধিকারী, রাজপণ্ডিত ও দর্শনার্থী। দক্ষিণে পাত্র 'জগদানন্দ', তাঁহার পশ্চাতে 'ব্রাহ্মণ সুনন্দ'। বাঁয়ে কেদার খাঁ, ডাইনে নারায়ণ। সভামধ্যে আছেন 'গন্ধর্ব অবতার' গন্ধর্ব রায়। আরও আছেন কেদার রায়, তরণী, ধর্মাধিকারিণী শ্রীবৎস—রাজপণ্ডিত মুকুন্দ—জগদানন্দ পাত্রের কোঙর 'প্রধান সুন্দর' প্রভৃতি:

রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥

৫ হিন্দু প্রথামতে মাল্য-চন্দন-পট্টবস্ত্রে কবি-বরণ:

কৃত্তিবাস রাজসভায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা হাতছানি দিয়া ('হাতসানে') তাঁহাকে কাছে আহ্বান করিলেন। কৃত্তিবাস চারিহস্তের ব্যবধানে দাঁড়াইয়া সাতটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। দেহে যেন দেবতা ভর করিয়াছেন, কণ্ঠে সরস্বতীর প্রসাদ। বিস্মিত রাজা নিজে কৃত্তিবাসকে 'পুষ্পমাল' দিলেন, দিলেন 'পাটের পাছড়া' (পট্টবস্ত্র), কেদার খাঁ কবির মাথায় দিলেন 'চন্দনের ছড়া'। রাজা বলিলেন, 'কিবা দিব দান'। দান প্রতিগ্রহে কৃত্তিবাসের অভিলাষ নাই, তিনি যশঃপ্রার্থী। তিনি কবি, অনিন্দনীয় তাঁহার কবিত্ব। রাজা তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন,

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥

৬. **জনগণের অভিনন্দন : রাজাজ্ঞায় সাতকাণ্ড রামায়ণ রচনা :**

রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃত্তিবাস বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, সকলের মুখে 'ধন্যধন্য' ধ্বনি :

চন্দনে চর্চিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্যধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥

কৃত্তিবাস 'সপ্তকাণ্ড গান' রচনা করিলেন। 'ভাষায় রঘুবংশের এই কীর্তিগাথা' কবি কৃত্তিবাসের অমর কীর্তি।

কৃত্তিবাসের জীবৎকাল

কৃত্তিবাসের জীবৎকাল লইয়াও বিতর্কের শেষ নাই। কৃত্তিবাসের ভণিতায় যত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টভাবে কবির কাল বা কাব্য-রচনা কালের কোন উল্লেখ নাই। পুথির ভণিতায় এইটুকু পাওয়া যায়, তিনি 'রাজসভার পণ্ডিত' ছিলেন এবং 'নানা রত্ন দিয়া যারে পূজে গৌড়েশ্বর' (ক. ১০১, প ৫৪)। কবির আত্মবিবরণেও কবির রাজপ্রসাদ লাভের কথা এবং 'রাজাজ্ঞায়' রামায়ণ রচনার কথা বলা হইয়াছে। উপরন্তু আত্মবিবরণে কবির জন্মবার ও তিথির উল্লেখ রহিয়াছে,

'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।'

এই সঙ্কেতগুলি অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয়ে কেহ পঞ্জিকা, কেহ বা কুলপঞ্জিকা, কেহ বা ঐতিহাসিক তথ্যের আশ্রয় লইয়া নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পঞ্জিকা ঘাঁটিয়া কোন্ বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবার ছিল, তাহা গণনা করিয়া একাধিক সময় পাইয়াছেন। তন্মধ্যে শেষের সিদ্ধান্ত—১৩২০ শকাব্দ বা ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ কবির জন্মকাল। কেহ বা (নগেন্দ্রনাথ বসু) কুলপঞ্জীর (ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী) অবলম্বনে কৃত্তিবাসের সময় গণনা করিয়া প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, কৃত্তিবাস বিদ্যা অর্জন করিয়া মুসলমান আমলের বঙ্গের হিন্দু রাজা দনুজমর্দন দেব বা রাজা গণেশের সভায় ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে উপস্থিত হইয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালীও এই তারিখ অনুমোদন করিয়াছেন।

যাঁহারা পঞ্জিকা অথবা কুলপঞ্জিকা অপেক্ষা কৃত্তিবাসী রামায়ণের আভ্যন্তরীণ বা বহিরঙ্গ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কৃত্তিবাসকে হোসেন শাহের, কেহ বা (ডঃ সুকুমার সেন) হোসেন শাহের বর্ষীয়ান্ সমসাময়িক 'গৌড় অধিকারী' সুবুদ্ধিরায়ের, কেহ বা রুকণউদ্দীন বারবক শাহের (অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ্ রমেশচন্দ্র মজুমদার) সভাকবি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শেষোক্তমতে কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতকের ষষ্ঠ দশকের কবি বলিয়া মনে হয়। কেহ আবার কৃত্তিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণের সভাকবি বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, কৃত্তিবাস যে 'গৌড়েশ্বরে'র সমাদর লাভ করিয়াছেন, তিনি কোন মুসলমান সুলতান নন, মুসলমান আমলের কোন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজা। কারণ, মাল্য-চন্দন-পট্টবস্ত্রে কবি-বরণের পদ্ধতি, মুসলমানী প্রথা নয়, উহা চিরাচরিত হিন্দুপদ্ধতি।

আমাদের মনে হয়, কবি কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে রাজা গণেশের সভাতেই সংবর্ধনা লাভ করিয়া রামায়ণ পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন। তিনিই বঙ্গভাষার প্রথম রামায়ণকার। তাঁহার রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য—বাল্মীকি-কাহিনীর সঙ্গে লোকশ্রুতির সহজ সমাযোগ ও লোকমুখের প্রাঞ্জল ভাষার প্রয়োগ। কৃত্তিবাসী রাম-কথার এই ভাবাদর্শের প্রতিফলন পঞ্চদশ শতকের যাবতীয় কবির—চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, মহাভারত-কার সঞ্জয়-এর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই

নয়, কৃত্তিবাস-প্রচারিত রামায়ণ-কথা 'নাচ-নাচন-নাচে' (নৃত্যগীতাত্মক অভিনয়ের আকারে), শিশুদের অনুকরণাত্মক ক্রীড়া অভিনয়ে, মহিলাদের সংস্কারে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগেই এদেশের জন-মানসে গভীর চিহ্ন ফেলিয়াছে। এমন কি, মুসলমান ভক্ত পর্যন্ত কৃত্তিবাসের রামভক্তির আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

এখানে উর্ধ্বতম সীমা হইতে কাল বিচারের অবরোহ-ক্রমে কৃত্তিবাসের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা নিরূপণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে।

কৃত্তিবাসের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে :

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥

সাহিত্যের ইতিহাসবিদ্‌গণ মনে করেন, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে লিখিত হয়। অতএব কৃত্তিবাসের সময়-সীমা ইহার পরে হইতে পারে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুলিখিত পুথিগুলির কোনটিই ষোড়শ শতকের অষ্টম দশকের পূর্বে পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই জয়ানন্দের কাব্যে কৃত্তিবাসের উল্লেখের গুরুত্ব আছে।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত লিখিত হয় খুব সম্ভব ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার ৪।৫ বৎসর পরে। চৈতন্যভাগবতে স্পষ্টত কৃত্তিবাসের উল্লেখ নাই। কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গে, 'চৈতন্যলীলায় ব্যাস' বৃন্দাবন দাস রামায়ণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গগুলি নানাদিক হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মুরারিগুপ্তের মুখের রাম-স্তব, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শৈশবক্রীড়ায় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' অভিনয়-প্রসঙ্গে কালনেমীর কাহিনী, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন ও ইন্দ্রজিত বধলীলা প্রভৃতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাব, এমন কি কোন কোন স্থলে ভাষার প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। যেমন রাজ-ভোগে প্রমত্ত সুগ্রীবের প্রতি সীতান্বেষণ বিষয়ে লক্ষ্মণের এই ক্রোধ-বাক্য—

আরে রে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥
সুবেল পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ॥
(চৈ. ভা. আদি. ৬)[১]

কিংবা হনুমানের সঙ্গে কালনেমির এই যুদ্ধ-চিত্র,

এই মত দুইজনে হয় গালাগালি।
শেষে চুলাচুলি তবে হয় কিলাকিলি॥ (ঐ)[২]

—বৃন্দাবনদাসের এই বর্ণনাগুলির সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, বৃন্দাবনদাসের সময়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বহুল প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাস যে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ অনুমান সহজেই করা যায়।

কিন্তু, ইহা হইতেই গুরুত্বপূর্ণ, চৈতন্য-ভাগবত শুধু গ্রন্থকর্তার সমকালের চিত্র নয়, উহা পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের গৌড়বঙ্গের একটি তথ্যপূর্ণ আলেখ্য। তখনও যে এদেশে রামভক্তিবাদের প্রসার ছিল এবং রাম-পাঁচালি নৃত্যভিনয়ের আকারে পরিবেশন করা হইত, তাহার উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। সে রামভক্তিবাদ এবং রাম-পাঁচালি যে কৃত্তিবাসের আদর্শেই গড়া, চৈতন্যভাগবত হইতে তাহাও প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থে মুরারিগুপ্ত, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও ভক্ত যবন হরিদাসপ্রসঙ্গে

তুলনীয় প্রচলিত কৃত্তিবাস :

১. বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া।
সুগ্রীব থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া॥
সীতা লাগি দুই ভাই ফিরি বনে বনে।
নিশ্চিন্তে আছেন তিনি রত্ন সিংহাসনে॥
পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।
রাজ্য সহ পোড়াইব আজি এক শরে॥
(কিষ্কিন্ধ্যা)

২। প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়েতে গালাগালি।
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি পরে চুলাচুলি॥
(লঙ্কাকাণ্ড)

রামকথার উল্লেখ রহিয়াছে। মুরারিগুপ্ত ছিলেন রামভক্ত। তাঁহার মুখে বৃন্দাবনদাস যে রামমূর্তির বর্ণনা যোজনা করিয়াছেন, তাহা যেন কৃত্তিবাসের রামায়ণেরই রামমূর্তি। মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের 'মহামহাপ্রকাশ বর্ণন' অধ্যায়ে, মুরারিগুপ্ত বিশ্বম্ভরের এই মূর্তি দর্শন করিলেন :

দূর্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে প্রভু ধনুর্দ্ধর ॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥
(চৈ ভা. মধ্য. ১০)

এযেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের সূচনায় গোলক বৈকুণ্ঠপুরীতে নারদ-দৃষ্ট রামমূর্তিরই আর একটি প্রতিচিত্র :

তার মধ্যে বীরাসনে বসিলা শ্রীরাম ॥
দূর্বাদলশ্যাম রাম কমল লোচন।
কন্দর্প জিনিঞা মূর্তি গজেন্দ্র গমন ॥
জানকী সহিত রঙ্গে বসিলা নারায়ণ।
দুখানি চরণ সেবে পবন নন্দন ॥
(ক. ১৫ আদিকাণ্ডের পুথি)

শুধু তাই নয়, মুরারিগুপ্তের রামচন্দ্রের প্রতি ছিল হনুমানের মতই দাস্যভাব। মহাপ্রভু যখন বলিলেন, 'যে তোমার অভিমত ইচ্ছি লহ বর', তখন মুরারি প্রার্থনা করিলেন,

মুরারি বোলয়ে প্রভু আর নাহি চাঁহো।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙো ॥
জন্মজন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা সভার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥
(চৈ. ভা মধ্য. ১০)

স্বর্গারোহণের প্রাক্কালে কৃত্তিবাসের হনুমানও ঠিক এই প্রার্থনাই করিয়াছিলেন,

হনুমান বলেন আমি না চাহি স্বর্গবাস
তোমার গুণ শুনি এই অভিলাষ।
তোমার নাম গুণ হইবে যেইখানে
সেইখানে গোসাঞি থাকিব রাত্রিদিনে।
শ্রী. ১. উত্তরা

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'রঘুনাথভৃত্য' লক্ষ্মণের ভাবে আবিষ্ট। তিনি শৈশবে সঙ্গী শিশুদের লইয়া রামলীলার অনুকরণে ক্রীড়াভিনয় করিতেন। বৃন্দাবনদাস এই খেলা অভিনয়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে যে কৃত্তিবাসী বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে, তাহা দেখানো হইয়াছে।

মুরারিগুপ্ত ও নিত্যানন্দ—উভয়েই মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে বড়। মুরারি ৮।১০ বৎসরের এবং নিত্যানন্দ অন্তত ১০।১২ বছরের বড়। মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব, ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে পাঁচালির (নৃত্যসম্বলিত গেয় কাব্য) আকারে প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করা যায়।

ইহা অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ—যবন হরিদাসের উক্তিতে রামভক্তির উল্লেখ। হরিদাস অল্প বয়সেই নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ফুলিয়াতে 'গঙ্গাতীরে গোফায়' বাস করিতে থাকেন। এই ফুলিয়া কৃত্তিবাসের জন্মস্থান :

'ফুলিয়া সমাজে পণ্ডিত কৃত্তিবাস' (প ৭০)। অতএব 'যবন' হইলেও ভক্ত হরিদাসের মানসে রামভক্তিবাদের আদর্শ দৃঢ়বদ্ধ ছিল। হরিদাসকে যখন হিন্দুভাবের সাধক বলিয়া, মুলুকপতির বিচারে 'বাইশ বাজারে' নির্মমভাবে পীড়ন করা হইয়াছিল, তখন হরিদাস মনে মনে রাক্ষসদের পীড়নে ভক্ত হনুমানের সহনশক্তির কথা ভাবিয়া অকাতরে নির্দয় বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াছেন :

রাক্ষসের বন্ধন যে হেন হনুমান।
আপনে লইয়া করি ব্রহ্মার সমান ॥
এই মত হরিদাস যবন প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার ॥
(চৈ ভা আদি/১১)

'ফুলিয়া'-পণ্ডিত কৃত্তিবাসের রামভক্তিবাদের আদর্শ মুসলমান ভক্তকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্য/৩) দেখা যায়, নীলাচলে মহাপ্রভুর

সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠি প্রসঙ্গে, হরিদাস যবনের নিস্তার-কথা বলিতেছেন :

> হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিও।
> যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও ॥
> যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
> হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে ॥

রাম নামাভাসে রত্নাকর দস্যু 'মরা মরা' জপ করিতে করিতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল—এই কাহিনী বাংলায় প্রথম পরিবেশন করিয়াছেন কৃত্তিবাস :

> মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম।
> পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥ (আদি)

কৃত্তিবাস হইতেই বঙ্গের নিরক্ষর-সাক্ষর সমাজে নামাভাসেরও মহিমা প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গের মুসলমান ভক্তের হৃদয়েও এ দৃষ্টান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হরিদাসের এই উক্তি তাহারই প্রমাণ। মোটের উপর হরিদাসের সময়ে যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কাহিনী ও সংস্কার এদেশের সর্বস্তরে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বোঝা যায়।

ভক্ত হরিদাস চৈতন্যদেব অপেক্ষা প্রায় ৩০/৪০ বৎসরের বড় ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাব ও উদ্দেশ্য এদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই কৃত্তিবাস যে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা চলে। কৃত্তিবাসকে বারবক শাহের সভায় উপস্থিত করার দিকে ঝোঁক থাকায় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার অন্যদিক হইতে হরিদাসের প্রসঙ্গ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,

"জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, হরিদাস ঠাকুর যখন ফুলিয়া হইতে নীলাচলে যান, মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহরের বংশে জাত কুলীন সুষেণ পণ্ডিত হরিদাসকে বিদায় দিয়াছিলেন,[১] এই ঘটনা আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের। এদিকে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলীর' মতে কৃত্তিবাসের সুষেণ নামে এক সম্পর্কিত পৌত্র (কৃত্তিবাসের পিতৃব্য অনিরুদ্ধের প্রপৌত্র) ছিলেন ; এই সুষেণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নাম যথাক্রমে মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহর ; ইনিও ফুলিয়া নিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ। সুতরাং এই সুষেণ ও জয়ানন্দ-উল্লিখিত সুষেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুষেণ পণ্ডিত যখন ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন তাহার পিতামহস্থানীয় কৃত্তিবাস গড়পড়তা হিসাবে তাঁহার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায় ; ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন বারবক শাহই গৌড়েশ্বর ছিলেন।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ)

এই সিদ্ধান্তে প্রধান আপত্তি—চার পুরুষে ১০০ বছর বা তিন পুরুষে ৭৫ বৎসর ধরাই কাল গণনার নিয়ম, রমেশবাবু তাঁহার ব্যতিক্রম করিয়া তিন পুরুষে ৫০ বৎসর ধরিয়াছেন। তিন পুরুষে ৭৫ বৎসর ধরিলে কৃত্তিবাসকে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লইতে হয়। বারবক শাহের সময় কৃত্তিবাস জীবিত থাকিলে, তখন তিনি 'প্রবীণ' পৌত্রের পিতামহ স্থানীয় বলিয়া নিজেও বেশ প্রবীণ। অথচ আত্ম-বিবরণ অনুসারে কৃত্তিবাস যৌবন বয়সেই রামায়ণ রচনায় আদিষ্ট হন। কাজেই বারবক শাহের কালে কৃত্তিবাসের কাব্যরচনার কালকে টানিয়া লওয়া কষ্ট কল্পনা। কৃত্তিবাস তাহার অনেক আগেই পাঁচালি রচনা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বারবক শাহের অনুগৃহীত কবি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের ঢঙে রাম-কথার বর্ণনা তাহার প্রমাণ।

নিঃসংশয়ে পঞ্চদশ শতাব্দে রচিত হইয়াছিল, এমন একখানি কাব্য এই মালাধর বসু-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ তিনিই প্রথম ভাষায় লিপিবদ্ধ

---

১. হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত ॥
দুর্গাবর মনোহর মহাকুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ ॥
ফুল্যার দেবতা শ্রীহরিদাস ঠাকুর।
তান ব্রজিতে সঙে চলিলা কণোদ্ভব ॥
(জয়ানন্দ, চৈ মঙ্গল, বিজয়-২)

করেন। তাঁহার কাব্য রচনা শুরু হয় ১৩৯৫ শাকে, ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমাপ্ত হয় ১৪০২ শাকে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে।[১] গৌড়েশ্বর তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেন—'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।' বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই গৌড়েশ্বর রুকণউদ্দীন বারবক শাহ।

মালাধর বসু তাঁহার কাব্যের সূচনায়, গোড়াতেই অবতারবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। নিরঞ্জন ভগবানের অষ্টাদশ অবতার শ্রীরামচন্দ্র,

অষ্টাদশে শ্রীরাম দশরথের ঘরে।
একা প্রভু চারি অংশে অবতার করে।

ভগবানের চারি অংশে অবতার গ্রহণের কথা মূল রামায়ণে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। দেবগণ বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, 'বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্' (আদি. ১৬)। অধ্যাত্মরামায়ণেও বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, 'চতুর্দ্ধাত্মানমেবাহং সৃজামীতরয়োঃ পৃথক্' (আদি. ২)। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই স্পষ্টভাবে—দেবগণের প্রার্থনায় যে তিনি চারি নামে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করেন, তাহার উল্লেখ দেখা যায়।[২] রাম-অবতারের এই সূত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণেই প্রথম ভাষাছন্দে গ্রথিত হয়। শুধু তাই নয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের আরম্ভই বৈকুণ্ঠপতির 'এক অংশ চারি অংশে' প্রকাশ লইয়া :

দশরথের ঘরে জন্মিবেন চারিজন।
রাম লক্ষ্মণ হবেন ভরত শত্রুঘন॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হয়্যা।
তিন নারী গর্ভে জন্ম শুভক্ষণ পায়্যা॥ ক ২

মালাধরের বর্ণনায় যেন কৃত্তিবাসেরই ভাষার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। মালাধর গ্রন্থারম্ভ করেন ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার কাব্যে এই অবতার-লীলার বর্ণনা রহিয়াছে একেবারে প্রথম দিকেই। অতএব ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই যে কৃত্তিবাসের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা অনুমান করা যুক্তিবিরুদ্ধ নয়।

মনে হইতে পারে, মালাধর বসু বোধ হয় ভাগবতের অনুসরণেই একথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। তিনি যে কৃত্তিবাসের রামকথার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহার আর এক প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের 'বজ্রনাভ দৈত্যের কথা'। বজ্রনাভের কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবতে নাই। উহার বিবরণ আছে হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের ৯১-৯৪ অধ্যায়ে। বজ্রনাভ দানব ব্রহ্মার বরে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। যাদবগণ নটসজ্জায় অভিনয়ের ছলে বজ্রনাভপুরে উপনীত হইয়া বজ্রনাভকে নিহত করেন এবং বজ্রনাভকন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়। যাদবগণ নটসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বজ্রনাভপুরে রামায়ণকথাকে নাট্যে অভিনয় করেন : 'রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্যং নাটকীকৃতম্' (হরিবংশ)। হরিবংশের বর্ণনায় সমগ্র রামায়ণ নয়, রামায়ণের 'গঙ্গাবতরণ' ও 'রম্ভাভিসার' (রম্ভা-রাবণ সংবাদ)-এর অংশই মুখ্যভাবে অভিনীত হইয়াছে। মালাধর বসু সে স্থলে বঙ্গে প্রচলিত সমগ্র রামকথার 'নাচন-নাচ' (নৃত্যাভিনয়) প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং অল্প পরিসরের ভিতর এদেশে প্রচলিত রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহাতে আছে—দশরথের যজ্ঞ, শ্রীহরির 'চারি অংশে অবতার', বিশ্বামিত্রের আগমন, রামের সুবাহু-তাড়কা বধ, ধনুকভঙ্গ, রামাদির বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, অধিবাস দিনে রামচন্দ্রের বনবাস :

কৈকয়ীর বাক্যে না দিল রাজ্য রামেরে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা চলিলা বনেরে॥
বৃক্ষছাল পরিধান শিরে জটা ধরি।
পদব্রজে চলিল হাথে ধনুক শর করি॥

চণ্ডাল গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বনগমনকালে সীতার চরণে বিদ্ধ কুশাঙ্কুর দর্শনে রামের খেদ,

---

১ তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুইশকে হৈল সমাপন॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

২ অংশাংশেন চতুর্দ্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া॥
ভাগ. ৯. ১০

দশরথের মৃত্যু, ভরতের আগমন ও মাকে ভর্ৎসনা, রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের কাকুতি, রামের পাদুকা মাথায় লইয়া ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকবাস, শূর্পণখার নাসাছেদ, স্বর্ণমৃগরূপে মারীচের ছলনা, তপস্বীর বেশে রাবণের সীতাহরণ, সীতাবিরহে রামের বিলাপ, জটায়ুর দেহত্যাগ, ঋষ্যমূক পর্বতে রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী, বালিবধ, বানরগণের সীতান্বেষণ, হনুমানের সাগর লঙ্ঘন, অশোকবনে সীতাসম্ভাষণ, লঙ্কাদাহ, হনুমানের প্রত্যাবর্তন, বিভীষণের রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ, লঙ্কাযাত্রা, সমুদ্র শাসন, সেতুবন্ধন, বানরসেনার লঙ্কাপ্রবেশ, নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণ বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, ইন্দ্রজিত বধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণ বধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতাসহ রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, লোকপরিবাদ শ্রবণে সীতার বনবাস :

লোক পরিবাদ পুন সীত্যা বনবাস।
কান্দিয়া হতাশ রাম ভাবিয়া হাইবাস॥

লবকুশের জন্ম, অশ্বহেতু পিতাপুত্রে যুদ্ধ, লবণ বধ, সীতার পাতাল প্রবেশ,

লাজে প্রবেশিল সীতা পৃথিবী ভিতরে।
সীতার শোকে রঘুনাথ জর্জর শরীরে॥

অশ্বমেধ সমাপন ও রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ। রামচরিত্র বর্ণনার উদ্দেশ্য—'রাম নাম সোঙরণে সংসারমুক্ত হয়'।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৯ স্কন্ধ, ১০/১১ অধ্যায়) রাম-চরিত্রের বর্ণনা আছে। মনে হইতে পারে, মালাধরের আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবত। কিন্তু তা নয়। ভাগবতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও অলঙ্কার-সমৃদ্ধ, মালাধরের বর্ণনা সরল ও অনাড়ম্বর। ভাগবতে লবকুশের যুদ্ধ-প্রসঙ্গ নাই, সীতার ভূ-বিবর প্রবেশের বৃত্তান্তও প্রচলিত রামায়ণের মত নয়। ভাগবত মতে লবকুশকে বাল্মীকির হাতে সমর্পণ করিয়া নির্বাসিতা সীতা রামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভূমধ্যে প্রবেশ করেন।

মালাধরের বর্ণনা কৃত্তিবাসের অনুসারী। মালাধরের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-কথা যেন কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই ক্ষুদ্র প্রতিলিপি। বিশেষ করিয়া ভগবানের চারি অংশে অবতার, বনগমনকালে সীতার চরণ কুশাঙ্কুর বিদ্ধ দেখিয়া রামের খেদ, রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের ক্রন্দন-মিনতি, মৃত্যুকালে 'প্রাণ রাখ লক্ষ্মণ' বলিয়া মারীচের ডাক,[১] সীতাহারা রামের বিলাপ, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, লব কুশের যুদ্ধ, ('অশ্বহেতু পিতাপুত্রে যুদ্ধ বড হৈল'), পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাবে লজ্জাবশে সীতার পাতাল প্রবেশ[২] প্রভৃতি বর্ণনায় কৃত্তিবাসের ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি সহজেই কানে বাজে। যেমন, বনপথে চলিতে সীতার চরণ কুশাঙ্কুর বিদ্ধ দেখিয়া রামচন্দ্রের এই খেদোক্তি :

চলিতে না পারে সীতা রক্ত পড়ে ধারে।
শ্রীরামে পুছেন সীতা বন কত দূরে॥
সীতার পায়ের রক্ত পড়ে কান্দেন শ্রীরাম।
রাজ্যনাশ বনবাস বিধি হৈল বাম॥ (মালাধর)

বনবাসিনী সীতার দুঃখে রামচন্দ্রের এই খেদ, অন্য কোন রামায়ণেই দেখা যায় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণেই শুধু এই বিবরণ আছে—

কমলিনী অঙ্গ সীতা কমলিনী নারী।
পুরীর বাহির নহে পদ দুই চারি॥
কুশের অঙ্কুর সীতার ফুটে পদতলে।
চরণে ধরিয়া সীতা রহে সেই স্থলে॥
কতদূরে বটবৃক্ষ দেখিয়া শ্রীরাম।
শীঘ্রগতি চল ভাই করিব বিশ্রাম॥

কৃ. অযোধ্যাকাণ্ড

কোমল প্রাণা বাঙালীর কোমলতার ছবি কৃত্তিবাস যেমন চিত্রিত করিয়াছেন, মালাধরেও তাহার অনুবর্তন

১. মূলে মারীচ 'লক্ষ্মণ ও সীতা' দুই নাম উচ্চারণ করিয়াছে, কৃত্তিবাসে শুধু 'লক্ষ্মণ' বলিয়াই মারীচের ডাকের উল্লেখ আছে।

২. বাংলা রামায়ণে 'লাজ' বা লজ্জার কথাই বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। অপমানবোধে লজ্জাবশেই এদেশের মানুষ বলে,' 'ধরণী দ্বিধা হও।'

দেখা যায়। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে মালাধরও কৃত্তিবাসের মত দশরথের শোকে, রামের বিষাদে, ভরতের উচ্চস্বরে রোদনে, রামবিলাপে, রামের 'হাইবাসে' (হাহাশ্বাসে) বাঙালীর হৃদয়াশ্রুকে অনর্গলিত করিয়াছেন। যেমন সীতাহারা রাম-বিলাপের এই অংশটি :—

বিরহে আকুল রাম করেন ক্রন্দন।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে হরিয়া চেতন॥
সীতা না দেখিয়া রামের শূন্য তিন লোক।
বনে বনে ভ্রমিতে রামের বড় হৈল শোক॥
প্রতি তরু প্রতি লতা প্রতি গিরি চাহি।
কোথাও সুন্দরী সীতা দেখিতে না পাই॥
আকাশ চাহিলা রাম হরিয়া চেতন।
সীতা না দেখিয়া রামের শূন্য নিকেতন॥
যাইতে না দেখে পথ সতত ক্রন্দন।
কি হইল আমার বিধি ভাই রে লক্ষ্মণ॥
কোথা যাব কি করিব কোথা সে দেখিব।
সীতা না দেখিলে প্রাণ কেমনে ধরিব॥
যেখানে ছিলেন সীতা তাহা দেখিয়া বিলাপ।
লক্ষ্মণ না পাবেন রামের ঘুচাইতে তাপ॥

(মালাধর)

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে এই রামবিলাপ অংশ মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, মালাধর যেন কৃত্তিবাসের ভাষাকেই অবিকল অনুসরণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, কৃত্তিবাসের অধিকাক্ষরা পয়ারের ভঙ্গীটি পর্যন্ত কৃষ্ণবিজয়ের রাম-কথায় রক্ষিত হইয়াছে। মালাধরের সংক্ষিপ্ত রাম-কথা যেন কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি ক্ষুদ্র সুপ্রাচীন অনুলিপি। কৃত্তিবাসের ভাব ও ভাষার অকৃত্রিম আদি রূপটিই এখানে বিধৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, কৃত্তিবাস মালাধরের অনেক পূর্ববর্তী। মালাধরের আমলে কৃত্তিবাস প্রবর্তিত রাম-পাঁচালির ভাব ও গেয় ভঙ্গীটি পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। যে-কোন দিক হইতেই বিচার করি না কেন, কৃত্তিবাসের কাব্যরচনার কালটি পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদ বলিয়াই মনে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে পঞ্চদশ শতাব্দে রচিত আর একখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য, তাহা বড়ু চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই গ্রন্থে বিবিধ প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বা রাধার মুখে রামায়ণের প্রসঙ্গ উদাহৃত হইয়াছে। উক্তিগুলির সহিত কোথাও কোথাও কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত পুথির ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন,—

১. তাম্বুল খণ্ডে বড়াই সম্পর্কে কৃষ্ণ বলিয়াছে,

বাম কাজে হনুমন্তা।
তে হেন আহ্মার দূতা॥

সুন্দরকাণ্ডে কৃত্তিবাসের হনুমান বলিয়াছে,

'হনুমান বলে আমি শ্রীরামের দূত'

২. পরদার গ্রহণের পরিণাম সম্পর্কে রাধা দানখণ্ডে বড়াইর নিকট দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছে। উহাদের সহিত কৃত্তিবাসের উক্তির মিল লক্ষ্য করা যায় :

(ক) কপটে অহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তাহার শরীরে॥

(কীর্তন)

জাতি নষ্ট কৈলি তুই ওরে পুরন্দর।
যোনিময় হউক তোর সর্ব কলেবর॥

(কৃত্তিবাস, আদি)

(খ) চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহ্ সে মজিয়া গেল সীতার কারণ॥

(কীর্তন : দান)

চৌদ্দ যুগ লঙ্কায় করেত রাবণ।

শ্রী. ১ উত্তর

তপের ফলে রাবণ রাজা নানা সুখ ভুঞ্জে।
পরদারে মত্ত হয়া সবংশেতে মজে॥

ক. ৮৬ সুন্দরকাণ্ড

৩. নিজের বীরত্ব ঘোষণা করিতে গিয়া কৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,

মায়িল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে॥
(কীর্তন : দান)
ইন্দ্রজিতের মরণে হরষিত দেবগণে,
বালবৃদ্ধ আনন্দিত সব।
কৃত্তিবাস লঙ্কা

['হুলাহুলি' শব্দটির প্রয়োগ কৃত্তিবাসেও আছে]

৪. আকাশ প্রমাণ লঙ্কার গড
তোক্ষার পরাণে তথা যাই।
(কীর্তন : দান)
ভিতরে সোনার প্রাচীর বাহিরে লোহার গড়।
গগন মণ্ডলে লাগে পাচিরের চূড় ॥
ক. ১২২. (কৃত্তিবাস)

[উভয়ত্রই 'গড়' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়]

৫. কৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণমুখী রাধার উক্তি :
বিনি দোষে কেহো নাহি তেজে রমণী।
সীতা রামে দুঃখ পাইল শুন চক্রপাণী ॥
(কীর্তন : রাধাবিরহ)
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন
বিধাতা আমা সভায় বিড়ম্বিল তখন।
উত্তর শ্রী ১.

অবশ্য বড়ু কৃত্তিবাস দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু আশ্চর্য লাগে উভয়ের মধ্যে ভাষাগত মিল দেখিয়া ; এবং বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের রাধার মত গ্রাম্য বালিকার মুখে রামায়ণের প্রসঙ্গ শুনিয়া। গ্রামে-ঘরে নিরক্ষর পল্লীবালার কাছে রাম-কথা পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কৃত্তিবাস। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসকেই বঙ্গের 'আদি কবি' বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস উভয়ে সমকালীন, উভয়েই পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদের কবি।

॥ কৃত্তিবাসী রামায়ণের বৈশিষ্ট্য ॥

প্রচলিত রামায়ণগুলিতে কৃত্তিবাসের ভাবাভঙ্গী ও পয়ার ছন্দেয় রূপ বদল হইলেও, তাঁহার রামায়ণের মূল বৈশিষ্ট্য বেশী রূপান্তরিত হয় নাই। পরিমার্জনে দেহের শোভা বাড়ে, আদল বদলায় না। প্রচলিত বাংলা রামায়ণের ভাবকঙ্কাল অবলম্বনেই সে বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। প্রধান কথা, সর্বভারতীয় রামকথার বিষয় গ্রহণ করিলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলাদেশের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠা, গৃহচিত্র, আবেগ প্রবণতা, ভক্তিভাব ও শক্তি-প্রীতি। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইল।

॥ বাংলার গৃহচিত্র ও প্রকৃতি ॥

কৃত্তিবাস বাঙালী কবি। বিশেষ করিয়া তিনি বাঙালী জনসাধারণের প্রাণের কবি। বাংলার লোক মানসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি রাম কথা পরিবেশন করিয়াছেন। বাঙালীর আবেগপ্রবণতা ও বাঙালীর কোমলতা তাঁহার কাব্যে নানাদিক হইতে বাঙালিত্বের মুদ্রা-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। উত্তরাকাণ্ড হইতে দৃষ্টান্ত লইয়াই দেখানো যাইতে পারে, রঘুপতি রাজা রাম অপেক্ষা এখানে সীতাপতি রাম 'বিষাদে', 'ক্রন্দনে', 'হাইবাসে' (হাহাশ্বাসে) প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন। লোক-পরিবাদ শ্রবণে সীতাকে বিসর্জন দিতে গিয়া তিনি স্পর্শকাতর প্রেমিকের মত বিলাপ করিয়াছেন,

আজি হৈতে গেল মোর ভোগ অভিলাষ।
আর না যাইব আমি সীতার নিবাস ॥
আজি হৈতে দূরে গেল সে সুখ সম্মান।
আর না যাইব আমি জানকীর স্থান ॥ ক. ২১১

মাতৃহারা লব-কুশকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অন্তঃপুরের তিন বুড়ী (কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা), তিন খুড়ী (ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি) ও তিন খুড়ার (লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন) যে চিত্র আঁকা হইয়াছে, তাহা শোক-কাতর বাঙালী পরিবারেরই চিত্র :

দুই নাতিরে প্রবোধ দিতে নারে তিন বুড়ী
প্রবোধ করিতে তখন গেল তিন খুড়ী।...
তিন খুড়া প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে
দুই ছাওয়ালে দিল নিয়া রাম বিদ্যমানে। শ্রী ১.

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "এই কাব্যের আশেপাশে বাঙ্গালাদেশের মল্লিকা ও যুথিকা ফুটিয়া আছে।"—উক্তিটি খুব খাঁটি। কৃত্তিবাস অযোধ্যার 'অশোকবনিকা'-র যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে বাংলার 'বারমাসিয়া ফল আম কাঁঠাল' শোভা পাইয়াছে। 'গৃধিনী পেচকের দ্বন্দ্ব'-বৃত্তান্ত বর্ণনায় কৃত্তিবাস দণ্ডকবনের যে সকল 'বন-পাখীর' তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বাংলার পরিচিত পোখ-পাখালির নাম ভিড় করিয়াছে,—

বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্র-বাজ আর শিকরা সঞ্চাল॥
বকবকী বাদুড় বাদুড়ী হুরি টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকা কাষ্ঠ ঠোকরিয়া॥

প্রচলিত সংস্করণ

॥ বাঙালীর ভক্তিভাব ॥

চৈতন্য-পরবর্তীকালে কৃষ্ণ-কথাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে ভক্তির প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। তাহাতে 'অশ্রুকম্পপুলকস্বেদে'র ছড়াছড়ি। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই ভক্তিভাব রাম-কথাকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীর জনসাধারণের দুয়ারে পেঁ ছাইয়া দেন কবি কৃত্তিবাস। তাহাতে আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাব হয়তো ততটা ছিল না, কিন্তু 'রাম নাম সোঙরণে সর্বপাপক্ষয়'—বৈধী ভক্তির এই নিষ্ঠার অভাব তাহাতে ছিল না। উপরন্তু তাহাতে এ আশ্বাসও ছিল, শুধু জ্ঞানী নয়, যোগী নয়—চণ্ডাল কিংবা দস্যুও যদি ভক্তিভরে রামনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সেও মুক্তিলাভ কবিতে পাবে। দেবতাকে প্রিয় সম্পর্কে বাঁধিবার চেষ্টাও তাহাতে ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানেব জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।" (সাহিত্যসৃষ্টি : সাহিত্য) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,

"আবার আর একটি গল্প আছে, রত্নাকরের কাহিনী। সে আর এক ভাবের কথা। রামায়ণের কাব্যপ্রকৃতির আর এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদ দুঃখের অপরিসীম করুণাই যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন, তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে রামের এমন চরিত্র, ভক্তির এমন প্রবলতা।" (কবিজীবনী : সাহিত্য)

অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে রত্নাকরের এই কাহিনীকে বাংলায় প্রথম পরিবেশন করিয়াছেন কৃত্তিবাস। তাঁহার উদ্দেশ্য রামভক্তির মহিমা প্রদর্শন। রামনাম সর্বপাপহর; ইহা বাংলা রামায়ণের একটি প্রধান বক্তব্য। ফলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের অলিতে-গলিতে রামস্তুতি স্থান পাইয়াছে। তবে যে উচ্ছল ভক্তি কৃত্তিবাসের কোন-কোন সংস্করণে বীরবাহু বা তরণীসেন চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কৃত্তিবাসের নিজের রচনা কিনা, তাহাতে সংশয় আছে। কৃত্তিবাসের রামভক্তি শান্ত রসাশ্রিত সংযত ভক্তি। তাহা বৈধী বা নৈষ্ঠিক ভক্তির সগোত্র। কৃত্তিবাস রামভক্তি প্রসঙ্গে এইটুকুই বলিতে চাহিয়াছেন, পাপী-তাপী বা হীন সমাজপতিত সকলেরই তারক রাম-নাম। এমন কি নামাভাসেও যদি কেহ রাম নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। রাম নামে যে জঘন্য পাপ হইতেও ত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত উত্তরাকাণ্ডে পরাজিত নিগৃহীত ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ। অহল্যাব প্রতি ইন্দ্রের অবৈধ আচরণে ইন্দ্র ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপ হইতে মুক্তির একমাত্র

পথ রামনাম দুই অক্ষর জপ। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই উপদেশই দিয়াছিলেন,

ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র তোমার কহি কানে
রামনাম দুই অক্ষর জপহ রাত্রিদিনে।···
রাম নাম দুই অক্ষর রাত্রিদিন জপে
ইন্দ্র অব্যাহতি পাইল পরদার পাপে। শ্রী. ১

॥ বাংলার মাতৃভাবাসক্তি ॥

বঙ্গদেশে শাক্তভাব প্রবল। ইতিহাসের অনুক্রমে বলা চলে, শৈব ও শাক্ত ভাবই বাঙালীর ধর্ম-চেতনাকে প্রথম প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। শক্তিতন্ত্রের প্রভাব বাঙালীর মজ্জাগত। এই ভাব বাঙালীকে কতখানি শক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিল, তাহাতে সংশয় থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথও সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন: 'শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: 'সাহিত্য')। ইহার কারণও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিয়াছে। উপরন্তু আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে শক্তিদেবতার যে মূর্তি উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাও উন্নত ধরনের নয়।

কিন্তু শক্তিপূজা যে আমাদের সর্বৈব দুর্বল করিয়াছে, এ উক্তি যুক্তিযুক্ত নয়। মুসলমান আমলের উদ্ধত অত্যাচারী শাসনের যুগে যে দনুজ-মর্দনদেব গৌড়ীয় শক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি 'চণ্ডীচরণ-পরায়ণ"। কৃত্তিবাসের কাব্যে সে শক্তির প্রসাদের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র শক্তির অকালবোধন করিয়াই ত্রিলোকজয়ী দর্পিত, স্পর্ধিত রাবণকে নিহত করিয়াছেন।

বিশ্বজগতে শক্তির প্রকাশটিই খামখেয়ালী। কখনও তাহা অতি ভয়ঙ্করী রুদ্রী শক্তি, কখনও তাহা সৌম্যা। সে শক্তির প্রসাদ পাত্র বিবেচনা করিয়া বর্ষিত না-ও হইতে পারে। শক্তি অনার্য-গোষ্ঠী-সম্ভূত জাতিবর্গের আরাধ্যা। বাঙালী যে শক্তিদেবীর ভক্ত, তাহারও কারণ এই ঐতিহাসিক সত্য। এই শক্তি একাধারে ভীষণা ও মঙ্গলময়ী। তাঁহার তুষ্টি ও রুষ্টিও অনিশ্চিত। তাঁহার রাগ ও বিরাগ—দুইই ক্ষণিকের। বঙ্গদেশে শক্তিদেবীর এই বৈশিষ্ট্যই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। কৃত্তিবাসও তাঁহার রামায়ণে বাংলার শক্তি-মাতার এই লীলা দেখাইয়াছেন। শিবভক্ত বলিয়া শক্তিদেবী রাবণের প্রতিও বিরূপা নন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী 'উগ্রচণ্ডা'।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও শক্তির ক্ষণে তুষ্টা, ক্ষণে রুষ্টা ভাবটি চিত্রিত হইয়াছে। দেব-রাক্ষসের রণে চণ্ডীদেবীর চৌষট্টি যোগিনীসহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বৃত্তান্ত কৃত্তিবাসে নূতন। রাবণ কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিত প্রভৃতি দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের লইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিলে ইন্দ্র প্রমাদ গণিলেন। তিনি চণ্ডিকার স্তুতি করিয়া বলিলেন,

তোমা বিদ্যমানে পুত্র দেবতা সংহার।
রাবণে মারিয়া কর সভার উদ্ধার॥ হী.

তখন দেবতাদের বিকল দেখিয়া দেবী সিংহনাদ ছাড়িয়া কোটি যোগিনী সঙ্গে রণে অবতীর্ণ হইলেন:

আপনি চণ্ডিকা যুঝে চৌষট্টি অক্ষরে।
কোপে অগ্নিমূর্ত্তি হৈয়া রাক্ষসে সংহারে॥ ক.২১১

বিপন্ন রাবণ জোড়হাতে চণ্ডীর স্তব করিয়া তখন বলিল,

মহাদেবের সেবক আমি তুমি ত ঈশ্বরী
সেকারণে তোমার সনে যুদ্ধ নাই করি।
আমারে জিনিলে মাতা কিছু নাহি কায
আমি মরিলে পরে শিবের হবে লাজ। শ্রী. ১.

নিমেষেই চণ্ডিকার ক্রোধ শান্ত হইল,

রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লৈয়া চলিলা কৈলাস॥
চলিত সং.

এই যে ক্ষণে ভীষণা, ক্ষণে প্রসন্না চণ্ডী, ইনিই বাঙালীর আরাধ্যা। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে উপকরণও বেশী কিছু লাগে না। কেবল কাতরভাবে তাঁহাকে স্তব করিলেই তিনি তুষ্টা হইয়া বরপ্রদা হন। বরদানে তাঁহার পাত্রাপাত্র বিচারও নাই। ইহাই বঙ্গের মাতৃকা দেবীর বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে বঙ্গীয় শক্তি দেবতার সেই বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করিয়াছেন। এবং ইন্দ্র হউন, রাম হউন বা রাবণই হউক—তাঁহাদের শক্তিস্তুতিগুলির ভিতর দিয়া বাংলা কাব্যের 'চৌতিশা স্তবের' (চৌতিশাক্ষরা স্তব) রূপটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

॥ ভাষানুবাদে কৃত্তিবাস ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ইতিহাস-পুরাণের অনুবাদের একটি ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। পূর্বে ইতিহাস-পুরাণ যাহা কিছু প্রচলিত ছিল, সবই সংস্কৃত ভাষায়। তাহা সংস্কৃত-জানা লোকের কাছেই বোধগম্য ছিল এবং তাহা সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই। তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয় কালে যখন জবরদস্ত ধর্মান্তরিতকরণের ফলে হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, তখন হিন্দু সমাজপতিরা সংস্কৃতি সংরক্ষণের তাগিদ অনুভব করিলেন। প্রতিষ্ঠাপন্ন হিন্দু রাজা বা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাজ শুরু হইলে সংস্কৃত ইতিহাস-পুরাণের আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য ভাষানুবাদের প্রয়োজনও স্বীকৃত হইল। প্রাচীন বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের গোড়াপত্তন এই ভাবেই হইয়াছিল। পরে মুসলমান সুলতানেরাও এই কাজে পোষকতা করিতেন নিজেদের প্রয়োজনেই।

পঞ্চদশ শতকে তিনটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য—কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালি, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও সঞ্জয়কৃত মহাভারত। এই তিনটি গ্রন্থই বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের কোনটিই মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। মূলকে সম্মুখে মাত্র রাখিয়া কবিগণ মুক্তানুবাদ করিয়াছেন। 'শ্লোক' ভাঙ্গিয়া যেমন 'পয়ার' হইয়াছে, তেমনই মূলকাব্য ভাঙ্গিয়া স্বচ্ছন্দ পাঁচালি কাব্য রচিত হইয়াছে। সে যুগের বাংলা অনুবাদকাব্য কবিগণের স্বাধীন মৌলিক রচনা। তাহাতে মূলের বিষয়টিই মাত্র গৃহীত হইয়াছে। মূলের ক্রমও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। মূল-বহির্ভূত অন্যান্য কাহিনী ও বিষয়ও যোজিত হইয়াছে। এই নূতন বিষয়গুলি অন্যান্য পুরাণ কিংবা এদেশে প্রচলিত লোকশ্রুতি হইতে পরিগৃহীত। কোন কোন স্থলে আবার মূল কাহিনীর মধ্যেও হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। কোথাও মূলের পৌরাণিক নামগুলিও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালিতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কৃত্তিবাসের আদর্শ বাল্মীকির রামায়ণ। কিন্তু তাঁহার রামায়ণে, অধ্যাত্ম রামায়ণ, জৈমিনী ভারত ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। মূল যেখানকারই হউক, কৃত্তিবাসের রচনা হুবহু অনুবাদ নয়, উহাকে আলঙ্কারিক রাজশেখরের ভাষায় 'হরণ'ও বলা যায় না, উহা যেন নূতন এক স্বীকরণ।

॥ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস ॥

কৃত্তিবাস বিভিন্ন ভণিতাংশে বাল্মীকির রামায়ণকেই যে তিনি ভাষাছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—'বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান'। কৃত্তিবাসী রামায়ণের গায়েনরাও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন,

> মহামুনি বাল্মীকি বন্দো হাথে করি তাল।
> শ্লোক ছন্দে রামায়ণ রচিল রসাল ॥
> সে সকল কবিত্ব লোকে বুঝিতে বিষম।
> কৃত্তিবাস করিল সরস মনোরম ॥ প্রসাদ দাস

কিন্তু বিশ্লেষণ মুখে দেখা যায়, কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণে স্থূলভাবে রামায়ণ কাহিনীর অনুবর্তন ব্যতীত বাল্মীকির প্রসাদের ভাগ অল্প। সর্বাপেক্ষা

বড় কথা, বাল্মীকি রামায়ণের সাগরোপম ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও উদাত্ততা, কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই। ক্রান্ত-দর্শী ঋষির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিও কৃত্তিবাসে না থাকাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া বাল্মীকি-রামায়ণের কাণ্ড নাম—বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তর ; কৃত্তিবাসের কাণ্ড নাম—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা। বাল্মীকি রামায়ণের সূচনা, কোন্ ব্যক্তি লোকমধ্যে বীর্যে ও ক্ষমায়, ঐশ্বর্যে ও দীনতায় এবং চরিত্রগুণে শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্ন লইয়া ; কৃত্তিবাসী রামায়ণের সূচনা বৈকুণ্ঠপতির এক অংশ চারি অংশে প্রকাশের বৃত্তান্ত লইয়া। বাল্মীকি রামায়ণের বহির্ভূত বহু আখ্যান কৃত্তিবাসে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয়, অজ বিলাপ, তরণীসেনের কাহিনী, অহিরাবণ-মহীরাবণ বৃত্তান্ত, রাবণের চণ্ডীপাঠ, রামচন্দ্রের অকাল বোধন, লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া কাহিনী বিশেষের নব রূপান্তর সাধন, কাহিনী-বিন্যাসে ক্রমভঙ্গ এত আছে যে, তাহা গণনা করাও কঠিন। কোথাও আবার লোক-প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নামগুলিও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

এক উত্তরাকাণ্ডেই কতকগুলি ব্যতিক্রম সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১. লক্ষ্মণের চতুর্দশ বৎসরের অনাহার-অনিদ্রা ও চৌদ্দ বছরের ফল আনয়ন বৃত্তান্ত, শিব বিবাহ ও লঙ্কার উৎপত্তি, গরুড় পবনের যুদ্ধ, দেবগণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধকালে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব, অযোধ্যায় বিশ্বকর্মা কর্তৃক অশোকবনিকা নির্মাণ, রাম-সীতার বিহার বর্ণনায় ষড়্ঋতুর বর্ণনা, সীতার পরিবাদ প্রসঙ্গে রজক-জামাতার অভিযোগ ও সীতার রাবণ-চিত্র অঙ্কন, সীতা নির্বাসনের পরে স্বর্ণ সীতা নির্মাণ বৃত্তান্ত, লবকুশের যুদ্ধ, সীতার পাতাল প্রবেশে শোকার্ত লবকুশকে সান্ত্বনা দানে তিন বুড়ী, তিন খুড়ী ও তিন খুড়ার চেষ্টা প্রভৃতি মূল রামায়ণে নাই।

২. যেখানে মূল কাহিনীর অনুবর্তন আছে, সেখানেও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যেমন রাক্ষসদের আদিবংশের বিবরণ। মূলে হেতির পত্নী কালের ভগ্নী ভয়া। তাহাদের পুত্র বিদ্যুৎকেশ। বিদ্যুৎকেশের পত্নী সন্ধ্যার কুমারী সালকটঙ্কটা। এই বিদ্যুৎকেশ ও সালকটঙ্কটার পুত্র সুকেশ। কৃত্তিবাসের প্রচলিত সংস্করণে হেতির পত্নী বিদ্যুৎকুমারী, তাহাদের পুত্র সুকেশ। বর্ণনায় গোলমাল আছে।

৩. কাহিনী-বিন্যাসে কোথাও কোথাও ক্রমভঙ্গ দৃষ্ট হয়। মূলে কুবেরের জন্ম বৃত্তান্ত ও লঙ্কাবাস বর্ণনার পরে রাক্ষসের উৎপত্তি ও মালী-সুমালীর জন্ম বৃত্তান্ত ও লঙ্কাবাস বর্ণনা করা হইয়াছে ; কৃত্তিবাসে প্রথমেই রাক্ষসদের জন্মকথা, তৎপরে কুবেরের জন্মাদির বিবরণ।

মূল রামায়ণে রম্ভা-রাবণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে রাবণের মধুদৈত্যের সঙ্গে মিলনের পরে স্বর্গ বিজয়ে যাত্রার পূর্বে ; কৃত্তিবাসে এই কাহিনী যোজিত হইয়াছে অনেকটাই আগে, রাবণের কপিল-দর্শনের পরেই।

মূলে গৃধ্র-উলূকের বিবরণ রহিয়াছে অযোধ্যায় রামের রাজকার্য পরিচালনার কালে ; কৃত্তিবাসে উহা পাওয়া যাইতেছে রামচন্দ্রের শম্বুক বধান্তর অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণে' এই ধরনের কর্মভঙ্গের নিদর্শন অনেক।

৪. কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে ও প্রচলিত সংস্করণে নাম-বিভ্রাটও কম নয়। মূলে পুলস্ত্য-পুত্রের নাম বিশ্রবা, কৃত্তিবাসে বিশ্বশ্রবা ; মূলে বিশ্রবার পত্নীর নাম দেববর্ণিণী, কৃত্তিবাসে 'লতা' ; মূলে কৈকসী (মতান্তরে নিকষা) সুমালির কন্যা, কৃত্তিবাসে নিকষা মাল্যবানের কন্যা ; মূলে কুবেরের সেনাপতির নাম 'মাণিভদ্র', কৃত্তিবাসে 'মণিভদ্র' ; মূলে বরুণের পাত্রের নাম 'প্রহাস', কৃত্তিবাসে 'প্রভাস', মূলের 'নৃগ' রাজা কৃত্তিবাসে হইয়াছে 'মৃগ',

মূলের 'অরজা' কৃত্তিবাসের কোন কোন সংস্করণে 'অজা'। এগুলির ভিতর কোন কোনটি যে লিপিকর বা গায়েনের প্রমাদ-জাত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই ধরনের অমিল অনেক আছে। বিশেষ করিয়া সীতার পাতালপ্রবেশকালে সীতার ত্রিসত্য উচ্চারণের বাক্যটি পর্যন্ত পৃথক। বাল্মীকির সীতা বলিয়াছেন—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

সেখানে প্রচলিত সংস্করণে কৃত্তিবাসের সীতার উক্তি :

মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
এ ঝিরের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ॥
কত দুঃখ সহে মাগো আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে॥
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাঁই॥

এই ধরনের বহু প্রভেদ থাকিলেও, কোন কোন স্থলে বাল্মীকির বর্ণনার সঙ্গে যে কৃত্তিবাসের মিল নাই, এমন নয়। বিশেষ করিয়া রামায়ণের উত্তরকাণ্ড পৌরাণিককথা-প্রধান হওয়ায় বহু স্থলে বাল্মীকির ভাষার প্রতিধ্বনি কৃত্তিবাসেও উঠিয়াছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইল :

(ক) [পুত্র কামা নিকষার প্রতি বিশ্রবার উক্তি]
দারুণায়াস্তু বেলায়াং যস্মাৎ ত্বং মামুপস্থিতা।…
প্রসবিষ্যসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রূরকর্মণঃ॥ বাল্মীকি

অগ্নির পতনকালে চাহিয়াছ বর।
অগ্নি হেন দুষ্ট পুত্র হইবে দুষ্কর॥ প্রচলিত সং

(খ) [কৈলাস-উত্তোলনের কালে শিবের পাদাঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণের চিৎকার]

পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া।
মুক্তো বিরাবঃ সহসা ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্।
(বাল্মীকি)

বাম পায়ের নখে চাপেন পর্ব্বত কৈলাস।
হাতব্যথা করিতে বাবণ চীৎকার ছাড়ে
রাবণের ডাকে স্বর্গমর্ত্ত্য টলমল করে। (শ্রী ১)

(গ) [মরুত্তের যজ্ঞস্থলে রাবণকে দেখিয়া ত্রাসে দেবগণের রূপান্তর গ্রহণ]

ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ॥
(বাল্মীকি)

ইন্দ্র হন ময়ুর কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হন কুবের সে হাঁস॥
(প্রচলিত সং)

(ঘ) [সীতার পরিবাদ বিষয়ে লোক-নিন্দা]
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখং।
অঙ্কমারোপ্যতু পুরা রাবণেন বলাদ্ ধৃতাম॥
(বাল্মীকি)

সীতা কোলে করিয়া হরিল নিশাচর।
হেন সীতা নিয়া রাম তুমি কর ঘর॥ শ্রী.

এইরূপ আরও পংক্তিবিশেষ বা বাক্যাংশ আছে, যেখানে কৃত্তিবাসে আর্ষ বাক্যের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে।

॥ জৈমিনী ভারত ও লবকুশের যুদ্ধ ॥

জৈমিনী ভারত বলিতে বোঝায় মহর্ষি জৈমিনী-কৃত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব। এই পর্বে প্রসঙ্গক্রমে ২৫-৩৬ অধ্যায়গুলিতে লবকুশের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে অশ্বমেধযজ্ঞ উপলক্ষ্যে রামচন্দ্রের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ অংশ জৈমিনী ভারতকে অনুসরণ করিয়াই লিখিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এইরূপ উক্তি আছে 'এসব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে'।

কিন্তু এক্ষেত্রেও কৃত্তিবাস হুবহু জৈমিনী ভারতকে অনুসরণ করেন নাই। জৈমিনীর বিষয়কে মাত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস স্বাধীন পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাকে কোন ক্রমেই আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না। উপরন্তু বিষয়বস্তুর দিক হইতেও গরমিল লক্ষিত হয়। জৈমিনী ভারতের ২৫-২৯ অধ্যায় সংক্ষেপে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে: লঙ্কা বিজয়ের পরে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, রামের রাজ্য পরিচালনা, সীতার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রামচন্দ্রের স্বপ্নদর্শন (যেন লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাসে দিয়া আসিতেছেন), গুপ্তচর কর্তৃক সীতা-পরিবাদ কথন (রজকের কাহিনী বর্ণনা), সীতার বনবাস সম্পর্কে মন্ত্রণা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে বর্জন, সীতাকে বাল্মীকির আশ্রয়দান, লবকুশের জন্ম, বাল্মীকি কর্তৃক লবকুশের সংস্কার ও সাঙ্গবেদ শিক্ষা, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প ও শত্রুঘ্নের নেতৃত্বে যজ্ঞাশ্ব মোচন।

এই সকল বিষয়ের ভিতর, কৃত্তিবাসী রামায়ণে, রামচন্দ্রের অশুভ স্বপ্নদর্শনের কথা নাই। অবশ্য রজকের কাহিনীটি কৃত্তিবাসে আছে। যজ্ঞাশ্বের রূপ বর্ণনায় কৃত্তিবাস বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। জৈমিনী মতে ঘোড়ার বর্ণ 'কুমুদ্‌বর্ণ', (সাদা) বাল্মীকিমতে অশ্বটি 'কৃষ্ণসার' (কালো)। বাল্মীকিমতে যজ্ঞাশ্বের রক্ষক নিযুক্ত হন লক্ষ্মণ, জৈমিনী মতে শত্রুঘ্ন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন পুথিতে এ বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে পুথি অবলম্বনে উত্তরকাণ্ড সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহাতে যজ্ঞাশ্বের রক্ষক লক্ষ্মণ। কিন্তু কোন কোন পুথিতে (কয়াল) এবং প্রচলিত সংস্করণগুলিতে যজ্ঞাশ্বের রক্ষক শত্রুঘ্ন। দত্ত মহাশয়ের পুথিতে গায়েন সুধাকণ্ঠের ভণিতাদৃষ্টে মনে হয়, পুঁথিটিতে গায়েনের নিজের যোজনা আছে।

জৈমিনী ভারতের ৩০-৩৬ অধ্যায় প্রকৃত প্রস্তাবে লবকুশের সঙ্গে রামসেনার যুদ্ধের বর্ণনা। কিন্তু এই অংশের বর্ণনাতেও কতকগুলি বিষয়ে অমিল লক্ষ্য করা যায়:

১. লবকুশের সহিত রামসেনার যুদ্ধকালে বাল্মীকি আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। জৈমিনী মতে তিনি সে সময় বরুণ-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পাতালে গিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাল্মীকি এ সময়ে ভবিষ্যৎ বিষয় জানিয়াই তপস্যার্থ চিত্রকূট পর্বতে গিয়াছেন।

২. কৃত্তিবাসে দেখা যায়, অশ্বের ভালে লিখিত জয়পত্র দেখিয়া লবকুশ উভয়ে একত্রে যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন। জৈমিনী মতে অশ্ব বন্ধন করেন লব। কুশ সে সময়ে আশ্রমে ছিলেন না। শত্রুঘ্নের সহিত সংঘর্ষে লব মূর্ছিত হইলে কুশ আশ্রমে আসেন। সীতা লবের মূর্ছিত হওয়ার সংবাদে বিচলিত হন। কুশ মায়ের মুখে লবের কথা শুনিয়া যুদ্ধে যান। স্বয়ং সীতা তাঁহাকে যুদ্ধাস্ত্র আনিয়া দেন (জৈ. ৩১)।

৩. জৈমিনী ভারতে শত্রুঘ্ন যুদ্ধে পতিত হইলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ, তৎপরে লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইলে ভরত যুদ্ধে যান: কৃত্তিবাসে শত্রুঘ্নের পরেই ভরত ও লক্ষ্মণ একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেন।

৪. লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিতে আসিলে 'শত্রূণামঙ্কুশঃ কুশঃ' লবকে ডাকিয়া কি করা উচিত, একথা বলিলে, লব যুদ্ধ করাই উচিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু লবের ধনু তখন ছিন্ন। তিনি 'নমঃ সুবর্ণবর্ণায় সহস্রকিরণায় চ' বলিয়া সূর্যের স্তব করিলে, সূর্যদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'দিব্য শরাসন' দান করিলেন। কৃত্তিবাসে এ সব প্রসঙ্গ নাই।

৫. কৃত্তিবাসে লবকুশের পরিচয় রামের কাছে গোপন রাখা হইয়াছে। কিন্তু জৈমিনী ভারতে কুশের উক্তিতে রাম বুঝিয়াছেন, সীতাতনয় লবকুশ তাঁহারই পুত্র। তাই তিনি যুদ্ধ না করিয়া ধনুত্যাগ করেন ('ধনুরুজ্জহৌ') এবং রথে মূছিত হইয়া পড়েন ('পপাত রথনীড়ে মূর্ছিতো')। কৃত্তিবাসে,

একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান
মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল শ্রীরাম। শ্রী.১.

৬. জৈমিনী ভারতে দেখা যায়, যুদ্ধ অন্তে বাল্মীকি সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া, লবকুশ যে রামেরই পুত্র তাহা বলেন এবং সীতাসহ লবকুশকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ফলে 'রামঃ পুত্রযুতো জাতঃ সীতয়া সহিতঃ স্থিতঃ'। কৃত্তিবাসে এই মিলনান্ত পরিণতির কথা নাই। কৃত্তিবাস সমস্ত ব্যাপারটিকে রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছেন। লবকুশের পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে রামায়ণ-গান কালে।

সুতরাং রামের অশ্বমেধযজ্ঞ পর্ব, তথা লবকুশের যুদ্ধ বর্ণনার আদর্শ জৈমিনী ভারত হইলেও, কৃত্তিবাস মূল হইতে শুধু প্রসঙ্গটিই গ্রহণ করিয়াছেন। বিষয়-বিন্যাস ও বিষয় বর্ণনা কৃত্তিবাসের নিজস্ব। জৈমিনী ভারতের বাগ্‌ভঙ্গী ও উপমা প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যও কৃত্তিবাসে রক্ষিত হয় নাই। তবে কোথাও যে জৈমিনীর বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষিত না হয়, তাহা নয়। যেমন—

(ক) লবের মূর্ছিত হওয়ার সংবাদে সীতার এই উক্তি (জৈ. ৩১.):

মনসা কর্মণা বাচা যদ্যহং রামতৎপরা।
তেন সত্যেন মে পুত্রো লবোঽস্তু কুশলী রণে॥

কৃত্তিবাসের সীতাও বলিয়াছেন,

কায়মন বাক্যে যদি আমি হই সতী
তো সভার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি। শ্রী. ১

(খ) ভ্রাতাদের পরাভবের সংবাদে দীক্ষিত রামের অবস্থা—

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা তেষাং স রাঘবঃ।
মূর্ছিতো নিপপাতোর্ব্যাং··· জৈ. ৩৫
শুনিয়া মূর্ছিত রাম কমল লোচন
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন। শ্রী. ১.

(গ) লবকুশের আকৃতিতে রামের সাদৃশ্য দেখিয়া সকলের বিস্ময় (জৈ. ৩৬.)—

পুরাণ পুরুষাজ্জাতৌ এতৌ মন্যেঽত্র রাঘব।
প্রতিবিম্বং তাবকং হি বনমধ্যে বিলোক্যতে॥
রামের তেজ রামের বল রামের ধনুক বাণ
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান। শ্রী. ১.

(ঘ) মূর্ছিত রামের অঙ্গ হইতে লবকুশের অলঙ্কার গ্রহণ—

ততঃ কুশলবৌ জ্ঞাত্বা মূর্ছিতং জানকীপতিম্॥
সমুত্তীর্য রথাৎ তস্মাৎ জগৃহাথেঽস্য কুণ্ডলে।
কেয়ূরং কণ্ঠহারং চ··· জৈ. ৩৬.
বাণ কাড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন
লবকুশ কাড়িয়া লয় গায়ের আভরণ।
কাণের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর
হার নূপুর নিল হাতের ধনুঃশর। শ্রী. ১

॥ কৃত্তিবাসের ভাষা : বঙ্গবুলির একদিক ॥

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারপরিশোধিত, তথা কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণগুলিতে কৃত্তিবাসের ভাষার রূপ অনেক পরিবাতত হইয়া গিয়াছে। সে ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা, মার্জিত ও ভব্য। কৃত্তিবাসের সময়ে বাংলা ভাষার রূপ ঠিক এরূপ ছিল না। সংস্কৃত ভাষার বন্ধনমুক্তির লক্ষ্যেই বঙ্গভাষার উৎপত্তি। তাহাতে দেশজ ও তদ্ভব শব্দের বাহুল্য। ভাষার লৌকিক রূপটিই বঙ্গবুলির আদি রূপ। শ্লোক ভাঙ্গিয়া যেমন 'পয়ার', সর্গবদ্ধ মহাকাব্য ভাঙিয়া যেমন 'পাঁচালি', তেমনই সংস্কৃত তৎসম রূপ ভাঙিয়া প্রাকৃতজ বাংলা ভাষা। সে ভাষায় দেশজ শব্দের প্রভাব ছিল গুরুতর। চর্যাগানেও প্রাচীনতম বঙ্গবুলির এই রূপটিরই পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে পরিবর্তনের সূত্রে সেই ভাষা আরও সহজ-সরল হইয়া উঠে। কৃত্তিবাসের ভাষায় তাহারই স্বাক্ষর থাকা স্বাভাবিক।

কৃত্তিবাস যদিও 'পণ্ডিত' ছিলেন, তাঁহার ভাষা পণ্ডিতী ভাষা ছিল না। তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন জনগণকে বুঝাইবার লক্ষ্যে। ফলে তাঁহার রচনায় বঙ্গবুলির লৌকিক রূপটিই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে সেই ভাষার আদর্শ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-

বিজয়ে, সঞ্জয়-কৃত মহাভারতে এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে—বঙ্গে প্রচলিত রামকথার বর্ণনায় ভাষার যে রূপটি পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা কৃত্তিবাসের ভাষার খাঁটি রূপ ও ভঙ্গী সম্পর্কে একটি ধারণা গঠন করা সম্ভব। তাহাদের গ্রন্থে রাম-কথার এই অংশগুলি যেন কৃত্তিবাসী ঢঙেই লেখা। যেমন—

(ক) [কুম্ভকর্ণ-সুগ্রীবের যুদ্ধ]

কাহারে মুঠকী কাহারে চাপড়ে মারিল।
সুগ্রীব বানর রাজ যুঝিতে আইল॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবের গলা চাপি ধরি।
সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে জাএ লঙ্কাপুরী॥
কোলে থাকি সুগ্রীব চেতন পাইল।
কুম্ভকর্ণের নাক কান কামড়ে ছিণ্ডিল॥
আস্তেব্যস্তে কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবে পেলিল।
লাফে লাফে সুগ্রীব আসি কটকে মেলিল॥

(মালাধর)

[মুঠকী—মুঠাবদ্ধ হাতের আঘাত, চাপড়—চপেটাঘাত, কামড়—দংশন, লাফে লাফে—লাফ দিয়া দিয়া, মেলিল—উপস্থিত হইল, পেলিল—ফেলিল]

(খ) [সুন্দরাকাণ্ডের হনুমান-রাবণ সংবাদ]

এত শুনি নিশাচর অগ্নি হেন জলে।
রক্তবর্ণ কুড়ি আক্ষি পাক দিয়া বোলে॥
মার মার বলি কহে রাজা দশানন।
বিভীষণ বোলে রাজা না হয় শোভন॥ (সঞ্জয়)

[কুড়ি—বিশ, আক্ষি—আঁখি, পাক দিয়া—ঘূর্ণিত করিয়া]

(গ) [সুগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ]

আরে রে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥
সুবেল পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ॥

(বৃন্দাবন দাস)

[আরে রে—তুচ্ছার্থে ক্রুদ্ধ সম্বোধন-বাচক অব্যয়। বানরা—তুচ্ছার্থে বানর। ঝাট—শীঘ্র, বেটা—পুত্র, তুচ্ছার্থে]

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই ভাষা লোকমুখের সহজ, সরল, প্রাণের ভাষা। লৌকিক শব্দের বাহুল্য এ ভাষায় একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাসও তাঁহার রচনায় এই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন পুথিগুলিতে এই ভাষার আদল কিছুটা রক্ষিত হইয়াছে। এমনকি, প্রচলিত মুদ্রিত সংস্করণগুলিতেও সংস্কৃত শব্দের পাশে পাশে এই ভাষার রূপ কোথাও কোথাও উঁকি দিয়া রহিয়াছে। অবশ্য কৃত্তিবাসের মূল ভাষা গায়েন, কথক (পাঠক), লিপিকর ও সম্পাদকদের হাতে এত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, সে ভাষাকে আজ উদ্ধার করা প্রায় দুঃসাধ্য। পর্বতচ্যুত অমসৃণ প্রস্তরখণ্ড যেমন ঝর্ণার দুর্বার স্রোতোবেগে বাহিত, আবর্তিত ও ঘর্ষিত হইতে হইতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মসৃণ উপলখণ্ডে পরিণত হয়, কৃত্তিবাসের ভাষারও সেই দশাই ঘটিয়াছে। তবুও সভ্যজগতের সংস্পর্শে আসিয়াও আদি জনগোষ্ঠী যেমন এখনও তাহাদের আদিমতম কতকগুলি সংস্কার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তেমনই কৃত্তিবাসের পরিবর্তিত ভাষারূপের ভিতরেও (এমনকি, জয়গোপালী সংস্করণগুলিতেও) লোকায়ত বঙ্গবুলির চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। সঙ্কলন করিলে তাহাদের সংখ্যাও কম হইবে না। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তাহাতে দেশজ শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও দ্বিরুক্ত শব্দ প্রচুর রহিয়াছে। লোকভাষার নিদর্শন হিসাবে তাহাদের মূল্য অল্প নয়। এখানে শুধু উত্তরাকাণ্ড হইতে শ্রেণীবিভাগ করিয়া অর্থ ও ব্যুৎপত্তি সহ কতকগুলি শব্দের তালিকা দেওয়া গেল :

বিশেষ্য

কোঙর<কুমার ঠাকুরাল—প্রভুত্ব
কুঙারী<কুমারী বড়াই—বড় + আই (আমিত্ব), অহঙ্কার

শিকলি<শৃঙ্খল, সর্পবন্ধ — টিটকারি—নিন্দা-ব্যঙ্গ

আওয়াস<আবাস — জগদ্দল যাঁতা—জগতকে পেষণ করে এমন ভার

চৌয়ারি←চৌরী চারিচালার ঘর — বিশাই—বিশ্বকর্মা

কটক ঠাট—সৈন্যসজ্জা — কোন্দলি—যাহা কোন্দল বাঁধায়

মালসাট—মল্লগণের লম্ফ-ঝম্ফ — বহুয়ারি—পুত্রবধূ

বিভা < বিবাহ — নাচনী—নর্তকী

সঞ্চান—শয়তান, বাজপাখী — তুণ্ডে—ঠোঁটে, মুখে

শেলপাট—শূলখানি — মুণ্ডে—মস্তকে

মাহুত—হস্তীচালক — কাহাল—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

রাহুত—অশ্বচালক — কূর্পর—হুকুমের চাকর

দাঁড়াকু বা দাঁড়ুকা—লৌহ শৃঙ্খল — গণ্ডি<গাণ্ডীব, ধনু

উথাল<উচ্ছাল (উচ্ছলিত ভাব) — বাউই<বাবুই, পক্ষীবিশেষ

জাড়—জড়তা, শৈত্য — চথা<চক্রবাক

বাড়ি—যষ্টি, লাঠি — পাচির<প্রাচীর

বাতি<বর্তি, প্রদীপশিখা — পত্তন—গ্রাম বা নগর

চাপ—ধনু — পারণা—উপবাসের পর ভোজন

জাঙ্গাল—বাঁধ — পোখরী—পুকুর

খাণ্ডা—খাঁড়া, খড়্গ — রাণ্ডী—রাঁড়ী (বিধবা)

জুঝার—যোদ্ধা — চৌতার—চত্বর

পূর্ণা—পূর্ণাহুতি — সম্বিধান—ব্যবস্থা

ডাঙ্গস—অঙ্কুশ — পরিহার—নিবেদন

মেলানি—বিদায় — লোহ—রক্ত, অশ্রু

বিশেষণ

আউদর—এলায়িত — উত্তরোল—উদ্বিগ্ন

টুঁটা←চূর্ণিত, ভগ্ন — অগেয়ান—অজ্ঞান

যৌবনী—যৌবনবতী — অল্লাই—অল্পায়ু

কৌতুকী—কৌতুকাবিষ্ট — আগল—অগ্রগণ্য

আড়ে—প্রস্থে, বিস্তারে — দোহাতিয়া—দুই হাতের

চোখ—চোখা, তীক্ষ্ণ — পাকল—রক্তবর্ণ

একেশ্বর—সর্বময় কর্তা — ফাঁফর—হতবুদ্ধি

ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয়

হেঁঠে<অধস্তাৎ, নীচে — তিলেক—একতিল সময়

সোসর—সমান — ঝাট—শীঘ্র

উভ—ঊর্ধ্ব — ঘাটি—কম

আড়ে—অন্তরালে — আন—অন্যরূপ

ক্ষেণে—ক্ষণে — নিয়ড়—নিকট

উভরড়ে—ঊর্ধ্ববেগে — পাছে—পশ্চাতে

সংখ্যাবাচক শব্দ

এক এক—প্রত্যেক — সত্তরি<সপ্ততি, সত্তর

ছয়—ষষ্ঠ — তিয়জ—তৃতীয়

পাঁচ ভাগের দুইভাগ—⅖ — আধেক<অর্ধেক, ½

দোসর—দ্বিতীয় — দোয়াদশ—দ্বাদশ

চারি গোটা—চারিটা — দোঁহে—দুইজনে

দ্বিরুক্ত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ

লেখা-জোখা—গণনা — অকট বিকট—ছটফট

হুলাহুলি—কোলাহল — ডাকাচুরি—চুরি ডাকাতি

হুড়াহুড়ি—ঠেলাঠেলি — মুড়ে মুড়ে—মাথায় মাথায়

আথালি পাথালি—এলোমেলোভাবে — চোক চোক—চোখা চোখা

নড়বড়—ঢিলা — ঝঞ্চনা—ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ

ঘাড়ে মুড়ে—কাঁধে-মাথায় — অশেষ বিশেষ—অসংখ্য প্রকার

টানাটানি—পরস্পর আকর্ষণ — ঘনে ঘন—ঘন ঘন

[কৃত্তিবাসে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ খুব কম। উত্তরাকাণ্ডে বরাবর (নিকটে), দাওয়া (দাবী), দেয়ান (সভা), সওয়ার (আরোহী) পাইক, মজুত ও তাজি (ঘোড়া?) শব্দগুলির প্রয়োগ দেখা যায়]

ক্রিয়াপদ

আগুলিল—রোধ করিল তিতিল—ভিজিল
উথাড়িয়া—ঠিকরাইয়া নেহালে—দেখে
উলটি—ফিরিয়া নোঙাইয়া—নত করিয়া
উনাইয়া—উত্তাপে গলিয়া পসারে—প্রসারিত করে
এড়িলেক—ছাড়িলেক পাসরে—ভুলে
এড়িয়া—পরিত্যাগ করিয়া নেউটিয়া—ফিরিয়া
উলে—নামে নড়ে, লড়ে—চলে
গোঙাইল—অতিবাহিত রড়—দৌড়
করিল
ছিণ্ডিল—ছিঁড়িল ভাণ্ডায়—প্রতারিত করে
না জুয়ায়—উচিত না হয় বেড়ি—বেষ্টন করিয়া
লোটায়—লুণ্ঠিত হয় সান্ধাইল—প্রবেশ করিল
খেদাড়ে—দূরীভূত করে পরখি—পরীক্ষা করিয়া
পাখালে—ধৌত করে বুলে—ভ্রমণ করে
বাহুড়িয়া—ফিরিয়া ঝাড়া দিয়া—সঞ্চালন করিয়া
বাখানি—প্রশংসা করি যুঝেন—যুদ্ধ করেন

এই শব্দকোষ ছাড়া, নিম্নোদ্ধৃত লৌকিক বাগ্‌ভঙ্গীগুলিও লক্ষণীয়—

১. কাটিলে না মরে সে **মা ধরে কেহ টান**।
২ মাল্যবান বলে বিষ্ণু **কথা বড় টান**।
৩. **আঁন্তে বাড়ে** লাগিয়াছে অস্থি চর্ম সারে।
(পেটে পিঠে)
৪. রাম বলেন তখন রাজা **বলে ছিল টুটা**।
(অল্প শক্তি সম্পন্ন)
৫. **কাঁকালি পানি** ছিল তায় হইল **পাথার**
(কোমরজল অথৈ জলে পরিণত হইল)
৬ বুকের ঘুচাইল তার জগদল পাথর।
৭. তপ্ত তৈলের কুণ্ডে **অগ্নির উথাল**।
(আগুনের উচ্ছাল)
৮. উত্তর দিকে গেল সেই **বুলনি বুলিতে**।
(ভ্রমণ করিতে)
৯. নাভি গভীর যেন পাটুয়া নায়ের ভরা।
(পাটবাহী নৌকার মত গভীর)
১০. **আছুক অন্যের কাজ দেখে লাগে ভয়**।
১১. লবকুশ **খেলা খেলে** দেখিল শত্রুঘ্ন।
১২. আকাশ গমনে বাণ **উফরিয়া (উথড়িয়া)** পড়ে। (ঠিকরাইয়া পড়ে)
১৩. অদেখা হইব প্রভু ঘুচাইব জঞ্জাল।
১৪. **নেউটি** লবণ ধায় যুঝিবারে রণে।
(ফিরিয়া আসিয়া)

কৃত্তিবাসের উপমা

যেমন কৃত্তিবাসের ভাষা, তেমনই কৃত্তিবাসের উপমা। সহজ, সরল, লোকভাষার মতই কৃত্তিবাসের উপমা লোকজগৎ হইতেই সমাহৃত। মনে হইতে পারে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার হইতে প্রচলিত রামায়ণগুলিতে হয়তো কৃত্তিবাসের উপমা-বাক্যগুলি সম্পূর্ণ সংস্কৃতায়ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠিক তাহা নয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রামায়ণ শ্রী. ১ রামায়ণেরই পরিশোধিত সংস্করণ। তাহাতে ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু উপমা-বাক্যের উপমান বস্তু খুব বেশী পরিবর্তিত হয় নাই। উত্তরাকাণ্ড হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

১. দুই হস্তীর যুদ্ধ যেন দন্তে হানাহানি।
দুই সূর্যের তেজ যেন উঠিল আগুনি।
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণ করে নাহিক অবসাদ। শ্রী ১.
উভয় হস্তীর যুদ্ধ যেন দণ্ডে হানাহানি।
দুই সূর্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণ করে নাহি অবসাদ॥ প্রচ সং
২. দূরে থাকিয়া রাবণ নেহালে যে বালি
শশাক দেখে যেন সিংহ মহাবলী। শ্রী ১.
দূরে থাকি রাবণ নেহালে আছে বালী।
সজারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী॥ প্র সং
৩. কুড়ি পাটি দশনে রাবণ দশ মুখে হাসে
চতুর্দ্দিগে কেয়াফুল যেন ফোটে ভাদ্রমাসে।
শ্রী. ১.

কুড়িপাটি দশনে সে দশমুখে হাসে।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥ প্র. সং

শ্রী. ১ সংস্করণে প্রাচীন পুথির ভাষা ও উপমার আদল অনেকটাই রক্ষিত হইয়াছে। এখানে পুথি, হী. ও শ্রী. ১ সংস্করণ অবলম্বনেই কৃত্তিবাসের উপমার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে। কোন কোন স্থলে তুলনামূলক ভাবে প্রচলিত সংস্করণের দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত হইল।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে উপমাই প্রধান অলঙ্কার। রূপক, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা ও ব্যতিরেকাদি অলঙ্কারেরও প্রয়োগ দেখা যায়। এই অলঙ্কারগুলি সবই ঔপম্যগর্ভ। ফলিতার্থে সাদৃশ্য দেখানোই উহাদের কাজ। আলঙ্কারিক অপ্যয় দীক্ষিত বলেন, অলঙ্কার-রঙ্গমঞ্চে উপমা যেন বহুরূপধারিণী এক 'শৈলূষী' (অভিনেত্রী)। সে নানা সাজ পরিয়া রঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। উক্তিটি সত্য।

উপমার মৌলিকতা ও সৌন্দর্য নির্ভর করে উপমান বস্তুর উপর। এই উপমান চয়নের ভিতর দিয়াই কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের উপমান বস্তুগুলি চোখে দেখা লোকজগৎ হইতেই সংগৃহীত। মাটির 'অগ্নি', 'তালখাজুর গাছ', ফুল, ফল, নদী ও নদীস্রোত তাহাতে ভিড় করিয়াছে। যেমন,

'কুপিলেন শত্রুঘন অগ্নি হেন দেহে'—হী.
'আকাশে উঠিল বাণ অগ্নির উথাল'—হী.

কুম্ভকর্ণের—'তাল খাজুর জিনিয়া গায়ের লোমাবলি' শ্রী. ১.

সে সবার নেত্রজলে রথখান তিতে।
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে॥ প্র সং
কন্যার চক্ষুর জলে রথখান তিতে
শ্রাবণ মাসের ধারা যেন বহে খরস্রোতে। শ্রী ১

কবির দৃষ্টি অন্তরীক্ষ লোকে ও জ্যোতিষ্ক লোকের দিকেও ছুটিয়াছে। যেমন—

কত রাজকন্যা রথে রূপে অপ্‌সরা।
গগনমণ্ডলে যেন শোভা করে তারা॥ হী.
দুই সূর্য উদয় যেন দুই চক্ষুর তারা, শ্রী. ১.

অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বের 'সর্বগায়ে থানি থানি স্বর্ণ অদ্ভুত

মেঘমণ্ডলে যেন পড়িয়াছে বিদ্যুত। শ্রী. ১
'অগ্নি গর্জন করে যেন মেঘের গর্জন' হী.

উপমাগুলির ভিতর কবির বস্তুদৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। কৃত্তিবাসের ভাষা যেমন সরল, অনাড়ম্বর লোকমুখের ভাষা—তাঁহার উপমানগুলিও লোকজগতের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তু। কৃত্তিবাসের উপমার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যও এইখানে। যেমন. পুরুষপ্রবর কপিলের দৃষ্টিতে রাবণের অবস্থা—

পুরুষের কোপাগ্নিতে দশানন জ্বলে।
কাটাবৃক্ষ হৈল রাজা পড়ে মহীতলে॥ হী.

কিংবা রাবণের কটকদৃষ্টে কুম্ভীনসীর ভয়—

কটক দেখিয়া মোহ কুম্ভীনসী পড়ে।
কলার বাড়লি যেন কম্পমান ঝড়ে॥ হী.

অবশ্য সংস্কৃত কাব্যজগৎ হইতেও কতকগুলি চির প্রসিদ্ধ উপমান কালবাহিত হইয়া কৃত্তিবাসেও আসিয়াছে। যেমন, নির্বাসিতা সীতার এই রূপবর্ণনা—

নয়ন খঞ্জন তার দশন মুকুতা।
গমন মন্থর যেন জিনি গজ মাতা॥
ভ্রমর জিনিয়া কেশ কবরী বিরাজে।
মল্লিকা মালতী জুতি বেড়া তার পাশে॥ হী.
[গজমাতা = মত্তহস্তী]

কিন্তু এই সকল উপমায় সংস্কৃত কবিদের আভিজাত্যের আড়ম্বর কোথাও নাই। জোর করিয়া উপমা সৃষ্টির প্রয়াসও কোথাও দেখা যায় না। উপমাগুলি যেন অযত্নসিদ্ধ; সেগুলি যেন স্বাভাবিক ভাবেই ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করিয়া অবলীলাক্রমে আবির্ভূত হয়। 'কুড়ি আঁখি রাবণের তামা হেন জলে', বিজুলির ছটা যেন দুই সহোদর'।

১, উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকা ভেদান্।.
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥ চিত্রমীমাংসা

'বাসুকী তক্ষক যেন বাণের গর্জন', কুম্ভকর্ণের 'নাভি গভীর যেন পাটুয়া নায়ের ভরা'। 'অজগর সাপ যেন পুরুষবর গর্জে', 'সংগ্রামের রোল যেন সাগরের কলকলি'—প্রভৃতি উপমা এত স্বাভাবিক, এত অনায়াসসিদ্ধ যে রসসৃষ্টির লক্ষ্যে এগুলি যেন 'অপৃথগ্‌যত্নে' নির্বর্তিত হইয়াছে। পত্রলেখা রচনা বা কেশবিন্যাসের মধ্যেও সৌন্দর্যসৃষ্টির একটি পৃথক প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু কৃত্তিবাসের উপমা যেন সহজাত সংসর্পিত কেশ ও তিল-জটুলের মত স্থানবিশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। কৃত্তিবাসের উপমা প্রযত্নসিদ্ধ নয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বভাব সঙ্গত।

কৃত্তিবাসের পয়ার ছন্দ

কৃত্তিবাসের ছন্দও বাঙালীর নিজস্ব ছন্দ—'পয়ার'। তদ্ভব শব্দগুলি যেমন বাংলা উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বাঙালীর নিজস্ব, পয়ার ছন্দও ঠিক তাই। ইহাকে এক হিসাবে 'তদ্ভব' ছন্দও বলা চলে। 'অক্ষর-সংখ্যাত' ছন্দই বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের বিশিষ্ট ছন্দ। প্রাকৃত অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দ 'জাতি' ছন্দ: অক্ষর নয়, অক্ষর-মাত্রাই সে ছন্দের ভিত্তি—'জাতির্মাত্রাকৃতা'। জাতি বা মাত্রাছন্দ গানের উপযোগী। বাংলা পয়ার একদিকে অক্ষর-সংখ্যাত, অপরদিকে গানের উপযোগী বলিয়া মাত্রাগণনাও ইহাতে উপেক্ষিত নয়। অনেকেই মনে করেন, মাত্রাকৃতা গেয়ছন্দ হইতেই উচ্চারণ-শৈথিল্যের ফলে বাংলার পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

সংস্কৃতেই হউক, আর প্রাকৃত-অপভ্রংশেই হউক অক্ষরের মাপ ছিল স্থিরবদ্ধ। চোখে দেখিয়াই অক্ষরের মাত্রা কি হইবে, তাহা বোঝা যাইত। সেখানে হ্রস্ব অক্ষর (কি, পু, হৃ) এক মাত্রা, দীর্ঘ অক্ষর (কী, পূ, কৌ) দুই মাত্রা, হলন্ত অক্ষর (ঘাং, গিচ্‌) দুই মাত্রা, যুক্তবর্ণের পূর্ব অক্ষর (ঘ-র্ম. তু-ল্য) দুই মাত্রা। মাত্রাগণনার এই রীতির ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু অপভ্রংশ তাঁহার স্তরে আসিয়াই অক্ষর-মাত্রায় হেরফের ঘটিতে লাগিল। সেখানে লঘু বা হ্রস্ব অক্ষর টানিয়া পড়িলে দুই মাত্রার হইয়া যাইত।[১] বাংলা উচ্চারণে এই পদ্ধতিটিই যেন বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। তাই বলিয়া বাঙালী 'মাত্রাজ্ঞান' হারাইল না। কানে শুনিয়া মাত্রা ঠিক করা হইত। বাংলা অক্ষরের মাত্রা শ্রুতিগ্রাহ্য। স্বাভাবিক উচ্চারণে বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘভেদে প্রতিটি অক্ষর এক মাত্রার; কেবল পদান্তের হলন্ত বা যৌগিক অক্ষর বা একাক্ষরী হলন্ত শব্দ (দাস্, গান্, জল্) দুই মাত্রা।

বাংলা উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রা ছন্দ বাংলায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। তাহার নাম হইল 'পয়ার'। পণ্ডিতগণ মনে করেন, সংস্কৃত মাত্রাছন্দ 'পজ্‌ঝটিকা' বা অপভ্রংশের ছন্দ 'পাদাকুলক' উচ্চারণ-শিথিলতার সুযোগ লইয়া বাংলা পয়ার ছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।* সংস্কৃত মাত্রাছন্দ 'পজ্‌ঝটিকা' ষোল মাত্রার ছন্দ; তাহার প্রতি চরণে ষোলটি মাত্রা থাকে এবং চরণান্তে মিল থাকে ('প্রতিপদ যমকিত ষোড়শ মাত্রা'—ছন্দোমঞ্জরী)। পণ্ডিতগণের মতে, এই ষোল মাত্রার ছন্দই বাংলায় 'চতুর্দশাক্ষরা' (শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষর) চৌদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দে পরিণত হইয়াছে। পজ্‌ঝটিকা অপেক্ষা অপভ্রংশ পাদাকুলক ছন্দের সঙ্গে পয়ারের মিল আরও বেশী। পজ্‌ঝটিকায় অক্ষরের মাত্রা স্থিরবদ্ধ। তাহাতে লঘুগুরু ভেদে অক্ষরবিন্যাসেরও নিয়ম আছে। কিন্তু পাদাকুলকে লঘু-গুরু ভেদে অক্ষর বিন্যাসের কোন সুস্থির নিয়ম নাই। লঘু-গুরু অক্ষরের উচ্চারণের শিথিলতা আছে। তবে পাদাকুলকও ষোল মাত্রার ছন্দ, উহারও পদে পদে উত্তম মিল

---

১. জই দীহো বিঅ বণ্ণো লহু জীহা পঢ়ই হোই সো বি লহু।
বণ্ণো বি তুরিঅ পঢ়িও দোত্তিন্নি বি এক জাণেহু॥
প্রাকৃত পৈঙ্গল. ১।৮.

থাকে।[1] পাদাকুলক নানাদিক হইতেই স্বাধীন। বাংলা পয়ারের মিল ইহার সঙ্গেই বেশী। তবে পাদাকুলক ১৬ মাত্রার ছন্দ, পয়ার ১৪ মাত্রার। ষোল মাত্রার ছন্দ যে চৌদ্দ মাত্রার হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ বাংলা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য।[2]

বাংলা ভাষা নিজস্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই পয়ার ছন্দই বাংলা কাব্যে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত হইল। মধ্যযুগের কিছু গান ও অধিকাংশ কাহিনী-কাব্যগুলির বিশিষ্ট ছন্দ পয়ার। চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, প্রমুখ কবি এই ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের একমাত্র ছন্দ পয়ার।

পয়ার ছন্দের প্রধান লক্ষণ উচ্চারণের স্বাধীনতা। লঘু-গুরু, হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-বৈচিত্র্যই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহাতে হ্রস্ব অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয়, দীর্ঘ হ্রস্ব হইয়া যায়। অবশ্য শ্রবণে মাত্রা-সংখ্যা ঠিকই থাকে। সাধারণ পয়ারে পংক্তিগুলি হয় চৌদ্দ মাত্রা মাপের, আট-মাত্রা ও ছয় মাত্রার পরে যতি থাকে। যতিগুলি অর্থানুসারে পড়ে। পয়ারের যতি অর্থ-যতি বা শ্বাসযতি। ফলে ছেদ ও যতি এখানে অভিন্ন। 'মাত্রাসংখ্যা' পূর্ণ বা অপূর্ণ থাকুক, বেশী হউক বা কম হউক, অর্থকে বা ভাবকে যতির মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হইবে। যেমন,

'সোনার রথখান। দশদিগ্ প্রকাশ'

এখানে যতি পড়িতেছে 'রথখান' ও 'প্রকাশ'-এর পরে। অক্ষর-সংখ্যা বা মাত্রাসংখ্যা কি হইল, তাহার বিচার নাই। তেমনই,

দূ'রে হইতে দেখে তারে। কুম্ভকর্ণ মহাবলী'

এখানে অর্থানুসারে যতি পড়িতেছে 'তারে' এবং 'মহাবলী'-এর পরে।

প্রথমদিকের বাংলাকাব্যের পয়ারছন্দে যেপংক্তি-মধ্যে বা পর্বমধ্যে অক্ষর বা মাত্রার আধিক্য বা ন্যূনতা দেখা যায়, তাহার এক কারণ, অক্ষর মাত্রা-উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য; দ্বিতীয় কারণ অর্থযতি। কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু সকলের কাব্যেই এই লক্ষণটি দেখা যায়। অথবা ইহাও হইতে পারে, সংস্কৃত-অপভ্রংশের উচ্চারণ-রীতির প্রভাব কবিগণ তখনও পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে একসঙ্গে আছে প্রাচীন উচ্চারণ-রীতিব আনুগত্য ও উচ্চারণ-শৈথিল্য।

পয়ারছন্দে, বিশেষ করিয়া কৃত্তিবাসের পয়ারে পয়ারভঙ্গের প্রধান কারণ সঙ্গীতধর্ম। আদৌ বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হইয়াছিল গানের উদ্দেশ্যে। তাহা পাঠ্যে ও গীতে মধুর, সপ্তস্বর (ষড়্‌জ-ঋষভাদি) বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সহযোগে গানের যোগ্য।[1] মহর্ষি বাল্মীকি লবকুশকে দিয়া এই রামায়ণ গান করাইয়াছিলেন। লবকুশ গান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী। অতি মধুর তাঁহাদের কণ্ঠস্বর। স্বরের শুদ্ধ উচ্চারণ ও মূর্ছনাজ্ঞানও তাঁহাদের অসাধারণ। তাঁহাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ সকল লোক। কৃত্তিবাসেও তাহার বর্ণনা আছে—

দুই ভাই গীত গায় মধুর বাজে বীণা
সর্ব্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা।
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে
শুনিয়া মোহিত লোক আপনা পাসরে। শ্রী ১০

কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি'ও গেয় কাহিনী-কাব্য। গানে অক্ষরের বা মাত্রার ন্যূনাধিক্য থাকিতে পারে। সুরের টানে অক্ষর বা মাত্রার এই ন্যূনতা পূরণ করা হয়। সঙ্গীতকার বা কবি স্বেচ্ছায় গীতের চরণে মাত্রাসংখ্যা কম বা বেশী রাখেন, যাহাতে স্বরের টানে 'গীতালঙ্কার'—গমক, গিটকিরি

১. লহু গুরু একু নিয়ম ণ হি জেহা।
পঅ পঅ লেক্খহি উত্তম রেহা॥
সুকই ফণিংদহ কণ্ঠঅ বলঅং।
সোলহমত্তা পাআকুলঅং॥ প্রাকৃত পৈঙ্গল ১/১২৯.

২. দ্রষ্টব্য—চর্যাগীতির ভূমিকা: জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী

১ পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥ রামা. আদি ৪

প্রভৃতি সৃষ্টি হইতে পারে। কৃত্তিবাসের পয়ারে পর্ব বা পংক্তির অক্ষর বা মাত্রাসংখ্যা যে অসমান, তাহার প্রধান কারণ, ইহা গানের উদ্দেশ্যে রচিত। পুথি, শ্রী ১. বা হী. সংস্করণ হইতে অসম পয়ারের প্রচুর দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। যেমন,

একেবারে এড়ে রাজা/পাঁচ শত বাণ।
মুনির গায়ের সানা টোপর/করে খান খান॥
(ক. ২৮০.)

ভরত লক্ষ্মণ বলে গোসাঞি/কথা শুনিতে
বড় উপহাস।
স্ত্রী হইঞা কোন দুর্মতি পাইয়া রাজা/বঞ্চে
এক মাস॥ হী.

কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ভাই/ধনের অধিকারী
পুষ্পক রথ নিলাম আমি/কনক লঙ্কাপুরী।
শ্রী. ১

অনেকে অধিকাক্ষরা পয়ারগুলিকে পয়ারের শোষণশক্তির দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পয়ারের পর্বগুলির প্রথমে কিংবা পর্বাঙ্গগুলির প্রথমে শ্বাসাঘাত পড়ে: এই শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দাক্ষরের সঙ্কুচন ঘটে। তিন অক্ষরের শব্দ দুই অক্ষরের হইয়া যায়; বাংলা উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতার দিকে ঝোঁকও ইহার একটি কারণ। যেমন এই উদাহরণটি

দেবগণের ডরে রাক্ষস সান্ভাইল পাতাল

এখানে 'ণের', 'ক্ষস্', 'তাল' ঝোঁকের ফলে মাত্রা হারাইয়াছে: দুই মাত্রার স্থলে এক মাত্রার হইয়া গিয়াছে। ফলে পয়ারের ৮+৬ মাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে।

প্রতি অর্থযুক্ত শব্দগুচ্ছের পূর্বে শ্বাসাঘাত পড়ায়, অনেক সময় পর্বাঙ্গ অনুসারে ভাগ করিলে, অধিকাক্ষরা পয়ারের পংক্তিগুলি অপূর্ণপদী চার মাত্রার শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের মত মনে হয়। এটি বাংলা পয়ারেরই একটি বৈশিষ্ট্য। নদীর প্রবল বেগ যেমন শিলার বাধা পাইয়া ধ্বনিমুখর হইয়া উঠে, তেমনই স্বল্পকালানন্তরে শ্বাসযতির বাধা পাইয়া শ্বাসাঘাত স্পষ্ট ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ফলে পয়ার তখন শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের আকার পরিগ্রহ করে। কৃত্তিবাসের পয়ার ছন্দে অনেক স্থলে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছড়ার ছন্দের আদল পাওয়া যায়। যেমন,—

'মুনির গায়ের/সানার টোপর/হইল খান'/খান
সপ্ত ঘটি,'বেলা যখন/দগড়ে পড়ে/কাটি

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কৃত্তিবাসের পয়ারের পংক্তিগুলি বহুস্থলে অধিকাক্ষরা বা ন্যূনাক্ষরা হইলেও খাঁটি চতুর্দশাক্ষরা পয়ারের দৃষ্টান্ত অল্প নয়। জয়-গোপাল তর্কালঙ্কারের পরিশোধিত সংস্করণ বাদ দিয়াই পুথি বা হী কিংবা শ্রী ১. সংস্করণ হইতে সেরূপ প্রচুর দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। যেমন,

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালি।
উত্তরাকাণ্ডে গাইল প্রথম শিকলি॥
কীর্ত্তিবাস রচিল উত্তর রামায়ণে।
অগস্ত্য বলেন কথা রামচন্দ্র শুনে॥ ক. ২১১.
তাহাতে প্রমাদ পড়ে ইন্দ্র নাহি জানে।
আচম্বিত স্বর্গপুরী বেড়িল রাবণে॥ হী.
রক্তে রাঙ্গা যেন বাণ ব্রহ্মের কিরণে।
হেন বাণ এড়ে রাজা মারিতে লবণে॥ হী.
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস
কহ কহ বলি রাম করিল প্রকাশ। শ্রী. ১.
সীতা বলে দেখি আগে প্রভুর চরণ
তবে মায়ে পোয়ে ঘরে করিব গমন। শ্রী ১.
বাল্মীকির কবিত্ব যে অদ্ভুত নির্মাণ
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ অবসান। শ্রী. ১.

কৃত্তিবাসের একমাত্র ছন্দ পয়ার। পয়ারেরই রূপভেদ নাচাড়ী বা লাচাড়ী। লাচাড়ী দীর্ঘ ত্রিপদী। উহার পর্বভাগ ৮+৮+১০। আমাদের প্রস্তুত সংস্করণের উত্তরাকাণ্ডে একটি মাত্র লাচাড়ী আছে:

হরি হরি ক্ষুণ্ণ মন দেখিয়া অদ্ভুত রণ
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্যধ্বংস পরাভূত রঘুবংশ
শোকানলে হয় অশ্রুপাত॥

শ্রী ১ সংস্করণে ইহার রূপ ছিল এই প্রকার :

হরি হরি স্মরিয়া মনে দেখিয়া অদ্ভুত রণে
ধরণি বসিল রঘুনাথ
ভ্রাতৃমিত্র সৈন্ত মৈল রণে পরাভব হইল
শোকানলে হয়ে অশ্রুপাত।

লাচাড়ী বিনাইয়া বিনাইয়া শোক বা আনন্দ প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কৃত্তিবাসে শোক বা আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রেই লাচাড়ীর প্রয়োগ দেখা যায়।

॥ উত্তরাকাণ্ডের কথাবস্তু ॥

রামায়ণ উত্তরাকাণ্ডের কথাবস্তুর দুইটি ভাগ। একভাগ পৌরাণিক পূর্বকথার বিবরণ, অপরভাগ মূল রামায়ণীয় ঘটনার উপসংহার। প্রথম ভাগকে বলা চলে 'অতীত বস্তু', দ্বিতীয় ভাগকে বলা চলে 'প্রত্যুৎপন্ন বস্তু' বা বর্তমান কথা।

পূর্বকথা বা অতীত বস্তু অংশে রক্ষোবংশের ইতিহাস, রাবণাদির জন্ম, বলদর্পিত রাবণের দিগ্বিজয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হনুমানাদির জন্মকথাও স্থান পাইয়াছে। এই পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনার এক উদ্দেশ্য—'দুর্জয় রাক্ষস'দের উন্মত্ত বিজিগীষার রূপ এবং বিশেষ করিয়া বলদর্পিত ও কামোন্মত্ত রাবণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা; অপর উদ্দেশ্য এই রাবণকে নিহত করায় রামচন্দ্রের কৃতিত্ব ও বীর্যবত্তার মহিমা স্মরণ করাইয়া দেওয়া।

অনেকেই মনে করেন, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি-রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত। উহা পরবর্তীকালের কোন কবির রচনা। বাল্মীকির রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড লইয়াই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল; রামায়ণের পরিসমাপ্তি মিলনান্ত। কিন্তু উত্তরকাণ্ডের বিবরণ কালিদাসে পাওয়া যাইতেছে; ধ্বনিবাদের আচার্যগণ বাল্মীকি-রামায়ণ যে বিয়োগান্ত ও করুণরসাত্মক, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রামায়ণ প্রসঙ্গে বহু জিজ্ঞাসা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। সমগ্র রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের ভূমিকাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। বাংলা রামায়ণেও উত্তরাকাণ্ড যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

॥ পূর্বকথা বা অতীতবস্তু ॥

আদি রাক্ষস ও রাক্ষসদের কাহিনী : উত্তরাকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক কাহিনীর ভাণ্ডার। এই কাহিনীগুলির ভিতর যক্ষ-রক্ষের উৎপত্তির ইতিহাসে প্রথম সৃষ্টিলগ্নের একটি লুপ্ত অধ্যায়কে উদ্ধার করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-সর্গের প্রথম সৃষ্টি 'পানি' (জল), তৎপরে 'প্রাণী'। এই প্রাণীদের ভিতর অতি দুর্ধর্ষ রাক্ষস। ব্রহ্মা প্রাণীদের বলিয়াছিলেন, এই জলকে রক্ষা কর। প্রাণীদের একদল বলিল 'যক্ষামি'—পূজা করিব, আর একদল বলিল 'রক্ষামি'—রক্ষা করিব। যাহারা বলিয়াছিল 'যক্ষামি', তাহারা যক্ষ; আর যাহারা বলিয়াছিল 'রক্ষামি', তাহারাই রক্ষ বা রাক্ষস। রক্ষক হইল ভক্ষক। ইহাই রাক্ষস-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই রাক্ষসদের ভয়ে তটস্থ মুনি-ঋষি, তটস্থ স্বর্গের দেবগণ। এই রাক্ষসের দেহে পরবর্তীকালে মিশ্রিত হইয়াছিল দেবতা ও ঋষির রক্ত। বিশ্রবামুনির অপর পত্নী ছিলেন আদি রক্ষোবংশের দুহিতা কৈকসী বা নিকষা। তিনি রাবণাদি তিন ভ্রাতা ও এক কন্যা শূর্পনখার জননী। বৈশ্রবণ রাক্ষসদের দুর্ধর্ষতার প্রধান কারণ, মিশ্র রক্তের প্রভাব। তপস্যা রাক্ষসদেরও ছিল, কিন্তু সে তপস্যা রজোগুণের তপস্যা, অমঙ্গলকর তপস্যা। তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল দম্ভ, দর্প, অভিমানিতা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রাক্ষস-সুলভ 'আসুরী সম্পদ্'। দশগ্রীব রাবণের দশমুণ্ড দশদিকে প্রসারিত বলদর্প ও কামোন্মত্ততার প্রতীক, তাঁহার বিংশতি-বাহু দিগন্তপ্রসারী দম্ভ, দর্প ও পারুষ্যের রূপক। যুগে যুগে জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ইহারাই। কৈলাস পর্বত উত্তোলনের দুঃসাহসও অতিদর্পিতের।

রাবণের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বিবিধ উপাখ্যান : পৌরাণিক ইতিবৃত্তে রাবণের শক্তিমদমত্ততা ও দুস্প্রণীয় কামোন্মত্তত্ব প্রদর্শনেব প্রসঙ্গেই আসিয়াছে —কুবের বিজয়, বেদবতীর উপাখ্যান, মরুত্ত, অনরণ্য, কার্তবীর্যার্জুন, বালি, যমলোক, নাগলোক, নিবাত কবচ, বরুণ, বলি, মান্ধাতা, চন্দ্রলোক-বিজয়, কপিলপ্রসঙ্গ, নলকুবরের অভিশাপ ও স্বর্গ-বিজয়ের কাহিনী। ব্রহ্মার বরে অতিদর্পিত রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন অনেকেই। কুবের, অনরণ্য, বাসুকী ও চন্দ্র পরাজিত; এমনকি যম পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই রাবণের বিজয়দর্প প্রতিহত হইয়াছে কার্তবীর্যার্জুন, বলি, বালি ও মান্ধাতার কাছে। পরাজিত ও লাঞ্ছিত রাবণ সেখানে ব্রহ্মা ও পুলস্ত্যের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছে। ক্ষেত্র-বিশেষে রাবণও শক্তের ভক্ত, নরমের যম। কার্তবীর্যার্জুন, বলি ও বালির হস্তে রাবণেব লাঞ্ছনা হাস্তরস উদ্রেক করে। কার্তবীর্যার্জুন সহস্র হস্তে রাবণের কুড়ি হাত বন্ধন করেন :

বন্দিশালে নিয়ে ফেলে মড়ার আকার।
রাবণের টুটিল যে সব অহঙ্কার॥
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর॥

প্রচলিত সংস্করণ

বালির হস্তে রাবণের দুর্দশা আবও হাস্তকর :

ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে॥
আকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে বালি ত আকাশে॥

প্রচলিত সংস্করণ

বলির বন্ধনে রাবণের দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। বলির দাসীগণের কাছে রাবণের হীনতা কৌতুকের খোড়াক যোগাইয়াছে।

রাবণের প্রতি বিভিন্ন অভিশাপের কাহিনী : অমেয় শক্তিধর হইয়াও রাবণ অভিশপ্ত। রাবণের ভাগ্য বিপর্যয়ে চারিটি অভিশাপ নিদারুণ। রাবণের শক্তি ও কামোন্মত্ততার পশ্চাতে এই অভিশাপ যেন তাহার পশ্চাতে রাহুর মত ধাবিত হইয়াছে। শিবানুচর নন্দীর বানরমুখ দেখিয়া রাবণ উপহাস করিয়াছিল। নন্দী তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন,

দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এ বানর তোমার করিবে সর্বনাশ॥
দুরাচার তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন॥

পরাজিত অযোধ্যারাজ অনরণ্য তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন,

তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লাঞ্ছিতা বেদবতীর অভিশাপ :

নারায়ণ স্বামী হবে জন্মজন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে॥

এই বেদবতীই জন্মান্তরের সীতা।

রাবণের কামোন্মত্ততাকে প্রতিহত করিয়াছে নলকুবরের অভিশাপ :

আজি হইতে শাপ মোর হউক প্রচার।
বলে ধরি রাবণ যেই করিবে শৃঙ্গার॥
সেইক্ষণে মরিবেক যাবে দশমাথা।
নলকুবরের শাপ না হবে অন্যথা॥

অশোকবনে বন্দিনী সীতার উপর যে রাবণ বলপূর্বক অত্যাচার করিতে পাবে নাই, তাহার কারণ নলকুবরের অভিশাপ।

কাহিনী-বিন্যাসে ক্রমভঙ্গ : পৌরাণিক কাহিনীগুলির বিন্যাসে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক স্থলেই ক্রমভঙ্গ দেখা যায়। গল্পাংশে নূতন যোজনাও আছে। যেমন, গজকচ্ছপের বিবাদ প্রসঙ্গে এই হিতোপদেশ,

ধন থাকিতে ব্যয় না করে যেই জন
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ।
যত্ন করিয়া যেবা জন রাখেন অর্থ
সেই ধনের কারণে তার হয়েত অনর্থ। শ্রী. ১.

যমলোকে রাবণের পুণ্যের পুরস্কার ও পাপীর শাস্তি দর্শন ও নরকের যে ভীষণ চিত্র আঁকা হইয়াছে, তাহাতেও অভিনবত্ব আছে। বলিরাজের দাসীগণের হস্তে বন্দী রাবণের লাঞ্ছনার চিত্র সর্বৈব নূতন। দেবগণের সহিত যুদ্ধে চৌষট্টি যোগিণীসহ দেবীর আবির্ভাব নূতন।

এই পৌরাণিক কথার বর্ণনায় বাংলা রামায়ণে গল্পের গতি কোথাও মন্থর হয় নাই। রাবণের বিজয় অভিযান যেন প্রলয়-পিঙ্গল মেঘের মত দ্রুত অগ্রসর হইয়া পাঠককে ভয়ে, বিস্ময়ে ও কৌতুকে অভিভূত করিয়া দেয়। এক একটি কথা-চিত্র যেন ছবির মত হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বর্ণনায় গায়েনদের কৃতিত্ব কিছুটা থাকিতে পারে। কিন্তু মূল যদি লঘুভার ও স্বচ্ছন্দ না হইত, তবে গায়েনরা শুধু নিজেদের ভাষা-যোজনার ফলে এমন করিয়া আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না।

মূলের প্রতি আনুগত্য ঃ আর একটি কথা—উত্তরাকাণ্ডের পূর্বভাগ পুরাণ-কথা নির্ভর হওয়ায় বাংলা রামায়ণ এই অংশে মূল হইতে অধিক বিচ্যুত হইতে পারে নাই। পৌরাণিক গল্পের আস্বাদও খুব বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পৌরাণিক চরিত্রগুলিও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। কুবেরের ধর্মভীরুতা, রাক্ষসগণের ঔদ্ধত্য, স্থূলদেহ অনুসারে কুম্ভকর্ণের স্থূল বীরত্ব, যজ্ঞে দীক্ষিত মরুত্তের আত্মসংযম, যোগী কার্তবীর্যার্জুনের ভোগবিলাস, বলির দ্বাররক্ষক পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণুর গাম্ভীর্য, বলি ও মান্ধাতার বিক্রম, ভগবান কপিলের বিশ্বরূপ পুরাণের আদর্শকে লঙ্ঘন করে নাই। মাঝে মাঝে নীত উপদেশের প্রক্ষেপও কৃত্তিবাসী রামায়ণে পৌরাণিক নীতিবাদের আদর্শকে রক্ষা করিয়াছে।

প্রত্যুৎপন্নবস্তু

উত্তরাকাণ্ডের দ্বিতীয় ভাগকে আমরা বলিয়াছি 'প্রত্যুৎপন্নবস্তু' বা বর্তমান কথা। উহা মূল রামায়ণীয় কথার উত্তরভাগ, কৃত্তিবাসের কোন ভণিতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'উত্তর রামায়ণ'। এই অংশ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পরে রাম-জীবনের কাহিনী। ভবভূতির ভাষায় বলা যায় 'উত্তররামচরিত'।

এই অংশের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—১. অযোধ্যার অশোক বনিকায় রামসীতার বিহার, ২ সীতার বনবাস, ৩ রামের রাজকার্য পরিচালনা, ৪. লবণ বধ, ৫. শম্বুক বধ, ৬ অগস্ত্যাশ্রমে রামের দণ্ডকবনের ইতিহাস শ্রবণ, ৭ অশ্বমেধ যজ্ঞ: অশ্বমেধ যজ্ঞপর্বে লবকুশের যুদ্ধ, লবকুশের রামায়ণ গান, সীতার পাতাল প্রবেশ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন, ৮ কালপুরুষ সমাগম, ৯. লক্ষ্মণ বর্জন ও ১০. রামচন্দ্রের নির্যাণ।

এই অংশের ভাবানুবাদে একদিকে রহিয়াছে মূল বিষয় ও বিষয়ক্রমের প্রতি আনুগত্য, অপরদিকে মূলের কিছু অংশ বর্জন ও নূতন সংযোজন। কোথাও কোন পংক্তিবিশেষে মূলের ধ্বনি থাকিলেও কোন-ক্রমেই তাহাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না। নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা পৃথকভাবে করা গেল।

অযোধ্যার অশোক বনিকা ঃ রামসীতার-বিহার ঃ বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যায় যে একটি 'অশোক বনিকা' ছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যুদ্ধকাণ্ডে বানরগণসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলে রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন, আমার অশোক বনিকা নামে যে সুমহৎ ভবন আছে, বাসের জন্য তাহা সুগ্রীবকে দাও।[১] রাক্ষস-বানরগণ বিদায় হইবার পরে রামচন্দ্র এই অশোকবনে প্রবেশ করিয়া সীতাসহ বিহার করিয়াছিলেন। মূল রামায়ণে অযোধ্যার অশোক-বনের সুন্দর বর্ণনা আছে এবং এই বন যে 'শিল্পীভিঃ পরিকল্পিতৈঃ' তাহারও উল্লেখ দেখা যায় (উ. ৫২)। কিন্তু এই বন যে রামসীতার প্রমোদ বিহারের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ বাল্মীকি রামায়ণে

১. যচ্চ মদ্ভবনং শ্রেষ্ঠং সাশোকবনিকং মহৎ।
মুক্তাবৈদূর্যসংকীর্ণং সুগ্রীবায় নিবেদয়॥ যুদ্ধ. ১৩০.

নাই, অধ্যাত্ম রামায়ণেও নাই। এ প্রসঙ্গ শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণেই পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের নামাঙ্কিত প্রাচীন পুথি ও হী. ও শ্রী. ২ সংস্করণেও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে—

রাম বলেন অশোকবন দেখিতে সুন্দর।
বিশ্বকর্মা নির্মাণ দেখিলাম লঙ্কার ভিতর॥
সেই অশোকবন আমি সৃজিব আপন বলে।
সীতা লইয়া কেলি করিব অশোক গাছের তলে॥
ক. ২১৫.

রাম বলেন অশোকবন দেখিতে সুন্দর।
বিশ্বকর্মা নির্মাইল লঙ্কার ভিতর॥
সে অশোক নির্মাণ সীতা করিব বিরলে।
তুমি আমি কেলি করি অশোকের তলে॥ হী.
রাম বলেন সীতা শুন আমার বচন
লঙ্কার ভিতরে দেখিলে সোনার অশোকবন।
তাহার অধিক আমি সৃজিব বৃন্দাবন
তুমি আমি গিয়া কেলি করিব দুইজন। শ্রী. ১.

আমাদের প্রস্তুত সংস্করণেও পরিবর্তিত ভাষায় প্রায় একই রূপ বর্ণনা দেখা যায়। অযোধ্যার অশোকবন লঙ্কার অশোকবনের অনুকরণেই নির্মিত এবং তাহার নির্মাণ রামসীতার প্রমোদ-বিহারের উদ্দেশ্যে। কৃত্তিবাসে এই বিষয়টি নূতন।

রাম-সীতার প্রমোদ-বিহারের বর্ণনা মূল রামায়ণেও আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন পুথিতে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু শ্রী. ১ এবং পরবর্তী মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে এই বর্ণনা বিশদ। শুধু তাই নয়, নূতন করিয়া তাহাতে ষড়্‌ঋতুতে রাম-সীতার বিহার-বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা যেন মধ্যযুগের বাংলা-কাব্যের 'বারমাস্যা'র একটি সংক্ষিপ্ত অনুকরণ।[১] তবে বারমাস্যায় বারমাসের বিবরণ থাকে, এখানে বিবরণ ছয় ঋতুর। বারমাস্যায় বিরহ ও সম্ভোগ, দুঃখ ও সুখ—অবস্থাভেদে দুইয়েরই চিত্র থাকিতে পারে, এখানে শুধু সম্ভোগ-মিলনের বর্ণনা। দীর্ঘ বিরহের পর এই নিরবচ্ছিন্ন মিলন-চিত্র 'সানন্দে', 'হরিষে' মধুর। বিভিন্ন ঋতুর উদ্দীপন উপকরণগুলিও উল্লেখযোগ্য—বসন্তের 'মলয়বাত', নিদাঘের 'গঙ্গাজল পাটি', বরিষার 'পারিজাত পুষ্প-সিংহাসন', শরতের 'চন্দ্র', শীতের 'নেতের তুলি', 'মিষ্ট অন্ন' ও 'কর্পূর-তাম্বূল'।

মূল বাল্মীকিতে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই মিলন-সুখের আয়োজন বুঝি পরবর্তী নিদারুণ দুঃখকে নিবিড় করিয়া দেখাইবার জন্যই। মেঘাবৃত কুহু রজনীর ক্ষণিক বিদ্যুৎচমক যেমন অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়া তোলে, অযোধ্যার অশোকবন-বিহার তেমনই 'সীতার বনবাস' রূপ ঘটনাকে আরও দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস—উভয়েই এখানে একটি সুন্দর নাটকীয় শ্লেষ (Dramatic Irony) সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। আপন্নসত্ত্ব সীতাকে প্রসন্ন রাঘব প্রশ্ন করিলেন, 'কোন্ দ্রব্যে সীতা তুমি কর অভিলাষ' (হী)।[১] সীতা 'হেঁট মুখে' উত্তর করিলেন, 'একদিন বিদায় দিবে যাইব তপোবনে (শ্রী. ১.)।[২]

কিন্তু রাম বা সীতা কেহই তখন বুঝিতে পারেন নাই, সীতার এই অভিলাষ, পরবর্তী সীতা-নির্বাসনের ভূমিকা রচনা করিয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে সীতা যে প্রার্থনা করিলেন এবং রামচন্দ্র আনন্দ সহকারে যাহা অনুমোদন করিলেন, তাহাই অবিলম্বে নিদারুণ সত্যে পরিণত হইল। আনন্দের অঙ্গীকার নির্বাসনের নির্মম সত্যে অনর্থকর হইয়া উঠিল। বাচিক নাট্যশ্লেষের ইহা একটি

১ কৃত্তিবাসের রামায়ণে কালক্রমে যে কত বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার আর এক প্রমাণ ক. ২৪৫ সংখ্যক পুথি। উহাতে পওয়া যায় 'সীতার বারমাস্যা'। উর্মিলা প্রশ্ন করেন, 'কেমনে আছিলা সীতা সেই বনবাসে। কোন্ কোন্ দুঃখ পাইলে কোন্ কোন্ দিবসে॥'—ইহার উত্তর সীতার বারমাস্যা। 'শুন শুন উর্মিলা ভগিনি। কহিতে উঠে জ্বলন্ত আগুনি॥'—বর্ণনাগুলি দুঃখের।

১. 'কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব'—বাল্মীকি।
২. 'তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব'—বাল্মীকি।

চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই ঘটনাটি ভাসের 'প্রতিমা' নাটকের একটি দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। রামচন্দ্রের অভিষেক উপলক্ষ্যে নাটক অভিনয় হইবে, তাহাতে কয়েকজন পাত্রীকে বল্কল পরিতে হইবে। বাকল কম থাকায় একজন অভিনেত্রী একটি বাকল সরাইয়া রাখিতে যাওয়ার সময়, সীতা তাহা দেখিয়া নিজেই সেই বাকল পরিধান করেন। ইতিমধ্যে রাম-বনবাসের অমঙ্গলকর ঘোষণা শোনা যায়। কৌতুহল বশে যে বাকল সীতা পরিধান করিয়াছিলেন, সেই বেশেই তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমনে প্রস্তুত হন। ইহাও নাট্যশ্লেষের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

সীতার বনবাস ঃ রাক্ষস-কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বনবাসে দেওয়া রামচন্দ্রের জীবনের একটি কঠোর কাজ। সীতার বনবাস উত্তর রামায়ণের একটি করুণ ঘটনা। হৃদয়ধর্মের দিক দিয়া ইহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, এ প্রশ্নও কেহ কেহ তুলিয়াছেন। লক্ষ্মণ, ভরত—কেহই কার্যটিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, 'সীতায়া বিপ্রবাসনং নৃশংসং প্রতিভাতি মে' (রামা. উঃ ৬০)। কোন কোন রামায়ণকার (চন্দ্রাবতী) বলিয়াছেন,

পরের কথা কানে লইলে গো নিজের সর্বনাশ।
চন্দ্রাবতী কহে রামের বুদ্ধি হইল নাশ ॥

কিন্তু সুকঠিন রাজধর্ম ; সমাজধর্মও অল্প কঠিন নয়। রাজা রাম ও সমাজপতি রাম হৃদয়ধর্মের পরিবর্তে এইগুলিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কুলকীর্তিও তাঁহার গণনীয় ছিল। রঘুবংশের অম্লান কীর্তির প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই সকল কারণেই রামচন্দ্রের সীতানির্বাসন। বাংলা রামায়ণেও এসকল নীতিকথার দোহাই দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য অধ্যাত্ম রামায়ণ মতে ভগবান রামের সীতা-নির্বাসন লৌকিক লীলার একটি অঙ্গ। বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুলক্ষ্মী কেমন করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে যাইবেন, সীতাই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। তখন রাম সীতাকে পরবর্তী সব ঘটনার কথাই বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি মিথ্যা লোকবাদ ছল করিয়া লোকাপবাদ-ভয়ে ভীত মনুষ্যের মত তোমাকে অরণ্যে ত্যাগ করিব।[১] অতএব সীতা-নির্বাসন রূপ কর্ম ভগবদ্ মায়া মাত্র।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের (৬১ অঃ) মতে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সীতার নির্বাসন সীতার প্রতি একটি অভিশাপের ব্যাপার। সীতা বাল্যকালে এক শুক দম্পতীকে রাম-সীতার কাহিনী বর্ণনা করিতে শুনিয়া তাহাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বলেন, রাম যেদিন সীতাকে গ্রহণ করিবেন, সেইদিন শুকমিথুন মুক্তি পাইবে। শুকী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কাকুতি-মিনতিতে সীতা শুককে মুক্ত করিয়া দেন, শুকীকে বন্দী করিয়া রাখেন। তখন শুকী তাঁহাকে অভিশাপ দেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তুমিও পতি-বিযুক্তা হইবে।

মূল রামায়ণে অবশ্য ভগবদ্মায়ার কথা নাই। কিন্তু বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর একটি অভিশাপের প্রসঙ্গ আছে। রাম-সীতার জীবনে যে অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে, তাহা সারথি সুমন্ত্র, পূর্বের দুর্বাসা-দশরথ সংবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে শোকাকুল লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন। বাংলা রামায়ণেও তাহারই অনুবর্তন দেখা যায়।

মূল রামায়ণে সীতা-বিপ্রবাসনের কারণ একটিই —ভদ্র পাত্রের মুখে সীতার লোক-পরিবাদ শ্রবণ। জৈমিনী ভারতে, নিশিচর চার রামচন্দ্রকে রজকের মুখে সীতা-নিন্দার কাহিনীটি বর্ণনা করেন। এক রজকের স্ত্রী স্বামীকে না বলিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া যায়। কন্যার পিতা কন্যাকে জামাতার নিকট ফিরাইয়া দিতে আসিলে, জামাতা বলে, আমি কি রাম, যিনি রাক্ষসগৃহে বাসকারিণী সীতাকে লইয়া

১. কল্পয়িত্বা মিষং দেবি লোকবাদং ত্বদাশ্রয়ম্।
ত্যজামি ত্বাং বনে লোকবাদাদ্ভীত ইবাপরঃ ॥
অধ্যা. উত্তর. ৪'

বাস করেন? (জৈ ২৬) এখানে রজক-বৃত্তই সীতা নির্বাসনের হেতু। পদ্মপুরাণমতে এই রজক পূর্বের সীতাকর্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ সেই শুক; মৃত্যুর পরে সে রজক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভাগবতমতে (৯ম স্কন্ধ) রাম নিজেই রাত্রিতে পুরী ভ্রমণ করিতে করিতে রজকের মুখে সীতা-পরিবাদ শ্রবণে সীতা নির্বাসনে কৃতসঙ্কল্প হন।

বাংলা রামায়ণে, এই দুইটি কারণ পৃথকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামচন্দ্র ভদ্র পাত্রের মুখে সীতা সম্পর্কে লোকবাদ শ্রবণ করিয়া নিদাঘকালে একাকী সরোবরে স্নান করিতে গিয়া রজক ও রজক জামাতার কথোপকথন শ্রবণ করেন। হী. সংস্করণে এই দুইটি কারণই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন পুথিতে (ক ২১৫) আরও একটি বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রী ১ ও পরবর্তী মুদ্রিত সকল সংস্করণেই তৃতীয় কারণটিরও উল্লেখ দেখা যায়। তাহা, জায়েদের কথায় সীতার মাটিতে রাবণ মূর্তি অঙ্কন ও আলস্যবশতঃ সেই মূর্তির পাশে শয়ন।[১] রামচন্দ্র সরোবর-স্নান করিয়া এই অবস্থায় সীতাকে দেখেন ও তাঁহার মনে সীতার পরিবাদ সম্পর্কে সন্দেহ আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়।

অতএব প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ মতে, সীতা বনবাসের কারণ তিনটি—দুইটি লোকপরিবাদগত, একটি ব্যক্তিগত। লোকপরিবাদগত কারণ দুইটির ভিতর, একটি অপরোক্ষ, দূত-নিবেদিত—অপরটি রজকঘটিত স্বকর্ণে শ্রুত। তৃতীয় কারণটি স্বচক্ষে দৃষ্ট।

কারণ যাহাই হউক, সীতা-নির্বাসনে, রাজারাম ও সীতাপতি রামের চরিত্রের কঠোরতা ও কোমলতা দুইটি দিকই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। একদিকে প্রজানুরঞ্জন ব্রত, লোকস্থিতির আদর্শ—অপরদিকে হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব রাম চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। রামচন্দ্র বলিয়াছেন, 'অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্'; কৃত্তিবাসের রামও বলিয়াছেন, 'সীতা সতী রূপে গুণে কুলের পাবনী' (হী)। তবু, অকীর্তির ভীতি তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। রামচন্দ্র 'অপবাদভয়াদ্ভীতঃ'। সীতাও একথাটি বলিয়াছেন, 'আমি অযশ-ভীরু দ্বারা' পরিত্যক্ত হইয়াছি'। কৃত্তিবাসের রামও এই কথা বলিয়াছেন, 'আমরা ক্ষত্রিয় জাতি যশ বড় ধন।' এখানে কর্তব্যবোধ, কুলমর্যাদাও নৃপতিধর্ম যেন একসঙ্গে মিলিত হইয়া রামচন্দ্রকে 'প্রখর', 'কর্কশ,' 'গর্বিত' করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে হৃদয়ধর্ম বিসর্জিত হয় নাই: সীতার নির্বাসন-নির্দেশ প্রদান করিয়া রামচন্দ্র চোখের জলে নিরুদ্ধনেত্র ('বাষ্পেন পিহিতেক্ষণঃ') হইয়াছেন এবং শোকসংবিগ্ন হৃদয়ে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়,—'এত বলি কান্দে রাম ঘরের ভিতর' (হী)। রাজধর্ম ও হৃদয়ধর্মের এই দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে অদীর্ণ বিষফোটকের অন্তর্গূঢ় বেদনার মত নিদারুণ।

বনবাস-আজ্ঞা গ্রহণে পতিব্রতা নারীর বৈশিষ্ট্যই সীতা-চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। সরলপ্রাণা স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারেন নাই, দোহদ অভিলাষ পূর্ণ করিবার ছলে তাহাকে এমনভাবে নির্বাসন দেওয়া হইবে। এ যেন সরলা হরিণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত গোপনচারী বাণ। সীতা প্রতিবাদ করেন নাই। সমাজ-বিধানের হাতে অবলা নারীর এই নিগ্রহ, আধুনিক কালের দৃষ্টিতে নারীনিগ্রহের দৃষ্টান্ত বলিয়াই মনে হইবে। শরৎচন্দ্রের অভয়ার মত হয়তো কেহ এই বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে। কিন্তু ভারতীয় নারীর মহিমা অভয়াতে নয়, অন্নদাদিদির মধ্যেই পরিস্ফুট। সে 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'র মহিমা ত্যাগে, সহনশীলতায়, পতির প্রতি

---

১ এই কাহিনীটি চন্দ্রাবতীর রামায়ণে কুকুয়া সীতা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। কুকুয়া কৈকেয়ীর কুচুটে কন্যা। সীতাকে রামচন্দ্রের চোখে হেয় করার উদ্দেশ্যেই সে সীতাকে রাবণ-চিত্র আঁকিতে প্ররোচিত করে এবং সীতা নিদ্রিত হইলে রামকে ডাকিয়া সে দৃশ্য দেখায়।

একনিষ্ঠ ভক্তিতে। শত অত্যাচারে পীড়িত হইয়াও তিনি বলিবেন,

প্রভু রামে জানাবে আমার নমস্কার।
প্রজার পালন করি শাসিও সংসার॥
আমার বর্জনে যদি প্রজা হএ সুখী।
আমার বর্জন তবে ভাগ্য করি লেখি॥ হী.

স্বর্ণ-সীতা-প্রসঙ্গ : স্বর্ণ-সীতা প্রসঙ্গ সমগ্র রামায়ণে 'একপত্নী-ব্রত-ধর' রামচরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক। অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলেন, রাজর্ষি রাম এক পত্নী ব্রত ধারণ করিয়া জনগণকে গৃহস্থাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।[১] তখনকার দিনে, যখন বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, তখন এক পত্নীর প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রেম রামচন্দ্রের মহিমার দ্যোতক। আরও প্রশংসনীয় এইজন্য যে, সীতাকে নির্বাসন দিয়াও বা সীতার পাতাল প্রবেশের পরও রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই।

সীতার কাঞ্চনময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়া, সেই প্রতিমা-স্ত্রীসহ যজ্ঞ-নির্বাহ করা উত্তররাম-চরিতের আর এক কীর্তি। অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলিয়াছেন, বিপুল দ্যুতি রাম 'স্বর্ণময়ী সীতা' নির্মাণ করাইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণেও এই কথাই বলা হইয়াছে, রাম যজ্ঞধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ভরতকে দিয়া 'কাঞ্চনী পত্নী'কে যজ্ঞবাটে প্রেরণ করিয়াছিলেন।[২] কালিদাসও রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রসঙ্গেই মন্তব্য করিয়াছেন, 'অনন্য জানেঃ সৈবাসীদ্ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী' (রঘু ১৫)—তিনি আর বিবাহ না করিয়া নির্বাসিতা সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতিকেই সহধর্মচারিণী করিয়াছিলেন। ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিতে'ও এই উল্লেখই পাওয়া যায়। জৈমিনী ভারতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব করিলে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞে অসিপত্রব্রত নামে একটি ব্রত করিতে হয়। সহধর্মিণী ভার্যা সহকারে সেই ব্রত পালনীয়। তখন রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন (জৈঃ ২৯),

সৌবর্ণী প্রতিমা কার্যা জানকী সদৃশী প্রভো।
তাদৃশ্যা সীতয়া সার্দ্ধং করিষ্যে ব্রতমুত্তমম্॥

—হে প্রভু, জানকীর সদৃশী সৌবর্ণী প্রতিমা গঠন করাইয়া, সেই সীতাকে লইয়া এই উত্তম ব্রত পালন করিব।

সর্বত্রই যজ্ঞকর্মে দীক্ষিত হইবার জন্যই যে স্বর্ণসীতার কল্পনা, সেই কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণগুলিতে, যজ্ঞোপলক্ষ্যে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে সহধর্মচারিণী রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু রামচন্দ্র এই প্রতিমা নির্মাণ করাইয়াছিলেন বহু পূর্বে; সীতাকে বিসর্জন দিয়া লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিবার এক রাত্রির মধ্যেই। লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিলে রাম বলিলেন,

সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে॥
আমার বচন ভাই শুন তিন জন।
রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোক॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্মা এলো তথা বুঝি তাঁর মন॥
শত মন সোনা লয়ে দিল তার স্থান।
সোনার সীতা বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবে মাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে॥
সোনার সীতারে পরায় বস্ত্র আভরণ।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর॥
এক দৃষ্টে চাহেন সোনার সীতার মুখ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুখ॥ প্র.সং.

---

১. একপত্নীব্রতো রামো রাজর্ষিঃ সর্বদা শুচিঃ।
গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিক্ষয়ন্ জনান্॥ উ. ৪.

২. কাঞ্চনীং মম পত্নীঞ্চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ॥ উ. ১৪৯

'সোনার সীতা নির্মাণের' এই অংশটি কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত বর্তমান সংস্করণগুলিতে এক অভিনব যোজনা। পরিকল্পনার মহিমাও অল্প নয়। কোন সংস্কৃত রামায়ণে বা অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে সোনার সীতা কেমন করিয়া নির্মিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। এমন কি, এই বর্ণনা কৃত্তিবাসের ভণিতায় কোন হস্তলিখিত পুথিতে বা হী. সংস্করণেও দেখা যায় না। শ্রী. ১ সংস্করণে সীতাকে বনে পাঠাইবার নির্দেশ দিয়াই অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব শুরু হইয়াছে ; মাঝখানের অনেকগুলি শিকলি সেখানে নাই। কাজেই মনে হইতে পারে, সোনার সীতা নির্মাণের প্রকল্পটি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়েরই মৌলিক সৃষ্টি। ভাষা ও শুদ্ধ পয়ারের প্রয়োগ এই ধারণাকে দৃঢ়বদ্ধ করে। পরবর্তী যাবতীয় সংস্করণ—বটতলা ১, ২, দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর সকলেই নির্বিচারে এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের প্রস্তুত সংস্করণেও (বঙ্গ. ৪) উহা স্থান পাইয়াছে। তাহাতেও মনে হয়, ইহা জয়গোপালেরই রচনা।

কিন্তু সংশয় জাগে স্বর্ণসীতা নির্মাণ প্রকল্পের শেষাংশ লইয়া। শেষের অংশটি শ্রী ১ সংস্করণের শেষের দিকে কৃত্তিবাসের ঢংয়েই (অধিকাক্ষরা বা ন্যূনাক্ষরা পয়ারে) সীতার পাতাল প্রবেশের পরে রামচন্দ্রের দিনযাপনের প্রকার দেখাইয়া প্রায় অবিকল বর্ণনা করা হইয়াছে। জয়গোপালের অনুবর্তী সংস্করণগুলিতেও তাহা জয়গোপালী ঢংয়ে (বিশুদ্ধ মিতাক্ষরা পয়ারে) স্থান পাইয়াছে। নিম্নে শ্রী ১ সংস্করণের পাঠ দেওয়া গেল, মিলাইয়া দেখিলেই উক্তির সত্যতা বুঝা যাইবে :

সংসার শূন্য দেখেন রাম সীতার বিহনে
চক্ষুর জল রঘুনাথের না রহে রাত্রি দিনে।
পাত্রমিত্র বিমাতা মাতা সহোদর
বিবাহ করিতে রামের তরে বুঝাইল বিস্তর।
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী
বাপের ঘরে থাকিয়া তারা অনুমান করি।
এখন রঘুনাথ বিবাহ করিবেন নিশ্চয়
না জানি কোন ভাগ্যবতী রামের মনে হয়।
এই যুক্তি তারা সব করে সর্বক্ষণ
আর বিবাহ না করিবেন কমললোচন।
সীতা বিনে রঘুনাথের আর নহে মন
সীতা সীতা বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা সীতা বলিয়া রাম ডাকেন বিস্তর
সীতা নাহি রামের তরে কে দিবে উত্তর।
এক দৃষ্টে চাহেন রাম সোনার সীতার মুখ
উত্তর না পাইয়া রামের অধিক বাড়ে দুঃখ।
ত্রিভুবনের নাথ রাম হইল বিকল
রামের ক্রন্দনে লোক কান্দেন সকল।
সীতা সীতা বলিয়া রাম ছাড়িল নিশ্বাস
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। শ্রী ১.

তাহা হইলে বাংলা 'সোনার সীতা নির্মাণ' প্রকল্পটি কাহার রচনা ? মনে হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পূর্বেই উহা রচিত হইয়াছিল, জয়গোপাল তাহাকে, বিশুদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। রচনা যাঁহারই হউক পরিকল্পনাটির অভিনবত্ব ও কারুণ্য যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিরহী একনিষ্ঠ প্রেমিক রামচন্দ্রের প্রেম ও বেদনাকেও উহা অবারিত করিয়া দেখায়। বাংলা রামায়ণের রাম প্রেমিক, স্পর্শকাতর, কোমল রাম।

রামের রাজকার্য : রাজা রাম : মূল রামায়ণে একাধিকবার রামরাজত্বের প্রশংসা করা হইয়াছে। লঙ্কাযুদ্ধের পরে অযোধ্যায় ফিরিয়া রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না, রোগ ছিল না, অকালমরণ ছিল না, ক্ষুৎভয় বা তস্করভয় ছিল না, রাষ্ট্র-নগর ছিল ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ, প্রজাগণ ছিল সুখী।[1]

---

১. প্রহৃষ্ট মুদিত লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ॥
ন পুত্র মরণং কোচদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ কচিৎ।
নার্য্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্য যুতা'নি চ॥ আদি ১.

রাজা রামের রাজ্য ছিল সুখী, আদর্শ রাষ্ট্র। লোকে তাই এখনও কথায় বলে 'রামরাজত্ব'।

রামরাজত্বের এই রূপটি প্রয়োগসিদ্ধ হইয়াছে উত্তরকাণ্ডে। উত্তরকাণ্ডের রাম 'অযোধ্যাপতিঃ শ্রীমান্ রামঃ'। প্রজানুরঞ্জক সে রামের কাছে তুচ্ছ গৃহ-সুখ, তুচ্ছ পত্নী, তুচ্ছ প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা। প্রজাস্থিতির জন্য তিনি সীতাকে শুদ্ধা জানিয়াও নির্বাসন দিয়াছেন, সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বর্জন করিয়াছেন। ঋষি বাল্মীকি কয়েকটি অধ্যায়ে রামচন্দ্রের বিচার-পদ্ধতি ও রাজ্যশাসন পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে আদর্শ রাজ্যপরিচালনার একটি সুন্দর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামচন্দ্রের রাজকর্মে একনায়কত্ব নাই; মন্ত্রী ও শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মাচার্যদের পরামর্শ লইয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজার শাসন-সম্পর্কে প্রজাদের অভিপ্রায় জানিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন, কখনও বা নিশাকালে তিনি নিজেই নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গোপনে তথ্য সংগ্রহ করিতেন। রামরাজত্বের সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতির রূপগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে—কুক্কুর ও সন্ন্যাসীর বিবাদ-মীমাংসায়, গৃধিনী-পেচকের কাহিনীতে, অত্যাচারীর অত্যাচার নিরোধে, শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণবধে, শূদ্রতাপসের দণ্ডবিধানে এবং ভরত কর্তৃক গন্ধর্বপুরী বিজয়ে। সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া, শাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া রামচন্দ্রের বিচার ও সিদ্ধান্ত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণেও রামরাজত্বের এই সুবিচার প্রণালীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। সীতানির্বাসনের পূর্বে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র প্রথমেই এই প্রশ্ন করিয়াছেন,

*আমি রাজা হইতে প্রজা আছে ত কেমনে
রাজ্যের ব্যবহার মোরে কহ প্রজাগণে। শ্রী. ১

এই প্রশ্নের উত্তরেই রামের সীতা-নির্বাসন। প্রজাস্থিতি ও রাজকর্তব্য পালনের লক্ষ্যেই সীতার বনবাস।

তাহার পর রামচন্দ্র রাজ্য-শাসনে আরও সতর্ক হইয়াছেন। কার্যার্থীর প্রয়োজন বিচার করিয়া তিনি আদর্শ রাজার কর্তব্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সামান্য কুকুরের অভিযোগও প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তিনি বারবার বলিয়াছেন,

রাজা হৈয়া রাজকর্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক ভিতরে হয় বাসা॥ প্র. সং

মৃতপুত্রক ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন,

অধর্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥ প্র. সং

বিচার প্রসঙ্গে এই ধরনের কথাগুলিও আসিয়াছে—

রাজা যদি পাপ করে প্রজার বাড়ে দুঃখ
রাজা যদি পুণ্য করে প্রজার বাড়ে সুখ। শ্রী. ১
কারো নহে রাজপথ রাজ অধিকার।
উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার॥ প্র. সং
সে ধর্ম নাহি যাতে সত্যের নাহি গন্ধ।
সে সত্য নহে যাতে ছলের প্রবন্ধ॥ হী.

ইহা ছাড়া, বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাজার ঔদাসীন্য, স্বেচ্ছাচারিতা এবং মানুষের তঞ্চকতা, মিথ্যাসাক্ষ্য, পরদার গ্রহণ, গুরু-গর্বিত, দুষ্ট যোদ্ধা, 'পরের ধন যে জন করিল ডাকা চুরি', পরহিংসা প্রভৃতি কর্মের নিন্দা এবং দানধর্ম, সত্যপালন প্রভৃতির প্রশংসা করা হইয়াছে। কোথাও এমন ধরনের কথাও আছে:

লোকের রক্ষা করিয়া যে রাজ্য করে নাশ
শৃগাল যোনি হইয়া সে খায় মৃত মাস।
রাজার ভাল না চিন্তি যে লোকের চিন্তে হিত
প্রহার বিষম তারে না হয় উচিত। শ্রী ১.

প্রশ্ন জাগে, কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রাপ্ত এই উক্তি-গুলি কি কৃত্তিবাসের, না গায়েন-কথনের? এই উক্তিগুলিতে সমকালীন রাষ্ট্র বা সমাজের কোন ছায়া পড়িয়াছে কি?— কথাগুলির কিছুটা যে গায়েন-কথকের প্রক্ষেপ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* হী. সংস্করণের পাঠ—
সব পাত্রগণে রাম পুছন্তি সাদরে।
দোষগুণ কিবা মোর ঘুষয়ে সংসারে॥

কিন্তু উহারই ভিতর যে কৃত্তিবাসের সমকালের কিছু চিত্রও না আছে, তাহা নয়। কবি স্পষ্টভাবে বিশেষ কোন রাজা বা কালের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উহার ভিতর দিয়া এক উচ্ছৃঙ্খল, পরস্বাপহারী, পরদারলোভী, পরহিংসক রাজ্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে রাজ্যের কুশাসন ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সতর্কবাণীও উচ্চারিত হইয়াছে এবং অত্যাচারী রাজা বলদর্পিত ও শক্তিপ্রমত্ত হইলে তাহার ভয়ঙ্কর পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সুশাসন, প্রজানুরঞ্জন, সত্যপ্রিয়তা ও ধর্মধীরতা যে শান্তি বহন করিয়া আনে, তাহার কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে। হইতে পারে, কবি চিরন্তন আদর্শ, ব্যক্তিধর্ম ও রাজধর্মের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বারবার করিয়া পরস্বাপহরণ, মিথ্যাচার, পরদারগ্রহণ ও অন্যায় শাসনের কথা আসিয়াছে কেন? মনে হয়, সমকালীন কোন দুষ্ট শাসনের ইঙ্গিত বাংলা রাম-কথায় আছে। কৃত্তিবাস সেই যুগের কথা বোধ হয় সঙ্কেতে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

দশরথ রাজ্য করিলেন যেইকালে
নিত্যভোজন সব করিল স্বর্ণথালে।
ভোজন করিয়া পাত্র বর্জ্জিত তৎক্ষণ
এখন পাত্র বর্জ্জে মাসান্তর একদিন। শ্রী. ১.

'এখন পাত্র বর্জ্জে মাসান্তর একদিন' উক্তিটিতে অনাচার, কুশাসন ও রাজার পাপের ইঙ্গিত ব্যঞ্জনা-গম্ভীর।'

॥ চরিত্র-চিত্র ॥

বাংলা রামায়ণ, তথা কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংস্কৃত রামকথারই 'ভাষা'রূপ। কাজেই বাল্মীকি-রামায়ণের চরিত্রাবলিই কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভিড় করিয়াছে। উদ্ধত রক্ষোবংশ, বন্য বানর বংশ এবং নরবংশের বিশিষ্ট চরিত্রই বাংলা রাম-কথার চরিত্র। উত্তরাকাণ্ডের চরিত্রগুলির ভিতর—আদি রক্ষো-বংশের মালী-সুমালী-মাল্যবান্; বৈশ্রবণ রাক্ষসদের ভিতর রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা; কপিবংশের ভিতর হনুমান; তিনজন ঋষি—অগস্ত্য, নারদ ও বাল্মীকি এবং নরচরিত্রগুলির ভিতর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সীতার চরিত্রই প্রধান।

সংস্কৃত রামায়ণ বা সর্বভারতীয় চরিত্রাদর্শ উৎস হইলেও কৃত্তিবাস চরিত্রসৃষ্টিতে বাঙালী চরিত্রের বিশিষ্টতাকে ভুলিতে পারেন নাই। বাঙালীর গৃহধর্ম, বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং বাঙালীর কোমলতা ও আবেগ-প্রবণতা তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র-গুলিতে গভীর ছাপ ফেলিয়াছে।

আদি রাক্ষস: মালী-সুমালী-মাল্যবান—এই তিন ভ্রাতা আদি রাক্ষসদের ঔদ্ধত্য ও বিজিগীষার প্রতীক। বলদর্পে তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তাঁহাদের দাম্ভিকতা সকল শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করে। তাহাদের গর্বোক্তি:

আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি মহেশ্বর
কুবের বরুণ যম আমি পুরন্দর। শ্রী. ১.

এ যেন গীতার আসুরী সম্পদে অভিজাত ব্যক্তির দম্ভোক্তি—'ঈশ্বরোঽহং', 'কোঽস্তি সদৃশো ময়া'। অতি দম্ভের পরিণাম পাতালবাস। কূটচক্রেও ইহারা নিপুণ। বৈশ্রবণ কুবেরের ঐশ্বর্য দেখিয়া, ইহাদের মনেই এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, বিশ্রবা হইতে আমাদের দুহিতাতেও কি অনুরূপ ঐশ্বর্যবান্ সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না? বিশ্রবাতে নিকষা-নিয়োগ ইহাদের কীর্তি।

বৈশ্রবণ রাক্ষস: নিকষা হইতে বৈশ্রবণ রাক্ষস—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা। ইহাদের ভিতর এক বিভীষণ বাদে সকলেই অধার্মিক, শক্তিমত্ত ও কামাচারী। নিজ স্থূলদেহের মতই কুম্ভকর্ণের স্থূলবুদ্ধি। তাহার অতিভোজন ও অতিনিদ্রা—দুইই যেন ভোজনপটু ও নিদ্রাপটু বাঙালীর একটি দিক। স্থূলবুদ্ধির দম্ভও নির্বোধের দম্ভের মত। শূর্পণখা যেন ভ্রাতা কুম্ভকর্ণেরই একটি স্ত্রীরূপ। যেমন আকৃতি, তেমনই প্রকৃতি। বিধবা হইয়া 'স্বতন্ত্রা' হওয়াতেই তাহার আনন্দ: 'স্বতন্ত্ররের

রাজ্ঞী হরিষ অন্তর।' যৌবনে যথেচ্ছ বিহারেই কামচারিণীর সুখ।

ভ্রাতা-ভগ্নীদের ভিতর আসুরী সম্পদে অভিজাতের একক প্রতীক রাবণ—

কুড়ি চক্ষু কুড়ি হাত দশ বদন
উল্কাপাত নির্ঘাত রক্ত বরিষণ। শ্রী. ১.

তাহার দম্ভ-দর্প-অতিমানিতা, কামোন্মত্ততা ও রাজ্যলোভ দিগন্তপ্রসারী। তাহার তপস্যাও আসুরী তপস্যা। এই তপোবলেই সে দেবাসুর বিজয়ী। রাবণের শক্তিপ্রমত্ততা ও জঘন্য কামনাই তাহার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণের পশ্চাতে দুরন্ত রাহুর মত ছুটিয়াছে নন্দী, অনরণ্য, বেদবতী ও নলকূবরের অভিশাপ। রাবণ অভিশপ্ত। সদ্‌গুণ তাহার ছিল, কিন্তু দুর্গুণে সদ্‌গুণ আচ্ছন্ন।

ভ্রাতৃপ্রীতি ও ভগ্নীস্নেহ তাহার ছিল। ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে নিদ্রাবর দিলে রাবণ বলিয়াছিল, 'এমন বর দিতে তোমার না হয় উচিত'। রাবণের কাতর প্রার্থনাতেই ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের জন্য 'ছয়মাস নিদ্রা আর একদিন জাগরণ' বিধান দিয়াছিলেন। তবে কুম্ভকর্ণের প্রতি এই প্রীতি রাবণের নিজেরই স্বার্থে। বিধবা ভগ্নী সূর্পণখাকে রাবণ 'স্বতন্ত্রা' করিয়াছিল যৌবনে কামবঞ্চিত হওয়ার দুঃখ চিন্তা করিয়াই। রাক্ষস-বৃত্তির সর্বপ্রতীক রাবণ।

মেঘনাদ ঃ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। জন্মক্ষণে মেঘের মত গর্জন করিয়াছিল বলিয়া নাম মেঘনাদ। অগ্নির বরে সে অজেয়। ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,

'এত সব বীর মারিলে তাহা নাই গণি
ইন্দ্রজিৎ মারিলে রাম তাহাতে বাখানি। শ্রী. ১

ইন্দ্রজিত 'মায়াযুদ্ধে' প্রবীণ : 'ইন্দ্র বান্ধি নিয়াছিল লঙ্কার ভিতরে।' নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞে ব্রতী ইন্দ্রজিতের সংযমও অসাধারণ—

'যতদিন যজ্ঞ করে নারী নাহি চাহে।
অনাহারে যজ্ঞস্থানে রাত্রিদিন রহে॥ হী. ১.

হনুমান ঃ বানর চরিত্রগুলির ভিতর বীরত্বে ও ভক্তিতে হনুমান-বিশিষ্ট। অগস্ত্য বলিয়াছিলেন, 'হনুমানের গুণ কহিতে না পারেন বিধাতা'। উক্তিটি সত্য। হনুমান মহাবল। 'হনুমানের পরাজয় কোথাও না হয়'। বাল্যকালেই সে পরাক্রম প্রকাশ পাইয়াছিল :

রাঙ্গাবর্ণে সূর্য উঠে প্রত্যুষ বেহান
ফলজ্ঞানে ধরিতে চাহিল হনুমান।
ভূমে হৈতে সূর্য উঠে লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন এক লাফে উঠিল গগন। শ্রী. ১.

হনুমান শ্রেষ্ঠ মল্লবীর। যেমন বিক্রম, তেমনই তাহার রামের প্রতি ভক্তি। রামচন্দ্রের কাছে তাহার প্রার্থনা (শ্রী. ১)—

হনুমান বলেন আমি না চাহি স্বর্গবাস
তোমার গুণ শুনি এই অভিলাষ।
তোমার নামগুণ হইবে যেইখানে
সেইখানে গোসাঞি থাকিব রাত্রিদিনে।

রামের প্রতি দাস্যভক্তির একাদর্শ হনুমান। দেবতাদের বরে হনুমান 'অমর'।

অগস্ত্যমুনি ঃ ঋষি চরিত্রগুলির ভিতর অগস্ত্য মুনি পুরাতত্ত্বজ্ঞ ঋষি :

অগস্ত্য মুনি তেঁহো বৈসেন দক্ষিণে
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে। শ্রী ১.

শুধু রাক্ষসদের বৃত্তান্ত কেন, সমগ্র ইতিহাস-পুরাণ তাঁহার নখদর্পণে। রাজা রামের সভায় তাঁহার পুরাকাহিনীর বর্ণনা বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের দুয়ার উন্মোচন করিয়া দেয়। রাক্ষস-অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতে তিনি আর্য সভ্যতা প্রথম বিস্তার করেন। তাঁহার নির্লোভ মধুর চরিত্র সত্যই সুন্দর।

---

১. পাঠভেদ শ্রী. ১.
বার বৎসর অনাহারে যজ্ঞস্থানে থাকে
বার বৎসর সেই স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে।

নারদ : নারদ মুনি চিরকাল 'কোন্দল'-এর ঘটক। বাংলা রামায়ণেও তাঁহার এই ভূমিকা। 'অবিবাদে বিসংবাদ ঘটায় নারদ। নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ॥' হাঁ. তিনি ত্রিভুবনের বার্তা-সংগ্রহাক ও ভক্তি-বীণার বাদক।

বাল্মীকি : মুনি চরিত্রগুলির ভিতর উত্তরা-কাণ্ডের বিশিষ্ট চরিত্র বাল্মীকি মুনি। উত্তর রামায়ণের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগ। হৃদয়বত্তায় ও উদারতায় তিনি তুলনাহীন। বনবাসে নিক্ষিপ্তা নিরাশ্রয় আপন্নসত্ত্বা সীতাকে আশ্রয় দিয়াছেন বাল্মীকি, নব জাতকদের 'লবকুশ' নামকরণ করিয়াছেন বাল্মীকি, সযত্নে শিশু লবকুশকে অস্ত্রশিক্ষা ও গান্ধর্ব বেদ শিক্ষা দিয়াছেন বাল্মীকি, সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছেন বাল্মীকি। অযোধ্যার সভাখণ্ডে 'ত্রিভুবনের যত লোক'-এর সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে সীতা-চরিত্রের শুদ্ধির কথা ঘোষণা করিয়া তিনি বলিয়াছেন (শ্রী ১.,)

> চ্যবনের পুত্র আমি বাল্মীকি মুনি নাম
> মন দিয়া শুন আমি কহি তব স্থান।
> বিস্তর তপ করিলাম ত্যজি আহার পানি
> সীতার শরীরে পাপ নাহি আমি জানি।
> আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে
> মহাসতী সীতা আমি জানিলাম সত্বরে।

সমগ্র উত্তর রামায়ণের শোক-করুণ পরিবেশে মহাকরুণার মূর্তিমান্ বিগ্রহ বাল্মীকি। তিনি করুণায় উদ্বেল, সত্যে অটল, শোকে সান্ত্বনা। বাল্মীকির আর এক কীর্তি 'রামায়ণ' কাব্য রচনা। ইহা ইতিহাসের ইতিহাস, পুরাণের পুরাণ, কাব্যের মধ্যে মহাকাব্য :

> রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
> অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
> চতুর্বেদ বিংশতি সহস্র শ্লোক পরিমাণ।
> এগার শত সহস্র কাব্যের বাখান॥

এই রামায়ণ একাধারে কাব্য ও গান। বাল্মীকি নিজে ক্রান্তদর্শী কবি। গান্ধর্ব বিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহার কাব্য 'অমৃতের কণা'। সপ্তস্বরে সমর্পিত হইয়া তাহা যে মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করে, তাহাতে 'লোক সব ছাড়য়ে নিশ্বাস।' 'গীত শুনি কান্দয়ে সকল অন্তঃপুরি', 'গীত শুনি মোহিত হৈল ত্রিভুবন'। কৃত্তিবাস এই কাব্য-গানকে ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা দিয়াছেন,

> যে জন ইহা শুনিতে করে অভিলাষ
> সকল পাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস। শ্রী ১.

এই পুণ্যকথার প্রণেতা মহাকবি বাল্মীকি।

ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন : মানব চরিত্রগুলির ভিতর লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, রাম, সীতা, কৌশল্যা, লবকুশাদির চরিত্র যেন বাংলার অতি পরিচিত ঘরোয়া চরিত্র। বাংলার একান্নবর্তী পরিবারের স্নেহ-প্রীতির বন্ধনকেই যেন তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।" (প্রাচীন সাহিত্য : রামায়ণ)। বাংলা রামায়ণ সম্পর্কে এই উক্তি অধিকতর সত্য।

উত্তরাকাণ্ডের ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন বাঙালীর ভ্রাতৃস্নেহকেই উজাড় করিয়া দেখাইয়াছে। ভ্রাতার কর্তব্য এখানে নির্বিচার আনুগত্যের রূপ লইয়াছে। ইহারা কবি-কল্পনায় মহৎ হইয়া উঠেন নাই। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট স্বভাব-সঙ্গত রূপেই চিত্রিত হইয়াছেন। ভ্রাতাকে বিশ্রাম দিবার জন্য ভরতাদি তিন ভাইয়ের রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ, ভাইয়ের সুখ-শান্তির জন্য ভায়েদের স্বার্থত্যাগের আদর্শ তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়াই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সীতা-বর্জনের কঠিন দায়িত্ব পালন করিয়াছেন লক্ষ্মণ,

শিবশূল লাভে দুর্ধর্ষ লবণ দৈত্যের দমনে স্বেচ্ছায় গিয়াছেন শত্রুঘ্ন। ভ্রাতার আদেশে মায়াবীর গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছেন ভরত। লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধে চার ভাইয়ের প্রীতির সম্পর্ক ও আন্তরিক স্নেহের বন্ধন আরও সুন্দর ফুটিয়াছে। সুখে-দুঃখে চার ভাই যেন একাত্ম ও এক প্রাণ। সকলেই রামের একান্ত অনুগত। রামের সত্য রক্ষার্থ লক্ষ্মণ বিনা দ্বিধায় 'বর্জন'-প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ভরতকে বলিয়াছেন 'ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন' লক্ষ্মণ 'অন্নব্যঞ্জন'। শত্রুঘ্নের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উত্তরাকাণ্ডে শত্রুঘ্নের ভূমিকা প্রধান। লবণ-হন্তা শত্রুঘ্ন যেন এখানে পলান্ন ও অন্নব্যঞ্জনে 'লবণ', যাহার স্পর্শে ভ্রাতৃভক্তির স্বাদ স্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তরাকাণ্ডে জায়ে জায়ে মিলনের চিত্রে ঊর্মিলাদি এবং বৃদ্ধা শাশুড়ীরূপে কৌশল্যায় গ্রাম-বাংলার জা ও শাশুড়ীর চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃহারা বালককে সান্ত্বনা দিতে 'তিন বুড়ী' ও 'তিন খুড়ী'র ভূমিকা যৌথ বাঙালী পরিবারের শোক-চিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

সীতা: সমগ্র রামায়ণে সর্বাপেক্ষা দুঃখিনী চরিত্র সীতা। রাজার নন্দিনী, রাজবধূ হইয়াও তিনি যে ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। দ্রৌপদীর ক্লেশও নিদারুণ, কিন্তু তাঁহাকে পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। পাতিব্রত্যের একনিষ্ঠ আদর্শ সীতা। রাবণবধের পরে রামচন্দ্র তাহার অগ্নিপরীক্ষা লইয়াছেন, কিন্তু সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে লঙ্কার অশোক বনে। উত্তরাকাণ্ডে সেই সীতার দুঃখমূর্তি অতি করুণ। স্বামী তাঁহাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপ-বাদ ভয়ে ত্যাগ করিয়াছেন। অন্তঃসত্ত্বা নারীর সে অবস্থা মর্মন্তুদ। অথচ সীতা প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহার বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ ধরে নাই। ত্যাগে, তিতিক্ষায় পাতিব্রত্যে সে মূর্তি উজ্জ্বল। সীতার-পাতাল প্রবেশ, নিষ্ঠুর সমাজ বিধানে বিপর্যস্ত অবলা নারীর আত্মবিসর্জনের এক অরুন্তুদ দৃষ্টান্ত। উত্তরাকাণ্ডে কৃত্তিবাস সীতার জননী-মূর্তিকেও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার জননী মূর্তি চিত্রিত হয় নাই। বাংলা রামায়ণে দুঃখিনী মায়ের বাৎসল্য ব্যাকুলতায় উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। যত্ন করিয়া লবকুশকে ভোজন করাইবার চিত্রে তৃপ্ত মায়ের হাসিটি আমরা কল্পনা করিতে পারি। কৃত্তিবাসের সীতা এদেশের রূপকথার দুঃখিনী বঞ্চিতা বাৎসল্যময়ী জননীর জীবন্ত পৌরাণিক প্রতিমা।

লব-কুশ: উত্তরাকাণ্ডের অন্যান্য চরিত্রের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিশোর লব ও কুশ। বাল্য-কৈশোরের যুক্তবেণী এই চরিত্র দুইটিতে বাংলা রামায়ণকার—শিশুর সারল্য, বালকের বীরপনা, কিশোরের কৌতূহল ও নিষ্কলুষ ছলনা-চাতুর্যকে উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত করিয়াছেন। মহর্ষি বাল্মীকি লবকুশের তাপস বালক মূর্তিকেই অঙ্কন করিয়াছেন, মহর্ষি জৈমিনী সেখানে আঁকিয়াছেন বীরের বালক-মূর্তি। বাংলা রামায়ণ এই দুই মূর্তিকে একপটে মিলিত করিয়াছে।

লবকুশ মুনির বেশে রাজার কুমার। রাজপুত্রের পরিচয় তাহাদের কাছে অজ্ঞাত। তাহারা বলে, 'বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা'। কিন্তু আচরণে প্রকাশ পায়, গৈরিকের অন্তরালে বীর্যদীপ্ত রাজশ্রী। সাত্ত্বিক বেশের আড়ালে লবকুশ দুই ভাই মূর্তিমান রজোগুণ। সে গুণের পরিচয় রামসেনার মত দুর্ধর্ষ বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। অশ্বের ভালে রামের গৌরব সূচক-'জয়পত্র' লিখন তাহাদের ক্ষাত্র ধর্মকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। অদ্ভুত তাহাদের অস্ত্রাবতার কৌশল। কুশের 'বেড়াপাক' ও লবের 'ষটচক্র' বাণ বিপক্ষের ত্রাস। 'সৈন্যেরা বলে, 'শিশু নহে দুই ভাই সাক্ষাৎ শমন'। অথচ যুদ্ধ যেন লবকুশের ক্রীড়ার অঙ্গ। এই ক্রীড়াযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন, লবণ-বিজয়ী শত্রুঘ্ন ইন্দ্রজিত-জেতা লক্ষ্মণ, গন্ধর্বহন্তা ভরত ও রাবণ বিজয়ী স্বয়ং রাম। গুরু বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধা ও মায়ের প্রতি ভক্তি

তাহাদের মনোবলকে অটুট রাখিয়াছে। তাহারা বলে,

সতী পুত্র হই যদি মুনির থাকে বর।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর॥

এতবড় যুদ্ধের প্রসঙ্গকে দুই ভাই মায়ের কাছে গোপন রাখিয়াছে ছলনায়। এই ছলনাটুকু বড় মধুর।

লবকুশ শুধু অস্ত্রবিদ্যায় নয়, গান্ধর্ব বিদ্যাতেও পারঙ্গম। তাহাদের মধুর আকৃতি, মধুর প্রকৃতি ও মধুর কণ্ঠ ত্রিভুবন মোহিত করিয়াছে,

বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে
শুনিয়া মোহিত লোক আপনা পাসরে।

বীরই হউক আর গায়কই হউক, লবকুশ বাংলার দুঃখিনী মায়ের সন্তান। 'মা-পাগল' বাঙালী শিশুর এই ছবি কৃত্তিবাস প্রাণ ঢালিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। মাতৃহারা লবকুশের ক্রন্দন বঙ্গীয় শিশুর আবেগ-উচ্ছ্বাস ও মাতৃভাবাসক্তিকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে।

॥ রস পর্যালোচনা ॥

কাব্যের চারুত্বই বলি আর আনন্দই বলি—তাহার মূল নিহিত রহিয়াছে রস-পরিণামে। কাব্যের আত্মা রস। উহাই তাহার সৌন্দর্য; উহাই আহ্লাদ-কর। এই রস একটি বাক্য বা একটি পরিচ্ছেদ বা সমগ্র কাব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে। রামায়ণের অঙ্গীরস করুণ রস। আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন বলেন, রামায়ণে করুণ রসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—'রামায়ণে হি করুণো রসঃ'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পুরস্কার' কবিতায় সংক্ষেপে রামায়ণ কাহিনীর আভাস দিয়া বলিয়াছেন,

শুধু সেদিনের একখানি স্বর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, রামায়ণের এই রসসিদ্ধির প্রস্তাব বাল্মীকি-রামায়ণের প্রসঙ্গে। কৃত্তিবাসের রামায়ণেরও রস-পরিণাম কি করুণ?—বাল্মীকি-রামায়ণ সম্পর্কে যাহা সত্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পর্কেও তাহা প্রযোজ্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণে শোক-মোহ-ক্রন্দনের এত আধিক্য যে, প্রতিটি কাণ্ডে যেন করুণরসেরই প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। বাঙালীর শোকার্ত কোমল হৃদয়ের অশ্রু যেন এখানে শতধারে সহস্রধারে বিগলিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড। উত্তরাকাণ্ডের শেষাংশ কারুণ্যের উচ্ছলিত নির্ঝর।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের স্পষ্টত দুইটি ভাগ: প্রথম ভাগ অতীতাশ্রয়ী, উদ্ধত রাবণের দিগ্বিজয়-কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগ বিরহবিধুর রামের চরিত্র। প্রথম ভাগ সামগ্রিক ভাবে হাস্যরসের পরিপোষক; দ্বিতীয় ভাগ করুণ রসের।

প্রথম ভাগের শিকলিগুলির শেষ শ্রীরামের হাস্য লইয়া—

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥

রামের মুখের এই 'হাস', শ্রোতাদের মুখেরই হাসির প্রতীক। মনে হইতে পারে, যেখানে কথাবস্তু দিগ্বিজয়ের, সেখানে বীররসের বিস্তার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাবণ এমনই একটি বিভাব, যাহা বীররসের বিভাব নয়। উদ্ধত কামোন্মত্ত রাবণের যাবতীয় বীরত্ব হাস্যরসই উদ্রেক করে। বলবাহু দ্বারা কৈলাস উত্তোলনের প্রয়াস হাসিকেই অনর্গলিত করিয়া দেখায়। আচার্য বিশ্বনাথ বলেন, উত্তম-প্রকৃতির বীরই উৎসাহ স্থায়ীভাবের ভাবক।[১] পরপীড়ক, দেবহন্তা পাত্র বীররসের বিরোধী। যাহার জন্য বলদর্পিত রাবণের বীরত্ব কোথাও চিত্তে উৎসাহ সঞ্চার করে না, বরং তাহার পরাজয়ে আমরা কৌতুক বোধ করি। বালি যখন রাবণকে লেজে বান্ধিয়া আকাশে উঠে, তখন—

লেজেতে রাবণ নড়ে সর্বলোক হাসে।

১. 'উত্তম প্রকৃতি বীর উৎসাহ স্থায়িভাবকঃ'—সাহিত্য দর্পণ

বলির দ্বার-রক্ষক পুরুষপ্রবর বিষ্ণু যখন রাবণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অদর্শন হন। তখন,

রাবণ বলে ত্রাসে পুরুষ হৈল অদর্শন
পাইলে এক চাপড়ে তার বধিব জীবন। শ্রী. ১.

—ইহাও হাস্যকর। রাবণ জয় না করিয়াও ভাবে, সে বিজয়ী হইয়াছে। ইহা কৌতুকের আবহ সৃষ্টি করে। বিশেষ করিয়া বলির খাঁচায় বদ্ধ, সামান্য আহারের লোভে বিশবাহু রাবণের নৃত্যদৃশ্যও উপভোগ্য,

এত শুনি বলেন বলির দাসীগণ।
অন্ন দিব নৃত্য কর শুনহে রাবণ॥
হাথ তালি দিলেন বলির দাসীগণ।
অন্ন দেখি হরিষে নাচেন রাবণ॥ হী.

হাস্যরস সৃষ্টিতে কৃত্তিবাস স্থূল অসঙ্গতিগুলিকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। কুম্ভকর্ণ ছয় মাস জাগরণের পরে একদিনের আহাররূপে যখন অর্ধেক লঙ্কাকে গ্রাস করে, তখন সহজেই কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়—

আগে মদ পিয়ে বীর সাতশত কলসি
পর্বত প্রমাণ খায় মাংস রাশি রাশি।
হরিণ শূকর মানুষ সাপটিয়া ধরে
শত শত নিয়া বীর একবারে গিলে। শ্রী ১.

আরও হাস্যকর কুম্ভকর্ণের রূপ :

তাল খাজুর জিনিয়া গায়ের লোমাবলি
কর্ণের পত্তন যেন হুগলিয়া তুলি। শ্রী ১

সর্বাপেক্ষা হাস্যকর এই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে বিরোচন-কন্যার রাজযোটক। কৃত্তিবাস কৌতুক কটাক্ষ করিয়াই তাহার বর্ণনা দিয়াছেন,—

সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর।
তিন যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর॥
বর কন্যা উভয়ে হইল সুশোভন।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল সৃজন॥ প্র সং

করুণরস সৃষ্টিতেও কৃত্তিবাস দক্ষ উত্তরাকাণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ শোক-করুণ। কৃত্তিবাস ভাবপ্রবণ বাঙালীর দুঃখাশ্রুকে এই ভাগে অবারিত করিয়া দিয়াছেন। সীতার অপবাদ শ্রবণে রামের খেদ, সীতা-নির্বাসন, পরিত্যক্তা সীতার ক্রন্দন, সীতার পাতাল প্রবেশ, মাতৃহারা লবকুশের শোক, লক্ষ্মণ-বর্জন প্রভৃতির বর্ণনায় শোকই যেন শ্লোক হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত শোক যেন ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া সেখানে সর্বসাধারণের আস্বাদের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যেমন মাতৃহারা লবকুশের এই বিলাপ,

সীতা সে পাতালে গেল পেলি হাতের বীণা।
মা মা বলিয়া দুই ভাই জুড়িল করুণা॥
জুড়াবার তরে মাগো গেলি যে পাতাল।
অনাথ করিয়া গেলি দুইটি ছাওয়াল॥ হী.

বাল্মীকির অবস্থা আরও করুণ। তাঁহার শোক শুধু চোখের জলে নয়, ব্যাকুলতায়, সমবেদনায়। এযেন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকে কাতর সেই আদি কবির শোক :

সুবর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রহিলা জানকী।
সপ্তপাতালে গেলেন সীতা কহি বাল্মীকি॥
রামের মুখ নেহালে সীতার তরে চিন্তে।
রামের সভাখণ্ড আঁখির লোহে তিতে॥ হী.

সীতার পাতালগমনে রামচন্দ্রের অবস্থাও শোক-করুণ (শ্রী ১.) :

সংসার শূন্য দেখেন রাম সীতার বিহনে
চক্ষুর জল রঘুনাথের না রহে রাত্রি দিনে।…
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন বিস্তর
সীতা নাহি রামের তরে কে দিবে উত্তর।
একদৃষ্টে চাহেন রাম সোনার সীতার মুখ
উত্তর না পাইয়া রামের অধিক বাড়ে দুঃখ।

[মনে হইতে পারে ইহা বুঝি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। কিন্তু আশ্রয়ের বিনাশে শৃঙ্গার বিনষ্ট, অতএব এখানে রস করুণ]।

উত্তরাকাণ্ডের প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন মুদ্রিত সংস্করণগুলি অবলম্বন করিয়া দেখানো যাইতে পারে, রসসৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের নৈপুণ্য উপেক্ষণীয় নয়। সহজ সরল কথায় হয়তো কোন অলঙ্কারই নাই, কিন্তু রসমূর্তি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন

বনলতার লাবণ্য। শুধু হাস্যরস বা করুণরস সৃষ্টিতে নয়, অন্যান্য রসসৃষ্টিতেও কৃত্তিবাস সমান দক্ষ। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল :[১]

শৃঙ্গার :

হরষিত হৈল যত তপোবনের মুনি।
শ্রীরামের পুত্র হৈল সীতা ত পুত্রিণী॥
সীতার দুই পুত্র দিল সীতাদেবীর কোলে
মনের সুখে সীতাদেবী পুত্রেরে নেহালে॥
রামের চিহ্ন ধরে দোঁহে রামের বদন।
দুই পুত্র দেখি সীতা জুড়িলা ক্রন্দন॥
আপনি না বলে সীতা পাসরিতে নারে।
রাম রাম বলিয়া কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে॥ ক. ২১৫.

[পুত্রমুখ দর্শনে প্রথমে হর্ষ, পরক্ষণেই দুঃখ। সন্তানের মুখের সাদৃশ্যে প্রিয়পতির স্মরণ। বাৎসল্য এখানে ফুটিতে পারে নাই। বাৎসল্য হেতুমাত্র হইয়া বিরহিণীর অভিলাষশৃঙ্গারের দ্যোতনা সৃষ্টি করিয়াছে। স্মৃতি এখানে ব্যভিচারী : রস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার]।

বীর :

লবণের প্রতি শত্রুঘ্ন :
সর্বদেশ নষ্ট কৈলি না রাখ ছাওয়াল।
তোরে মারি দেশ বসাইব চালে চাল॥
সূর্যের কিরণে যেন পদ্মবন ভাঙ্গে।
মোর বাণে রক্ষা তোর না থুইব অঙ্গে॥ হী.

[শত্রুঘ্ন যুদ্ধবীর, স্বপরাক্রম ঘোষণাই এখানে অনুভাব, মতি-গর্বাদি ব্যভিচারী]।

রৌদ্র : স্থায়ী ভাব ক্রোধ। রাবণের উদ্দেশ্যে নলকুবর :

কুপিল কুবের পুত্র লাগিল জ্বলিতে।
হাতে নিল জল রাবণেরে শাপ দিতে॥
অসম্মত স্ত্রী হয়ে নিষেধে নাহি থাকে।
আমার তপের বল দেখুক সর্বলোকে॥
রাজবলে তপবলে সম করি দেখি।
মোর শাপ আনল কাহার বাপে রাখি॥ হী.

[বীর রসের সঙ্গে রৌদ্র রসের কিছুটা মিল আছে। উভয়েরই আলম্বন বিরুদ্ধ পক্ষ; অনুভাব ভ্রূকুটি, তর্জন প্রভৃতি। কিন্তু বীররসের স্থায়ী উৎসাহ, রৌদ্রের ক্রোধ। ক্রোধে রক্তনেত্রতা রৌদ্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। সাহিত্যদর্পণকার বলেন, 'রক্তাস্য-নেত্রতা চাত্র ভেদিনো যুদ্ধবীরতঃ'। বাংলা যাত্রাগানে বীররসের নামে রৌদ্র রসের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।]

ভয়ানক : ভয় স্থায়ী ভাব; যাহা হইতে ভয়ের উৎপত্তি, তাহাই ইহার আলম্বন; আলম্বনের অতি ভীষণ চেষ্টাদি ইহার উদ্দীপন। বৈবর্ণ্য, কম্প, মূর্ছা প্রভৃতি অনুভাব এবং সন্ত্রাসাদি ব্যভিচারী। যেমন রণক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণের আবির্ভাবে দেবগণের এই চিত্র :

এক চাপে চলিলা সকল দেবগণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল ভাঙ্গিল সেনাগণ॥···
কুম্ভকর্ণ সম্মুখে যেজন গিয়া পড়ে।
কারে লাথি মারে কারে দন্তের কামড়ে॥···
কারে ধরি গিলে কেহ লোটায় ভূমিতলে।
খাণ্ডাতে কাটএ কারে কারে বিন্ধে শূলে॥···
ঘায়ে অচেতন কেহো পড়ে রণস্থলে।
কটকের রক্তে নদী বহে ভূমিতলে॥···
বজ্র গিলে কুম্ভকর্ণ ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখিয়া দেবতা সব গণিল প্রমাদ॥ হী.

[বিষয় বিভাব কুম্ভকর্ণ, আশ্রয় দেবগণ; কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ-পদ্ধতি ভয়ের উদ্দীপন। দেবগণের মূর্ছা (অচেতনতা) অনুভাব; ব্যভিচারী সন্ত্রাস বা প্রমাদ]

কিংবা কুশের অস্ত্র নিক্ষেপে ভরতের এই ভয়—
ঐষিক বাণ কুশ জুড়িল ধনুকে
সিংহ গর্জনে বাণ উঠিল অন্তরীক্ষে।
মহাশব্দ করিয়া বাণ উঠিল আকাশে
দেখিয়াত ভরতের লাগিল তরাসে॥ শ্রী ১.

১. উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে প্রস্তুত সংস্করণের পাঠ তুলনামূলকভাবে দ্রষ্টব্য।

বীভৎস : ঘৃণা স্থায়ীভাব ; দুর্গন্ধ মাংস-রুধিরাদি ইহার অবলম্বন :

হস্তী ঘোড়া ঠাটকটক রক্তের উপর ভাসে
হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে।
বিম্বুকে বিম্বুকে রক্তের বান্ধিয়া উঠে ফেনা
শুকিনী গৃধিনী তাহে করিছে পারণা শ্রী ১.

অদ্ভুত : বিস্ময় এই রসের স্থায়ী ভাব। অলৌকিক ঘটনাই ইহার আলম্বন। বিস্ময়ভাবের প্রকাশক স্তম্ভ, নেত্রবিস্ফারাদি ইহার অনুভাব। উত্তরাকাণ্ডের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্ণ সিংহাসনের আবির্ভাব। উহা অদ্ভুত রসের চমৎকার দৃষ্টান্ত :

সীতা নিতে পৃথিবী করিলা আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হৈল এক দ্বার॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন।
দশদিক আলো করে এ মর্ত্যভুবন॥ প্র. সং[১]

কৃত্তিবাসের মূল ভাষা-ভঙ্গী নানাভাবে পরিবর্তিত হইলেও, মূল ভাব বেশী পরিবর্তিত হয় নাই। রসপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত প্রাচীন দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া দেখিলেই এ উক্তির সত্যতা বোঝা যাইবে। রসসৃষ্টিতে সত্যই কৃত্তিবাস নিপুণ ছিলেন। কৃত্তিবাসের ভণিতায় 'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রসাল' বা 'কৃত্তিবাস রচিল কবিত্ব চমৎকার' বলিয়া যে উক্তিগুলি পাওয়া যায়, তাহা অসত্য নয়। সহজ অনায়াসভঙ্গীতে তিনি রসসৃষ্টি করিয়াছেন। বিভাব ও অনুভাবগুলি এমনভাবেই নির্মিত যে, পাঠ করিবামাত্রই রসের ব্যঞ্জনা চিত্ত-চমৎকারী হইয়া উঠে। কৃত্তিবাসের রচনা যে আপামর জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই রস-ব্যঞ্জনা।

---

১. ইহার পরে হী. সংস্করণের অতিরিক্ত পাঠ :
দেখিয়া অদ্ভুত ত্রাস পাইল সংসার।
সীতা পাতাল গেলেন লাগিল তরাস॥

উত্তরাকাণ্ড

॥ মুনিগণের আগমন ও পূর্বকথার সূচনা ॥

[১]আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দিব্য শার্ঙ্গধারী ॥
নীলোৎপল সমান শ্যামল কলেবর।
পীতাম্বর সতড়িৎ যেন জলধর ॥
বনমালা গলে দোলে আর হেমহার।
কপালে লম্বিত মণি শোভা কত তার ॥
মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বল শোভা লেগেছে কপোলে ॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর ॥
শ্রীবৎসশোভিত বক্ষে অতি মনোহর।
গগন উপরে যেন শোভে শশধর ॥
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী বন্ধুজন।
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ ॥
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি।
বিভীষণ হনুমান সুগ্রীব সংহতি ॥
কি কব রামের গুণ কহিতে অপার।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর ॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা ॥
হেন রামে দেখি মুনি আনন্দিত চিত।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন ॥
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ।
সনক সনাতন ও বাল্মীকি নারদ ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
গরুড় উপরে যেন বসি নারায়ণ।
বিষ্ণুরূপ রামেরে দেখিল মুনিগণ ॥

১। মুনিগণের রামরূপ দর্শন দিয়া কাণ্ডের এইরূপ আরম্ভ আকস্মিক। হওয়া উচিত—প্রথমে মুনিগণের আগমন, তৎপরে দর্শন। অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ভনিতা বাদ দিয়া উত্তরাকাণ্ডের সূচনা মুনিগণের আগমনের বর্ণনা দিয়াই। যথা—

ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম মহা ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি মুনির খণ্ডাইল ডর ॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলা পরিত্রাণ।
অযোধ্যাকে গিয়া রামে করিব কল্যাণ ॥
সংসারের মুনি আইলা রামের দুয়ারে।
দ্বারী ভিতরে গিয়া রামেরে গোচরে ॥···
রাম বলেন আন ঝাঁট দ্বারে কি বারণ।
বড় ভাগ্যে আমার মুনির সম্ভাষণ ॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া দ্বারী ত সত্বর।
মুনি সব লইয়া গেল রামের গোচর ॥

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্করণেও (পরিষদ্ গ্রন্থাবলী) এই ভাবেই উত্তরাকাণ্ডের আরম্ভ দেখানো হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণেও উত্তরাকাণ্ডের আরম্ভ এইরূপ :

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে।
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥
রা. উ. ১.১.

রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা রাজ্যং রামে উপস্থিতে।
আযযুর্মুনয়ঃ সর্বে শ্রীরামমভিবন্দিতুম্ ॥
অধ্যা. উ. ১

মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা।
সেইরূপ রামের দেখিল সর্ব্বজনা॥
বৈকুণ্ঠ সম্পদ রাম দশরথ-ঘরে।
জন্মিলেন রাবণ বধার্থ এ সংসারে॥
সেইরূপ সকলে দেখিল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি॥
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি।
বিষ্ণু অবতার রাম জানে সর্ব মুনি॥
মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম।
গাত্রোত্থান করিলেন তখনি শ্রীরাম॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্য জল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল॥
মুনিগণ বলে রাম সকল কুশল।
আপনার কুশল সম্প্রতি আগে বল॥
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি॥
রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষস মায়ায় রাম কোন্ জন তরে॥
ইন্দ্রজিৎ দুর্জ্জয় সে ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জ্জয় শরীর॥

কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম।
পলায় যাহার নামে আপনি শমন॥
[২]রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে॥
মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি॥
[৩]ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে॥
ইন্দ্রে বান্ধি নিয়াছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেক মাগিয়া বিরিঞ্চি পুরন্দরে॥
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি আইলা ঘর।
শুনিয়া এ সব কথা বিস্ময় অন্তর॥
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদ্ভুত॥
শ্রীরাম বলেন কি রাক্ষসের বিক্রম।
এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম॥
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে॥
রাবণের ভাইয়ের ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর॥
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণে এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥
দশ মুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥
[৪]অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত জানেন ইতিহাস॥

২। বাল্মীকি রামায়ণে মুনিগণ বলিয়াছিলেন,
সম্ভো তস্য ন কিঞ্চিৎ তু রাবণস্য পরাভবঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে রাবণির্হতঃ॥ ৫. ১
—রাবণের পরাভব নগণ্য, আপনি যে রাবণিকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন, তাহাই ভাগ্যের কথা।

৩। মহেন্দ্রশ্চ মহাতেজা নাপশ্যচ্চ সুতং রিপোঃ।...
স তত্র মায়াবলবান্ অদৃশ্যোঽথান্তরিক্ষগঃ॥
উ. ৩৪
—মহাতেজা মহেন্দ্রও শক্রপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না, সে (মেঘনাদ) মায়াবী, অন্তরীক্ষে থাকিয়া অদৃশ্য।

৪। অগস্ত্য: বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মিত্রাবরুণের তেজে কুম্ভ মধ্যে জন্ম হয়, এজন্য তাঁহার এক নাম 'কুম্ভযোনি'। অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের বাধা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা বিস্তার করেন। জনশ্রুতি এই যে,

রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥

---

[১]॥ লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য বৃত্তান্ত॥

[২]মহামুনি অগস্ত্য যে বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে॥
রাক্ষসের কথা কহে সে অগস্ত্য মুনি।
সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি॥
অগস্ত্য বলেন রাম জিজ্ঞাসি তোমারে।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে॥
ধনুর্দ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন্ কোন্ বীরে বধ কৈলে কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন মুনি নিবেদি চরণে:
করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুইজনে॥
বধিনু রাক্ষস কত না যায় গণন।
শমন সমান পরাক্রম সর্ব্বজন॥
রাবণ কুম্ভকর্ণে আমি করিনু নিধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ॥
মুনি বলে শুন রাম নিবেদি তোমারে।
ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে॥
ইন্দ্রে বান্ধি নিয়াছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে॥
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে॥
তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবন॥
রাম কন কি কহিলে মুনি মহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জয়॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
হেন রাবণ ছাড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥
মুনি বলে রঘুনাথ কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই॥
[৩]চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেইজন।
চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন॥

তিনি ১লা ভাদ্র যাত্রা করিয়া আর দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। এইজন্য ১লা ভাদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ। লোকে বলে, 'অগস্ত্য যাত্রা'। বিন্ধ্যপর্বতের মস্তক অবনমন, সমুদ্র শোষণ ও ইল্বল-বাতাপি বধ প্রভৃতি অগস্ত্যের কীর্তি।

১। বাল্মীকি-রামায়ণে ইন্দ্রজিতকে বধ করা যে দুরূহ, তাহা বলা হইয়াছে। নিদ্রাহারজয়ী কোন্ বীর ইন্দ্রজিতকে বধ করিতে পারে, তাহার ইঙ্গিত আছে অধ্যাত্ম রামায়ণে। কিন্তু লক্ষ্মণ কেন অনাহারে ছিল, তাহার কারণ সংস্কৃত রামায়ণে বলা হয় নাই। লক্ষ্মণের অভুক্ত ফল আনয়ন এবং সাতদিন ফল আহরণ না করার বৃত্তান্ত নূতন। এই বৃত্তান্ত শ্রী. ১ সংস্করণে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

২। পাঠান্তর:
অগস্ত্য মহামুনি তিঁহো বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে॥ বট. ১
[প্রথম পংক্তিতে শব্দবিন্যাস-ক্রমের পরিবতন লক্ষণীয়]

৩। হস্তলিখিত পুঁথিতে 'চৌদ্দবর্ষ' স্থানে 'বার বৎসর' আছে। যেমন—
বার বৎসর যে ফলমূল নাহি ভখে।
বার বৎসর যে স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে।
জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ করয়ে অনাহার।
হেন জনার হাথে ইন্দ্রজিতের সংহার॥ হী.
শ্রী. ১ সংস্করণেও পাঠ এইরূপ—
দ্বাদশ বৎসর যেই অনাহারে থাকে।
স্ত্রীর মুখ বার বৎসর যে জন না দেখে।
ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ দুর্জ্জয়।
হেন যজ্ঞ ভঙ্গ যেই করেত নিশ্চয়॥

চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে ।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি কি কহিলে তুমি ।
চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি ॥
সীতা সঙ্গে চৌদ্দবর্ষ করিল ভ্রমণ ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥
কুটীরেতে বঞ্চিলাম সীতার সহিতে ॥
থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন কুটীরেতে ।
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি যায় ।
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয় ॥
মুনি বলে সভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ ।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ ॥
রাম বলে শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারথি ।
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি ॥
চলিলা সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে ।
লক্ষ্মণ বসিয়া আছে সুমিত্রার কোলে ॥
সুমন্ত্র সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা ।
জোড়হাত করি বলে শ্রীরামের কথা ॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ ।
বন দুঃখ বুঝি সুধাবেন নারায়ণ ॥

আগেতে লক্ষ্মণ পিছে সুমন্ত্র সারথি ।
প্রণাম করিল গিয়া যথা রঘুপতি ॥
[৪]লক্ষ্মণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে ।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা আগে ॥
চৌদ্দবর্ষ একত্র ছিলাম তিন জন ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ ॥
তুমি ফল আনিতে থাকিতাম আমি ঘরে ।
ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে ॥
বনমধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে ।
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন রাজীবলোচন ।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন ॥
দুই জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন ।
[৫]ঋষ্যমুকে মা সীতার পাই আভরণ ॥
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন ।
সীতার আভরণ কি না চিনহ লক্ষ্মণ ॥
[৬]আমি না চিনিনু প্রভু হার কি কেয়ূর ।
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ নূপুর ॥

বিসম নিয়ম রাম যেবা জন করে ।
হেন জনের হাতে গোসাঞি ইন্দ্রজিত মরে ॥

বাল্মীকি-রামায়ণ মতে রামের বনবাসকাল 'নব পঞ্চ চ বর্ষাণি' (চৌদ্দ বৎসর)। অধ্যাত্ম রামায়ণেও কৈকেয়ী 'চতুর্দশ সমাঃ' রামের বনবাস চাহিয়াছিলেন (অযোধ্যা ৩); কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণেও দ্বাদশবর্ষ নিয়মপালনের কথাই বলা হইয়াছে—

যস্তু দ্বাদশ বর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জিতঃ ।
তেনৈব মৃত্যুর্নির্দিষ্টো ব্রহ্মণাঽস্য দুরাত্মনঃ ॥

অধ্যাত্ম লঙ্কা. ৮

বনবাস চৌদ্দ বৎসরের হইলেও, ইন্দ্রজিত-বধে নিয়মব্রত পালনের শর্ত বার বৎসরের। বাংলা রামায়ণে পরবর্তীকালে 'চৌদ্দ বৎসর' যোজিত হইয়াছে।

৪। পাঠান্তর
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই আমার দিব্বি লাগে ।
যে কথা জিজ্ঞাসি তাহা না ভাণ্ডিহ মোকে ॥
চৌদ্দ বৎসর এক ঠাঁই ছিলাম তিন জন ।
সীতার মুখ কখন তুমি না দেখ লক্ষ্মণ ॥
স্বরূপ করিয়া কহ ভাই না ভাণ্ডিহ মোরে ।
বার বৎসর তুমি নাকি ছিলে অনাহারে ॥ শ্রী. ১

৫। পাঠান্তর
ঋষ্যমুখে মা জানকীর পাই আভরণ (বট. ১)

৬। পাঠান্তর
আমি না চিনিনু সীতার হার কি কেয়ূর
(বট. ১, ২)

সত্য প্রভু একত্র ছিলাম তিন জন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি কখন॥
চতুর্দ্দশবর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে॥
তুমি আর মা জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে॥
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে॥
কহি শুন নিদ্রাদেবী আমার উত্তর।
না আইস আমার কাছে এ চৌদ্দ বৎসর॥
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যাপুরেতে।
বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে॥
ছত্রদণ্ড ধরি আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।
সেইকালে আইস নিদ্রা আমার নয়নে॥
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে।
তব বামে মা জানকী বৈসে সিংহাসনে॥
আমি দাণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে টলি ছত্র পড়িল তখন॥
সেই কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত॥
অনাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে॥
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন।
আমারে কহিতে ফল ধররে লক্ষ্মণ॥
আমি ধরি রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখন নাহি বল রঘুমণি॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে তোমার॥
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমন।
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ॥

হনূমানে আদেশিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বন হৈতে ফল আন পবননন্দন॥
হনূমান গিয়া তবে দেখিল কাননে।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছে পূর্ণ তূণে॥
দেখিয়া ফলের তূণ হনূমান বলে।
'এই কোন্ কার্য্যহেতু আমারে পাঠালে॥
ক্ষুদ্র এক বানরেতে লইয়া যাইতে পারে।
আমারে পাঠাইল প্রভু অবিচার করে॥
এত যদি হনূর হইল অহঙ্কার।
হইল ফলের তূণ লক্ষগুণ ভার॥
নাড়িতে না পারে তূণ পবননন্দন।
সভামধ্যে উত্তরিল বিরস বদন॥
হনূ বলে প্রভু আমি না পারি বুঝিতে।
না পারি নাড়িতে তূণ আমার শক্তিতে॥
লক্ষ্মণের পানে চাহে রাজীবলোচন।
হাসিয়া বলেন তূণ আনহ লক্ষ্মণ॥
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে।
আনিয়া রাখিল তূণ সবার সাক্ষাতে॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গণন॥
একে একে লক্ষ্মণ সে গণিল সকল।
সবেমাত্র না মিলিল সপ্তদিনের ফল॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সপ্তদিনের ফল তুমি করিলে ভক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন দেব নারায়ণ।
সপ্তদিন ফল কে করিল আহরণ॥
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচারে।
বিশ্বামিত্র আশ্রমে ছিলাম অনাহারে॥
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ।
ছয় দিনের কথা আর শুন নারায়ণ॥

৭। হনূমান নিজেকে বড় বীর বলিয়া মনে করিতেন। তাই এই উক্তি।

যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ।
শোকেতে আকুল ফল আনে কোন্ জন ॥
ইন্দ্রজিৎ যে দিন বান্ধিল নাগপাশে।
অচৈতন্যে গেল দিবা ফল না আইসে ॥
চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে ॥
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই।
মনে করি দেখ প্রভু ফল আনি নাই ॥
আর দিন দেখ প্রভু পড়ে কি না মনে।
পাতালে মহীর ঘরে বন্দী দুই জনে ॥
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবননন্দন।
সেই দিন ফল নাহি করি অন্বেষণ ॥
শক্তিশেল যে দিন মারিল দশানন।
অধৈর্য হইলা মম শোকে নারায়ণ ॥
নিত্য নিত্য ফল আমি আনিতাম গোঁসাই।
নফর পড়িল ফল আনা হয় নাই ॥
সপ্তমদিনের কথা কি কহিব আর।
যে দিন রাবণ বধ আনন্দ অপার ॥
আনন্দে উৎসবে সব হইল চঞ্চল।
পুলকেতে পাসরিনু আনিবারে ফল ॥
বিচার করিয়া দেখ জগৎ গোঁসাই।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি কিছু নাহি খাই ॥
তব মনে নিত্য ফল খাইত লক্ষ্মণ।
পূর্ব্ব কথা কেন প্রভু হৈলে বিস্মরণ ॥
[৮]বিশ্বামিত্র স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে।
তুমি ভুলিয়াছ প্রভু আছে মোর মনে ॥
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঋষি।
একারণ চতুর্দ্দশবর্ষ উপবাসী ॥
পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মোর বাণে ॥
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
[৯]লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের রোদন ॥

---

*॥ শিববিবাহ ও লঙ্কার উৎপত্তি ॥

শ্রীরাম বলেন তুমি মহা তপোধন।
কাহার তরে কৈল ব্রহ্মা লঙ্কার সৃজন ॥

৮। আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে 'বলা ও অতিবলা' মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণও উহা শুনিয়াছিলেন:

শোক দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা না হইবে চৌদ্দ বৎসরে ॥···
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ।
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুইজন ॥

৯। পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ

(ক) এতেক বলিল যদি বীর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ কোলে করিয়া করেন ক্রন্দন ॥
এত দুঃখ আমি ভাই দিয়াছি বনবাসে।
অনাহারে বার বৎসর ছিলে উপবাসে ॥ শ্রী. ১

(খ) কোলে করি রাম তারে দিলা আলিঙ্গন।
মুনির বচনে রাম হরষিত মন ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ক. ২১১

*অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথিতে 'শিববিবাহ ও লঙ্কার উৎপত্তি' অংশ নাই। শ্রী. ১, বট. ১, বট. ২, বঙ্গ. ১ম সংস্করণ, সংসদ সংস্করণেও ইহা নাই। অথচ ক. ২০৮ পুঁথিতে শিববিবাহ ও লঙ্কার উৎপত্তির বিবরণ আছে। এই পুঁথি অনুসারে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তদীয় উত্তরাকাণ্ডে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' সঙ্কলনে বটতলার ধারা অনুসরণ করিলেও, 'শিববিবাহ' গ্রহণ করিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন, "শিববিবাহ মূল পুঁথি হইতে গৃহীত"। তৎপরে পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগরের রামায়ণে ও বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণে এই অংশ যোজিত হইয়াছে। 'শিববিবাহ' ও লঙ্কার এই ধরনের উৎপত্তির কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ বা অধ্যাত্ম রামায়ণে নাই। উত্তর বঙ্গের কবি অদ্ভুত আচার্যের (নাম নিত্যানন্দ) রামায়ণের আদ্যকাণ্ডে

মুনি বলিলেন শুন পুরাণ উত্তর।
লঙ্কার সৃজন হেতু কহেন মুনিবর॥
সুমেরু পবনে বাদ ষাটি সহস্র বৎসর।
পবন লঙ্ঘিতে নারে সুমেরু শিখর॥
তিন শৃঙ্গে পর্ব্বত সে জুড়িল গগন।
সুমেরু মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যের নাহিক গমন॥
সকল পর্ব্বত জিনি উভেত প্রবীণ।
নিত্য নিত্য সূর্য্য যান করি প্রদক্ষিণ॥
হিমালয় নন্দিনী সে জন্মিলা পার্ব্বতী।
তাঁহাকে করিতে বিভা গেলা পশুপতি॥
শিব আরাধিয়া তপ কৈল তপোবনে।
মহাদেব পার্ব্বতীর হৈল শুভ দরশনে॥
কাহার হুহিতা তুমি কাহার বা নারী।
এ বিষম স্থানে তুমি কেন একেশ্বরী॥
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র আর মহিষ শূকর।
হেন স্থানে কেন আইলে একেশ্বর॥
মহাদেবের কথা শুনি কহেন ততক্ষণ।
নিবেদন করি কথা শুন দিয়া মন॥
হিমালয়ের নন্দিনী আমি শুন মহাশয়।
হর লাগি তপ করি কারে মোর ভয়॥
হাসেন বচন শুনি দেব শূলপাণি।
মিলিল শঙ্কর বর শুনহ ভবানি॥
অধিষ্ঠান হৈয়া বর নিজে দিলা হর।
শিব গেলা নিজ পুরে দেবী আইলা ঘর॥

ব্রহ্মারে কহিলা শিব এসব উত্তর।
মোর কাজে যাহ তুমি হিমালয়ের ঘর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু চলিলা আর কুবের বরুণ।
অষ্ট ঋষি চলিলা আর যত দেবগণ॥
একত্র হইয়া গেলা হিমালয়ের ঘর।
বাহির হৈলা হেমন্ত ঋষি হরিষ অন্তর॥
[১]বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
জোড় হাতে দেবগণে পুছেন কুশল॥
হেমন্ত বলেন, কেন সভার আগমন।
বড় ভাগ্য মানি আজি সফল জীবন॥
ব্রহ্মারে বলেন গিরি এতেক উত্তর।
শুনিয়া হইলা বড় আনন্দ অন্তর॥
ব্রহ্মা বলে শুন মোর কথার প্রবন্ধ।
মোর ভাই শিবে কর কন্যার সম্বন্ধ॥
বিলম্ব না কর দেখ বেলা শুভক্ষণ।
অঙ্গীকার কর তুষ্ট হউক দেবগণ॥
হিমালয় বলে মোর জীবন সফল।
মহাদেবে কন্যা দিব বড়ই মঙ্গল॥
বিনয় বচনে হেমন্ত করে পরিহার।
শিবে কন্যা দিব আমি কৈনু অঙ্গীকার॥
রবি সোম মঙ্গল আর বুধ বৃহস্পতি।
শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহ পতি॥
যখন গৌরী তপস্যা করিল তপোবনে।
ভবানী শঙ্করে বিভা জানে গ্রহগণে॥
শুভক্ষণে গ্রহগণ হৈয়া সমবায়।
কেহ বিঘ্ন না করিব গৌরীর বিভায়॥

'শিববিবাহ' ও লঙ্কার উৎপত্তির অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। কাহিনী ও ভাষার দিক হইতেও কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত আচার্যের মিল লক্ষণীয়। কাজেই 'শিববিবাহ' অংশটি কৃত্তিবাস হইতেই অদ্ভুত আচার্য গ্রহণ করিয়াছেন, না অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ হইতেই উহা পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসী রামায়ণে যোজিত হইয়াছে, তাহা বিতর্কের বিষয়।

১। তুলনীয়—
দেখিয়া হেমন্ত রাজ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
আশ্রমে আনিল মুনিক পূজাদি করিয়া॥...
তোমাক দেখিয়া আজি জনম সফল।
কি কাজে আইলা তুমি আমার নগর॥ অদ্ভুত

এত বাক্য হিমালয় কৈলা দেবের পাশে।
বর আইলে বিভা দিব লগ্ন তার কিসে ॥
অঙ্গীকার কৈলা গিরি আপনার মুখে।
দেবগণ গেলা ঘর নিজ মনঃ সুখে ॥
কন্যা দেখি দেবগণ কৈলা আগুসার।
ত্রিভুবনে হরিধ্বনি জয় জয়কার ॥
সব কথা কহে গিয়া মহাদেবের ঠাঁই।
বিবাহের কার্য্যে তুমি থাকহ শিবাই ॥
কালি বিভা হবে তব আজি অধিবাস।
শঙ্করের সম্বন্ধ গাইল কৃত্তিবাস ॥
*অধিবাসের দ্রব্য সব পাঠান শঙ্কর।
নারদের সঙ্গে দিলা ভীমা যে নফর ॥
অধিবাস দ্রব্য দিলা দশ সহস্র ভার।
আম্র কাঁটাল গুড় নারিকেল আর ॥
খদি দধি কলা দিলা পাট-পাটাম্বর।
লেখাজোখা নাই দ্রব্য চলিল বিস্তর ॥
অধিবাসের দ্রব্য পাঠান নারদমুনি দিয়া।
সব দ্রব্য নিয়োজিল ভীমে আজ্ঞা দিয়া ॥
হিমালয়ের ঘরে গেলা নারদ আগু হঞা।
পাছে পাছে যায় ভীমা সব দ্রব্য লঞা ॥
আগু হৈয়া গেল নারদ হিমালয়ের ঘর।
বাহিরিলা হিমালয় আনন্দ অন্তর ॥
ভারীর সঙ্গেতে যায় শিবের নফর।
ভীমের পাছু পাছু যায় যত অনুচর ॥
সন্দেশ দেখিয়া ভীমা ধরিতে নারে মন।
মুদ্রা ভাজি ভাল দ্রব্য করিল ভক্ষণ ॥
অনেক সন্দেশকলা করিল আহার।
আম্র কাঁঠাল খাইল চারি সহস্র ভার ॥
খাইতে খাইতে পথে যায় হর্ষ হঞা।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধি খাইয়া হাণ্ডী পূরে বালি দিঞা ॥

*অধিবাসদ্রব্য প্রেরণের বৃত্তান্ত অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণে নাই।

নদ নদীতে দেখে যত নিরমল বালি।
শুখনা বালিতে সব পূরিল পাতিলী ॥
শুখনা বালিতে সব পাতিল পূরিঞা।
ভার পাছু পাছু ভীমা আইলা ধাইয়া ॥
নারদ বলেন কেন বাপু বিলম্ব এতক্ষণ।
ভীমা বলে মাঠে পাই ঝড় বরিষণ ॥
ঝড় বরিষণে আমি বড় দুঃখ পাইল।
আমারে এড়িয়া সব ভারী পলাইল ॥
তপোবনের ভিতর প্রবেশিলাম ধাইয়া।
সব ভারী পলাইল ভার ফেলাইয়া ॥
নারদ বলেন কার্য্য না কর উপেক্ষণ।
যাহাতে শিবের কার্য্য হয় সুশোভন ॥
নারদের বচনে হেমন্তের নাহি হেলা।
আঙ্গিনাতে টানাইল পাটের ছাওনা ॥
চাঁদোয়া টানাইল তাহে মুকুতা ঝালর।
আঙ্গিনার থামে বান্ধা সোনার চাদর ॥
মধ্যখানে ঘট তার করিল স্থাপন।
অধিবাসের দ্রব্য সব আনাইল তখন ॥
শুক্ল ধুতি শুক্ল পাটা অতি পরিপাটি।
হাতে কুশ বৈসে হেমন্ত লঞা তাম্র বাটি ॥
সঙ্কল্প করিল গিরি শুভক্ষণ বেলে।
বেদধ্বনি করে মুনি জয় জয় বোলে ॥
ততক্ষণে বাহির হৈলা চন্দ্রমুখী।
দেবীকে দেখিয়া সব দেব হৈলা সুখী ॥
হাতে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার।
গন্ধ দিঞা কৈলা মুনি জয় জয়কার ॥
মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলেন কন্যাতে।
মঙ্গল বিহিত কর্ম্ম সূত্র বান্ধে হাতে ॥
তবে শঙ্খ পলাইলা অধিক রূপ দেখি।
কন্যাকে উঠাইতে তবে আইল সব সখী ॥
মঙ্গলদ্রব্য লৈয়া আইলা সখিগণ মেলি।
কন্যার অধিবাস করে দিয়া হুলাহুলি ॥

অধিবাস সাজ হৈল সিদ্ধ সব কাজ।
হেমন্তে মেলানি মাগি চলে মুনিরাজ॥
আইয়গণে সন্দেশ দিতে ভাঙ্গে দ্রব্যশালী।
পাতিল ভিতরে তবে দেখে সব বালি॥
হাঁড়ীর ভিতরে বালি সর্ব্বলোকে হাসে।
পার্ব্বতীর অধিবাস গাইলা কৃত্তিবাসে॥
প্রভাত হইলা রাত্রি প্রত্যূষ বিহানে।
দেশে দেশে পাঠাইল কুটুম্ব জানানে॥
চারিদিকে পর্বতেরে দিলা আমন্ত্রণ।
আনন্দিত দেবগণ এ তিন ভুবন॥
আজি যাবে কাল আসিবে না কর বিলম্ব।
চারিদিকে ধাইয়া আন সকল কুটুম্ব॥
সবাকে জানান দেহ গৃহ ব্যবহার।
আমন্ত্রণ পাইলে সবে হৈবে আগুসার॥
উদয়গিরি অস্তগিরি আইলা দুইজন।
নীলগিরি ময়ভঙ্গ আইলা নারায়ণ॥
অজয়মুখ পর্বত আইলা কলিঙ্গ কেশরী।
রুইদাস ধর্ম্মদাস মহীদাস গিরি॥
বিন্দু মেঘ আইলা আর কৈলাস শিখর।
শরাসন অঞ্জন আর পর্ব্বত শ্রীধর॥
বর্দ্ধমান কুমুদ আইলা গন্ধমাদন।
ঋষ্যমুকগিরি আর মলয় চন্দন॥
ত্রিকূট পর্ব্বত আইলা আর হেমকূট।
চন্দ্রকূট সূর্য্যকূট আইলা বজ্রকূট॥
ধবলগিরি গোবর্দ্ধন বরাহ বাসত।
বসন্ত শ্রীমন্ত আইল মৈনাক পর্ব্বত॥
ত্রিভুবনের পর্ব্বতের হৈল আগুসার।
পর্ব্বত চলিতে হৈল সংসার আঁধার॥
আইল পর্ব্বত সব পরম হরিষে।
আপন কার্য্য বুঝি সুমেরু না আসে॥
লড়িলা মেনকা আর হিমালয় নন্দন।
সুমেরুকে আনে গিয়া করিয়া যতন॥

হিমালয়ের চরণে সুমেরু কৈলা নমস্কার।
বসিতে আসন দিল কৈল পুরস্কার॥
মনোগামী পর্ব্বত মুনির ধরে বেশ।
বিচিত্র নগরে ঘরে করিল প্রবেশ॥
বসিতে আসন দিলা পাদ্য অর্ঘ্য জল।
স্নান ভোজন করিঞা সভে হইলা শীতল॥
নাট্যগীত দেখি শুনি পরম কুতূহল।
কেহ পড়ে বেদ কেহ পড়য়ে মঙ্গল॥
নানা মঙ্গল নাট্যগীত হিমালয় ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥
ঋষিরাজের ঘরে বাদ্য বাজএ বাজন।
ওথা মহারঙ্গে আছেন যত দেবগণ॥
[1]গঙ্গারে আনিতে গেলা সুমন্তের ঘরে।
গঙ্গা রন্ধন করিলে দেবে ভোজন করে॥
নিয়া যাব গঙ্গারে যতন করিঞা।
রন্ধন করিলে গঙ্গা রাখিহ আনিঞা॥
দেবের বচন আমি করিতে নারি আন।
বেলা থাকিতে গঙ্গাকে আন মোর স্থান॥
এতেক শুনিয়া হর বোলেন্ত বচন।
গঙ্গা রন্ধন করিলে সকল দেবের ভোজন॥
রন্ধন ভোজনে বেলা গেল হৈল অন্ধকার।
গঙ্গা নিঞা গেলা হর সুমন্তের ঘর॥
ক্রোধে সুমন্ত বলে বেলা হৈল অবসান।
গঙ্গা নিঞা গেলা হর সুমন্তের স্থান॥
[2]গঙ্গাকে দেখিঞা সুমন্ত রহেন কোপ মনে।
এতক্ষণ বিলম্ব হৈল বল কি কারণে॥

১। 'সুমন্ত' স্থলে 'শান্তনু' হইবে। অদ্ভুত আচার্যে 'শান্তনু' নামই আছে—

শান্তনুর আশ্রমে গেল হেমন্ত গিরিবর।
দেখিয়া শান্তনু মুনি করিল আদর॥

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণে গঙ্গাকে শান্তনুর নিকট

তোর রূপ দেখে যত দেবের সমাজ।
দেবের রান্ধুনী হৈতে না বাসসি লাজ॥
কেমতে দেবতাগণের করিলি রন্ধন।
তোর রূপ যৌবন দেখিল দেবগণ॥
কেহো বা দেখিল তোর সুন্দর বদন।
কেহো বা দেখিলেক যুগল নয়ন॥
অন্ন দিতে গেলা তুমি যার যার পাশ।
সেই সব দেবের গেল তোতে অভিলাষ॥
অপবিত্র শরীর তোমার কেনে আইলে স্থান।
আমার গৌরবে চল নহে পাইবে অপমান॥
[১]কোপে মুনি করিল গঙ্গারে বর্জ্জন।
হাসিঞা গঙ্গারে শিরে ধরে ত্রিলোচন॥
মহাদেবের শিরে রহে গঙ্গা গোঁসাইনী।
গঙ্গাশিরে ধরিয়া হাসেন শূলপাণি॥
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি শোভে শিরে শোভে গাঙ্গ।
গলাতে বাসুকী নাগ ভালে শোভে চাঁন্দ॥
কখনো থাকেন গঙ্গা মহাদেবের শিরে।
কখনো থাকেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতরে॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা আইলা মর্ত্ত্য লোকে।
গঙ্গার মহিমা লোক জানে দুঃখ শোকে॥
যত যত পাপ লোক করে মহীতলে।
সকল পাপ হরে স্নান কৈলে গঙ্গাজলে॥

মহাদেব অধিবাস করাইল দেবগণ।
ব্রহ্মার বচনে বসিল দেব নারায়ণ॥
প্রাতে সব দেবলোকে আমন্ত্রণ করি।
স্নান-সন্ধ্যা-নান্দীমুখ কৈলা ত্রিপুরারি॥
স্নান করিঞা প্রবেশিলা রন্ধনশালে।
সকল দেব এক ঠাঁই বৈসে ভজনের বেলে॥
গঙ্গার রন্ধন যেন দেব অধিষ্ঠান।
মহাসুখে দেবলোক করিলা ভোজন॥
নানাবাদ্য বাজে সেথা রাজ বাজন।
নানাবেশে নাচে তথা যত দেবগণ॥
মহাদেবের বেশ করেন আপনি নারায়ণ।
মহাসুখে দেবলোক করিল ভোজন॥

* * *

সুবর্ণের মুকুট শিরে বাহুতে কঙ্কণ॥
ললাটে শোভিত চন্দ্র শিরে সুরেশ্বরী।
বৃষে চাপিঞা লড়িলা ত্রিপুরারি॥
রাজহংস রথে চাপি চলিলা প্রজাপতি।
ঐরাবতে চাপিয়া গেলা দেব সুরপতি॥
মকরে বরুণ চড়ে মহিষে শমন।
ছাগলে চড়েন অগ্নি হরিণে পবন॥
গরুড়ে চড়িয়া চলিলা দেব নারায়ণ।
যে যার বাহনে চাপি যায় দেবগণ॥
সন্ন্যাসী তপস্বী তাঁরা সিদ্ধ যোগবলে।
ব্রহ্মচারী নিরাহারী চলিলা সকলে॥
[১]সবার আগে যান নারদ কলহ লইয়া।
সাত শত ধোকড়ি কোন্দল কাঁখেতে করিয়া

লইয়া গিয়াছিলেন মহাদেব নিজে। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণে গঙ্গাকে লইয়া গিয়াছেন হেমন্ত :

দেখিয়া শান্তনু ঋষি মহা কোপে জ্বলে।
চক্ষু পাকাইয়া তবে হেমন্তকে বলে॥-
(অদ্ভুত আচার্য)

১। তুলনীয়
মহেশ শুনিল গঙ্গা শান্তনু ত্যজিল।
জটার উপরে শিব গঙ্গাকে রাখিল॥
(অদ্ভুত আচার্য)

* মাঝখানে এক পংক্তি নাই।

১। নারদ পূর্বজন্মে দাসীপুত্র ছিলেন। বিপ্রাশ্রমে ঋষিগণকে সেবা করিয়া ইনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং জন্মান্তরে হরিভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বীণা বাজাইয়া তিনি হরিগুণ গাহিয়া চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতেন। নারদকে 'ঢেঁকি-বাহন'-ও

নারদে দেখিয়া হরষিত হৈলা হিমালয়।
হরিষ বচনে পুছেন তোমার কুশল হয়॥
আশু আইলা নারদের কন্দলি খোকড়ি।
যথা আছে মহাদেবের শ্বশুর শাশুড়ি॥
তোমার ঝি দেখিয়া মনে লাগে ব্যথা।
সাবধান হৈয়া শুন জামাতার কথা॥
ঘরে ভাত নাহি তার চালে নাহি খড়।
শুইতে নাহিক শয্যা পরিতে কাপড়॥
অমঙ্গল চিতাভস্ম লেপে সর্ব্ব গায়।
গলেতে হাড়ের মালা সাপিনী ফোঁপায়॥
ত্রিনয়নে অগ্নি জ্বলে শিরে শোভে গাঙ্গ।
লাঙ্গট উন্মত্ত বেশ খায় ধুস্তুর ভাঙ্গ॥
ঘরের নফর নন্দী কাল ভীমা ভায়া।
ঘরে ঘরে বেড়ায় তারা ভাতের লাগিয়া॥
ঘরে ঘরে মাঙ্গিয়া আনে চাল ডাল।
রন্ধনের বেলায় আকুল হাত দিয়া গাল॥
বলদ রাখিয়া যখন ভীমা আইসে ঘর।
আধেক তণ্ডুল দেয় পেটের ভিতর॥
এতেক শুনিয়া মেনকা স্বামীকে পাড়ে গালি।
কোপেতে ত্যজেন গিরি ধরে মেনকার চুলি॥
সাত পাঁচ দশ বিশ করে মারামারি।
কাহারে কে মারে নারদ দেয় টিট্‌কারী॥
নারদ বলেন কেন কর মারামারি।
এ তিন ভুবনে রাজা এই ত্রিপুরারি॥
কোন্ জনা বুঝে বল মহাদেবের কাজ।
মহাধনী মহাদেব দেবের সমাজ॥
কোন্দলি ঘুচাঞা নারদ গেলা দেবতার পাশ।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

সমস্ত দেবগণ আইলা হিমালয় ঘর।
বাহিরিলা গিরিরাজ দেখিয়া অমর॥
বর বেড়ি রহিলা সকল দেবগণ।
বসিতে আসন দিল করিতে বরণ॥
দধি দুগ্ধ গঙ্গাজল আগর চন্দন।
গুবাক নারিকেল দিল উত্তম বসন॥
বরের বরণ কৈল বেলা শুভক্ষণে।
জয়মঙ্গল বেদধ্বনি শুনি চারি পানে॥
বর বরিঞা হিমালয় গেলা ঘর।
কন্যার মাতা আইলা দেখিবারে বর॥
বরের পাশে গেলা মঙ্গল সজ্জা লৈয়া।
ভোলে পড়িলা রাণী বরেরে দেখিঞা॥
পায়ে দধি দিল শিরে দূর্ব্বা ধান।
মাথায় নিছিয়া পেলে শত শত পান॥

* * *

দুই চক্ষু ঢাকিয়া রাণী হেঁটমাথা করি।
নারদ মুনি তবে তারে দিলা টিট্‌কারী॥
লাজে পালায় গিরির ঝিয়ারী বহুয়ারি।
হুড়াহুড়ি করিয়া যায় হাতে করি ঝারি॥
এতেক দেখিয়া কোপিলা নারায়ণ।
ঝাট কন্যা আনহ চাহিল শুভক্ষণ॥
বরের বেশ করেন যত দেবগণ।
আপনার মূর্ত্তি ধরেন দেব ত্রিলোচন॥
ত্রিভুবন মোহিলেক দেব ত্রিপুরারি।
পার্ব্বতীর বেশ করে দেবতার নারী॥
ত্রিভুবন মোহিলেক রূপে বিদ্যাধরী।
রূপেতে আলোক কৈল সকল অপ্সরী॥

বলা হয়। নারদ মুনি ঝগড়া বাঁধাইতে ওস্তাদ। বাংলা সাহিত্যে কলহ-সংঘটকরূপেই তিনি চিত্রিত। এখানেও নারদ 'কন্দলি' (কোন্দল) লইয়া যাইতেছেন।

*মনে হয়, মাঝখানে কিছুটা অংশ বাদ গিয়াছে। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণে এইখানে নগ্নবেশে শিবের নৃত্যের উল্লেখ আছে। তাহা দেখিয়াই মেনকা মাথা হেঁট করিয়াছিলেন।

বদন জিনিলেক পূর্ণচন্দ্রকলা।
বাহির হৈলা পার্ব্বতী হাতে পুষ্পমালা ॥
জটাতে লুকাইয়া দেবী গঙ্গা গোসাঁইনী।
মুকুট উপর শোভে কাল ভুজঙ্গিনী ॥
ললাটেতে চন্দ্র শোভে ভস্ম সর্ব্ব গায়।
হৃদয়েতে হাড়মালা নাগিনী কোঁপায় ॥
ত্রাসে লুকাইল সাপ নিভাইল আগুনি।
বরের নিকটে গেলা আপনি ভবানী ॥
শিরে পারিজাত মালা মধু পিয়ে অলি।
বিশ্বকর্ম্মা যোগাইল অশোকের ডালি ॥
সপ্ত সাগরের জল যোগাইল আনি।
শুভক্ষণে হরগৌরীর হইলা মিলানি ॥
দুন্দুভির বাগু বাজে মধুর তাল শুনি।
সুবেশে নাচয়ে তথা ইন্দ্রের নাচুনি ॥
কন্যা লুকাইল গিয়া অন্ধকার ঘরে।
কন্যা আনিতে হর দাঁড়াইল দুয়ারে ॥
ডাহিন হাতে পার্ব্বতী করে কঙ্কণ ঝনঝনি।
হাতে ধরি কন্যা আনিল দেবশূলপাণি ॥
কন্যা লৈয়া বৈসে হর মণ্ডপেতে আসি।
চারিদিকে বেড়িল সকল দেব ঋষি ॥
চারিদিকে বৈসে দেব ছাড়িয়া বিমান।
নানাদান দিয়া গিরি কৈল কন্যা দান ॥
মুনি সব বেদ পড়ে প্রফুল্ল বদন।
গন্ধপুষ্প অর্ঘ্য দিল আর যে কাঞ্চন ॥
মন্ত্র পড়ি করে গিরি কন্যা সমর্পণ।
সর্ব্বকাল করো কন্যা রক্ষণ পোষণ ॥
জোড় হাতে বলি শুন যত দেবগণ।
আমার কন্যায় রক্ষা করো সর্ব্বক্ষণ ॥
এ বোল শুনিয়া হাসে ব্রহ্মা নারায়ণ।
তব ঝিকে বল সবে করিতে পালন ॥
কুশণ্ডিকা লাজ হোম কৈল সাবধানে।
নানাদান করে সব দেববিদ্যমানে ॥

শ্বশুরশাশুড়ী দোঁহে করি অনুমান।
বিবিধ পকান্ন দিল আর গুয়াপান ॥
নানারঙ্গে দেখে লোক নৃত্য আর গীত।
গাইল উত্তরকাণ্ড ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মহাদেবী বলে রাজা তুমি আগে যাহ।
ঝিজামাতা ভোখে মরে ভোজন করাহ ॥
জামাতা লজ্জিত হয় শাশুড়ী দেখিয়া।
একবারে দেহ ভাত ব্যঞ্জন আনিয়া ॥
স্বর্ণথাল ঘুচাহ পরস পাত পাত।
পায়স পিষ্টকসহ তাহে দেহ ভাত ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিহ হেলা।
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ মর্ত্তমান কলা ॥
জল লয়ে দুই জনে কৈল পঞ্চগ্রাসী।
হরের নিকটে তবে বৈসে দেব ঋষি ॥
ভোজন করেন দেবঋষি ত্রিপুরারি।
হরের নিকটে বসিলেন দেবী গৌরী ॥
হেঁটে দেয় গোময় উপরে[১] আল্পনা।
দুই পাশে করিল সে সুতার মেলনা ॥
কতেক ভোজন কৈলা দেব ত্রিলোচন।
নারদ বলে ছোঁয়া গেছে না কর ভোজন ॥
আল্পনা দেখায়ে ভীমা দিল নখরেখ।
সূতাগাছ দেখায়ে বলে দেখ পরতেখ ॥
দেব দেবী ছোঁয়া পড়ি কৈলা আচমন।
পাতে যাহা ছিল ভীমা করিল ভোজন ॥
একস্থান হৈল দোঁহে করি আচমন।
মহাসুখে ভীমা তবে করিল ভোজন ॥
সব ভাত খেয়ে ভীমা পেটে দেয় হাত।
হাসি ভীমা বলে আন পিঠা আর ভাত ॥
রাণী বলে তোর পেটে লাগিল আগুনি।
ভীমার পাতে আনি দিল হাঁড়ির ফেলানি
পোড়াভাত দিল আর দিল খুদকুঁড়া।
কেহ আসি ভীমাকে মারে ঝাঁটার মুড়া ॥

১। পাঠান্তর 'আলিপনা'

শুনিয়া ভীমার কথা সভাখণ্ড হাসে।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥
পুষ্পশয্যা করিলেক গন্ধে মনোহর।
সোনার চৌখণ্ডী তাহে নির্ম্মাইল বাসর॥
পাড়িল সোনার খাটে নেতের যে তূলী।
এয়ো সব মিলি দিল শুভ হুলাহুলি॥
চারিদিকে রত্নদীপ নারীগণ মেলা।
বরের মোহনরূপ রাণী নেহারিলা॥
শুইল সোনার খাটে দেবপশুপতি।
সোনার প্রদীপে জ্বলে ঘৃতপূর্ণ বাতি॥
স্নান সন্ধ্যা কৈলা হর প্রত্যূষ বিহানে।
দেবগণে লয়ে হর বসিল দেয়ানে॥
ব্রহ্মা বলে গিরিরাজ দেহত মেলানি।
ছায়ামণ্ডপেতে গিয়া বৈসে শূলপাণি॥
নানারত্ন নানাধন দিলা ব্যবহার।
দেবগণ অগ্রে গিরি মাগে পরিহার॥
নড়িলা সকল দেব পরম আনন্দে।
গৌরীকে করিয়া কোলে রাজরাণী কান্দে॥
বৃষেতে চাপিয়া তবে চলে শূলপাণি।
সিংহ চড়ি চলে দেবী আপনি ভবানী॥
পরম হরিষে চলে যত দেবগণ।
আপন বাহনে চড়ি চলে সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু চলিলেন চলে পুরন্দর।
মহেশে মেলানি মাগি সবে গেলা ঘর॥
নিজগণ লয়ে হর গেলা নিজপুরী।
নানারঙ্গে গেলা হর কৈলাস নগরী॥
যত লোক ছিল সঙ্গে দিলেন মেলানি।
ঘরের সেবক ভীমা ডাকে শূলপাণি॥
গোঁসাই বচনে ভীমা আইল ধাইয়া।
ক্ষুধায় শরীর দহে খাগু আন গিয়া॥
গৌরীকে লইয়া হর সুখে করে বাস।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

অগস্ত্য বলেন রাম বাক্যে দেহ মন।
সবাকে বিদায় দিলা দেব ত্রিলোচন॥
ভবানী সহিত গৃহে রহে পঞ্চানন।
হাস্য পরিহাসে সদা আনন্দে মগন॥[১]
হেথা শুন হেমন্তের গৃহের কাহিনী।
বসিলা হেমন্ত গিরি ও মেনকা রাণী॥
হেনকালে গিরিগণ মাগিল মেলানি।
রহিতে পর্ব্বতগণে বলে প্রিয়বাণী॥
স্নান সন্ধ্যা করি সবে করহ ভোজন।
তবেত তোমরা সবে করিহ গমন॥
স্নান সন্ধ্যা কৈল সবে ভাগীরথী জলে।
এক ঠাঞি হৈল সবে ভোজনের কালে॥
সুবর্ণের থালে অন্ন দিলা পরিপাটি।
সারি দিয়া বসিলা পর্ব্বত তিন কোটি॥
বসিলা সুমেরু মধ্যে করিতে ভোজন।
অদূরে থাকিয়া তাহা দেখিল পবন॥
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর।
চারি মেঘে হাঁকারিয়া আনে পুরন্দর॥
আগে বায়ু মাঝে ইন্দ্র পিছে জলেশ্বর।
ঝড় বরিষণ করে সুমেরু উপর॥
সুমেরু কাঞ্চন শৃঙ্গ শতেক যোজন।
ভাঙ্গিয়া দিলেন শৃঙ্গ দেবতা পবন॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ লয়ে পবন কুমার।
মাথায় কাঞ্চন-শৃঙ্গ সিন্ধু হৈল পার॥
[২]সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে ত্রিকূটের চূড়ে।
দুই গিরি চূড়া লয়ে সাগরেতে এড়ে॥

১। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ মতে গৌরী শিবের নিকট নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র পুরী নির্মাণ করিয়া দিতে বলেন। এই পুরীই সোনার লঙ্কাপুরী:
তোমার চরণে মুঞি নিবেদন করি।
নির্মাইয়া দেহ মোর ভিন্ন এক পুরী॥

২। তুলনীয়—
দক্ষিণ শৃঙ্গ সুমেরুর ভাঙ্গিল সত্বরে।
উড়াইয়া ফেলাইল দক্ষিণ সাগরে॥ (অদ্ভুত আচার্য)

বিশ্বকর্ম্মা লয়ে গেলা দেব পুরন্দর।
মধ্যে পুরী নির্ম্মাইল চৌদিকে সাগর॥
সাতটি প্রাচীর তাহে করিল গঠন।
লোহাতে প্রাচীর গড়ে উপরে কাঞ্চন॥
পরিখা যোজন শত লঙ্ঘিতে না পারি।
প্রসার যোজন শত বিশাল চউরী॥
সুবর্ণে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরী।
নাটশাল পাঠশাল বিচিত্র চউরী॥
খাট পাট নির্ম্মাইল সোনার আবাস।
নির্ম্মাইল স্বর্ণপুরী বিরিঞ্চির হাস॥
[১]সুবর্ণে বান্ধিল ঘাট দীঘী ও পোখরি।
রাজগৃহ প্রজাগৃহ গড়ে সারি সারি॥
যতন করিয়া গড়ে রাজ অন্তঃপুরী।
বাহির ভিতরে সব কাঞ্চনের পুরী॥
নির্ম্মাইল চিত্রঘর বিদ্যুতের ছটা।
অন্তঃপুর নির্ম্মাইল অযুতেক কোঠা॥
নির্ম্মাইল শত স্তম্ভে দেয়ান চৌতারা।
নানা রত্ন খচিল মাণিক্য মণি হীরা॥
ঘরের উপরে শোভে সোনার বাহরা।
চারিভিতে শোভে গজ মুকুতার ঝরা॥
সুবর্ণের আয়তন গড়ে সিংহাসন।
চতুর্দ্দোল হেরি যেন রবির কিরণ॥
রত্নে নির্ম্মাইল ঘর করে ঝলমলি।
নির্ম্মাইল সুবর্ণের পাখা পাখী আলি॥

বড় বড় বৃক্ষ কাণ্ড সুবর্ণে বান্ধিল।
অযুত প্রশস্ত ঘর স্বর্ণে নিরমিল॥
সোনার পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস।
ঘরের উপরে শোভে সুবর্ণ কলস॥
বান্ধিল সোনায় তবে পুকুরের ঘাট।
নির্ম্মাইল সুবর্ণেতে ঘরের কপাট॥
সুবর্ণেতে নির্ম্মাইল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
সোনায় সৃজিল যত দীঘী ও পোখরি॥
হইল অদ্ভুত পুরী দেখিতে সুন্দর।
সপ্ত কোটি আছে তাহে ইষ্টকের ঘর॥
নব কোটি কৈল তাহে আশ্রিত আলয়।
চারি লক্ষ কৈল তাহে পর্ব্বত দুর্জ্জয়॥
হেনমতে নির্ম্মাইল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
দানব গন্ধর্ব্ব দেব লঙ্ঘিতে না পারি॥
সমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নির্ম্মাণ।
জিনিয়া অমরাবতী তাঁহার বাখান॥

॥ রাক্ষসগণের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন ॥

শ্রীরাম বলেন মুনি তুমি অন্তর্য্যামী।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি॥
রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি।
পরম আনন্দ তবে হয় মহামুনি॥
ব্রহ্ম অংশে জন্ম তার সর্ব্বলোকে জানে।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে॥
মুনি বলে রঘুনাথ কহি তব স্থানে।
রাক্ষসের জন্মকথা শুনহ এক্ষণে॥
যেমতে জন্মিল রাবণ শুন রঘুমণি।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন প্রাণী॥
প্রাণিগণ বলে ব্রহ্মা করি নিবেদন।
কোন কার্য্যে আমা সবে করিলা সৃজন॥

১। তুলনীয়—
শুদ্ধ কাঞ্চনে কৈল পুরীর নির্মাণ।
নানারত্ন মণিমুক্তা করে ঝলমল॥
অষ্টধাতুতে সাজাইল অষ্ট গোটা গড়।
নানা চমৎকার কৈল লঙ্কার ভিতর॥
মধ্যে লঙ্কাপুরী যার প্রহরী সাগর।
সোনার কমল সাজে জলের উপর॥
(অদ্ভুত আচার্য)

ব্রহ্মা বলে যত প্রাণী করিব উৎপত্তি।
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণের শকতি॥
যে যে প্রাণী সৃজন করিব এ সংসারে।
তোমরা প্রধান হৈয়া পালিবে সবারে॥
প্রাণিগণ বলে ব্রহ্মা সে বড় দুষ্কর।
না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর॥
ব্রহ্মা শাপ দিলা বেটা হও রে রাক্ষস।
হেতি নামে রাক্ষস সে হইল কর্কশ॥
বিদ্যুৎকুমারী নামে ব্রহ্মার কুমারী।
তারে বিভা করিল রাক্ষস দুরাচারী॥
মন্দর পর্ব্বতে দুইজনে কেলি করে।
জন্মিল সন্তান এক কত দিন পরে॥
পর্ব্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে।
মনের আনন্দে কেলি করে দুইজনে॥
পিতা মাতা স্নেহ নাই সন্তান উপর।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর॥
অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে।
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে শ্বাসে॥
[১]বৃষভবাহনে যান পার্ব্বতী শঙ্কর।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইল গঙ্গাধর॥
শিব বলেন পার্ব্বতি দেখহ অতি দূরে।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব্বত উপরে॥
মহেশের দয়া হৈল সন্তান উপর।
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে দিলা বর॥
শিব বলেন শুন ওহে অনাথ সন্তান।
মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবান্॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
আজ্ঞামাত্র হৈল শিশু বাপের সোসর॥
বিদ্যুৎকেশরীর পুত্র সুকেশ নাম ধরে।
মহাবলবান্ হৈল ধূর্জ্জটীর বরে॥

॥ মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম ॥

তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্ব্বতী।
তাহা হৈতে হৈল যত রাক্ষস উৎপত্তি॥
পার্ব্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান।
[২]তাহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান॥
স্ত্রী পুরুষে রহিলেক পৃথিবী ভিতরে।
তিন পুত্র হৈল তার কত দিন পরে॥
পুত্র দেখে সুকেশ পরম কুতূহলী।
নাম রাখে মাল্যবান মালী আর সুমালী॥
তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর।
ব্রহ্মা বলে কিবা বর চাহ নিশাচর॥
মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিন জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
সংগ্রামেতে কোথাও না হই অপমান।
এই বর দিতে ব্রহ্মা করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবনজয়ী হবে সবে।
সংগ্রামে বিষ্ণুর ঠাই পরাভব হবে॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব ধরি বান্ধি বান্ধি আনে॥

১। পাঠান্তর :
হেঁটে শিশু কান্দে শুনি উপর গগনে।
শঙ্কর পার্বতী যান বলদ বাহনে॥
অনাথ বালক কান্দে মা বাপ দারুণ।
বলদ রাখিয়া দেবী করেন করুণ॥
দেবা দেবী রহি তারে দিলা বর দান।
ততক্ষণে হৈল শিশু বাপের সমান॥
পুরুষ প্রমাণ হৈল মহেশের বরে।
পার্ব্বতীর বরে সে সুকেশ নাম ধরে॥ (ক. ২১১)

২। বাল্মীকি রামায়ণ মতে গন্ধর্বের নাম 'গ্রামণী', কন্যার নাম 'দেববতী'।
গ্রামণী নাম গন্ধর্বো বিশ্বাবসু সমপ্রভঃ॥
তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাত্মজা। উ ৫

[1]আছিল গন্ধর্ব্ব রাজা শৈব সদাচারী।
তিন কন্যা ভূপতির পরম সুন্দরী ॥
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান।
দুই নারীর গর্ভে জন্মে এগার সন্তান ॥
বীরবমু সুচিক আর যজ্ঞ ও কোপন।
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধব নন্দন ॥
প্রহস্ত অকম্পন হয় ধর্ম্মেতে বিকট।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
সত্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দুই জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর ॥
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা।
সেই রাবণের মাতা নামটি নিকষা ॥
সুমালী রাক্ষসের নারী পরম যুবতী।
চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি ॥
বীর আর অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি ॥
তিন ভাইয়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর।
সেই সব নিশাচর অবনী ভিতর ॥
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
এত রাক্ষস হৈল কোথা করিব বসতি ॥

॥ বিশ্বকর্ম্মার লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ ও মালী
প্রভৃতির লঙ্কাপুরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ॥

ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্ম্মা আনে ॥
নিশাচর বলে বিশ্বকর্ম্মা লহ পান।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত ॥
গরুড় পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে ॥
ত্রিকূট পর্বতের প্রধান দুই চূড়া।
সত্তরি যোজন পরিমাণ তার গোড়া ॥
সত্তরি যোজন ঊর্দ্ধে লেগেছে আকাশে।
সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আওয়াসে ॥
বাহির চৌয়ারি তার মনোহর অতি।
অতিভয়ঙ্কর নাহি পবনের গতি ॥
দেব দানব যাইতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল পুরী মনোহর ॥
কত শত পুষ্পবন কত সরোবর।
বৃন্দ মহাপদ্ম কত শত কোটি ঘর ॥
সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে।
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে ॥
চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘিরে।
পবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে ॥
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস।
নেতের পতাকা উড়ে সোনার কলস ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমত নাহি স্থান।
একমাসে বিশ্বকর্ম্মা করিলা নির্ম্মাণ ॥
[1]পুরী দেখি রাক্ষসের হর্ষ হৈল অতি।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণ করিল বসতি ॥

১। মূল রামায়ণে নর্মদা নাম্নী এক দানবী ছিল। তাঁহার তিনটি কন্যা। মাতাই তিন কন্যাকে মাল্যবানাদি রাক্ষসগণকে সম্প্রদান করেন। উ. ৫

১। তুলনীয়—
দৃঢ় প্রাকার পরিখাং হৈমৈগৃ হশতৈ বৃ তাম্।
লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা ন্যবসন্ রজনীচরাঃ ॥ উ. ৫
—দৃঢ়তর প্রাকার ও পরিখায় পরিবেষ্টিত ও শত শত স্বর্ণময় গৃহশোভিত লঙ্কা লাভ করিয়া রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিল।
পাঠান্তর :
অতি উচ্চ প্রাচীর সে সোনার গঠন।
উভে সত্তরি যোজন ঠেকেছে গগন ॥
লঙ্কার গঠন দেখিয়া সব রাক্ষস পীরিতি।
লঙ্কা পাইয়া রাক্ষস করিল বসতি ॥ শ্রী. ১

আগেতে করিল রাজ্য মালী আর সুমালী।
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী ॥
তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ ॥ক
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

---

*॥ গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ ॥

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরু শৃঙ্গ কিসের কারণ ॥
কি লাগিয়া বিসংবাদ গরুড় পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনি তব স্থানে ॥
মুনি বলে শুন রাম অপূর্ব্ব কথন।
গরুড় পবনে যুদ্ধ হৈল যে কারণ ॥
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥
সন্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাস এ দুই সহোদর ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করয়ে দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে ॥
ধনশোকে কনিষ্ঠ ভাই হইল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহিল ভাগ দেহ সমুচিত ॥
জ্যেষ্ঠ বলে পিতা ভাগ না করিলা ধন।
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ ॥
ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃধন অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন।
সেই দাওয়া করিয়া লইব পিতৃধন ॥
বশিষ্ঠ বলেন আছেন বেদের বিহিত।
পঞ্চ অংশের দুই অংশ তোমার উচিত ॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান।
পিতৃধন দুই অংশ করহ প্রদান ॥
আমি গিয়াছিনু ভাই বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ কহিল ভাগ নাহি দেয় কেনে ॥
[১]জ্যেষ্ঠ বলে কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে।
জাতিনাশ করিলে কহিয়া অন্যস্থানে ॥

ক বাল্মীকি-রামায়ণে প্রথমে কুবেরের জন্মকথা (২য় সর্গ) তৎপরে রক্ষোবংশের জন্মকথা (৪র্থ সর্গ) বিবৃত হইয়াছে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে ক্রম উল্টাইয়া প্রথমে রাক্ষসের জন্মকথা পরে কুবেরের কথা বলা হইয়াছে। ক. ২১১ নং পুঁথিতে রামায়ণের ক্রমই অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রচলিত সংস্করণগুলিতে রাক্ষসদের বংশক্রম ঠিক দেওয়া হয় নাই। রামায়ণ অনুসারে হেতির পুত্র বিদ্যুৎকেশ, বিদ্যুৎকেশের পত্নীর নাম 'সালকটঙ্কটা'। বিদ্যুৎকেশের পুত্র সুকেশ। পাঠান্তরে যথার্থ ক্রম পাওয়া যায়:

হেতু নামে পুত্র বিদিত সংসার।
বলভদ্র কলা নামে তার পরিবার ॥
তপেতে আগল হেতু রাক্ষসের বীর্যে।
বিদ্যুৎকেশ পুত্র হৈল রাক্ষসেতে সৃজে ॥
বিদ্যুৎকেশ বিভা কৈল সন্ধ্যার কুমারী।
সলটঙ্কা নামে কন্যা পরম সুন্দরী ॥ ক. ২১১

* গজ-কচ্ছপের কাহিনী অনেক পুরাণেই আছে। তবে ভ্রাতাদের নাম এক এক স্থানে এক এক রূপ। মহাভারতে (আদি ২৪) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিভাবসু, কনিষ্ঠের নাম সুপ্রতীক। তাহাদের ঝগড়াও পৈতৃক ধনের অংশ লইয়া। মূল রামায়ণে গজ-কচ্ছপের উপাখ্যান নাই। মনে হয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই কাহিনী মহাভারত হইতেই গৃহীত হইয়াছে। গরুড়-পবনের যুদ্ধসংবাদ কৃত্তিবাসে সম্পূর্ণ নূতন।

১। তুলনীয়:—

নিয়ন্তুং নহি শক্যস্ত্বং ভেদতো ধনমিচ্ছসি।
যস্মাৎ তস্মাৎ সুপ্রতীক হস্তিত্বং সমবাপ্স্যসি ॥
সপ্তস্ত এবং স্ব প্রতীকো বিভাবসুমথাব্রবীৎ।
ত্বমপি অন্তর্জলচরঃ কচ্ছপঃ সম্ভবিষ্যসি ॥
মহা. আদি. ২৪

হীনজন জ্ঞান বুদ্ধি কৈল মুনিবর।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর॥
বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলে কাণে।
গজ হৈয়া পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে॥
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে॥
দুইয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুইজন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ॥
দশ যোজন গজের দেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গজের গর্জ্জনে গিয়া বনে প্রবেশিল॥
কচ্ছপ সলিলে গেল গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন॥
[১]যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন যায় ত বিপাকে॥
ধন পাইয়া যেই জন না করে বিতরণ।
যথাকার ধন তথা যায় আকরণ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয়॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজ কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা॥
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে।
গজ কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে॥
জলেতে কচ্ছপ আছে সেই সরোবরে।
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে॥
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খাইতে গেল জল॥
গজে দেখি কচ্ছপের পড়িয়া গেল মনে।
পূর্ব্ব লোভে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধরে টানে॥
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে।
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুল্য বলে॥
কেহ কারে জিনিতে নারে উভয়ে সোসর।
দুই জনে টানাটানি করয়ে বৎসর॥
বিনতা নন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে॥
এক বৎসর যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ কারে জিনিতে নারে একই বৎসর॥
[২]কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপদেহ নারায়ণ কর বিমোচন॥
গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল।
বাঁ পায়ের নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল॥
গজ কূর্ম্ম লৈয়া পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা লৈয়া করিব ভক্ষণ॥
[৩]শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল॥
চারি গোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজন যুড়ি আছে তার গোড়া॥

—বারণ করা সত্ত্বেও তুই ধনের ভাগ চাহিতেছিস, ফলে তুই হাতী হইবি। অভিশপ্ত সুপ্রতীক বলিল, তুমিও জলচর কচ্ছপ হইবে।

১। পাঠান্তর :—

ধন থাকিতে ব্যয় না করে যেইজন
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ।
যত্ন করিয়া যেবা জন রাখেন অর্থ
সেই ধনের কারণে তার হয়ে ত অনর্থ। শ্রী. ১.

২। মহাভারতে গজের নারায়ণ-স্মরণের প্রসঙ্গ নাই। শ্রী, ১ সংস্করণেও নাই। মনে হয়, ভাগবতের 'গজেন্দ্র মোক্ষণ' উপাখ্যান হইতে গজের বিষ্ণুভক্তির কথা আসিয়াছে। ভাগবতে গজেন্দ্রের স্তুতির আরম্ভ এইরূপ—

ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়াদ্
মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি॥ ভা. ৮. ২.

—যিনি ভীত ও শরণাগতকে রক্ষা করেন, যাঁহার ভয়ে মৃত্যু প্রবর্তিত হয়, আমি তাঁহার শরণ লইলাম।

৩। 'বটবৃক্ষে'র প্রসঙ্গ মহাভারতেও আছে। গরুড় বটের ডালে বসিলে ডাল ভাঙ্গিয়া গেল। ডালে

গজ কচ্ছপ লৈয়া বৈসে গাছের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিনজনার ভর॥
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে॥
ডাহিন পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে॥
ফেলিল সে ডাল লৈয়া চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপনে মরে স্ত্রী ও পুরুষে॥
বহু পাপে হইয়াছিল চণ্ডাল জনম।
গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন॥
গজ কচ্ছপ লৈয়া গেল ব্রহ্মার সদন।
বল ব্রহ্মা কোথা লৈয়া করিব ভক্ষণ॥
ব্রহ্মা বলে কোথা সহিবেক এত ভর।
গজ কচ্ছপ লৈয়া যাহ সুমেরু শিখর॥
তথা গজ কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ॥
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেনকালে আইলা তথা দেবতা পবন॥
পবন বলেন পক্ষী তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিণ্ডিব তব মাথা॥
যাবত তোমায় নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া বেটা যাহ নিজ স্থান॥
গরুড় কহেন তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব অহঙ্কার ছাড়॥

বালখিল্য মুনিগণ তপস্যা করিতেছিলেন। গরুড় তাঁহাদের প্রাণনাশের ভয়ে নখে গজ-কচ্ছপ ও চঞ্চুপুটে ডাল লইয়া গগনে উড্ডীন হইলেন। মহর্ষিগণ এই অলৌকিক কর্ম দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'গরুড়'। গুরু ভার লইয়াও উড়িতে সমর্থ, তাই বিহঙ্গমের নাম গরুড়ঃ

গুরুং ভারং সমাসাদ্যোড্ডীন এব বিহঙ্গমঃ।
গরুড়স্তু খগশ্রেষ্ঠস্তস্মাৎ পন্নগভোজনঃ॥ আদি. ২৫

[1]গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে॥
গরুড় বলেন বায়ু বড়াই না কর।
সুমেরু পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার॥
গরুড়ের বচনে পবনের ক্রোধ বাড়ে।
পর্ব্বত সমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে॥
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত উপরে।
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতাকুমারে॥
বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন।
পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে মন॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর॥
মেঘের গর্জ্জন আর পড়িল ঝঞ্ঝনা।
[2]পর্ব্বতের তবু নাহি নড়ে এক কোণা॥
প্রলয়কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণ মানিলা তরাস॥
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করেন যত দেবগণ।
আচম্বিতে মহাপ্রলয় হয় কি কারণ॥
দেবতার এত বাক্য শুনি প্রজাপতি।
দেবগণে লৈয়া তবে যান শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর যুক্তি না আইসে॥
না শুনি ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ॥

১। পাঠান্তর :—
গরুড়ের বচনে পবনের ক্রোধ বাড়ে
পর্বতের সনে তারে উড়াইব ঝড়ে।
গরুড় বলে পবন কত বল বড়াই করি
সুমেরু পর্বত নাড়িতে কার শক্তি পারি। শ্রী. ১.

২। পাঠান্তর বট. ১, ২,—
(ক) 'পর্বতের তবু নাহি নড়ে এক কণা'

পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া ব্রহ্মা চলিল সত্বর ॥
পবনে এড়িয়া যায় গরুড় গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন পক্ষী বলি হে তোমারে ॥
আমি সৃষ্টি করিলাম তুমি কর রক্ষা।
একদিক হৈতে তুমি তুলি লহ পাখা ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি গরুড়ের হৈল হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ ॥
ব্রহ্মা বলে তুমি যেমন আমি তাহা জানি।
শত যুগে পবন তোমারে নাহি জিনি ॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড় পক্ষী হাসে।
তবে ত গরুড় পাখা করিল প্রকাশে ॥
গরুড় তুলিল পাখা গিরিবর নড়ে।
ঝড়েতে সে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে ॥
চিত্রকূট পর্ব্বত আছে সাগর ভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে ॥
লঙ্কানামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপে শ্রীরাম লঙ্কার শুন জন্ম ॥

॥ মালীবধ ও সুমালী-মাল্যবানের পাতালে পলায়ন ॥

মাল্যবান রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ বরে ॥
[১]মনে করে আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
সকল দেবতা মারি ঘুচাইব ডর ॥
তবে দেবগণ গেলা শিবের গোচর।
কহিল বৃত্তান্ত সদাশিব বরাবর ॥
সুকেশের সন্তান দুষ্ট নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর ॥
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন ॥
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পাইয়া বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর ॥
দেব দেবী বিপ্র হিংসা করে যেই জন।
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন ॥
এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ।
রাক্ষস মারিতে পারে দেব নারায়ণ ॥
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে শুন দেবগণে ॥
মহেশের আজ্ঞা পাইয়া যতেক অমর।
উপনীত হইল গিয়া বৈকুণ্ঠ নগর ॥
সম্ভ্রমে দেবতাগণ হৈয়া প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে করি যোড়হাত।
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিন পুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে ॥
দেব দ্বিজ হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ ॥
মারে শেল শূল জাঠা লোটে সব নারী।
ছিন্নভিন্ন করিয়াছে অমর নগরী ॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষরক্ষ কিন্নরাদি নাহি আঁটে রণে ॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেব গদাধর।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর ॥
দেবতার ত্রাস দেখি শ্রীহরির হাস।
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস ॥

১। পাঠান্তর:

(ক) সুকেশের তিন বেটা সুখে রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিঞা বেড়ায় ব্রহ্মার বরে ॥
মুঞি ব্রহ্মা মুঞি বিষ্ণু মুঞি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ যম দেব পুরন্দর ॥
হেন সব রাক্ষস করে অহঙ্কার।
দেবদানব জিনিয়া নিলেক অধিকার ॥ হী.

(খ) আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি মহেশ্বর
কুবের বরুণ যম আমি পুরন্দর।
মাল্যবান তিন ভাই করে অহঙ্কার
দেবদানব জিনিয়া লইল রাজ্যভার। শ্রী. ১.

তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর॥
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ।
নির্ভয়ে অমরপুরে গেল দেবগণ॥
[১]জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদে।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্লাদে॥
বসিয়াছে তিন ভাই রত্ন সিংহাসনে।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিনজনে॥
প্রণাম করিয়া দিল রত্ন সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ॥
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
বলহ হেথায় তব কোন প্রয়োজন॥
মুনি বলে তোমাদের হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া আইনু লঙ্কাপুরী॥
এক ঠাঁই মিলিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন॥
তোমাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবেন যুদ্ধ তোমাদের সনে॥
হৈয়াছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল মনে॥
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোদের উপর॥
এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার॥
এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়।
নিশাচরগণ ভাবে তবে কি হবে উপায়॥
একত্র বসিয়া যুক্তি করে তিন জন।
হেনকালে ব্রহ্মা আইলা রাক্ষস সদন॥

তাহার পুরেতে এই শুনি সমাচার।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত॥
শুনি অমঙ্গল বাক্য বুঝাইতে হিত।
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈলা উপনীত॥
ব্রহ্মা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল তিনজন।
প্রণাম করিয়া করে চরণ বন্দন॥
ভক্তিভাবে বসাইল রত্নসিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে॥
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন।
আজ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন॥
এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী।
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম্ম করি॥
ব্রহ্মা বলে সর্ব্বদা বাসনা করি মনে।
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে॥
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা সজাতীয় ধর্ম্ম॥
দেব দ্বিজ হিংসা কর পাপকর্ম্মে মতি।
দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি॥
তিনলোক উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি॥
হোম যজ্ঞ ভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে॥
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভাবে যেবা ডাকে তার অনুগত॥
মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যাতে।
দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে॥
দেব দ্বিজ দুই তুল্য ধর্ম্মপথে মন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন॥
অতি অল্প আয়ু তোরা ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেব হিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন॥

১। নারদের কথা শ্রী. ১ সংস্করণে নাই। তাহাতে ব্রহ্মা যে মাল্যবানাদির নিকট গিয়াছিলেন, সে কথাও নাই। বিষ্ণুর সঙ্গে মাল্যবানাদির যুদ্ধের বর্ণনাও সেখানে অতি সংক্ষিপ্ত।

হইয়াছে এক যুক্তি যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হইয়াছে নারায়ণ॥
বিষ্ণুসনে যুঝিবেক কাহার শকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি॥
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন॥
মাল্যবান বলে ভাই শঙ্কা ত্যজ মনে।
তিনজনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে॥
মাল্যবান কথা শুনি কহিছে সুমালী।
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী॥
হিরণ্যকশিপু আদি করিল সংহার।
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার॥
মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে।
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে॥
বিষ্ণু বড় কুচক্রী কুযুক্তি কত তার।
সে মরিলে দেবতার টুটে অহঙ্কার॥
তিন ভাই মিলি আগে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ॥
মুনি ঋষি মারিব মারিব সিদ্ধ যতি।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি॥
[১]এত বলি তিনজনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার॥
তুলিল কটক ঠাট রথের উপরে।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে॥

১। তুলনীয়:

এবং সংমন্ত্র্য বলিনঃ সর্বসৈন্যমুপাসিতাঃ।
উদ্‌যোগং ঘোষয়িত্বা তু সর্বে নৈঋতপুঙ্গবাঃ॥…
যুদ্ধায় নির্যযুঃ সর্বে মহাকায়া মহাবলাঃ।
স্যন্দনৈর্বারণৈশ্চৈব হয়ৈশ্চ করিসন্নিভৈঃ॥ উ. ৬

—এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধ ঘোষণাপূর্বক মহাকায় মহাবল রাক্ষসেরা রথে, হাতীতে এবং হস্তীতুল্য ঘোড়া লইয়া বাহির হইল।

সিংহনাদ ঘোর শব্দ করে ঘনে ঘন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন॥
গরুড় বাহনে চড়ি আইলা নারায়ণ।
নারায়ণ সম্মুখেতে বাজে মহারণ॥
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর।
বাণবৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর॥
ছাইল গগন পথ দিগ্‌দিগন্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টীশ তোমর॥
জাঠাজাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর॥
নারায়ণের বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষসের সৈন্য সব মূর্চ্ছা হইয়া পড়ে॥
কুপিল সুমালী মালী রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে॥
[১]ঝঞ্ঝনা চিকুর সম গদাবাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু লৈয়া গরুড় পলায় উভরড়ে॥
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে॥
বিষ্ণু বলে গরুড় তিলেক থাক রণে।
পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে॥
তোমার সংগ্রামে লাগে ত্রিভুবনে ভয়।
রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয়॥
উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে।
চক্রবাণ বিষ্ণু এড়িলেন ততক্ষণে॥
চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পাড়ে।
মাল্যবান সুমালী পলায় উভরড়ে॥

১। পাঠান্তর:—

ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন মাতায় গদার বাড়ি
বাণে কাতর হইয়া গরুড় বিষ্ণু লইয়া উড়ি।
গরুড় ত্রাস দেখিয়া রাক্ষস দেয় টিটকারী
নেউটিয়া চক্রবাণ এড়িল শ্রীহরি। শ্রী. ১.

পুনঃ ফিরে নিশাচর নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদ্গর হানে ভয়ে কাঁপে অঙ্গ॥
মাল্যবান বলে তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাই যমপুরী॥
শ্রীহরি বলেন শুন বেটা মাল্যবান।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি দেবতার স্থান॥
অভয় লইয়া গেল যতেক অমর।
তোরে মারি ঘুচাইব দেবতার ডর॥
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে।
প্রাণ লৈয়া যাহ বেটা পাতাল ভিতরে॥
মাল্যবান বলে বিষ্ণু কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ॥
মালসাট দিয়া তবে গেল মাল্যবান।
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান॥
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে॥
[১]শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলাইয়া রাক্ষস গেল পাতাল ভিতর॥
শ্রীহরির ভয়ে সবে প্রবেশে পাতাল।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল॥
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ।
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ॥
রাবণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জ্জয়॥

১। পাঠান্তর :—
লঙ্কায় না গেল রাক্ষস গেল বিষ্ণুর ডরে
সকল রাক্ষস প্রবেশে পাতাল ভিতরে।
বিষ্ণুর ডরে পলায় যত রাক্ষসগণ
লঙ্কা পাইয়া কুবেরে কৌতুক হইল মন। শ্রী. ১.

অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

॥ কুবেরের জন্ম, বরলাভ ও লঙ্কায় রাজত্ব ॥

শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন।
ব্রহ্ম অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ॥
তেমনি সন্তান হয় যেরূপ ঔরস।
ব্রাহ্মণের বীর্য্যে কেন জন্মিল রাক্ষস॥
বিশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন।
দুই ভাই দুই জাতি হৈল কি কারণ॥
কুবের হইল যক্ষ রাক্ষস রাবণ।
এক বীর্য্যে দুই জাতি হৈল দুই জন॥
বিশ্রবার দুই পুত্র সর্ব্বলোকে জানি।
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
রাবণের জন্মকথা কহি তব স্থান॥
মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন॥
সুমেরু পর্ব্বতে থাকে যোগাসন করি।
কেলি করিবারে আইল অনেক সুন্দরী॥
[২]দেবতা গন্ধর্ব্ব কন্যা আইল বিস্তর।
সখী সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর॥
তৃণবিন্দু মুনি কন্যা রূপেতে অপ্সরা।
[১]ত্রৈলোক্যমোহিনী ধনী নাম স্বয়ংবরা॥

২। পাঠান্তর :—
দেবকন্যা নাগকন্যা গন্ধর্বী অপ্সরা।
সকল কন্যা কেলি করিতে তৎপরা॥

১। পাঠান্তর :—
(ক) তৃণবৃন্দ মুনিকন্যা জগতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্যমোহিনী নাম হল স্বয়ংবরা॥ বট. ২.
(খ) অবস্থিত কন্যা তার নাম কলাবতী। হী.

মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী॥
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ॥
কোপেতে পুলস্ত্যমুনি শাপ দিলা তারে।
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে॥
তবু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সুখে।
[১]কোপেতে পুলস্ত্যমুনি শাপিলেন তাকে॥
না শুন আমার কথা কোন অহঙ্কারে।
মুনি শাপে কন্যার স্তনেতে দুগ্ধ ঝরে॥
অপমান পাইয়া গেল বাপের আলয়।
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয়॥
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ।
পুলস্ত্য নিকটে গেল মলিনবদন॥
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্ত্যের পায়।
জিজ্ঞাসা করিল মুনি বসতি কোথায়॥
তৃণবিন্দু বলে থাকি এই গিরিপুরে।
দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে॥
অনূঢ়া কন্যার গর্ভ শুনি লাগে ত্রাস।
স্তনযুগে দুগ্ধ ঝরে একি সর্ব্বনাশ॥
মুনি বলে তোর কন্যা বড়ই চঞ্চলা।
ভাঙ্গিল তপস্যা মোর করি অবহেলা॥
করিল কুকর্ম্ম যে যৌবন অহঙ্কারে।
দিয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে॥
তৃণবিন্দু বলে দোষ ক্ষম মহাশয়।
তুমি না করিলে দয়া জাতি নাশ হয়॥
মুনি বলিলেন আর কি আছে উপায়।
বলিল যে কথা তাহা খণ্ডন না যায়॥
তৃণবিন্দু বলে মুনি কর অবধান।
পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান॥

১। প্রবাসী সংস্করণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তৃণবিন্দু-কন্যার প্রতি মুনির অভিশাপাদি অংশ বাদ দিয়াছেন।

তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে॥
বালিকা আমার কন্যা বিবাহ না হয়।
হেন কন্যা গর্ভবতী শুনি লাগে ভয়॥
শাপেতে হইল গর্ভ কেহ না বুঝিবে।
বলহ কেমনে মুনি জাতি রক্ষা হবে॥
মুনি বলে তৃণবিন্দু কি আছে যুকতি।
কিসেতে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি॥
তৃণবিন্দু বলে যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয়॥
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবিন্দু কন্যাদান করিল মুনিরে॥
করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতী।
মুনি তারে দিল বর হৈয়া হৃষ্টমতি॥
মম শাপে গর্ভ হইল পাইলে অপমান।
মম বরে প্রসবিবে উত্তম সন্তান॥
[১]সেই গর্ভে জন্মে বিশ্রবা মহামুনি।
ভরদ্বাজ কন্যা বিভা করিলেন তিনি॥
[২]ভরদ্বাজ মুনিকন্যা নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিলা কুবের[৩] মহারথা॥

১। প্রাচীন পুঁথিতে ও শ্রী.১. সংস্করণে 'বিশ্বশ্রবা' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,

বিশ্বশ্রবা বলি পুত্র প্রসবিল সুন্দরী
মহামুনি হইল সেই নানা গুণশালী। শ্রী. ১.

২। বাল্মীকি মতে কন্যার নাম 'দেববর্ণিনী' এখানে নাম 'লতা'। শ্রী.১. সংস্করণে নাম 'লোভা'—

ভরদ্বাজ মুনির কন্যা নাম লোভা
সেই কন্যা বিবাহ করে মুনি বিশ্বশ্রবা।
পাঠান্তর :—
বৈধাত্রী নামে কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
বিশ্বশ্রবা বিভা করি গেলা সুমেরু গিরি॥ হী.

৩। কুবের : অষ্ট লোকপালের একজন।

অষ্টলোকপাল—ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের।

[১]বিশ্রবার ঔরসেতে কুবেরের জন্ম।
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম॥
কুবের করিল তপ সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর॥
ব্রহ্মার বরেতে কুবের হইল অমর।
অমর হইল আর হৈল ধনেশ্বর॥
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলি কুবেরেরে দিলা বহু বর॥
পাইল পুষ্পক রথ কি কব বাখান।
আপনার হাতে ব্রহ্মা করিলা নির্ম্মাণ॥
রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি॥
দশ যোজন রথখান অতি সুচিকণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মন॥
বর পাইয়া কুবেরের হর্ষ হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া বাপের চরণে॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিলা বর দান।
সবে মাত্র নাহি দিলা থাকিবার স্থান॥
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর কোথা পিতা করিব বসতি॥
বিশ্রবা বলেন তুমি ধন অধিকারী।
তোমার বসতি যোগ্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষস পলাইয়া গেল পাতাল ভিতর॥
কুবের বলেন পিতা করি নিবেদন।
রাক্ষস পলাইয়া গেল কিসের কারণ॥
বিশ্রবা বলেন দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ॥
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর॥

১। কুবের: অষ্ট লোকপালের একজন। অষ্ট লোকপাল—ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের।

কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্ব্বনাশ॥
বিষ্ণুভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকাইয়া রহে গিয়া পাতাল ভিতর॥
সে অবধি শূন্য পড়ি আছে লঙ্কাপুরী।
তথা গিয়া থাক পুত্র ধন অধিকারী॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া সে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি॥

॥ রাবণাদির জন্ম, তপস্যা ও বরলাভ ॥

পুষ্পক বিমানে কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে।
পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে॥
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা হইল কুবেরে॥
বসিয়া মন্ত্রণা করে লৈয়া মন্ত্রিগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে॥
বিশ্রবার অধিকার হইয়াছে লঙ্কার।
পিতৃধন কুবের করিল অধিকার॥
পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয়॥
যদ্যপি দৌহিত্র হয় বিশ্রবা নন্দনে।
দুই দিক অধিকারী হৈবে হেন জনে॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্রবারে দান দিব আপন দুহিতে॥
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
[১]কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কন্যারে॥

১। প্রচলিত সংস্করণগুলিতে মাল্যবান নিজ কন্যা নিকষাকে ডাকিয়া বিশ্বশ্রবার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণে দেখা যায়, আপন কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন সুমালী:

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ।
রসাতলান্মর্ত্যলোকং সর্বং বৈ বিচচার হ॥

নিকষা তাহার নাম নবীন যৌবনী।
অকলঙ্ক শশিমুখী মরালগামিনী॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি রামরম্ভা উরু।
হরিণাক্ষী কামের সমান যুগ্ম ভুরু॥
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী॥
যৌবন তরঙ্গে বক্ষে ভঙ্গিমা সুঠাম।
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম॥
মাল্যবান বলে আইস প্রাণের কুমারী।
সাবিত্রী সমান হও আশীর্ব্বাদ করি॥
মাল্যবান বলে তুমি রূপেতে রূপসী।
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী॥
এই উপরোধ করি তোমার গোচর।
বিশ্রবার কাছে গিয়া মাগ পুত্রবর॥
তাহার রমণী হৈয়া থাক তার ঘরে।
যেরূপে জনমে পুত্র তোমার উদরে॥
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিত।
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিত॥
একে ত রূপসী শশী ভুবনমোহিনী।
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী॥
মহামুনি বিশ্রবা আছেন তপস্যায়।
নিকষা বিচিত্র বেশে সম্মুখে দাঁড়ায়॥
বিশ্রবা জিজ্ঞাসে তারে কে তুমি রূপসী।
নিকষা কহিল আমি পুত্র অভিলাষী॥
পত্নীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার।
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার॥
সর্ব্বমতে আদরিণী হবে মম বরে।
এক কন্যা তিন পুত্র ধরিবে উদরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত আকার।
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার॥
হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি দুর্জ্জন।
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ॥
করিবেক অনাচার দেব দ্বিজে হিংসে।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে॥
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতি লোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা॥
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ।
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ॥
এতেক কহিল যদি মুনি মহাশয়।
নিকষার দুই চক্ষে বারিধারা বয়॥
যোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর।
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলে মুনিবর॥
তোমার ঔরসে পুত্র জন্মিবে যে জন।
ধর্ম্মশীল না হইব একথা কেমন॥
মুনি বলে বিষাদিত না হও সুন্দরী।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি॥
[১]অগ্নির পতন কালে চাহিয়াছ বর।
অগ্নি হেন দুই পুত্র হইবে দুষ্কর॥
এত বলি বিশ্রবা তপস্যাতে যান।
নিকষা প্রসব কৈল চারিটি সন্তান॥

নীলজীমূতসঙ্কাশ স্তপ্ত কাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
কন্যাং দুহিতরং গৃহ্য বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্॥…
অথাব্রবীৎ সুতাং রক্ষঃ কৈকসীং নাম নামতঃ।…
ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্॥ উ. ৯.

শ্রী. ১. সংস্করণে সুমালীরই কন্যা নিকষা :
পুষ্পক রথে কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে
পাতালে থাকি তাহা সুমালী রাক্ষস দেখে।
আপনার ভাল রাক্ষস মনে মনে গণে
নিকশা নামে কন্যা ডাক দিয়া আনে।
পুত্রবর দিবেক বিশ্বশ্রবা মহর্ষি
বেশ করিয়া যাহ তুমি পরম রূপসী।

১। তুলনীয় :
দারুণায়াং তু বেলায়ামগতাসি সুমধ্যমে।
অতস্তে দারুণৌ পুত্রৌ রাক্ষসৌ সম্ভবিষ্যতঃ॥
অধ্যাত্ম উ. ১.

[2]প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্ব গড়ন।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ ভুবন কাঁপে ডরে।
কুম্ভকর্ণে প্রসব করিল তার পরে॥
বিকৃত আকার দেহ বিষম লক্ষণ।
তারে দেখি অন্তরে কাঁপিল দেবগণ॥
সুতিকাগৃহেতে আসিয়াছিল যত নারী।
মুখে পুরে একেবারে সাপটিয়া ধরি॥
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে।
মুগের গড়ন দেখি সবে কাঁপে ডরে॥
লিহ লিহ করে জিহ্বা বিপরীত মাথা।
নাকের নিঃশ্বাস তার কামারের জাতা॥
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার।
শূর্পনখা নাম তার বিদিত সংসার॥
কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন।
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
তিন পুত্র এক কন্যা হইল প্রসব।
শুভ সমাচার পায় রাক্ষসেরা সব॥
অনেক রাক্ষস সঙ্গে আইল মাল্যবান।
বহু ধন রত্ন দিয়া করিল কল্যাণ॥
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির কৈল মন।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন॥

বিশ্রবার আশ্রমেতে নিকষা রহিল।
মনুষ্য আচারে তথা কতদিন গেল॥
দশানন বসি আছে নিকষার কোলে।
পিতা সম্ভাষিতে কুবের আইল হেনকালে॥

২। পাঠান্তর:

শুভক্ষণে নিকশা পুত্র প্রসবিল
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণ আগেতে নাম হইল।
কুড়ি চক্ষু কুড়ি হাত দশ বদন
উল্কাপাত নির্ঘাত রক্ত বরিষণ।
জন্মিবা মাত্র রাবণ শব্দ নির্ঘন
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপযে ত্রিভুবন। শ্রী. ১.

কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে।
সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে॥
[1]আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান।
বৈমাত্রেয় ভাই তোর যক্ষের প্রধান॥
বিধাতা দিয়াছে করি ধন অধিকারী।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী॥
তোর মাতামহের নির্ম্মিত সেই লঙ্কা।
রাক্ষসের রাজ্য পাইয়া নাহি করে শঙ্কা॥
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে।
তবে ত আমার ব্যথা ঘুচিব মনেতে॥
দশানন বলে মাতা না ভাব বিষাদে।
কাড়িয়া লইব লঙ্কা তোমার প্রসাদে॥
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি।
কুবেরে জিনিয়া তবে লৈব লঙ্কাপুরী॥
শুনিয়া মায়ের খেদ হইল কাতর।
তপস্যা করিতে যায় হিমাদ্রি শিখর॥
কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণ বনেতে তপ করে তিন জন॥

১। বাল্মীকি-রামায়ণেও প্রায় অনুরূপ কথাই আছে,

পুত্র বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতারং তেজসাবৃতম্।
ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমীদৃশম্॥
দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিত বিক্রম।
যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবেবৈশ্রবণোপম॥ উ. ৯

—হে পুত্র তেজস্বী বৈশ্রবণকে দেখ। ভাই সম্পর্কে সমান হইলেও, তোমার কেমন হীন অবস্থা। হে অমিতবিক্রম দশানন, উদ্যোগী হও, যাহাতে তুমিও কুবেরের মত হইতে পার।

রাবণ উত্তরে বলিয়াছিল,

সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোঽধিকোঽপি বা।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্‌গতম্॥

—মা, সন্তাপ করিও না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি বলে ভ্রাতার মত, এমন কি তাহা হইতে বড় হইব।

কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে থাকে নিরন্তর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিপাশে।
সেই অগ্নি শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে॥
শীতকালে জলে থাকে দিবস রজনী।
নাহিক আহার নিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী॥
কতদিন ফল মূল করিল আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার॥
কঠোর তপস্যা তারা করে তিনজন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে।
তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে॥
নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য অভিলাষে॥
মাথায় পিঙ্গল জটা বাকল পরিধান।
আচরিল তপস্যার যেমত বিধান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্মসার হৈল জীর্ণতম বপু॥
তপস্যা করিল পঞ্চ সহস্র বৎসর।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর॥
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে।
কাহার সম্পদ্ লৈব দুষ্ট নিশাচরে॥
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্র সূর্য্য ভাবে সদা কি জানি কি হয়॥
যম বলে লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হৈবে আমার॥
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভয়ঙ্কর॥
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া॥

এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগ নিশাচর॥
রাবণ বলে বর যদি দিবে মহাশয়
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয়॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোরে করিতে অমর॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি নহ যে ধর্ম্মিষ্ঠ।
তোমরা অমর হৈলে মজাইবে সৃষ্ট॥
রাবণ বলিল যদি না কর অমর।
তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর॥
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন।
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ॥
রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট তপ করে তিন জন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর।
হেঁটমাথা করি রহে দুই পা উপর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারিমাস থাকে পদ্মাসনে।
শিলা বরিষণ ধারা বহে রাত্রিদিনে॥
শীতকালে হিমজলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপে তপ করে অযুত বৎসর॥
অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে।
ঊর্দ্ধকরে দুই বাহু ঠেকিছে গগনে॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥
অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ।
অনেক কঠোর তপ করে দশানন॥
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় অগ্নির উপরে॥
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে॥

খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ সদন॥
ব্রহ্মা বলিলেন তপ না করিহ আর।
যত চাহ তত দিব ধন অধিকার॥
দশানন বলে যদি মোরে দিবে বর।
তব বরে সংসারেতে হইব অমর॥
ব্রহ্মা বলেন অমর বর বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমর বর চাহ অন্য বর॥
রাবণ বলিল যদি না কর অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর॥
কারো রণে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেহ॥
ব্রহ্মা বলেন যে বর চাহিলে নিজ মুখে।
তুষ্ট হৈয়া সেই বর দিলাম তোমাকে॥
যত যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে॥
বাকি আছে দুই জাতি নর ও বানর।
দশানন বলে মোর তাহে নাহি ডর॥
বাকি যে বানর নর ধরি ভক্ষ্যমধ্যে।
নর আর বানরে কি জিনিবেক যুদ্ধে॥
রাবণ বলিছে পুনঃ করি যোড়কর।
কাটা মুণ্ড যোড়া যাবে দেহ এই বর॥
ব্রহ্মা বলে দেই বর শুন হে রাবণ।
মুণ্ড কাটা গেলে তোর না হবে মরণ॥
কাটামুণ্ড যোড়া তব লাগিবেক স্কন্ধে।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে॥
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ স্থানে।
বর মাগ বিভীষণ যাহা লয় মনে॥
বিভীষণ প্রণমিল যুড়ি দুই কর।
ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে॥
বিনা শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ॥
তার পরে কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে।
দেখিয়া ত দেবগণ লাগিল কাঁপিতে॥
দেবগণ বলে ভাগ্যে না জানি কি হয়।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখি লাগে ভয়॥
বিধির নিকটে বর পাইলে কুম্ভকর্ণ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ॥
[১]এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি।
ডাক দিয়া আনাইল দেবী সরস্বতী॥
দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে।
এই নিবেদন মাতা তোমার চরণে॥

১। প্রচলিত সংস্করণে কুম্ভকর্ণকে ব্রহ্মা বর দিবেন শুনিয়া দেবতারাই সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে বসিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কোন পুঁথিতে দেখা যায়, ব্রহ্মাই সরস্বতীকে বলিলেন,

একে দুর্জয় শরীর দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দেবের নিস্তার নাহি যদি কুম্ভকর্ণ পায় বর॥
দেবের বোলে ব্রহ্মা করেন যুকতি।
ডাক দিয়া আনিল দেবী সরস্বতী॥
আমার ঠাঁই বর যখন চায় কুম্ভকর্ণ।
তুমি বলিহ নিদ্রা যাই হইয়া অচেতন॥ (ক. ২১২)

শ্রী. ১ সংস্করণের পাঠও অনেকটা এইরূপ :
বিভীষণ এড়ি গেল কুম্ভকর্ণের ভিতে।
সকল দেবতা বলে ব্রহ্মা পাতিল প্রমাদ
বিনি বরে সহিতে নারি কুম্ভকর্ণের বিবাদ।
ইত্যাদি

বাল্মীকি-রামায়ণেও দেবগণের অনুরোধে সরস্বতীকে আহ্বান কবিয়া কুম্ভকর্ণকে বিভ্রান্ত করিবার নির্দেশ ব্রহ্মাই দিয়াছেন (উ. ১০)

বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে দিতে বর।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর॥
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন।
তুমি বল নিদ্রা আমি যাইব অনুক্ষণ॥
পাঠাইলা যুক্তি করি যতেক অমর।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর॥
বিধি বলে কিবা বর মাগহ নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর॥
বিরিঞ্চি বলেন বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাহ হৈয়া অচেতন॥
সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হৈয়া অচেতন॥
বর শুনি দশানন আইল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে মিনতি॥
দশানন বলে সৃষ্টি আপনি সৃজিলে।
ফলসহ বৃক্ষ কেন কাট ডাল মূলে॥
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি।
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি॥
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে না হইবে আন।
নিদ্রা জাগরণ প্রভু করহ বিধান॥
কাতর হইয়া ধরে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণ বর শুনি হাসে দেবগণে॥
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ।
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন॥
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণ বীরে।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করি আনে॥
বিশ্রবার ঘরেতে আইল তিন জন।
রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন॥

॥ কুবেরের নিকট হইতে রাবণের লঙ্কারাজ্য গ্রহণ ॥

শুনিয়া সুমালী তাহা অতি হরষিত।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত॥
সুমালী রাক্ষস উঠে লইয়া পরিজন।
মহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন॥
নিজ পরিবার লৈয়া উঠে মাল্যবান।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরশান॥
ছিল মাল্যবানের তনয় চারি জন।
ধার্ম্মিক সে চারি জনে নিল বিভীষণ॥
[১]মাল্যবান কোল দিয়া কহে দশাননে।
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে॥
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিনু দান।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ॥
বিষ্ণুভয়ে হৈয়া ছিনু পাতাল নিবাসী।
তোমার ভরসা পাইয়া পৃথিবীতে আসি॥
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙ্কাপুরী।
হইয়াছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী॥
কুবের নিকটে দূত পাঠাও একজন।
লঙ্কাপুরী ছাড়িয়া যাউক নহে দিক রণ॥
অনাবাসে এরূপ রহিব কতকাল।
[২]লঙ্কাপুরী কাড়িয়া কর ঠাকুরাল॥
রাবণ বলে মাতামহ কি কহ আপনি।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি॥

১। শ্রী. ১ সংস্করণে বক্তা মাল্যবান নহে সুমালী:
রাবণেরে কোল দিয়া বলেন সুমালি
তোমার প্রসাদে হইলাম সম্পদে আগুলি।
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিলাম দান
তোমার নাতি হৈলে হবে সভার পরিত্রাণ।
বাল্মীকি-রামায়ণেও বক্তা সুমালী (উ ১১)

২। বাল্মীকি-রামায়ণেও রাবণ মাতামহকে এইরূপ বলিয়াছিল—
'বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নার্হসে বক্তুমীদৃশম্' উ. ১১

জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসংবাদ কোন জন করে।
হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে ॥
রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা বিদ্যমানে ॥
কুবেরের মান্য রাখ জ্ঞাতিগণ দুঃখী।
ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ।
ভ্রাতারে মারিয়া রাজ্য লয় কতজন ॥
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥
বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥
গরুড়ের ভাই নাগ সর্ব্বলোকে জানে।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে ॥
সর্ব্বজন ভাই মারি করে ঠাকুরাল।
ভায়ের গৌরব কে রাখে কতকাল ॥
গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোদুঃখ।
কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি সুখ ॥
পূর্ব্বে জননীরে তুমি দিয়াছ আশ্বাস।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ॥
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ।
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ।
দূত তুমি যাহ শীঘ্র কহ বিবরণ ॥
রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥
[১]রাক্ষসের রাজ্য এই কনক লঙ্কাপুরী।
এ স্থানে কেমনে রবে ধনের অধিকারী ॥
আপনার গৌরব রাখ রাবণ সম্মান।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অন্য স্থান ॥
দুরন্ত রাক্ষসজাতি বুদ্ধি বিপরীত।
লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরীত ॥
মাতামহ রাজ্য তাই অধিকার করে।
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥
রাবণ গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ স্থানান্তর ॥
রাবণের দূত যদি এতেক কহিল।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥
বিশ্রবা বলেন শুন ধন অধিকারী।
দুরন্ত রাক্ষস আমি কি করিতে পারি ॥
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই।
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাজ নাই ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাহ যথা ভাগীরথী।
সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি ॥
বিশ্বশ্রবার বচনে কুবের পুলকিত।
রাবণের দূত গেল কহিয়া ত্বরিত ॥
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি।
মম আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি ॥
[১]ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাইব স্থানান্তর।
কিন্তু নাহি অংশ অংশী ধনের উপর ॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে বহে কুবেরের ধন।
লঙ্কা ছাড়ি কৈলাসেতে করিল গমন ॥
লঙ্কা পাইয়া রাক্ষসের পরম পিরীতি।
লঙ্কাতে করয়ে রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥
সুমন্ত্রণা করিয়া সকল নিশাচরে।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে ॥

১। পাঠান্তর :—
রাক্ষসের রাজ্য লঙ্কা সংসারে বিদিত
হেন রাজ্যে আছ তুমি নহেত উচিত।
ভাইয়ের গোচর রথে করহ সম্মান
রাবণে লঙ্কা দিয়া চল অন্য স্থান। শ্রী. ১

১। শ্রী. ১-এর পাঠ :—
লঙ্কায় রাজ্য করুন তাহে নহি কাঁটা
তাহার আমার স্থানে নাহি ভাই বাঁটা।
ত্রিশ কোটি যক্ষ কুবেরের ধন বহে
রাবণেরে লঙ্কা দিয়া কৈলাসেতে রহে।

॥ রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম ॥

মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিনজন।
ময়দানবের সনে হৈল দরশন॥
কন্যারত্ন আছে তার সর্ব্বলোকে জানি।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী॥
কন্যা দেখি পিতামাতা বড়ই ভাবিত।
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি বিহিত॥
রাবণ বলে কন্যা লয়ে কেন আছ বনে।
দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে॥
দানব বলিল অবধান মহাশয়।
কোন কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয়॥
দশানন বলে আমি বিশ্রবা নন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন॥
ময় বলে আমি বিশ্রবারে ভাল জানি।
বিবাহ করহ কন্যা আমার আপনি॥
কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক।
[1]শক্তি নামে শেলপাট দিলেন যৌতুক॥
শমনের ভগ্নী শেল জগতে বিদিত।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত॥
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে।
কন্যা দান করিয়া বিস্ময় হৈল মনে॥
বিরোচন রাজকন্যা রূপেতে উজ্জ্বলা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা॥
সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর।
তিন যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর॥

বর কন্যা উভয়ে হইল সুশোভন।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল সৃজন॥
সরমা নামেতে ছিল গন্ধর্ব্ব কুমারী।
বিভীষণ বিভা কৈল পরমাসুন্দরী॥
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে।
বিবাহ করিয়া ঘরে আইল তিন জনে॥
[2]মন্দোদরী গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ।
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ॥
মেঘের গর্জ্জন গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দৈত্য ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে॥
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব দানবের কন্যা লইয়া কেলি করে॥
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ॥
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর॥
ত্রিশকোটি রাক্ষসে গৃহের দ্বার রাখে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে॥

১। বাল্মীকি-রামায়ণেও এইরূপ কথাই আছে—
অমোঘাং তস্য শক্তিঞ্চ প্রদদৌ পরমাদ্ভুতম্।
পরেণ তপসা লব্ধাং জঘ্নিবান্ লক্ষ্মণং যয়া॥ উ. ১২
—তপস্যা দ্বারা লব্ধ অদ্ভুত অমোঘ শক্তি (শেল) তাহাকে দান করিলেন; এই শক্তিই লক্ষ্মণকে হনন করিয়াছিল।

২। রামায়ণে এইরূপ আছে—
জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাবণসূনুনা॥
রুদতা সুমহান্মুক্তো নাদো জলধরোপমঃ।
জড়ীকৃতা চ সা লঙ্কা তস্য নাদেন রাঘব॥
পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্। উ. ১২
—জন্মমাত্র রাবণ-পুত্র মেঘমুক্ত নাদের মত নাদ করিয়াছিল, তাহাতে সমগ্র লঙ্কা জড়ীভূত হইয়াছিল, এইজন্য পিতা স্বয়ং তাহার নাম রাখেন মেঘনাদ।
শ্রী. ১-এর পাঠ—
মন্দোদরির পুত্র হইল নামে মেঘনাদ
দেখিয়া দেবতাগণের হইল বিষাদ।
মেঘের গর্জনে গর্জে লঙ্কার ভিতরে
দেবদানব ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে।

চারি চারি ক্রোশ যুড়ি ঘরের দুয়ার।
রতন পালঙ্কে শুইয়া বীর অবতার॥
শূন্য হৈতে দৃষ্ট হয় অর্দ্ধ কলেবর।
কুম্ভকর্ণে দেখি কাঁপে যতেক অমর॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সকলে তাহা জানে॥
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে।
দেবগণ কম্পমান অমর নগরে॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে।
দেখিয়া ত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে॥
বিধির বরেতে রাবণ কারে নাহি মানে।
দেব দানবের কন্যা ধরি ধরি আনে॥
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া।
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া॥
মুনি ঋষি দেবতার হিংসা করি ফিরে।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে॥

॥ রাবণের কুবের বিজয়ে যাত্রা ॥

কুবের শুনিল রাবণের যত কর্ম্ম।
দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধর্ম্ম॥
দূত গিয়া রাবণেরে নোঙাইল মাথা।
যোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা॥
দূত বলে মহারাজ তব হিত চাই।
তোমারে বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই॥
বিশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার।
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার॥
দেবতার হিংসা কর দেবগণ দুঃখী।
ঋষি তপস্বীর হিংসা কোন শাস্ত্রে লিখি॥
দেবতা ঋষির কোপে বিপরীত ঘটে।
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত সঙ্কটে॥
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর॥
করিলেন উগ্র তপ মলয় শিখরে।
সর্ব্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতী শঙ্করে॥
ছলরূপে ভ্রমেণ চিনিতে কেহ নারে।
দুজনে করেন কেলি মলয় শিখরে॥
[১]কেলি ক্রীড়া কৌতুকে ছিলেন দুইজনে।
কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষু কোণে॥
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে।
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে॥
এক চক্ষু পুড়ি গেল শুন লঙ্কেশ্বর।
এক চক্ষে তপ করে সহস্র বৎসর॥
তথাপি না ঘুচিল দেবীর কোপানল।
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল॥
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন।
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ॥
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই॥
এত যদি কহে দূত রাবণ গোচরে।
শুনিয়া রাবণরাজা কুপিল অন্তরে॥
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে।
তোরে কাটি আজি তারে বধিব জীবনে॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলি তারে এতদিন সহি।
নিকট মরণ তার শোন্ তোরে কহি॥
কোন অহঙ্কারে এত কহিলি কুকথা।
[২]হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা॥

১। তুলনীয়:
দেব্যা দিব্য প্রভাবেন দগ্ধং সব্যং মমেক্ষণম্।
রেণুধ্বস্তমিব জ্যোতিঃ পিঙ্গলত্বমুপাগতম্॥ রা. উ. ১৩
—দেবীর স্বর্গীয় তেজে আমার বাম চক্ষু দগ্ধ হইল, ধূলিমলিন রৌদ্রের মত সেই চক্ষু পিঙ্গল হইয়া গেল। [এইজন্য কুবেরের এক নাম 'একাক্ষিপিঙ্গল']
২। 'দূতং খড়্গেন জঘ্নিবান্' রা. উ. ১৩

দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে॥
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন।
রাবণের সাজনে কাঁপে দেবগণ॥
শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সনে চলে শীঘ্রগতি॥
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি আর ঝকড়া।
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজা ঘোড়া॥
তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন।
মাণিকের চাকা রথ সোনার গঠন॥
রাহুত মাহুত হস্তী সাজিল অপার।
আছুক অন্যের কাজ দেবে চমৎকার॥
সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর।
যার বাণ আঘাতে পর্বত হয় চির॥
অকম্পন প্রহস্ত চলে শঠ ও নিশঠ।
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট॥
ধূম্রাক্ষ ভাস্কর আদি তপন পনস।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস॥
মারীচ রাক্ষস চলে নানা মায়া ধরে।
যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে॥
রাক্ষস মহাপাত্র চলে খর ও দূষণ।
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোর দরশন॥
শুক সারণ শার্দ্দূল চলে জম্বুমালী।
বজ্রদন্ত বিদ্যুজ্জিহ্ব বলে মহাবলী॥
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর।
মকরাক্ষ চলিল যে মহাধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে।
ঢাক ঢোল আদি করি নানাবাদ্য বাজে॥
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন॥
খাণ্ডা খরশাণ টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর॥
নানা আভরণ পরি দশানন সাজে।
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন মাঝে॥

॥ কুবেরের পরাজয় ॥

সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাসপর্ব্বতে উঠি করে মার মার॥
দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর।
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে।
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে॥
রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপরে।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গরে॥
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে।
রাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে॥
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ।
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ॥
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিতে কুবের তারে দিলা অনুমতি॥
বিষ্ণুচক্র সমান তাহার চক্রে ধার।
রাক্ষস উপরে করে বাণ অবতার॥
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর।
রুষিল রাবণ রাজা লঙ্কার ঈশ্বর॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ॥
পলাইয়া যায় তবে আওয়াসের গড়ে।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে॥
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প॥
দ্বারপালরূপে সূর্য্য আছেন দুয়ারে।
রাখিলা কপাট দিয়া রাবণের ডরে॥
কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী।
বাড়ীর ভিতর যায় করি ঠেলাঠেলি॥

পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে॥
রক্তে রাঙ্গা হৈয়া পড়ে রাজা দশানন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ॥
সে পাথর তুলিয়া রাবণ দ্বারপালে হানে।
পড়িল সে দ্বারপাল পাথর চাপানে॥
দ্বারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত।
[১]মণিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত॥
মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী॥
বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ॥
দিলেক দানব যক্ষ বল সেনাপতি।
চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি॥
লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে।
গর্জ্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে॥
মণিভদ্র আসি করে বাণ বরিষণ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ॥
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান।
যক্ষের কটকে বিন্ধি করে খান খান॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে॥
উভরড়ে পলাইল আউদর চুলি।
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী॥
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে।
দেখিয়া রুষিল রাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে॥
মণিভদ্র দশানন দুই জনে রণ।
গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ॥
দশ যোজন পর্ব্বত আনিল বায়ুভরে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে রাবণের শিরে॥

রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে।
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে॥
মণিভদ্র মুখ দেখি রুষিল রাবণ।
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন॥
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে।
কুবেরেরে ভগ্নদূত কহে উর্দ্ধশ্বাসে॥
মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত।
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত॥
[১]ডাক দিয়া বলে শুন ভাইরে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥
মণিভদ্রে পাঠাইলাম যুঝিবার তরে।
কুড়ি হাতে চাপি তুমি বধিলে তাহারে॥
অপার্য্য পক্ষেতে আমি আসিনু যুদ্ধেতে।
বধিতে নারিবে আর চাপি কুড়ি হাতে॥
করিয়াছ অনেক তপ অস্থিচর্ম্মসার।
নারিলে অমর হৈতে কেন অহঙ্কার॥
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া ভাই পড়িবে প্রমাদে॥
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে কর আমার বচন॥
অমর হইয়াছি কিসে লইবে পরাণ।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান॥
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে।
রাবণের পাত্রমিত্র সবে পড়ে লাজে॥
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে॥
ছি ছি বলি কুবের দিলেক টিটকারী।
এই মুখে খাবে ভাই স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর॥

১। মণিভদ্র—শ্রী. ১-এ নাম 'মুণিভদ্র', মূল রামায়ণে নাম 'মাণিভদ্র'।

১। শ্রী. ১ম সংস্করণে রাবণের প্রতি কুবেরের উপদেশ খুবই সংক্ষিপ্ত।

ঘায়ে জর্জ্জর রাবণ কুবেরের বাণে।
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে॥
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
মায়ারূপে করে কুবেরের সনে রণ॥
শার্দ্দূল হইয়া কেহ কামড়াইয়া মারে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে॥
মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপর।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গদার প্রহার॥
শেল শূল মারে কেহ গজের গর্জ্জনে।
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশাননে॥
রক্তারক্ত কুবের পড়িল ভূমিতলে।
উপাড়িল বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে॥
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচরে।
ধরিয়া রাখিল লৈয়া পুরীর ভিতরে॥
[১]কুবেরের ভাণ্ডার লুটিল দশানন।
বিশেষ পুষ্পক রথ আর অন্য ধন॥
প্রবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে ছিল যত নারী॥
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার॥

॥ নন্দীর অভিশাপ ও রাবণের কৈলাস উত্তোলন॥

কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী।
মহাদেব সহ সম্ভাষিতে ত্বরা করি॥
[২]কার্ত্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ শরবন।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ॥
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার॥

মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কানে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে॥
সারথি চালায় রথ রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিব দূত আসি পড়ে॥
[৩]না চালাও রথ এই কৈলাসশিখর।
গৌরীসহ কেলি করিছেন মহেশ্বর॥
হেথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি আইসে।
এ পর্ব্বতে আসিয়াছ কাহার সাহসে॥
কুপিল রাবণরাজা দূতের বচনে।
রথ হইতে নামিয়া আইল শিবস্থানে॥
নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে।
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে॥
[৪]বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর॥
নন্দী বলে আমি শঙ্করের দ্বারপাল।
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল॥
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এই বানর তোমার করিবে সর্ব্বনাশ॥
দুরাচার তোরে মারি কোন প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন॥
রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে।
কুড়িহাতে সাপটিয়া সে কৈলাস টানে॥

১। 'পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানম্ জয়লক্ষণম্' উ. ১৫
'পুষ্পকরথ বন্দি করিল ভাণ্ডার সব লুটি'। শ্রী. ১.
২। 'রৌক্ম্যং শরবনং মহৎ'—রা. উ. ১৬
৩। 'নিবর্ত্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শঙ্করঃ'—উ. ১৬
৪। রাবণ নন্দীর বানর-মুখ দেখিয়া উপহাস করিলে রামায়ণেও নন্দী এইরূপ বলিয়াছিল,
যস্মাদ্ বানর রূপং মামবজ্ঞায় দশানন।
অশনিপাতসঙ্কাশমুপহাসং প্রযুক্তবান্॥
তস্মাদ্ মদ্ বীর্য সংযুক্তা মদ্রূপ সমতেজসঃ।
উৎপৎস্যন্তি বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ॥ উ. ১৬
—ওরে দশানন, আমার বানররূপ দেখিয়া তুই যেমন বক্র শব্দে আমাকে উপহাস করিলি, তেমনই তোর বধার্থ আমার মত বীর্যসম্পন্ন বানর জন্মগ্রহণ করিবে॥

কৈলাস ধরিয়া দশানন দিল নাড়া।
সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া ॥
টলমল করে গিরি দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বতনিবাসী গেল ধূর্জ্জটীর আড়ে ॥
সবে বলে মহাদেব কর পরিত্রাণ।
কোন বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান ॥
[১]রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস।
বাম চরণের নখে চাপেন কৈলাস ॥
ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার।
শিবের নিকটে কি তাহার অহঙ্কার ॥
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটীর বরে।
সেই রথ চড়িয়া রাবণ জয় করে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাইল উত্তরকাণ্ড গীত রামায়ণে ॥

॥ বেদবতীর অভিশাপ ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ মুনিবর করিয়া প্রকাশ ॥
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
কহি কিছু রাবণের আর উপাখ্যান ॥
বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবদনা ॥
পবিত্র আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্ত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি ॥
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত ॥
অতিথি আচারে কন্যা দিলেন আসন।
কামে মুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাসে তখন ॥
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী ॥
এ রূপ যৌবন ধন না কর বিলাস।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস ॥
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যেহেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর ॥
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী ॥
পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেইক্ষণে।
জন্মিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে ॥
অযোনিসম্ভবা নাম থুইল বেদবতী।
পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা প্রতি ॥
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ ॥
অতএব বিষ্ণুসহ বিবাহ আমার।
দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার ॥
ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্য হস্তে পিতা।
মরিলেন মাতা হইলেন অনুমৃতা ॥

১। পাঠান্তর :—
রাবণের বল দেখিয়া মহাদেবের হাস
বাম পায়ের নখে চাপেন পর্ব্বত কৈলাস।
হাতব্যথা করিতে রাবণ চিৎকার ছাড়ে
রাবণের ডাকে স্বর্গমর্ত্য টলমল করে। শ্রী. ১
তুলনীয় রামায়ণ উ. ১৬—
পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া ॥…
মুক্তো বিরাবঃ সহসা ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্ ॥
—মহাদেব কৌতুকভরে পর্বতে পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা চাপ দিলেন…তাহাতে (রাবণ) এমন রব (চিৎকার) করিয়া উঠিল যে, ত্রৈলোক্য কম্পিত হইল।
এইরূপ ভীষণ 'রব' করার জন্য দশগ্রীবের নাম হয় 'রাবণ', মহাদেব বলিয়াছিলেন উ. ১৬
শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ।…
তস্মাত্ত্বং রাবণো নামো নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি ॥

[১]আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কতদিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া কহিছে মৃদুভাষে॥
ত্রৈলোক্যে জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধর।
সুন্দরি কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর॥
কুটিল সে কালোরূপ কোথা নারায়ণ।
নাগাল পাইলে তার বধিব জীবন॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না আন বদনে।
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট যাতুধান।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান॥
দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ।
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ॥
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে।
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাপকারী।
অল্প প্রাণী নারী হই কি করিতে পারি॥
তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি।
বিফল হইব এত তপস্যা আমারি॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠরাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী॥
অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বহু সেবা।
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মি যেন অযোনিসম্ভবা॥
নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম জন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে॥
রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোকে দুঃখী।
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী॥
প্রবেশ করিল কন্যা মহাবৈশ্বানরে।
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে॥
[১]জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা।
পতিব্রতা অবতীর্ণা সেই শুভান্বিতা॥
পতিব্রতা শাপ কভু নহে অন্যমত।
সীতা লাগি মরিল রাবণ আদি যত॥
ত্রেতাযুগে রঘুনাথ তুমি তাঁর পতি।
অযোনিসম্ভবা সীতা সেই বেদবতী॥
অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে।
অধর্ম্মী হইলে সুখী নাহি কোন কাজে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥

॥ রাজা মরুত্ত ও রাবণ ॥

[২]শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
কোথা গেল বেদবতী হরিয়া রাবণ॥
অগস্ত্য বলেন কারে রাবণ না মানে।
শাপ গালি দেয় যত কিছু নাহি শুনে॥

১। তুলনীয়—
নারায়ণো মম পতি র্নত্বন্যঃ পুরুষোত্তমাৎ।
আশ্রয়ে নিয়মং ঘোরং নারায়ণ পরীপ্সয়া॥ উ. ১৭
[আলোচ্য সংস্করণে 'শ্যাম পীতবাস', 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম চৈতন্যোত্তর প্রভাব সূচনা করে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এগুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয়।]

১। সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো।
তব ভার্য্যা মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ॥
—তিনিই এজন্মে জনকরাজার কন্যা, আপনার ভার্যা। আপনিই সনাতন বিষ্ণু। উ. ১৭
২। পাঠে অন্বয় ঠিক নাই; তাই কেহ পাঠ ধরিয়াছেন :
'কহ অতঃপর কোথা গেল দশানন' (সংসদ)
শ্রী. ১-এ পাঠ :—
বেদবতী হরিয়া রাবণ কোথাকারে গেল
কহ শুনি মুনিবর পুরাণ সকল।
সঙ্গত পাঠ হওয়া উচিত :
'বেদবতী এড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ'।

যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
সবারে জিনিল দশানন বাহুবলে॥
[১]যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাধনী।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি॥
যজ্ঞভাগ লইতে আইল দেবগণ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ॥
ত্রাস পাইল দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন নত হয় দেখি তার্ক্ষ্যপাখী॥
না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ।
পক্ষিরূপ হইয়া হৈল অদর্শন॥
[২]ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হন বরুণ সে হাঁস॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাসুখে।
রণ দেহ বলিয়া রাবণ তারে ডাকে॥
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি॥
দশানন বলে আমি ভুবনে বিদিত।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত॥
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন অধিকারী।
লইলাম তাহার কনক লঙ্কাপুরী॥
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
জ্যেষ্ঠের হরিলে মান কহিছ আপনি।
হেন কথা লোকমুখে কখন না শুনি॥

ধার্ম্মিকের অপমান অধার্ম্মিকে করে।
ধার্ম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর।
মানুষের হাতে আজি যাবি যমঘর॥
অস্ত্র লৈয়া রাজা যায় যুঝিবার মনে।
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ।
আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ।
পরাজয় মান রাজা হউক সন্তোষ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর।
কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর॥
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে॥
দশ বিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে।
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে॥
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হৈতে বাহির হইল॥
পক্ষী হৈয়া দেবতা পাইল পরিত্রাণ।
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ॥
[১]ইন্দ্র বলে ময়ূর তোমারে দিলাম বর।
হউক সহস্র চক্ষু লেজের উপর॥
পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্র বরে সহস্রলোচন হৈল তার॥
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন॥

১। মরুত্ত: চন্দ্রবংশীয় রাজা মরুত্ত অশেষ বীর্যবান্ রাজচক্রবর্তী। তিনি প্রচুর ধনের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম অবীক্ষিত। জন্মকালে গন্ধর্ব তুম্বুরু মরুৎগণের নিকট 'মরুৎভব' কল্যাণ করুন বলিয়া মঙ্গল কামনা করায় তাঁহার নাম হয় 'মরুত্ত'। (মার্কণ্ডেয় পু.)

২। তুলনীয়—
ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্মরাজশ্চ বায়সঃ।
কৃকলাসোধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ॥ উ. ১৮

১। মূল রামায়ণেও অনুরূপ বর প্রদানের কথা আছে; ইন্দ্রের বরে ময়ূরের পুচ্ছ বিচিত্রিত, ময়ূর সর্পভয়মুক্ত; যমের বরে কাক দীর্ঘায়ু, কাকবলিতে পিতৃগণের তুষ্টি; বরুণের বরে হংসের বর্ণ চন্দ্রশুভ্র, কুবেরের বরে কৃকলাসের (বহুরূপী গিরগিটির) বর্ণ সোনার মত।

বর কাঁকলাসেরে দিলা ধনেশ্বর।
স্বর্ণবর্ণ তোমার হউক কলেবর॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে॥
বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর।
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর॥
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি।
তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি॥
যম বলে কাক আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাহিক রবে মরণের ডর॥
রোগ পীড়া তোমার না হইবে সংসারে।
তব মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে মারে॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার॥
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া দেবগণ গেল স্বর্গদ্বার॥
মরুত্তের যজ্ঞ কথা অতি চমৎকার।
তাহাতে সোনার পাত্র পর্ব্বত আকার॥
স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জি নিত্য কর্রেন বর্জ্জন।
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন॥
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন॥
মরুত্ত সমান আর নাহি কোন জন।
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে।
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে॥
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সংসার বিদিত।
উত্তরাকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস সুপণ্ডিত॥

॥ অনরণ্যের কাহিনী ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
মরুত্তে জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥
মুনি বলে যদি শুনে বীর তথা আছে।
তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে॥
কহে গিয়া আমারে সত্বরে দেহ রণ।
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন॥
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার॥
পুরন্দর নিজমুখে মাগে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয়॥
এইরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবীমণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় জয় জয় বোলে॥
[১]অনরণ্য নামে রাজা ছিল অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পাইয়া দশানন তাঁর কাছে যায়॥
তব পূর্ব্বপুরুষ সে অনরণ্য নাম।
রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম॥
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য।
রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অন্য॥
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার।
কটকেতে মিশামিশি হৈল মার মার॥
প্রাচীন বয়স রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূদ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে॥
বহুকালজীবী রাজা পৃথিবী ভিতর।
রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর॥
আইল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া যত।
অস্ত্র শস্ত্র আনিল যাহার ছিল যত॥

১। অনরণ্য: মান্ধাতা বংশীয় অযোধ্যার রাজা। তাঁহার পরিচয় এক এক পুরাণে এক এক প্রকার। কোন পুরাণমতে তিনি সম্ভূতের তনয় (বিষ্ণু); কেহ বলেন, তাঁহার পিতার নাম ত্রসদস্যু (ভাগ); কোন পুরাণমতে তিনি পুরুকুৎসের পুত্র (বৃহদ্ধর্ম)। মান্ধাতা-ইক্ষাকু-সগরের বংশে অনরণ্য কীর্তিমান্ রাজা।

শ্রী. ১-এর পাঠ—'অনারণ্য নামে ছিল অযোধ্যার রাজা'।

সৈন্য দুই কটক রাজার মহাবল।
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল॥
অনরণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ।
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন॥
সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাবণ ফাঁফর।
অনরণ্য সহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ।
বুড়া রাজা সমরে হইলা অচেতন॥
আপনা সারিয়া করে বাণ বরিষণ।
[১]বাণেতে জর্জ্জর দেহ হইল রাবণ॥
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বতশিখরে॥
কেহ না জিনিতে পারে নাহি পায় আশ।
উভয়ে বরিষে বাণ নাহি ফেলে শ্বাস॥
দশানন বাণ এড়ে শূন্য হৈল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ॥
আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি॥
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়॥
মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট॥
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জান রণ।
আমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য মরণ॥
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
অবশ্য মরণ যে আমার সনে যুঝে॥
গর্ব্ব করি বলে রাজা মরণের কালে।
শাপ বর দিব যারে ততক্ষণে ফলে॥
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিনি রণ ব্যবহার॥
বহু যজ্ঞ করি তুষিলাম দেবগণে।
নানারত্ন দানে তুষিলাম ব্রাহ্মণে॥
রাজা হৈয়া করিলাম প্রজার পালন।
তিন লক্ষ দ্বিজে নিত্য করাই ভোজন॥
এ সব আমার পুণ্য জানে সব ভালে।
[১]তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর।
দিগ্বিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরে জিনিল যে রণে।
সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম তব বাণে॥
[২]শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
তেকারণে হইয়াছিল রাবণ প্রবল॥
বীরশূন্যা পৃথিবী ছিলেন সে সময়।
তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয়॥
সেকালের রাজা ব্রহ্ম অস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে তে কারণে॥
পূর্ব্বকথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত কৃত্তিবাস॥

১। পাঠান্তর:
'বানে জর্জ্জর রাবণ হইল খান খান' শ্রী. ১

১। অনরণ্যের শাপ:
উৎপৎস্যতে কুলে হি অস্মিন্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাধনাম্।
রামো দাশরথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ উ. ১৯

২। মনে হয়, 'শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্বল…
রাবণের পরাজয় নহে তে কারণে॥' অংশ পরের শিকলির প্রথমে পাঠ করিলে বক্তব্যের সঙ্গতি থাকে। তাহা না হইলে ভণিতাংশ অসঙ্গত হয়।

মূল রামায়ণে রামচন্দ্র এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন রাবণের স্বর্গবিজয়ের পরে—

ভগবন্ রাক্ষসঃ ক্রূরো যদা প্রভৃতি মেদিনীম্।
পর্যটৎ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম॥
রাজা বা রাজমাত্রো বা কিং তদা নাত্র কশ্চন।
ধর্ষণং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণোঃ রাক্ষসেশ্বরঃ॥ উ. ৩৬
[কৃত্তিবাসী রামায়ণে ক্রমভঙ্গ করা হইয়াছে।]

॥ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও রাবণ ॥

মুনি বলে দশানন নানা মায়া ধরে।
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন জন তরে॥
মায়া রণে দেখা রণে অনেক অন্তর।
সেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর॥
মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তাঁর ঠাঁই রাবণ যে পায় অপমান॥
[১]কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
সে সহস্র হাত ধরে জয় বিষ্ণু অংশে॥
নানা বুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে।
যাঁর নামে হারাধন আসয়ে সম্মুখে॥
শত শত কামিনী লইয়া কুতূহলে।
অর্জ্জুন করিত কেলি নর্ম্মদার জলে॥
মাহিষ্মতী নগরে তাঁহার ছিল ঘর।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ন॥
রাক্ষস কটক চাপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার তাহে কারো নাহি ডর॥
লোক বলে কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে॥
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন উদ্দেশে।
পথে যাইতে বিন্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে॥
নানা ফুল ফল দেখে অতি মনোহর।
নানা পক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর॥
নৃত্য করে ময়ূর ঝঙ্কারে মধুকর।
নানা হংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর॥
দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে।
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ব্বত উপরে॥
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে।
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বতেতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয়॥
বিন্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলকেলি করে তথা কেশরী শার্দ্দূলে॥
সহ শুকসারণ প্রভৃতি পরিজন।
রথ হৈতে সেইখানে উলিল রাবণ॥
মধ্যাহ্নকালের রৌদ্র তাপিত পৃথিবী।
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি॥
দুই কূলে বালি সে স্ফাটিক হেন দেখি।
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী॥
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধীরে ধীরে বহে বায়ু অতি সুকোমল॥
সৈন্য সঙ্গে উলিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে॥
সাঁতারে রাবণরাজা নর্ম্মদার জলে।
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে॥
[১]দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা উপহারেতে রাবণ করে পূজা॥
স্বর্ণ শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন মেখলা।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চন বেলা॥
শত সুবর্ণের পাত্র লাগে পূজা সাজে।
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে॥

১। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন: পুরাণপ্রসিদ্ধ চরিত্র। ইনি হৈহয় বংশের রাজা ছিলেন। মহাযোগী দত্তাত্রেয়ের নিকট তিনি যোগশিক্ষা করেন। দত্তাত্রেয়ের মতই তিনি ছিলেন ভোগী ও মহাযোগী। এই মহা-পরাক্রান্ত সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়রাজ পরশুরামের হস্তে পরাজিত হন। (দ্রষ্টব্য বিষ্ণুপু. মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

১। মূল রামায়ণেও রাবণের শিবপূজার কথা আছে—

বালুকাবেদি মধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ॥ উ. ৩৬

করাইল শিবলিঙ্গ স্নান সেই জলে।
কলস করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে॥
মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপমালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চ্চন বেলা॥
[১]কুড়িহাত প্রসারিয়া নাচে রঙ্গে ভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে॥
এদিকে অর্জ্জুন রাজা হইয়া হৃষ্টমতি।
জলক্রীড়া করে সঙ্গে শতেক যুবতী॥
প্রসারি নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল॥
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথার।
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার॥
হাত সংবরিয়া রাজা তড়ি দিল পানি।
আকুল হইয়া ডাকে যতেক রমণী॥
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে॥
তাহার উপরে হাত দেয় কাতে কাতে।
সে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে স্রোতে॥
শিবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে।
[২]স্রোতে তার ফল ফুল ভাসাইল জলে॥
রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুক সারণেরে পুছে॥
[৩]না ভাঙ্গে রাবণ মৌন হাতে তুড়ি দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুক সারণ চলিল॥

নিষ্ঠা বার্ত্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায়॥
সুন্দর অর্জ্জুন রাজা যেন দেবপতি।
জলক্রীড়া করে সব লইয়া যুবতী॥
নদীতে সহস্র হস্ত প্রসারে দীঘল।
সহস্র হাতেতে তার বন্ধ রাখে জল॥
[৪]সহস্র হাতেতে সেতু বান্ধি রাখে জল।
ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব কল॥
জাঙ্গাল সহস্র হাতে বান্ধি রাখে নদী।
তেকারণে ভাসিতেছে ফল ফুল আদি॥
যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন।
নর্ম্মদার জলে তাঁরে কর দরশন॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পাইয়া চলে দশানন।
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন সহস্র করে করে জলখেলা।
সহস্র সহস্র তাঁর বেষ্টিত মহিলা॥
তাঁহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ।
অর্জ্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন॥
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান।
বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান॥
এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে।
কুপিল রাজার পাত্র রাবণের বোলে॥
স্ত্রী লইয়া মহারাজ সুখে কেলি করে।
এ সময়ে কোন জন বলে যুঝিবারে॥
রণের সময় না জানিস নিশাচর।
অর্জ্জুনের হাতে আজি যাবি যমঘর॥
স্ত্রী লইয়া রাজা করে হাস্য পরিহাস।
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ॥
কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার।
সহস্র হস্তেতে কার্ত্তবীর্য্য অবতার॥

১। তুলনীয়:
সমর্চয়িত্বা স নিশাচরঃ জগৌ
প্রসার্য চ হস্তান্ প্রননর্ত চাগ্রতঃ॥ উ. ৩৬
—সেই রাক্ষস পূজা করিয়া গান করিতে ও হাত নাড়িয়া নাচিতে লাগিল।

২। স বেগঃ কার্তবীর্য্যেণ সংপ্রেষিত ইবাম্ভ সঃ।
পুষ্পোপহারং সকলং রাবণস্য জহার হ॥ উ. ৩৭

৩। পাঠান্তর:
মৌন না ভাঙ্গে রাবণ হাতে দিল তুড়ি
পানির বার্ত্তা জানিতে শুক সারণ নড়ি॥ শ্রী. ১

৪। পাঠান্তর (সংসদ)
সহস্র হস্তেতে বান্ধি অপূর্ব কৌশলে।
উজান বহায় সেতু করি ভাটা জলে॥

বীর হেন দেখিস কি তুই আপনারে।
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে॥
অর্জ্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড়॥
দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াস যেন সর্প।
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প॥
অর্জ্জুন রাজার কাছে কর অহঙ্কার।
মানুষ হইয়া তিনি দেব অবতার॥
জন্মিলি রাক্ষসকুলে নানা মায়াধর।
হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর॥
আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি।
মেঘরূপে জল বর্ষে উড়িলে সে পাখী॥
সরল প্রতি সোজা হন বাঁকা প্রতি বাঁকা।[১]
পড়িলে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা॥
অর্জ্জুনেরে না পারিবি এলি মরিবারে।
প্রাণ রক্ষা কর গিয়া ঝাঁট যাহ ঘরে॥
আমার সমরে যদি পাইস অব্যাহতি।
তবে গিয়া ঘাটাইস অর্জ্জুন নৃপতি॥

॥ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক রাবণের বন্ধন॥

কুপিল রাবণরাজা মহা ভয়ঙ্কর।
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর॥
শুক সারণ মারীচ রাক্ষস মহাবীর।
রাক্ষসের মায়া রণে নর নহে স্থির॥
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ সৈন্য নড়ে।
অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে॥
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ।
অগ্নি হেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জ্জুন॥
যুঝিবারে অর্জ্জুন চলিল মহাবীর।
ভয়ে রাজনিতম্বিনী কেহ নহে স্থির॥

১। পাঠান্তর:
(ক) সোজার তরে সোজা তিনি বাঁকার তরে বাঁক
তার ঠাঁই পড়িলে দেখাবে যমলোক। শ্রী. ১
(খ) 'সরলের সোজা তিনি বাঁকা প্রতি বাঁকা' বট. ২।

স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর।
সবারে অভয় দানে রাজা করে স্থির॥
পাত্রসহ অন্তঃপুরে পাঠায় স্ত্রীগণ।
স্বর্ণ গদা হাতে করি ধাইল অর্জ্জুন॥
গভীর গর্জ্জনে আইল পর্ব্বত আকার।
গদা হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার॥
দুর্জ্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর।
তিন শত যোজন জুড়িয়া পরিসর॥
ছয় শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর॥
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুষল॥
পড়িল মুষল যেন ঝঞ্ঝনা চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চূর॥
অর্জ্জুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে॥
মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর।
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর॥
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ।
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জ্জুন রাজন্॥
[১]দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্‌ঠনি।
ত্রিভুবন জল স্থল কম্পিতা মেদিনী॥
উভয় হস্তীর যুদ্ধ দন্তে হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি॥

১। পাঠান্তর:
দুই পর্ব্বতে ঠেকাঠেকি শুনি ঠনঠনি
ত্রিভুবন জল স্থল কাঁপে ত মেদিনী।
দুই হস্তীর যুদ্ধ যেন দন্তে হানাহানি
দুই সূর্যের তেজ যেন উঠিল আগুনি।
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই বীর রণ করে নাহিক অবসাদ। শ্রী. ১

একই ধরনের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে 'নিবাত-কবচ' পালায়।

হুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণ করে নাহি অবসাদ ॥
উভয়ে বরিষে বাণ দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর জর ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন ॥
দেবতা অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ।
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর।
অর্জ্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চূর ॥
ধরিল দুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুন নৃপতি।
রাবণেরে বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি ॥
মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে।
এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কাঁপিতে ॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড় ছুঁইয়া যেন নিল অজগরে ॥
ধরিয়া সহস্র হাতে থুইল কক্ষতলি।
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি ॥
বান্ধিল সহস্র হস্তে তার কুড়ি হাত।
রাবণ ভাবিছে একি হইল উৎপাত ॥
সাধু সাধু আকাশে ডাকিছে দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলিল চারিভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে।
কত হাতে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে ॥

তুলনীয়ঃ
শৃঙ্গৈরিব বৃষা যুধ্যন্ দন্তাগ্রৈরিব কুঞ্জরৌ।
পরস্পরং বিনিঘ্নন্তৌ নররাক্ষস সত্তমৌ ॥

—বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গদ্বারা, হস্তীদ্বয় যেমন দন্তদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করে নর অর্জুন ও রাক্ষস রাবণ তেমনই পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল।

মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥
রাক্ষসের স্তুতিতে অর্জ্জুন রাজা হাসে।
[১]কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥
রাবণে লইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের দুর্দ্দশা দেখিতে সবে পায় ॥
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে।
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥
অর্জ্জুনেরে দেবগণ করেন বাখান।
তোমার প্রসাদে আজি পাইলাম ত্রাণ ॥
কুতূহলে দেবগণ করে হুলাহুলি।
রাবণেরে লৈয়া পুরে সান্ধাইল বলী ॥
বন্দীশালে লৈয়া ফেলে মড়ার আকার।
রাবণের টুটিল যে সব অহঙ্কার ॥
কুড়ি হাতে ফুড়িলেক তার দশ গলা।
দৃঢ় বান্ধিলেন দিয়া লোহার শৃঙ্খলা ॥
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর ॥
পাথর তুলিয়া দিল সত্তরি যোজন।
পাশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ ॥
রাবণেরে বদ্ধ করি রাখে কারাগারে।
অর্জ্জুন করিতে কেলি গেল অন্তঃপুরে ॥
ধরিল সহস্র হাতে সহস্র যুবতী।
মনোসুখে কেলি করে অর্জ্জুন নৃপতি ॥
অর্জ্জুনের নামে হয় পাপ বিমোচন।
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন ॥
বিষ্ণু অবতার রাজা বলে মহাবলী।
কৃত্তিবাস রচে অর্জ্জুনের জলকেলি ॥

১। 'রাবণ লইয়া আওয়াসে সাঁভাইল মহাবলী' শ্রী ১
তুলনীয়ঃ
'রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদ্‌গতঃ' উ. ৩৭

॥ অর্জ্জুনের সঙ্গে রাবণের সখ্য ॥

দশাননকে বন্দি করি থুইল অর্জ্জুন।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ॥
পুলস্ত্য যে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে।
শুনিয়া নাতির বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে আইসে॥
দশদিক আলো করে মুনির কিরণ।
অর্জ্জুনের ঘরে আসি দিলা দরশন॥
পাত্রমিত্র সহ রাজা আইল সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সে মুনির পূজা করে॥
সহস্র হস্তেতে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি।
ভূমে পড়ি নতি করে রাজা কুতূহলী॥
ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন।
মোর কাছে প্রভু তব কিবা প্রয়োজন॥
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল॥
দেবগণ বন্দে গিয়া যাঁহার চরণ।
আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন॥
পুত্র পৌত্র আছে প্রভু তোমা বিদ্যমান।
কি কার্য্য করিব মুনি কর সংবিধান॥
মুনি বলে শুন তব সফল জীবন।
তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন জন॥
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে।
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে॥
রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি।
নাতি দান দিলে তবে পাই অব্যাহতি॥
রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দীশালে।
হস্ত পদ বন্ধ নাকি লোহার শিকলে॥
আমার গৌরব রাখ করহ সম্মান।
আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতি দান॥
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
পাত্রেরে বলিল ঝাট্ আনহ রাবণ॥
দুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়।
খসাইল রাবণের গলার নিগড়॥
কুড়ি হাত রাবণের বদ্ধ যোড়ে যোড়ে।
রাজার আজ্ঞায় সে সমস্ত বন্ধ কাড়ে॥
খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর।
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর॥
কুড়ি হাত যুড়িয়া বান্ধিয়াছিল চামে।
করিল বন্ধনমুক্ত সে সকল ক্রমে॥
[১]রাবণে আনিয়া দিল মুনি বিদ্যমানে।
মাথা তুলি না চাহে রাবণ অপমানে॥
স্নান করাইয়া পরাইল দিব্যবাস।
দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক প্রকাশ॥
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিল বিভূষণ।
পুলস্ত্য মুনির করে করে সমর্পণ॥
মুনির বচনে যথা ধর্ম্ম অগ্নি জ্বালি।
অর্জ্জুন রাবণ সনে করেন মিতালি॥
পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে দশানন লঙ্কা।
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা॥
অগস্ত্য বলেন মন দেহ রঘুবর।
অর্জ্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর॥
আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ।
অর্জ্জুন স্বরূপ আমি তোমার নন্দন॥
তোমার অর্জ্জুন যে সহস্র হাত ধরে।
হেন অর্জ্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে॥

১। তুলনীয়:

স তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং
প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ॥ উ. ৩৮

—কার্তবীর্য্যার্জুন স্বর্গশত্রু রাবণকে মুক্ত করিয়া তাহাকে দিব্য আভরণ, মাল্য ও বসন দান করিয়া অগ্নিসাক্ষীপূর্বক অহিংস বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া এবং পুলস্ত্যকে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি।
রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী॥
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন স্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাই সম তাঁর গুণে॥
[১]চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু অংশধর।
সে অর্জ্জুন রাজারে মারেন ভৃগুবর॥
অনিত্য শরীর নিত্য বলি মান বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা অন্যে কিবা কথা॥
অর্জ্জুনের কীর্তিতে আবৃত এ সংসার।
কৃত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন অবতার॥

॥ বালি ও রাবণ ॥

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ শুনি প্রভু অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধ চিন্তা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি,অবসাদ।
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ॥
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি॥
বলিল বানরগণ ওরে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস্ আর॥
হইলে বালির সনে তোর দরশন।
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন॥
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ সাগরে।
কিছুকাল থাক যদি যাবি যমঘরে॥
মহাপরাক্রম বালি খ্যাত ত্রিভুবনে।
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে॥
বালির বিক্রম কথা শোন নিশাচর।
দুর্জ্জয় শরীর বালি বলের সাগর॥
[১]প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বত শিখর।
পুনঃ হাত প্রসারিয়া লোফে সে সত্বর॥
সপ্ত দ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে।
কি কব অন্যেরে বায়ু না পারে ছুইতে॥
অমর হইয়া কেন কর অহঙ্কার।
পড়িলে বালির হাতে যাবি যমঘর॥
কুপিল রাবণরাজা দুয়ারীর তরে।
উত্তরিল শীঘ্র গিয়া দক্ষিণ সাগরে॥
সুমেরু পর্ব্বত হেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাঙ্গা মুখ জ্বলে॥
সত্তরি যোজন দেহ উভেতে দীঘল।
উচ্চ লেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল॥

১। পাঠান্তর :
বিষ্ণু অংশ ধরে রাজা বিষ্ণুর পাইয়া বরে
হেন অর্জুন রাজা পরশুরাম মারে।
জলের বিম্ব যেন শরীরের নাহি আস্থা
অর্জুন রাজা নষ্ট হয় অন্যে কিবা কথা। শ্রী. ১

১। পাঠান্তর :
প্রভাত কালের সূর্য অরুণ উদয়
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি মহাশয়। শ্রী. ১
দ্রষ্টব্য : যখন রজনী যায় অরুণ উদয়।
চারিসাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্বত শিখর।
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সে নিমেষে বেড়ায়।
কি কব পবন তার সঙ্গে না গোড়ায়॥
(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

[১]দূরে থাকি রাবণ নেহালে তথা বালি।
শজারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী॥
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন॥
অকস্মাৎ বালিরাজা মেলিল নয়ন।
দেখিল নিকটেতে আইসে দুষ্ট দশানন॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায়।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায়॥
বালি বলে দশানন মরিবি নিশ্চয়।
মরিবার আশে এলি প্রাণে নাহি ভয়॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার।
আজি যে রাবণ তোরে করিব সংহার॥
কেমনে সারিয়া যাবি ঘরে আপনার।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর॥
মারিতে আইসে যে তারে আমি মারি।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি॥
আমারে জিনিতে আইস মরিবার আশে।
হেন সাধ কর বেটা পুনঃ যাবি দেশে॥
নির্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে।
লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিটা সাগরে॥
লেজেতে বান্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে॥
সর্প দরশনে যেন বিনতানন্দন।
রাবণেরে দেখি বালি করিল গর্জ্জন॥
[২]পাছু গিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি।
লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়॥

কাঁফর রাক্ষসগণ চায় চারিভিতে।
মেঘ যেন ধাইয়া যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে॥
অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাগ অবসাদে ভাগে॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারিশত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত॥
সেইস্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোকে হাসে॥
লেজের বন্ধনহেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত॥
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি।
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন।
লেজে বান্ধা রাবণেরে দেখে সর্ব্বজন॥
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে।
পশ্চিম সাগরে বালি গেল তার পরে॥
ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে॥
আকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে বালি তো আকাশে॥

১। পাঠান্তর:
(ক) দূরে থাকিয়া রাবণ নেহালে যে বালি
শশারু দেখে যেন সিংহ মহাবলী। শ্রী. ১
(খ) দূরে থাকি রাবণ নেহালে আছে বালী।
শশারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী॥ বট. ১.

২। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে,
তপ করে বালি রাজা মুদিত নয়ন।
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন॥
যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ত্যজে।
পৃষ্ঠ দিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে॥
লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে।
একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে॥
তুলনীয়:
গ্রহীতুকামং তং গৃহ্য রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ।
খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্॥ উ. ৩৯
[হরি = বানর। এখানে লেজে নয়, বালী রাবণকে কক্ষে ঝুলাইয়া লইয়া চলিলেন।]

চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করি মন্ত্র পড়ে।
রাবণে লইয়া বালি কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে॥
দেশে গিয়া বালিরাজা রাবণেরে এড়ে।
বালি বলে কোথা থাকি আইলা হেথারে॥
রাবণ বলিছে আমি বীরকে পরখি।
তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি॥
বরুণ পবন আর তুমি যে বানর।
চারিজন দেখিলাম একই সোসর॥
দেখাইলা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্ত।
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত॥
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে।
চারি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি এড়ে॥
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিত্র করি॥
আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভোগের ভিতর॥
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী।
উভয়ে উভয় প্রতি হইলেক সুখী॥
[১]শ্রীরাম সে উভয় পড়িল তব বাণে।
যে জানে তোমার তত্ত্ব সেই সব জানে॥
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

॥ রাবণের যম বিজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা ॥

কহ কহ মুনি রাম করেন প্রকাশ।
আর কিছু কহত পুরাণ ইতিহাস॥
সেখানে ছাড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥

১। পাঠান্তর:
হেন দুই বীর পড়িল তোমার বাণে
বিষ্ণু অবতার তুমি দেব নারায়ণে। শ্রী. ১

মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ।
নারদের সনে পথে হৈল দরশন॥
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন॥
রাবণ ব্রহ্মার বর পাইলা বহু তপে।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে॥
রোগে শোকে লোক সব জরায় পীড়িত।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আনন্দিত॥
অবশ্য মরণ পথ কেহ নাহি দেখি।
বন্ধু বান্ধবের শোকে সর্ব্বলোকে দুঃখী॥
যমের মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার।
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়।
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয়॥
বিষ্ণু দৈত্য মারি লোকে করিলেন সুখী।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড় পাখী॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ॥
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস।
যম হেতু লোক মরে লোকে উপহাস॥
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার।
চিরকাল তব কীর্ত্তি ঘুষিবে সংসার॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিছে রাবণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
[১]আগে মর্ত্ত্য জিনিব তৎপরেতে পাতাল।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্টলোকপাল॥

১। পাঠান্তর:
আগে মর্ত্য জিনিব পাছেত পাতাল
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্ট লোকপাল।
ছোট জিনিয়া বড় জিনি রণের পরিপাটি
বড় জিনে ছোট জিনিব পৌরুষে হবে খাটি। শ্রী. ১

ছোট জিনি বড় জিনে এই পরিপাটী।
বড় জিনি ছোট জিনে পৌরুষে হবে ঘাটী॥
মুনি বলে যদি যমে না কর দমন।
তবেত রহিবে সর্ব্বলোকের মরণ॥
কুড়ি পাটী দশনে সে দশমুখে হাসে।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের ভরে।
তোমার আজ্ঞায় যাইব যম জিনিবারে॥
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে।
সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে॥
হেন জন নাহি সে যমের নহে বশ।
যমে জিনিবারে যায় বড়ই সাহস॥
যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর।
ভুবন বৃত্তান্ত যত তাহার গোচর॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন॥
উভয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী॥
[১]অবিবাদে বিসংবাদ ঘটায় নারদ।
নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ॥
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্ব্বলোকে।
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে॥
না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার।
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার॥

নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্ভ্রমে।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তিক্রমে॥
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন॥
নারদ বলেন যম ছিলা নিরুদ্বেগে।
তোমা সহ যুঝিতে রাবণ আইল বেগে॥
দণ্ড হস্তে সমর করিও দণ্ডধর।
দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর॥
নারদের বাক্যে যম চাহে বহুদূর।
রাক্ষস কটক চাপ দেখিল প্রচুর॥

[২]॥ রাবণের যমলোক পরিদর্শন ॥

চড়িয়া পুষ্পক রথে আইল রাবণ।
বহু সৈন্য সাজাইল যমের ভুবন॥
আগে থানা সাজাইল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখে তথা সর্ব্বলোকে ধর্ম্ম অবতার॥
দেবপিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ॥
গোদান করিয়া যে তুষিয়াছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃত দুগ্ধে দেখি তার অপূর্ব্ব ভোজন॥
দুঃখীকে দেখিয়া যে করয়ে অন্নদান।
সুবর্ণের থালেতে সে করে সুধাপান॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ সকল॥

১। পাঠান্তর:
সুস্থ থাকিতে বিসম্বাদ ঠেকায় নারদ
নারদ যাহারে ঠেকায় সঞ্চারে আপদ।
শনির দৃষ্টি হইলে যেন পড়ে সর্বলোকে
রাবণ ঠেকাইয়া গেল যমের সমুখে। শ্রী. ১
[লোকের বিশ্বাস, 'নারদ নারদ' উচ্চারণ করিলে কলহ বাধে]

২। যমলোকে পুণ্যবানের সুখ ও পাপীর নির্যাতন শ্রী. ১ ও প্রচলিত সংস্করণগুলিতে একই প্রকার। মূল রামায়ণেও আছে—
সোঽপশ্যৎ মহাবাহুর্দশগ্রীব স্ততস্ততঃ।
প্রাণিনঃ সুকৃতঞ্চৈব ভুঞ্জানাংশ্চৈব দুষ্কৃতম্॥ উ. ২১
—মহাবাহু দশগ্রীব সুকৃতিকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের পুণ্য ও পাপের ফলভোগ দর্শন করিলেন।

ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেই জন।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন॥
অন্যকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী॥
যে করে অতিথি সেবা দিয়া বাসাঘর।
সোনার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর॥
[1]স্বর্ণদান করিয়া যে তুষিয়াছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণখাটে শুইয়া আছে দেখিল রাবণ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করিল একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে॥
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যাদান।
সবা হৈতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান॥
যে বিষ্ণু কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর।
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে দিলেন আসন॥
বৈকুণ্ঠে না যায় সেই যায় স্বর্গবাস।
দিব্য দেহ ধরি তারে দিলেন প্রকাশ॥
চতুর্ভুজরূপে তারে সম্ভাষা করিলা।
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিলা॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ি মরে॥
দেখিয়া লোকের সুখ হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর।
পূর্ব্বদ্বার এড়ি গেল পশ্চিম দুয়ার॥
বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ দশানন॥
রাবণ উত্তর দ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান লোক করে দরশন॥

আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা।
পুত্র হেন পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা॥
পরহিংসা পরদার না করে যে জন।
[1]মহামহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর।
তিনদ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখিল বিস্তর॥
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রি দিন নাহি তথা সব একাকার॥
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে॥
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায় সব যমদূতে মারে॥
যমের প্রহারে লোক হইয়াছে কাতর।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর॥
প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন।
প্রথম প্রহার তথা দেখিল তখন॥
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন।
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন॥
যেই যত পরদার করিয়াছে কৌতুকে।
[2]সেই কুম্ভীপাকে পড়ি ডুবিছে নরকে॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গায়ের ছাল॥
অগম্যা গমন করে যে হরে ব্রাহ্মণী।
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী॥

১। পাঠান্তর :—
স্বর্ণ দান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ
সোনার খাটে শয়ন তার দেখে ত রাবণ। শ্রী. ১

১। হাতী ঘোড়া রথ তার দেখে ত রাবণ॥ শ্রী. ১.

২। কুম্ভীপাক : নরকবিশেষ। নরকের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে অবীচি, রৌরব, অসিপত্র, কুম্ভীপাক প্রভৃতি প্রধান।

দেবীপুরাণে কুম্ভীপাকের বর্ণনা :
লৌহতপ্তঃ স্ত্রিয়ো ভীমা অঙ্গাররাশিকোপরি।
কুম্ভীপাকঃ ক্ষুরসেবাঃ সংজীবন সুতাপনম॥

লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা।
রুষিয়া ডাঙ্গস মারে তায় লৌহ কাঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গ ছেদনে তাহার পচে মাংস॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলি খায় অংশ॥
হাতে গলে বান্ধে তারে দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে তুলি মারে লোহার বাড়ি॥
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহারে॥
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে॥
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে।
বিষ্ঠা খাইয়া পাপী লোক ফাঁপরিয়া মরে॥
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে।
উপাড়ে সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু যমদূতে॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায়।
লোহার মুদ্গর মারে অসহ্য সে দায়॥
পাপ পুণ্য ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ।
বিষম প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
লৌহময়ী এক স্ত্রী আনে যমদূতে।
অগ্নিমধ্যে তাহারে তাতায় ভালমতে॥
সেই লোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল।
পাপীসব তাহাকে ধরিয়া দেয় কোল॥
গায়ের মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে।
জ্বালায় জ্বলিয়া পাপী ধড়ফড় করে॥
পরদার করিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি ভাবিত অন্তর॥
[1]পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে।
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে॥
বিষম যমের দূত করিছে তাড়না।
হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা॥
পরস্ত্রী হরিয়া যেবা করিল রমণ।
চিরকালাবধি ভোগে নরক সে জন॥
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
কোটি কল্পে না হয় সে নরকে উদ্ধার॥
তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানোদয়।
পরধন পরদারে সদা মন রয়॥
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান॥
বিপরীত রক্তেতে তালুকা তার শোষে।
পানীয় চাহিলে যমদূত মারে রোষে॥
ব্রাহ্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন॥
হাত পা বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চামের দড়ি।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর॥
পরধন যে জন করে ডাকা চুরি।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি॥
পরহিংসা পরদ্বেষ করিয়াছে যে জন।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন॥

১। 'পরস্ত্রী দর্শন……পরদারে সদা মন রয়' প্রভৃতি অংশ সংসদ-সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে। প্রবাসী-সংস্করণেও রুচিগর্হিত অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মিথ্যা শাপ দেয় আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥
সুতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ॥
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুষলে তাহারে মারে তার রক্ষা নাই॥
পরহিংসা করে বলে অসত্য বচন।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন॥
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আর লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুবড়ি॥
মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসানি তার বুক বয়ে পড়ে॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি॥
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ॥
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা।
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা॥
একজন দান করে অন্যে হয় হাঁতা।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা॥
সীমা হরে যে জন পোড়ায় পর ঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর॥
উভয়ের ন্যায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতী।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাতি॥
হারানেরে জিনায় যে হইয়া সাপক্ষ।
যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য॥
চুরি ডাকা করে যে না করে লোকহিত।
যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত।
লোকে পীড়া দিয়া যে তুষিয়াছে ঈশ্বর।
পায় সে কুকুরজন্ম সহস্র বৎসর॥
লোকরক্ষা না করি যে রাজা করে নাশ।
হইয়া শৃগাল যোনি খায় মৃত মাঁস॥
[১]না চিন্তিয়া রাজহিত চিন্তে প্রজাহিত।
বিষম প্রহার করে তাহারে উচিত॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ॥
গুরুপত্নী হরণেতে যত পাপ হয়।
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয়॥
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার।
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার॥
ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী গমন যে প্রমাদ।
সে সবার পাপেতে স্বধর্ম্ম হয় বাদ॥
চণ্ডাল জনম হয় শূদ্রাণী গমনে।
সর্ব্ব কর্ম্ম নষ্ট হয় তার দরশনে॥
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করে শুদ্ধমতি।
কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি দেখে শূদ্রপতি॥
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপ হয় সেই দোষে॥
রাজা হৈয়া প্রজা যদি না করে পালন।
পরলোকে নরক তাহার অখণ্ডন॥
পুত্রপালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা।
কোটি কল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥

১। মনে হয় পাঠে গোলমাল আছে। শ্রী. ১-এর পাঠও প্রায় অনুরূপ—

রাজার ভাল না চিন্তি যে লোকের চিন্তে হিত
প্রহার বিষম তারে না হয় উচিত।

(খ) না চিন্তিয়া রাজহিত চিন্তে প্রজাহিত।
বিষম প্রহার তারে নহে অনুচিত॥ বট. ২

(গ) না চিন্তিয়া দেশহিত চিন্তে নিজ হিত।
বিষম প্রহার তারে করা সমুচিত॥ (সং)

[নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। মূল পাঠ নির্ণয় করা কঠিন।]

[১]অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ।
শুদ্ধমতি যে জন সে না করে পূজন॥
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে।
সেই ঘৃত উঠে তার নখের ভিতরে॥
সেই ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে।
অন্ন সহ ঘৃত যায় শরীর ভিতরে॥
শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্যে করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরে রাজা॥[২]
এ সকল কথা শুনি হইল চমৎকার।
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার॥
যেই শূদ্র হৈয়া হরিয়াছে ব্রাহ্মণী।
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি॥
লক্ষ লক্ষ সাঁড়াসি গায়ের মাংস টানে।
শৃগালে খায় গায়ের মাংস সহস্র সন্ধানে॥
ডাঙ্গসের বাড়ি মারি করে খান খান।
কোটি কল্প পাপ ভুঞ্জে নাহিক এড়ান॥
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকে যে যমের তাড়ন॥
বিঘত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে।
তাহার উপরি ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উথাল।
তাহার উপরে ফেলে যায় গায়ের ছাল॥
অগ্নিমধ্যে সাঁড়াসি তাতায় ভালমতে।
তাহা দিয়া গাত্রমাংস কাটে যমদূতে॥
ইত্যাদি নরক ভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্ব হরণ পাপে নাহিক নিস্তার॥
পরহিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে।
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে॥
গলায় বঁড়শী দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি॥
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয়।
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়॥
দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা।
ইহা হৈতে বাইশ গুণ নারীর যাতনা॥
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ।
পাপ অনুসারে ভুঞ্জে শমনের তাপ॥

॥ যম-বিজয় ॥

[১]লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিতে।
বন্দী মুক্ত করে সে মারিয়া যমদূতে॥
শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার।
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার॥
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে তারি।
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ি॥
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে।
পাপদোষে আরবার পড়িল নরকে॥
দশানন বলে বন্দী করিনু উদ্ধার।
আরবার কেন তারে করিছ প্রহার॥

১। দেবলিয়া ব্রাহ্মণ—সাধারণ অর্থে পূজারী ব্রাহ্মণ—জীবিকার্থযাহারা প্রতিমা পূজা করে। 'দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ' (ব্রহ্মবৈবর্ত পুঃ)। শ্রী. ১-এর পাঠ :

অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ
শুদ্ধমতি হইয়া সে না করে পূজন।

২। কালিঞ্জরে রাজা : কালিঞ্জরে রাজা হইলে পাপ-সুখ ভোগ করিয়া নরকে যায়। এই কাহিনীটি রামচন্দ্রের বিচার অংশে আছে।

১। তুলনীয় (উ. ২১) :

রাবণো মোচয়ামাস বিক্রমেণ বলাদ্বলী।
প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা॥
সুখমাপু মুহূর্তম্ তে হ্যতর্কিতমচিন্তিতম্।

—বলী রাবণ তাহাদের মুক্ত করিলেন। দুষ্কৃতিকারীরা মুক্ত হইয়া মুহূর্তের জন্য অচিন্তনীয় সুখ অনুভব করিল।

দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে॥
ইহলোকে রাবণ তুমি যত কর পাপ।
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ॥
পরলোকে তোর সনে হেথা হবে দেখা।
তখন আমার সহ হবে লেখাজোখা॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে॥
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে।
শেল জাঠি মুদগর ফেলিছে তদুপরে॥
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাথর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ ফাঁফর॥
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়॥
নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেলে রাবণ করিছে তাড়ন॥
তিতিল রাবণের অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে॥
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর॥
নীল হরিতাল বাণ যমদূতে মারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাবণ রথ হৈতে পড়ে॥
ছটফট করিতেছে বাণের জ্বালায়।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূত পানে চায়॥
থাক থাক করি তারে গর্জ্জিছে রাবণ।
পাশুপত বাণ এড়ে রুষিয়া তখন॥
আলা করি আইসে বাণ অগ্নি অবতার।
যমদূত পুড়ি সব হইল সংহার॥
পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নি তেজে।
রাবণের রথোপরি জয়ঢাক বাজে॥

রথোপরি সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন॥
রাঙ্গামুখ রথখনি অষ্টঘোড়া বহে।
ত্বরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে॥
যে মূর্ত্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে।
সে মূর্ত্তিতে ধর্ম্মরাজ আইল সমরে॥
[১]কালদণ্ড মহা অস্ত্র যমের প্রধান।
যুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
যমেরে কহিছে মৃত্যু কর আজ্ঞা দান।
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান॥
পরশনে কিবা কাজ দরশনে মরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে॥
যম বলে মৃত্যু দেখ সংগ্রাম সরস।
দণ্ড হস্তে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস॥
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক।
মারি পাড়ি রাবণেরে দেখহ কৌতুক॥
কালদণ্ড মুখে উঠে অগ্নি খরশাণ।
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ॥
চারিভিতে অস্ত্র যার সর্পের আকার।
কালদণ্ড অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার॥
হেন কালদণ্ড যম তুলি নিলা হাতে।
তাহা হৈতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে॥
অজগর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী।
মুখে বিষ অগ্নি তার শিরে জ্বলে মণি॥
সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শমাত্র মরি।
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি॥
সর্ব্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ।
বাণমুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস॥

১। মূল রামায়ণে দেখা যায়, ধর্মরাজ যম রণে বহির্গত হইলে, কালদণ্ড ও মৃত্যু আজ্ঞাবহ দাসের মত উপস্থিত হইল। যম, কাল ও মৃত্যু পৃথক।

ডাক দিয়া যমে সবে করিছে বাখান।
রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ ॥
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণে।
তোমার প্রসাদে এড়াইব দেবগণে ॥
দেবতা সহিত ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে।
যমের হাতে দণ্ড দেখি আইল সমক্ষে ॥
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন।
[১]ক্ষান্ত হও যমরাজ না করিহ রণ ॥
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে।
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন ॥
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা।
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা ॥
দণ্ড ব্যর্থ যাবে নাহি মরিবে রাবণ।
আমার বচন শুন না করিহ রণ ॥
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর।
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর ॥
যম বলে তব বরে সবে ঠাকুরাল।
লঙ্ঘিয়া তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল ॥
[২]যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ॥
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে।
পলায় রাক্ষসসৈন্য চুল নাহি বান্ধে ॥
বড় বড় রাক্ষস রাবণের সোসর।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর ॥
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে।
পলায় রাক্ষস সব এড়িয়া রাবণে ॥

১। কালদণ্ড উদ্যত দেখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা যমকে বলিলেন, 'ন হন্তব্যস্ত্বয়ৈতেন দণ্ডেনৈব নিশাচরঃ'

২। ব্রহ্মার বাক্যের পরেও যম-রাবণের যুদ্ধ অবান্তর বলিয়া মনে হয় ॥

অমাত্য পলায় সব ছাড়িয়া রাবণে।
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥
যুঝিবার কাজ থাকুক দেখি যমরাজে।
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হৈয়া যুঝে ॥
নির্ভয় রাবণ রাজা বিধাতার বরে।
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে ॥
দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না গণে ॥
জাঠি ঝকড়া শেল এড়ে রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জর হয় তবু করে রণ ॥
ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশ বাণে সারথি বিন্ধিল দশাননে ॥
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে যোড়ে শর।
সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যুর উপরে বাণ ফেলে নাহি ডরে ॥
মৃত্যুর যে নাহি মৃত্যু কি করিবে বাণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তার সনে ॥
বাণ খাইয়া মৃত্যু অধিক কোপে জ্বলে।
যোড় হাত করিয়া যমের আগে বলে ॥
নিবেদন করি প্রভু কর অবধান।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান ॥
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তার সহ যুদ্ধ করা উচিত না হয় ॥
তোমার বচন প্রভু করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড় ॥
[১]রথ হইতে যমরাজ হৈলা অদর্শন।
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন ॥

১। 'ইত্যুক্ত্বা সরথঃ সাশ্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত' উ. ২২.

মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণ রাজা ভাষে।
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে॥
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ।
আমি যমজয়ী বলি ভাবে দশানন॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার॥

॥ রাবণের পাতালপুরী গমন ও
বাসুকির পরাজয় ॥

শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিনু আমি যমের তাড়ন॥
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার॥
মুনি বলে রাম তুমি কর অবধান।
তব অবতারেতে পাপীর পরিত্রাণ॥
যেইজন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ণ।
যমের সহিত তার নাহি দরশন॥
ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রাম নাম শুনিবেক পাপী সাবধান॥
চারিবেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়।
একবার রামনামে তত ফলোদয়॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
এথা হৈতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে রাবণ জিনিল সর্ব্বদেশ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ॥
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহাকে জিনিতে যায় পাতালভুবন॥
চলিল রাবণরাজা অদ্ভুত সাজনি।
আইল তিরাশী কোটি কাল ভুজঙ্গিনী॥
[১]এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশীকোটি রাবণেরে বেড়ে॥
চারিদিকে বেড়ে সর্প রাবণ কাঁফর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড়॥
রাবণ মুদগর ঘোর ফেলে চারিভিতে।
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে॥
বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণ রাজা বাসুকিরে বেড়ে॥
বাসুকি করিল বিষ বাণ অবতার।
ব্রহ্মজাল বাণে করে রাবণ সংহার॥
বিষজাল মহাবিষ বাসুকি ত এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি।
বাসুকিরে মহাজাল বাণে করে বন্দী॥
বাসুকিরে বন্দী করি তার পুরা লোটে।
বিচিত্র আবাস ঘর নাগপুরে বটে॥
বন্দী হৈয়া বাসুকি মানিল পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয়॥
শত মুণ্ড সহস্র মস্তক যেই ধরে।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে॥
মুখে জ্বলে অগ্নি যার শিরে জ্বলে মণি।
হেন সব সর্পেরে পাতালে গিয়া জিনি॥

[২]॥ নিপাতকের সঙ্গে রাবণের প্রীতিস্থাপন ॥

জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতের রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি॥

১। পরিষৎ-সংস্করণে বেতাল, চন্দ্রভাগা, লাউভগা, কুহিয়া, কালিয়া, বিষতিয়া, মণিনাগ, পাণ্ডু প্রভৃতি নাগের নাম করা হইয়াছে। সেখানে নাগগণের সঙ্গে যুদ্ধ বর্ণনা একটু বিস্তৃত।

২। রামায়ণে নাম 'নিবাতকবচ'। পরিষৎ-সংস্করণেও 'নিবাতকবচ' :

নিপাতের রাজ্যে তার নাহি কোন ডর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্দ্ধর ॥
রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতক ঠাঁই।
লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই ॥
নিপাতক রাজা সেই যম দরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ ॥
শেল জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র খরশাণ।
খাঁড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ ॥
নানা অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন ॥
[৪]দুই হস্তী রণে যেন দন্ত হানাহানি।
দুই সূর্য্য তেজে যেন ছাইল মেদিনী ॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ॥
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতালপুরী হৈল অন্ধকার ॥
কেহ কারে নাহি পারে দুইজন সোসর।
[৫]দুই জনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর ॥

এক মাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে।
দেবগণে লৈয়া ব্রহ্মা আইল সত্বরে ॥
ব্রহ্মা বলে নিপাতক শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥
রাবণ তোমারে বলি শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন ॥
মম বরে দুইজন হইয়াছ দুর্জ্জয়।
দুই জনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয় ॥
কেবা লঙ্ঘিবারে পারে ব্রহ্মার বচন।
দুই জনে প্রীতি করে ছাড়ি অস্ত্রগণ ॥
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
এক বর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥

॥ রাবণ কর্ত্তৃক বরুণপুরী বিজয় ॥

লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জি তার ঘর।
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর ॥
রত্নেতে নিৰ্ম্মিত পুরী দিক্ আলো করে।
[১]সুরভী আছেন সেই বরুণ নগরে ॥

নিবাতকবচ দৈত্য অধোপরে বৈসে।
নিশা চক্রবর্ত্তী রাজা যারে নাহি হিংসে ॥ হী.

ভোগবতী: পাতালগঙ্গার নাম ভোগবতী। নাগপুরীর নামও ভোগবতী। কথিত হয়:

Nagas enjoy a life of ease and pleasure. It is for these circumstances that their abode is called Bhogavati i.e., 'Possessed of enjoyments'. J. B. T. S.

৪। একই ধরনের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে রাবণ-কার্ত্তবীর্য্যার্জুন যুদ্ধ প্রসঙ্গে।

হী. সংস্করণে এই উপমাটি নাই।

৫। পাঠান্তর:—

বৎসরেক যুদ্ধ করে কেহ না পারে কাহারে।
দেবগণ নিদ্রা ব্রহ্মা আল্যত থাকারে॥ হী.

১। সুরভী: দক্ষকন্যা সুরভী গো-সমূহের জননী। ইনি রসাতলে বাস করিতেন। তাঁহার ক্ষীরধারাতেই ক্ষীরোদ-সাগরের উৎপত্তি। সমুদ্রমন্থনে প্রথমেই সুরভী উত্থিতা হন। সুরভী কামধেনু।

পরিষৎ-সংস্করণে সুরভীর বর্ণনা একটু বিস্তৃত এবং মূলের অনুসারী: যেমন,

সুরভী দেখিল তথা লক্ষ্মীর সমান।
সদাই আপনি ক্ষীর খরে খরসান ॥
জার দুগ্ধে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর।
জাহাতে সুতিয়া আছে প্রভু গদাধর ॥
জে ক্ষীরোদ রাখিয়াছে দেব নিশাপতি।
জেইখানে উপজিলা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ইত্যাদি

রাবণ করিল সুরভীরে দরশন।
ক্ষীরধারা বহিতেছে তাহার অনুক্ষণ॥
[১]যার ক্ষীরে ভাসিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর॥
সুরভীকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চায় তাই পায় আমি চাহি তবে॥
বরুণ জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি॥
এত বলি বরুণে জিনিতে দ্রুত চলে।
সুরভী হইল অন্তর্দ্ধান হেনকালে॥
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ॥
বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে।
কার ঠাঁই যুদ্ধ চাহ এ শূন্য নগরে॥
বরুণ গিয়াছে কোথা জিজ্ঞাসে রাবণ।
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ॥
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির॥
তা সবারে রাবণ যে আকাশে নিরখে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে॥
বরুণের পুত্র করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন॥
রাবণ ফুটিয়া বাণ হইল কাতর।
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর॥
মহোদর বীর যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি॥
পড়িল সারথি তার বাণ বিন্ধি বুকে।
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে॥
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন॥

অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর॥
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমিতে পড়িয়া হয় ধূলায় ধূসর॥
তিন ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর।
ধরিয়া আনিল তারে পুরীর ভিতর॥
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণের অন্বেষণ করে লঙ্কেশ্বর॥
বরুণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে।
[২]প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে॥
[৩]ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর॥
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ॥
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হৈয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে॥

॥ বলি কর্ত্তৃক রাবণের বন্ধন ও লাঞ্ছনা ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
এথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণ কথন॥
মুনি বলে বলিরাজা পাতালেতে বৈসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে॥
পাতালে আবাস ঘর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণরাজা হৈল চমকিত॥

১। 'যস্যাঃ পয়োঽভিনিষ্যন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ'

২। মূল রামায়ণে নাম 'প্রহাস'।

৩। তুলনীয় উ. ২৩ :—

গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ।
গান্ধর্বং বরুণঃ শ্রোতুং যং ত্বমাহ্বয়সে যুধি॥

—যে জলেশ্বর বরুণকে আপনি যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, তিনি গন্ধর্বগীত শুনিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন।

সোনার প্রাচীর ঘর পর্ব্বত প্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
প্রহস্তকে পাঠায় রাবণ জানিবারে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে ॥
[১]বলির দুয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ।
শরীরের জ্যোতি কোটি সূর্য্যের কিরণ ॥
আছেন বসিয়া দ্বারে রত্নসিংহাসনে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে ॥
প্রহস্ত বিস্মিত হইয়া আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করিছে শুন হে লঙ্কেশ্বর ॥
দেখিলাম মহারাজ দুয়ারে বলির।
পরম পুরুষ এক সুন্দর শরীর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজ চতুষ্টয়।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ তথি শোভা পায় ॥
শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িত জড়িত যেন দেখি নবঘন ॥
বক্ষঃস্থল কৌস্তুভে শোভিত অতিশয়।
বনমালা তদুপরি করিছে আশ্রয় ॥
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে।
রাবণেরে দেখিয়া পুরুষ মৃদু হাসে ॥

১। বলি: দৈত্যপতি বিরোচনের পুত্র বলি। প্রহ্লাদ তাঁহার পিতামহ। স্বর্গ-মর্ত্য জয় করিয়া তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। বিষ্ণু বামনরূপে সেই যজ্ঞে আগমন করিয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি দান দিতে স্বীকৃত হইলে বামন স্বদেহ স্ফীত করিয়া একপদে ভূ ও ভুবর্লোক, দ্বিতীয় পদে স্বর্গলোক অধিকার করিয়া তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করেন ও বলিকে ভোগবতী সুতলে প্রেরণ করেন। বলি সত্যরক্ষা করায় প্রীত হইয়া বিষ্ণু পাতালের রক্ষক হইবেন বলিয়া বর দেন:

'রক্ষিষ্যে সর্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সংনিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥'
ভাগ. ৮.

রূপে আলো করিয়াছে বলির দুয়ার।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার ॥
রাবণ বলিছে দ্বারী পলাবি কোথায়।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে আমায় ॥
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে।
বলি সনে যুঝ গিয়া ভিতর আবাসে ॥
বীরমধ্যে বীর আমি মুনি মধ্যে মুনি।
ত্রিভুবন সব আমি দিবস রজনী ॥
আমা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস।
কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ হয়ত উচিত।
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত ॥
আমি বলি তোমারে শুনহ দশানন।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন্ জন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা দশানন হাসে।
বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিল পাতালেতে আইলে কি কারণ ॥
সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে ॥
বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে ॥
[১]দুয়ারে যাঁহার সনে হৈল দরশন।
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন ॥
যাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার।
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার ॥
রাবণ বলিছে যম মৃত্যু কালদণ্ড।
ইহা হৈতে কোন জন আছে হে প্রচণ্ড ॥

১। তুলনীয়—
সর্বভূতাপহর্তা বৈ য এব দ্বারি তিষ্ঠতি।
কর্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ ॥ উ. ২৪
—যিনি দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সকলের হর্তা, কর্তা ও পালয়িতা জগদীশ।

বলি বলে ভাই কি করিবে যমরাজ।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ সমাজ॥
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল।
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল॥
ইহার প্রসাদে দেব হইয়াছে অমর।
তাঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য ভিতর॥
দানব রাক্ষস আদি বড় বড় বীর।
পুরুষ দর্শনে ভাই কেহ নহে স্থির॥
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ।
তোমারে কিঞ্চিৎ কহি শুন হে রাবণ॥
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী॥
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির।
পুরুষের দেখা নাহি অদৃশ্য শরীর॥
রাবণ বলিছে ত্রাসে হৈল অদর্শন।
পাইলে চাপড়ে তার বধিতাম জীবন॥
রাবণ আবার গেল পুরুষ উদ্দেশে।
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে॥
বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ॥
পাত্র লইয়া বলি তবে করে অনুমান।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে॥
[১]বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ হইল বন্দী বলিরাজ হাসে॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥

যত দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেব ঋষি।
স্বর্গেতে নাচিয়া বেড়ায় যত স্বর্গবাসী॥
আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার।
দেখিয়া রাক্ষস সব করে হাহাকার॥
[২]এইমত বন্দীশালে আছে ত রাবণ।
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগণ॥
বলি ভূপতির আছে সাত শত দাসী।
দেখিলে মোহিত অন্য পরম রূপসী॥
উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জন অন্নপূর্ণ স্বর্ণথালে।
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে॥
রাবণ বলে কন্যাগণ শুনহ বচন।
একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন॥
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন মেলত অধর॥
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ প্রসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ॥
কুঁজী বলে রাবণ তুমি হে মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ॥
রাবণ বলিল চেড়ী শুনহ বচন।
বারেক আলিঙ্গন দিয়া রাখহ জীবন॥ *

১। মূল রামায়ণে বলির সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের কথা নাই, বন্ধনের কথাও নাই। দাসীগণ ও রাবণের বৃত্তান্ত নূতন যোজনা।

২। পরিষদ্-সংস্করণে দাসীদের নিকট রাবণের আহার প্রার্থনা ও লাঞ্ছনার বর্ণনা বিস্তৃত। ইহার পরে আরও বর্ণনা আছে,

*কুপিল বলির দাসী ঝাঁটা নিল হাতে।
আথালি পাথালি মারে রাবণের মাথে॥
বাড়ি হাতে করি খোঁচা মারে কোনজনা।
খাঁচাতে ভরিয়া হাথ কেহ মারে ঠোনা॥
মারণে কাতর হৈল রাজা দশানন।
বলিরাজা সোঙরিয়া জুড়িল ক্রন্দন॥ হী.

বোঝা যায়, এই অংশগুলি পরবর্তী সংযোজন।

বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে।
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে॥
লজ্জা পাইয়া রাবণ করিল হেঁটমাথা।
রাবন বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা॥
যথায় যথায় আছেন বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন হৈয়া সুখী॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥

॥ মান্ধাতা ও রাবণ ॥

মুনি বলে রাবণ আছয়ে রথোপর।
দিব্যরথে চড়ি যায় এক নরবর॥
সোনার রথখান তার বহে রাজহংসে।
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কারো মুখে বাঁশী।
সে পুরুষ স্ত্রীগণ বেষ্টিত স্বর্গবাসী॥
রথের উপরে যায় শৃঙ্গার কৌতুকে।
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে॥
রাবণ বলিছে কোথা পুরুষ পলাও।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর।
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান।
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ॥
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয়।
স্বর্গবাসে যাই আমি একথা নিশ্চয়॥
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে।
[1]পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি নামে॥
স্ত্রীগণ বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গবাসে।
এহেন সময়ে যুদ্ধ যুক্তি না আইসে॥
রাবণ বলিল তুমি মোর ধর্ম্মবাপ।
পূর্ব্বে মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ॥
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি॥
দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে।
তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সনে॥
পূর্ব্বমুনি বলে আছে মান্ধাতা নৃপতি।
তার সনে যুঝহ সে সপ্তদ্বীপপতি॥
উত্তর দিকেতে গেল সে দেশ ভ্রমিতে।
থাক আজি বাসা করি রম্য এ পর্ব্বতে॥
এ পর্ব্বতে তার সনে হইবে দরশন।
[1]মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন॥
এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেনকালে মান্ধাতা কটক শুদ্ধ আইসে॥
মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুষিল রাবণ।
মান্ধাতা রাবণে দোঁহে বড় বাজে রণ॥

১। রামায়ণে নাম 'পর্বতমুনি'।

১। মান্ধাতা: রঘুবংশের অতি প্রাচীন রাজা মান্ধাতা। তাঁহার পিতা যুবনাশ্ব। যজ্ঞের মন্ত্রপূত জল পান করায় যুবনাশ্বের কুক্ষি ভেদ করিয়া মান্ধাতার জন্ম হয়। শিশু মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত কেমন করিয়া বাঁচিবে প্রশ্ন উঠিলে, ইন্দ্র নিজ অঙ্গুলি শিশুর মুখে দিয়া বলেন, 'মাং ধাস্যতি'—আমার অঙ্গুলির রস পান করিবে। এই জন্য শিশুর নাম হয় 'মান্ধাতা' (বিষ্ণু পু. ৪)। মান্ধাতার কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে আছে—

অযোধ্যা নগরে রাজা হইল মান্ধাতা।
সপ্তদ্বীপ অধিপতি পুণ্যশীল দাতা॥

মধুদৈত্যের পুত্র লবণের সঙ্গে যুদ্ধে মান্ধাতা নিহত হন। মান্ধাতা এত প্রাচীন যে, লোকে কথায় বলে 'মান্ধাতার আমল' অর্থাৎ অতি প্রাচীন কাল।

দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন।
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ॥
দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার॥
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে॥
পড়িল রাবণরাজা বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি॥
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সংবিত।
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন॥
দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার॥
মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার॥
সংবিত পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে॥
উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে॥
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুই রাজা বাণ এড়ে দুই রাজা কাটে॥
দুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর॥
কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
একই সমান যুদ্ধ করে দশ মাস॥
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত॥
সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল ভার্গব মহর্ষি।
অবিলম্বে কহিছেন সেইখানে আসি॥
সমর সংবর ক্রোধ না কর মান্ধাতা।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা শুন তাঁর কথা॥
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে॥
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে॥
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সংবরিয়া প্রীতি কর দুই জন॥
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান॥
মান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে।
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে॥
[১]অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লাসিত।
কহ কহ বলি মুনি করেন উৎসাহিত॥
মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥

॥ রাবণের চন্দ্রলোক বিজয় ॥

মুনি বলে একদিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন॥
হেনকালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইল রুষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয়॥
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান।
আমার উপর দিয়া করিছে প্রয়াণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে॥
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল॥
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে॥
চন্দ্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন॥

১। 'উল্লাসিত। উৎসাহিত॥—এই ধরনের অন্ত্যমিল অপ্রাচীনতার নিদর্শন।

উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্র যোজন উঠে পর্ব্বত হইতে ॥
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী।
[১]সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী ॥
রাজহংস আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে।
রাবণ কটকসহ গঙ্গাস্নান করে ॥
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপণ।
সকল কটক রথে করিল গমন ॥
আছেন শঙ্কর গৌরী তাহার উপর।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর ॥
গৌরীভক্ত যেই জন পূজেছে পার্ব্বতী।
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি ॥
তদুপরি শিবলোকে উঠিল রাবণ।
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ ॥
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটীর পাশে।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে ॥
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ।
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ॥
ব্রহ্মালোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান।
আড়ে দীর্ঘে তাহার দশ সহস্র প্রমাণ ॥
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন ॥
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে।
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরিষে ॥

[১]হিম বরিষণে কটকের হৈল জাড়।
কটকের হস্ত পদ জাড়ে হৈল আড় ॥
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হৈলা জাড়ে।
তথাপি রাবণরাজা রণ নাহি ছাড়ে ॥
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোড় নাহি হাতে।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোন মতে ॥
রাবণ কাতর হৈল যুঝিতে না পারে।
প্রাণ যায় তথাপি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে ॥
রাবণ করিল এই উপায় প্রধান।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ ॥
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলে সে বাণের অগ্রভাগে।
সে বাণের প্রতাপে সবার জাড় ভাঙ্গে ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর ॥
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠিল তৎক্ষণ ॥
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ।
চীৎকার ছাড়িয়া পলায় যত তারাগণ ॥
প্রাণ লইয়া গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ।
ব্রহ্মালোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ ॥
ক্রন্দন করেন চন্দ্র ব্রহ্মা পান দুখ।
ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ সম্মুখ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন অবোধ রাবণ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ ॥
সর্ব্বলোক হরষিত ধবল রজনী।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি ॥

১। 'আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথ সংস্থিতা' উ. ২৭

[রাবণের বায়ুপথে যাত্রার বর্ণনা পৌরাণিক 'মহাকাশ পরিচয়'-এর স্বাক্ষর।]

১। চন্দ্ররশ্মি 'শীতাংশুযুক্ত'। প্রহস্ত এই জন্য বলিয়াছে, 'রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্তাম ইতি বয়ম্'—রাজা, শীতে মরিয়া যাইতেছি, আসুন নিবৃত্ত হই। উ. ২৭

[১]কারো মন্দ না করে সবার করে হিত।
হেন চন্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত॥
শুন রে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কাণে।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈলে মরে একজন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ॥
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন॥
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি॥
চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন॥

॥ রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ ॥

অগস্ত্য বলেন শুন জানকীবল্লভ।
রাবণের দিগ্বিজয় আমি কহি সব॥
[২]জম্বুদ্বীপ পার গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
[৩]কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষপ্রবর॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন দেহের আকার।
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার॥
বার যোজনের পথ আড়ে পরিসর।
বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর॥
রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুমি।
দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি॥
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে।
অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে॥
পুরুষ বলেন আজি ঘুচাই বিষাদ।
কতদিন আর তোর সহিব অপরাধ॥
কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া পড়ে॥
নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ॥
পর্ব্বত যুগল যেন উরু দুই খণ্ড।
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহুদণ্ড॥
অষ্টবসু আছে সেই পুরুষ শরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে॥
দশ দিক্‌পাল আছে পুরুষের পাশে।
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে॥
হৃদ্‌খণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভিপদ্ম আসনে বসেন হৈমবতী॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পত্তন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর।
তিন কোটি দেবকন্যা তাঁহার দোসর॥
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গাত্রে লোমাবলী রূপে আছে অবতার॥
বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে॥
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি॥

১। তুলনীয়: (উ ২৭.) ব্রহ্মা বলিলেন,
গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ সৌম্য মা চন্দ্রং পীড়য়স্ব ত্বং।
লোকস্য হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্যুতিঃ॥
—শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর, চন্দ্রকে পীড়া দিও না। দ্বিজরাজ মহাদ্যুতি চন্দ্র লোকের হিতকারক।

২। জম্বুদ্বীপ: পুরাণমতে 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা'। দ্বীপগুলির নাম—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। এই দ্বীপগুলি আবার কতিপয় বর্ষে বিভক্ত। ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত।

৩। কুশদ্বীপ: Indian Gazetteer মতে সপ্তদ্বীপান্তর্গত কুশদ্বীপ চীনসীমান্ত। কিন্তু রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে মনে হয়, ইহা বঙ্গোপসাগরের সাগরদ্বীপ। রাবণ পুরুষপ্রবরকে এই স্থানেই দর্শন করেন। এই পুরুষই যে ভগবান কপিল, মূল রামায়ণে (উ. ২৮) তাহা বলা হইয়াছে—
শ্রুয়তামভিধাস্যামি দেব দেব সনাতন।
ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে॥

রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তখন।
বিশহাত রাবণ হৈল অচেতন॥
অচেতন হইয়া ভূমে লোটায় রাবণ।
পুরুষ গেলেন্ পরে পাতালভুবন॥
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর।
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর॥
শরীর ঝাড়িয়া শুক সারণেরে পুছে।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে॥
বলে শুক সারণ শুনহ লঙ্কেশ্বর।
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর॥
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ উদ্দেশে।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে॥
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ।
মায়ারূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ॥
ত্রাস পাইয়া মনে মনে চিন্তিত রাবণ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ॥
পুরুষ সুবর্ণখাটে হরিষ অন্তরে।
তিন কোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে॥
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে।
কামার্ত্ত রাবণ ধরিবারে যায় বলে॥
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায়।
অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায়॥
উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণ বলিছে তুমি কোন্ অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুনরে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্ প্রয়োজন॥
যোড়হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর॥
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ॥
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ॥
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় হইয়া তথা হৈতে সরে॥
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয়।
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয়॥
অগস্ত্য বলেন তিনি ভুবনের সার।
চতুর্ভুজ তিন কোটি তাঁর পরিবার॥[১]
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ॥

॥ নলকুবেরের অভিশাপ ॥

অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কর অবধান।
রাবণের পূর্বকথা কহি তব স্থান॥
কৈলাসে রাবণ গেলা বেলা অবসানে।
বিশ্রাম করিল রাজা সর্বসেনা সনে॥
দুই প্রহর রাত্রিকাল জাগে দশানন।
চন্দ্রের উদয় দেখে নির্মল গগন॥
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধ মনোহর।
সুশীতল বায়ু বহে বড়ই সুন্দর॥

১। এখানে মহাপুরুষ কে, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ইনিই যে কপিল, তাহা কোন কোন বাংলা পুথিতে বলা হইয়াছে—

'কপিল বিষ্ণুর অংশ তাহার সোদর।' হী.

*এই অংশ প্রচলিত সংস্করণে যাহা আছে, তাহা যেমন গ্রাম্য, তেমনই রুচি-বিগর্হিত। এইজন্য প্রবাসী-সংস্করণে ও সংসদ-সংস্করণে এ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ প্রাচীন পুথিতে কিংবা শ্রী. ১ মুদ্রিত গ্রন্থে বর্ণনা যথাযথ সংযত।

এখানে ক. ২১১, ক. ২১৫, শ্রী. ১. ও হী. সংস্করণ মিলাইয়া নূতনভাবে রাবণ-রম্ভা কাহিনী বিন্যস্ত হইল। রাবণের প্রতি নলকুবরের অভিশাপ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল না।

মধুপানে রাবণ মত্ত নারী নাহি পাশে।
হেনকালে রম্ভা যায় উপর আকাশে॥
রম্ভা নাম ধরে কন্যা স্বর্গের অপ্সরী।
চন্দন তিলক ভালে শোভিছে সুন্দরী॥
আলা করি যায় কন্যা যেন চন্দ্রকলা।
তার রূপ দেখিয়া রাবণ হইল ভোলা॥
আইস আইস বলিয়া রাবণ ধরে হাতে।
কোথাকে সাজিয়া তুমি যাহ এত রাতে॥
সেই পুরুষের মানি সফল জীবিতি।
তারে এড়িয়া মোরে ভজলো যুবতি॥
লাজে হেঁট মাথা রম্ভা করে জোড় হাত।
আমার শ্বশুর তুমি রাক্ষসের নাথ॥
তোমার বৌহারি আমি না ধরিহ হাতে।
আপনা খাইয়া কেন আইনু এই পথে॥
রাবণ বলে তুমি মোর কোন পুত্রের নারী।
কোন সম্বন্ধে তুমি আমার বহুয়ারী॥
রম্ভা বলে বহু বটি করহ বিচার।
নলকুবের নামে কুবের কুমার॥
জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার কুবের লোকপাল।
নলকুবের তার পুত্র বিক্রমে বিশাল॥
তপেতে তপস্বী তেঁহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ।
ক্ষেত্রিতে ক্ষেত্রিয় গণি যদি করে রণ॥
শ্বশুর হইয়া বহুর করহ পালন।
মোর লাগি বসি আছে কুবের নন্দন॥
ধর্ম না ছাড়িহ রাজা ছাড় পরিহাস।
হাত ছাড়িয়া দেহ যাই পতির পাশ॥
অশেষ বিশেষ বলে কাতর বচন।
ধরিয়া শৃঙ্গার বলে করিল রাবণ॥
হাত পা আছাড়ে রম্ভা তরাস অন্তরে।
যাইয়া পতির পাশে কান্দে উচ্চস্বরে॥
নলকুবের বলে কেন বেশ মলিয়ান।
কার ঠাঁই রম্ভা তুমি পাইলা অপমান॥
কোপ না করিহ রম্ভা বলে করজোড়ে।
বহু বলিয়াছি আমি রাবণ না ছাড়ে॥
লোকধর্ম নাহি মানে বড় অহঙ্কারী।
আমি নারীজাতি তার কি করিতে পারি॥
ধ্যানেতে জানিল রম্ভার নাহি কোন দোষ।
রাবণ চরিত্র গণি বাড়ে তার রোষ॥
কুপিল নলকুবের জ্বলন্ত আগুনি।
রাবণেরে শাপ দিতে হাতে নিল পানি॥
আজি হৈতে স্ত্রী যদি করিবে নানাকার।
তারে যদি বলে ধরে পাপী দুরাচার॥
তাহার একেক মাথা হইবে খানখান।
মাথা ফুটি রাবণের যাইবে পরাণ॥
[১]রাবণের শাপে হৈল হৃষ্ট দেবগণ।
সীতার সতীত্ব রক্ষা এই সে কারণ॥
নিদ্রা হৈতে উঠিল রাবণ অতি সাধে।
শাপ শুনি অমনি সে পড়িল বিষাদে॥
শুনিয়া রাবণরাজা দুঃখ ভাবে চিতে।
কেন আইলাম আমি হেন ছার পথে॥
যদি অন্য শাপ দিত তাহা প্রাণে সয়।
ঘোর শাপ দিল মোরে পুড়িছে হৃদয়॥
এই সে রহিল মোর মনে অনুতাপ।
ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন পাশ॥

১। মূলে নলকূবরের অভিশাপ এইরূপ :
মুহূর্ত্তাৎ ক্রোধতাম্রাক্ষ স্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।
গৃহীত্বা সলিলং সর্বমুপস্পৃশ্য যথাবিধি॥
উৎসসর্জ তদা শাপং রাক্ষসেন্দ্রায় দারুণম্।…
যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্॥
মূর্দ্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলী ভবিতা তদা। উ. ৩১.
—মুহূর্তে (নলকূবর) ক্রোধে আরক্ত চক্ষু হইয়া জল স্পর্শ করিয়া রাবণকে দারুণ শাপ দিলেন, যদি সেই কামুক কোন অকামা নারীতে বল প্রয়োগ করে, তবে তাহার মাথা সপ্তধা চূর্ণ হইবে।

অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
আর কিছু কহ মুনি তার ইতিহাস ॥
রম্ভারে এড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ মুনি শুনি পুরাণ কথন ॥

॥ সূর্পণখার বৈধব্যের বিবরণ ॥

মুনি বলে দশানন দেশে দেশে চলে।
একদিন উঠিল সে গগনমণ্ডলে ॥
তিন কোটি দৈত্য তথা কালকুলপতি।
রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি ॥
তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোসর।
রাবণেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জ্জর ॥
জিনিতে না পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন ॥
অগ্নিবাণ যুড়িলেক অগ্নি অবতার।
অগ্নি বাণে দৈত্য সব হইল সংহার ॥
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার।
রাবণ বলিল লুঠ দৈত্যের ভাণ্ডার ॥
পাইলা রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দাহুড়ি।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে পরম সুন্দরী ॥
[১]রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতূহলে।
লুটিয়া সুন্দরীগণে নিজ রথে তুলে ॥

সে সবার নেত্রজলে রথখান তিতে।
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে ॥
কন্যাগণে প্রবোধে প্রবোধ নাহি মানে।
কান্দিতেছে কেবল রাবণ বিদ্যমানে ॥
রাবণ প্রার্থনা করে চাহি রতিদান।
পিতৃমাতৃ শোকে কন্যাগণ হীনজ্ঞান ॥
রাবণ ভাবিছে যদি না হইত শাপ।
তবে এতক্ষণ কেবা সহে কামতাপ ॥
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের নন্দন।
বলে ধরি শৃঙ্গার না করি সে কারণ ॥
মহোদর বলে রাজা মম কথা শুন।
লজ্জা ভয়ে তোমারে না ভজে কন্যাগণ ॥
একে কুলবালা তাহে মনে ভয় বাসে।
সব কন্যা ভজিবেক তুমি গেলে দেশে ॥
লঙ্কায় তোমার দশ সহস্র যে রাণী।
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি ॥
এত স্ত্রী থাকিতে তবু না পূরিল সাধ।
তবে কেন রম্ভা হরি পাড়িলে প্রমাদ ॥
মহোদর কহে যত রাবণ লজ্জিত।
দেশেতে প্রস্থান করে হইয়া ত্বরান্বিত ॥
দিগ্বিজয় করিলেক শতেক বৎসর।
উপস্থিত হইল লঙ্কাতে লঙ্কেশ্বর ॥
সঙ্গে ছিল দৈত্য কন্যা পরমাসুন্দরী।
লইয়া সে সবকন্যা গেল অন্তঃপুরী ॥
রাবণ যাহার পায় অঙ্গীকার বাণী।
অন্তঃপুরে লইয়া তারে করে মুখ্যা রাণী ॥

১। মূল রামায়ণেও (উ. ৩১) বর্ণনা অনুরূপ :
তা হি সর্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুচুর্বাষ্পজং জলম্।
তুল্যমগ্ন্যর্চিষাং তত্র শোকাগ্নি ভয়সম্ভবম্ ॥
—অপহৃতা কন্যাগণ মিলিত হইয়া দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। সে অশ্রু শোকে-ভয়ে অগ্নিজ্বালার মত উষ্ণ।
[নারীগণের অশ্রু-অভিশাপই রাবণের বিনাশের কারণ]
পাঠান্তর—
কত কন্যা রথে আছে রূপে অপ্সরা।
গগন মণ্ডলে যেন শোভা করে তারা ॥
তা সভারে পূজে রাজা নানা আভরণে।
কান্দে সব কন্যাগণ বোল নাহি শুনে ॥ হী.

অতিরিক্ত পাঠ :
দিগ্বিজয় করি যায় বাজে ঢাক ঢোল।
রথে শুনি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের রোল ॥
চুল ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে কেহ শঙ্খ ভাঙ্গে।
মাথা আছাড়িয়া কার রক্ত পড়ে অঙ্গে ॥
শাপ গালি পাড়ে সভে পাঞা মনস্তাপে।
শ্রীভ্রষ্ট হৈল রাজা স্ত্রীগণের শাপে ॥ হী.

যে কন্যার রাবণ না পায় অঙ্গীকার।
থুইয়া অশোকবনে করে ত প্রহার॥
রাবণ প্রতাপী অতি স্বর্ণলঙ্কাপুরে।
স্ত্রী দশ হাজার সহ সুখে কেলি করে॥
সূর্পণখা নামে ছিল রাবণ ভগিনী।
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পানি॥
সূর্পণখা বলে ভাই তুমি মোর অরি।
বিধবা করিলে মোরে মোর পতি মারি॥
তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে॥
পাত্রমিত্র আদি আর বিভীষণ ভাই।
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাঁই॥
যে দিন বিবাহ সেই দিন হৈনু রাঁড়ী।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি॥
সূর্পণখা হাতে ধরি বলে মহারাজ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম কত দেহ লাজ॥
দুই ভাই আছে খর আর যে দূষণ।
তাহারা তোমারে সদা করিবে পালন॥
স্বতন্ত্রা হইয়া তুমি থাক জনস্থানে।
স্বতন্ত্রার নামে রাঁড়ী হুষ্ট হয় মনে॥
আর যত রাঁড়ী মরে বঞ্চয়ে যৌবন।
স্বতন্ত্রা করিলা তারে কুবুদ্ধি রাবণ॥
সূর্পণখা চলিল রাবণের আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাঁড়ীর দোষে॥
সে রাঁড়ীর নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ॥
[১]অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

॥ রাবণের স্বর্গ-বিজয়ে উদ্যোগ ॥

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্র রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান॥
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব দানবের কন্যা লইয়া কেলি করে॥
পরনারী লইয়া কেলি করে দশানন।
হেনকালে রাবণেরে বলে বিভীষণ॥
তুমি বলে হরিয়া আন পরের সুন্দরী।
মধুদৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি॥
যত পাপ কর তুমি তোমারে সে ফলে।
[২]কুম্ভনসী ভগ্নী দৈত্য হরিয়া নিল বলে॥
প্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী।
রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি॥
অপমান শুনি রাজা কহিছে বিষাদে।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদে॥
সুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে॥
তুমি আছ বিভীষণ ভাই সহোদর।
এত সব বীর আছ লঙ্কার ভিতর॥
[৩]কারো শক্তি নাহি যুদ্ধ করে দৈত্যগনে।
তোমা সবাকারে ধিক্ কি ফল জীবনে॥

১। পাঠান্তর:

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস আলাপ।
উত্তরাকাণ্ডে গাইল শূর্পণখার প্রতাপ॥ হী.

২। মূল রামায়ণে নাম 'কুম্ভীনসী'। হী. সংস্করণে নাম 'কুম্ভনসী'। এই নামই প্রচলিত রামায়ণগুলিতে গৃহীত। ভুল বানানে 'কুম্ভনিশী' (শ্রী. ১) এবং 'কুম্ভনশী' (বট. ২).

৩। পাঠান্তর:

তোমা হেন আছে যার ভাই সহোদর।
বুহিনি রাখিতে নার ঘরের ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ ভাই মোর লঙ্কাপুরে জাগে।
ত্রিভুবনে কেবা আছে আস্তে তার পাশে॥
হেন ভাই নিদ্রাতে হৈল অচেতন।
তোমরা লঙ্কায় ছিলে কি কারণ॥ ক. ২১১.

[হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্করণেও পাঠ প্রায় অনুরূপ]

কুম্ভকর্ণ বীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শক্র নাহি আইসে তার আগে॥
দিগ্বিজয় করি আইলাম ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কাজ পলায় দেবগণ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া আইনু একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুইজন।
মেঘনাদ আদি সবার বিক্রম অকারণ॥
লজ্জা পাইয়া রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কারো দোষ নাহি দোষ দেহ অকারণ॥
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী।'
ফল মূল খাই আমি থাকি উপবাসী॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন।
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ॥
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ॥
মেঘনাদের কথা যত কহে বিভীষণ।
বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনিল রাবণ॥
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুম্ভিলা॥
অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে॥
স্বর্ণনামে আছিল প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত॥
ন্যাস করি পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হয় মন্ত্রতেজে॥
অধিষ্ঠান হইয়া অগ্নি রহিলা সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে॥
যজ্ঞের আহুতি খাইয়া অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন হইয়া পরিতোষ॥
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথা তথা যাহ যুঝিবারে॥

[১]পরাজয় না হইবা আমি দিনু বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবে রিপুর অগোচর॥
যজ্ঞে আসি বর দিল তব বিদ্যমানে।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে॥
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে।
রাবণ বলে মেঘনাদ চল মোর সনে॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়া আজি জিনি পুরন্দর॥
ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হন রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোরে পূজা॥
সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষে।
ইন্দ্রসনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে॥
আপন কটক লইয়া চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ॥
নয় হাজার নারী তার পরমা সুন্দরী।
দেব দানবের কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দ বৎসর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর॥
নারী সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে॥

১। মূল রামায়ণে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রজিৎ মাহেশ্বর যজ্ঞ করিয়া পশুপতির নিকট বর লাভ করিয়া কামগ অন্তরিক্ষচারী রথ ও তামসী বিদ্যা লাভ করিয়াছিল। উ. ৩০। বাংলা রামায়ণে বরদাতা অগ্নি—'অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে'।
পাঠান্তর লক্ষণীয়—
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিল তোরে।
যজ্ঞ করি যেথা যেথা যাবে যুঝিবারে॥
পূর্ণা দিয়া সংগ্রামে যাইবে যেই দিনি।
পরাজয় না হবে অবশ্য হব জিনি॥ হী.

শতকোটি হস্তী নড়ে অর্বুদ কোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি আর ঝকড়া॥
সারথি জানিল আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন॥
সাজাইয়া আনে রথ অতি মনোহর।
সংগ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর॥
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে॥
নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি।
মেঘনাদের বাদ্যভাণ্ড তিন অক্ষৌহিণী॥
রাজার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি॥
মহোদর মহাপাশ খর আর দূষণ।
তালভঙ্গ সিংহবর ঘোর দরশন॥
মহাবাহু শুকবাহু আর যজ্ঞধূম।
বাঁকামুখ মেঘমালী দুর্জ্জয় বিক্রম॥
শার্দ্দূল সারণ শুক চলিল বিদ্যুন্মালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী॥
চলে নিশঠ শঠ সে বিক্রমকেশরী।
রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি॥
রথে গজে অশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে।
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে॥
অক্ষয়কুমারাদি চলে দেবান্তক।
ত্রিশিরা ও অতিকায় চলে নরান্তক॥
নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজনি কত মাণিক্যাদি হীরা॥
কুম্ভকর্ণপুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ দুইজন।
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন॥
কনক রচিত রথ প্রভাকর জ্যোতি।
চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি॥
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তেজী ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি আর ঝকড়া॥

মুদ্গর মুষল টাঙ্গি খাণ্ডা খরশাণ।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ॥
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হৈল সেই দিনে।
ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে॥
এক দিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠে ক্ষুধার কাতর॥
ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন জল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল॥
সাত শত খাইলেক মদের কলসী।
পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ।
সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ॥
[১]ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয়ঙ্করে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে॥
রাবণের রথ লইয়া যোগায় সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি॥
হস্তী ঘোড়া নড়ে ঠাট কটক অপার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার॥
ইন্দ্রে জিনিবারে করে এতেক সাজনি।
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী॥
ইন্দ্রে জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন॥
শত লক্ষ কাঁসি তিন লক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল॥
ভেরী ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া।
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া॥
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা॥

১। পাঠান্তর:
কাড়া পড়া বাজে ঘন ঢাকে দিল কাঠি।
তোলপাড় হইল লঙ্কার সব মাটি॥ ক. ২১১

ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি।
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি॥
বিরানই লক্ষ বীণা তিন কোটি শঙ্খ।
দোহারী মোহারী শাণী গণিতে অসংখ্য॥
পাখোয়াজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁসি।
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাঁশী॥
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদল।
প্রলয়কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল॥
রাবণের সাজনে দেবতা চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার॥

॥ রাবণ-মধুদৈত্য সংবাদ ॥

মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্য জিনি পিছে পুরন্দর॥
সাগর হইয়া পার সৈন্য দিল ত্বরা।
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা॥
ঘেরিল মথুরাপুরী রাক্ষস সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধুদৈত্য মহাবল॥
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনসী বাহির হইল একেশ্বরী॥
রাবণ বলে কহ ভগ্নি দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন পাঠাইতাম তারে যমঘর॥
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনসী ভাষে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে॥
তোমার বাণেতে ভাই কারো নাহি রক্ষা।
সহোদর ভগ্নী রাঁড়ী কৈলে সূর্পণখা॥
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ।
মোরে রাঁড়ী করি ভাই সাধিবে কি কাজ॥
ধর্ম্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাণ্ডাইয়া এই ভাগিনা তোমার॥
আপনার কথা ভাই আপনি বাখানি।
চৌদ্দ হাজার জায়া তব বিভা কয় রাণী॥
তুমি বলে ধরি আন পরের সুন্দরী।
সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী॥
হইলে তোমার ক্রোধ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকি পলায় দৈত্য কোন্ জন॥
কোপ ছাড় মোর তরে দেহ স্বামী দান।
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান॥
কুড়িপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্রে জিনিবারে যাব আসুক মোর সনে॥
কুম্ভনসী চলিল রাবণ আজ্ঞা পাইয়া।
শুইয়াছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধাইয়া॥
কুম্ভনসী ধাইয়া যায় আলুলিত চুল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল মধুদৈত্য মহাবল॥
ঘূর্ণিত লোচনে দৈত্য শয্যা পরি বৈসে।
কুম্ভনসী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে॥
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল॥
কুম্ভনসী বলে তুমি না জান কারণ।
তোমারে বধিতে আইল লঙ্কার রাবণ॥
লঙ্কা হইতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে আইল তোমারে কাটিবারে॥
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শূল।
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্ম্মূল॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনসী কয়।
রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চয়॥
থাকুক তোমার কার্য্য না পারে বিধাতা।
রাবণের সঙ্গে বাদ অন্যের কি কথা॥
রাবণের দোষ নাই তুমি সর্ব্বদোষী।
আমারে আনিলে হরি তিনপ্রহর নিশি॥

অবিচার কর্ম্ম কেন করিলে আপনে।
আপনি করহ কোপ কিসের কারণে ॥
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে ॥
তুষ্ট হৈয়া কহিল আমার বিদ্যমানে।
দৈত্য আসি সম্ভাষ করুক মোর সনে ॥
প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন কহি মিষ্টকথা ॥
পূর্ব্বকোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই ॥
কুম্ভনসীর কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
যোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে ॥
রাবণ বলে করেছিলি বড়ই প্রমাদ।
আমার ভগিনী আন এত বড় সাধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর ॥
কত বল ধর তুমি কত আছে সেনা।
কোন সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা ॥
তোমা বান্ধি লইতাম সাগরের পার।
ভস্মরাশি করিতাম মথুরা নগর ॥
ভগ্নী আসি বিস্তর কাঁদিল পায়ে ধরে।
ভগ্নীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে ॥
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
যোড়হাত করি বলে শুনহ রাবণ ॥
তোমার সংগ্রামে হরিহর করে ভয়।
আমারে করহ কোপ উপযুক্ত নয় ॥
হীনবীর্য্য দৈত্য আমি তুমি মহাবল।
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল ॥
পরম পণ্ডিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর ॥
অবোধ জনার দোষ মার্জ্জনা করহ।
আমার আশ্রমে আসি পদধূলি দেহ ॥

হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ।
মধুদৈত্য আশ্রমেতে করিল গমন ॥
আগে আগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুইজন ॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথাযোগ্য স্থানে বসায় অন্য যত জনে ॥
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে তব চরিত্র সুন্দর ॥
মধুদৈত্য বলে আজি থাক এইখানে।
কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে ॥
[১]রাবণ বলে কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন ॥
নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব ॥
রাবণ বলিছে দৈত্য শুন মোর বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী ॥
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি আর ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া ॥
আপন কটক লৈয়া চলহ সত্বর।
লুটিব অমরাবতী রাত্রির ভিতর ॥
রাত্রির ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম ॥
মধু দৈত্যের হাতী ঘোড়া কটক বিস্তর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥

১। রামায়ণে (উ. ৩০) আছে রাবণ একরাত্রি 'একাং নিশাং' মধুদৈত্যের গৃহে বাস করিয়াছিল। এখানে দেখা যাইতেছে, রাবণ সেইদিনই স্বর্গজয়ে যাত্রা করিতেছে। এই বর্ণনাই সঙ্গত। কারণ, কুম্ভকর্ণ 'একদিন জাগে ছয়মাস অন্তর'। তাই রাবণ বলিতেছে, 'কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন'—কুম্ভকর্ণ জাগ্রত থাকিতেই স্বর্গজয় করিতে হইবে।

॥ রাবণ কর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রমণ ॥

অন্তরীক্ষে ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে।
রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে॥
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
অসংখ্য বেড়িয়া ঠাট রহে চারিভিতে॥
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমরনগরী।
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি॥
সুবর্ণ নির্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন।
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন॥
শত যোজন সুরপুর আড়ে পরিসর।
দীর্ঘ ওর নাহি তার বায়ু অগোচর॥
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ॥
সোনার কপাট খিল পর্ব্বতের চূড়া।
সোনার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া॥
[1]শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা।
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে চারিদ্বারে।
কাহার নাহিক শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে॥
শতবৃন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী।
শচী দেবকন্যা তথা পরমা সুন্দরী॥
পরমা সুন্দরী শচী তিনি মুখ্য রাণী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী॥
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর।
নানারত্ন পরিপূর্ণ পরম সুন্দর॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর দুয়ার চৌতারা।
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা॥
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা।
দেবগণ লৈয়া ইন্দ্র করে তাতে খেলা॥
নাহি শোক দুঃখ নাহি অকাল মরণ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন॥
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম॥
নানারঙ্গে নৃত্য তথা করে পক্ষিগণ।
কুসুম সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন॥
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে।
অমরনগরী গিয়া বেড়িল রাবণে॥
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর।
দেবগণে লৈয়া গেল বিষ্ণুর গোচর॥
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ।
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন॥
নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর।
[1]এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর॥
তোমারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ।
আমা বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ॥
ব্রহ্মা বর দিয়াছেন তপে হৈয়া তুষ্ট।
বিনা নর বানরেতে না মরিবে দুষ্ট॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি হইব অবতার।
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার॥
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ।
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি।
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি॥

১। (ক) অক্ষৌহিণী: ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতিক সংযুক্ত সেনাবাহিনী।

(খ) শত, কোটি, বৃন্দ, পদ্ম প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ।

দশ কোটিতে এক অর্বুদ, দশ অর্বুদে এক বৃন্দ, লক্ষ কোটিতে এক শঙ্খ, দশ শঙ্খে এক পদ্ম (=১০০০০০০০০০০০০০)

১। বিষ্ণু বলিলেন, 'নাহং তং প্রতিযোৎস্যামি রাবণং রাক্ষসং যুধি'—উ. ৩২.

ত্রিভুবন উপরে ইন্দ্রের অধিকার।
দশদিক্‌পাল আসি হৈল আগুসার॥
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে।
যক্ষ রক্ষ লইয়া আসে যুঝিবার তরে॥
একবার রাবণের যুদ্ধে পাইল লাজ।
আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ॥
যম মৃত্যু সংগ্রামে আইল দুই জন।
একবার যুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবণ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের যুদ্ধে।
আরবার আইল ইন্দ্রের অনুরোধে॥
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ।
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ॥
আইল তিরাশী কোটি চিত্রিণী শঙ্খিনী।
যাহার বিষের জ্বালে কাঁপয়ে মেদিনী॥
একবার বরুণেরে জিনিয়াছে রাবণ।
সেই কোপে যুঝিবারে আইল বরুণ॥
মরুৎ অসুর আর আইল বিদ্যাধর।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আইল বিস্তর॥
চন্দ্র সূর্য্য আইল নক্ষত্র আরবার।
রাবণের রণেতে হইল আগুসার॥
শনি রাহু কেতু আদি যত গ্রহগণ।
রাত্রি দিবা ঝড় বৃষ্টি আইল তখন॥
সমর দেখিতে আইলেন মহেশ্বরী।
চৌষট্টি যোগিনী তাঁর সঙ্গে সহচরী॥
[১]দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী বগলা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী দেবী ব্রহ্মাণী কমলা॥
নারসিংহী বারাহী ধরেন নানা কলা।
কাত্যায়নী চামুণ্ডা গলেতে মুণ্ডমালা॥
রণে আইলেন দেবী বেশ ভয়ঙ্কর।
আছুক অন্যের কাজ দেবে লাগে ডর॥
রক্তবীজ আদি করি মরিলা কটাক্ষে।
রাবণের তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে॥

॥ রাবণসহ যুদ্ধে দেবগণের পরাজয় ॥

স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল॥
নানা অস্ত্র পড়ে নাহি যায় সংখ্যা করা।
অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস করিছে অবতার।
সুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
খাণ্ডা খরশাণ বাণ অতি ভয়ঙ্কর॥
পড়ে গদা শাবল নাহিক লেখাজোখা।
চারিদিকে ফেলে বাণ যার যত শিক্ষা॥
রথে রথে ঠেকাঠেকি ভাঙ্গি পড়ে কত।
হস্তী ঘোড়া চাপনেতে হস্তী ঘোড়া হত॥
পড়ে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর॥
দেব অস্ত্র রাক্ষস অস্ত্র করে অবতার।
সকল অমরাবতী বাণে অন্ধকার॥
দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হইয়া রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসের গঙ্গা॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে।
হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে॥
বিম্বকে বিম্বকে রক্ত বান্ধি ওঠে ফেনা।
শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে পারণা॥

১। তন্ত্রে দেবীর দশ মহাবিদ্যার নাম—
কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।
শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অষ্ট মাতৃকার নাম: ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা। এখানে উভয় নামের মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

ইন্দ্র বলে রাবণ কি করিল যুদ্ধছল।
জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ।
মোর সনে যুঝিয়াছে সকল দেবগণ॥
বরুণ কুবের যম জিনিল মান্ধাতা।
যুঝিবে আমার সনে কে আছে দেবতা॥
হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে।
দশমাথা খসি পড়ে দেবগণ হাসে॥
বিকৃতিআকার রাবণ সংগ্রাম ভিতরে।
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে॥
দশমাথা খসি পড়ে বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার দশমাথা উঠে॥
একবার ভিন্ন শনির নাহি আর রণ।
উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ॥
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে।
শনি পলাইয়া গেল রাবণের ডরে॥
শনি পলাইল দেখি রাক্ষসেরা হাসে।
হেনকালে যম গেল রাবণের পাশে॥
যমেরে দেখিয়া পরে দশানন হাসে।
মরিবারে কেন যম আইলি মোর পাশে॥
যম বলে রাক্ষস কি করিস অহঙ্কার।
সেইদিন আমি তোরে করিতাম সংহার॥
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ।
ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা জীবি কতক্ষণ॥
আছয়ে চৌষট্টি রোগ যমের সংহতি।
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি॥
ত্রিভুবনের মায়া জানে রাজা দশানন।
ব্রহ্ম অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন॥
পুড়ি মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি।
সহিতে না পারে সবে গেল যমঠাঁই॥
রোগ পীড়া পলাইল দশানন হাসে।
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে॥

যম বলে রাবণ কি করিস অহঙ্কার।
মোর হাতে হইতে তোর সবংশে সংহার॥
রোগপীড়া পলাইল মনে পাইলি আশ।
আমার খাণ্ডাতে তোর সবংশে বিনাশ॥
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর॥
অবশ্য মরণ হবে যাবি মোর ঘর।
চক্ষু পাকাইয়া গর্জ্জে যমের কিঙ্কর॥
যমরাজ রাবণ দুইজনে গালাগালি।
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী॥
ধাইয়া যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণ দেখি যায় পলাইয়া ডরে॥
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর।
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর॥
সর্ব্বজন মরে যম তোমা দরশনে।
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্ জনে॥
হেনকালে পবন বহিল মহাঝড়।
উড়াইয়া রাক্ষসে একত্র কৈল জড়॥
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল।
ভয়েতে রাবণ রাজা চিন্তিত হইল॥
কুম্ভকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে।
কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়।
পলাইল পবন ঘুচিল সব ঝড়॥
পবন পলাইয়া গেল পাইয়া মনে ডর।
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর॥
বরুণের মায়াতে সকল জলময়।
জল দেখি রাবণের বড় লাগে ভয়॥
কুম্ভকর্ণের নাহি ভয় দুর্জ্জয় শরীর।
আর যত সেনা সবে হইল অস্থির॥
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন॥

অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি অবতার।
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার ॥
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ।
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ ॥
[১]একাদশ রুদ্র আইল দ্বাদশ ভাস্কর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল দীপ্তিকর ॥
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্য্যোদয়।
ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয় ॥
ধনুকেতে রাজা যোড়ে বাণ ব্রহ্মজাল।
বাণ হৈতে বরিষয়ে অগ্নির উথাল ॥
রাবণের বাণেতে দেবতাগণ কাঁপে।
সূর্য্যতেজ নিভাইল রাবণ প্রতাপে ॥
সকল দেবতাগণে জিনিল রাবণ।
মেঘনাদ জয়ন্ত দুইজনে বাজে রণ ॥
দুই রাজপুত্র যুঝে দুইজনে প্রধান।
কেহ কারে নাহি জিনে দুইজনে সমান ॥
মেঘনাদ বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর।
পলাইয়া জয়ন্ত গেল পাতাল ভিতর ॥
[২]পুলোম দানব তার মাতামহ হয়।
পাতালে লুকাইয়া থাকে তাহার আলয় ॥

১। একাদশ রুদ্র: এক এক পুরাণ মতে নাম এক এক প্রকার। বায়ুপুরাণ মতে (৬৬ অ:)—অঙ্গারক, সর্প, নিঋতি, সদসস্পতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, জর, উর্ধকেতু, ঈশ্বর (বিশ্বরূপ), মৃত্যু ও কপালী।

২। দ্বাদশ ভাস্কর=দ্বাদশ আদিত্য:
কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, ও উরুক্রম জন্মগ্রহণ করেন। অদিতির পুত্র বলিয়া ইহারা দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত।

২। পুলোমা দানব: শচীদেবীর জনক, জয়ন্তের মাতামহ।

ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ ॥
মেঘনাদের বাণ বুঝি না পারি সহিতে।
আছে কিনা আছে বাঁচি না পারি বলিতে ॥
অন্তঃপুরে নারীগণ যুড়িল ক্রন্দন।
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ বচন ॥
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হৈত দেখা।
মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা ॥
পুলোম দানব তার পাতালে নিবাস।
লুকাইয়া জয়ন্ত রহিয়াছে তার পাশ ॥
[১]যমের প্রবোধে ইন্দ্র সংবরে ক্রন্দন।
তবে ইন্দ্ররাজা গেল চণ্ডীর সদন ॥
তোমা বিদ্যমানে দেবগণের সংহার।
রাবণে মারিয়া মাতা কর প্রতিকার ॥
চৌষট্টি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি ॥

১। চৌষট্টি যোগিনীর যুদ্ধ-প্রসঙ্গ মূল রামায়ণে নাই। বাংলা রামায়ণে দেখা যায়, ইন্দ্রের প্রার্থনায় চণ্ডী দেবী চৌষট্টি যোগিনী সহ যুদ্ধ করিতে নামেন, তখন রাবণ তাঁহাকে স্তুতি করিলে তিনি বিরত হন। পাঠান্তর (ক. ২১১):

ইন্দ্রের স্তুতি:

তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি সে বিধাতা।
বিদ্যা শক্তি দেবি তুমি দেবতার মাতা ॥
তুমি বর্তমানে মরে সব দেবগণ।
বারেক রাখহ মাতা লইনু শরণ ॥

রাবণের উক্তি:

জোড় হস্তে রাবণ চণ্ডীকে স্তুতি করি।
তুমি রণ কৈলে আমি অস্ত্র নাহি ধরি ॥...
শিবের সেবক আমি শুন ঠাকুরাণি।
সেবক সহিতে কেন কর হানাহানি ॥

যুঝিতে যোগিনীগণ নানা কাচ কাচে।
রক্ত মাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে॥
দেখিলে যোগিনী সবে মহাভয় করে।
একেক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে॥
দশানন বলে মাতা কর অবধান।
যুদ্ধ সংবরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান॥
রাবণ যোগিনী যুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর।
যোড়হাতে স্তুতি করে দেবীর গোচর॥
মোর সনে মাতা তব কিসে বিসংবাদ।
তোমার চরণে কিছু নাহি অপরাধ॥
শঙ্কর সেবক আমি তুমি মা শঙ্করী।
এ কারণে তব সনে যুদ্ধ নাহি করি॥
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ।
তুমি যদি হার মাতা পাবে বড় লাজ॥
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লইয়া চলিলা কৈলাস॥
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র ও রাবণ দুইজনে বাজে রণ॥
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র অস্ত্র হাতে।
সাজিয়া রাবণরাজা আইল দিব্যরথে॥
ইন্দ্রের সে বজ্র অস্ত্র করিছে গর্জ্জন।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ॥
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়া।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহে দাণ্ডাইয়া॥
কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র আর যাবি কোথা।
স্বর্গপুরী নি-বসতি করিব দেবতা॥
বজ্র বিনা ইন্দ্র তোর আর নাহি বাড়া।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করিয়া যাব গুঁড়া॥
ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ণ ছাড় অহঙ্কার।
বজ্র অস্ত্রে আমি তোরে করিব সংহার॥
মহামন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজ্রবাণ ফেলে।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্র অস্ত্র গিলে॥

বজ্র অস্ত্র গিলি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ॥
চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে।
ভয়েতে দেবতাগণ পলায় চারিভিতে॥
সৃষ্টিনাশ হেতু তারে সৃজিল বিধাতা।
চারিভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা॥
অমর দেবতাগণ নাহিক মরণ।
নাসিকা কর্ণের পথে পলায় তখন॥
শ্রবণ নাসিকা পথ ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া দেবগণ পলায় অপার॥
স্বর্গ হৈতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে।
হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় পড়ি ভূমিতলে॥
কুম্ভকর্ণ রণে কারো নাহি অব্যাহতি।
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি॥
[১]এক দিন রাত্রি মাত্র জাগে কুম্ভকর্ণ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল সুখী দেবগণ॥
ছয় মাসে একদিন জাগে কুম্ভকর্ণ।
রজনী প্রভাত হৈলে সবার এড়ান॥
রাত্রি পোহাইল বীর নিদ্রায় বিভোল।
এতক্ষণে রক্ষা পাইল দেবতাসকল॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে রাবণ চিন্তিত।
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত॥
ইন্দ্রসহ রাবণের বাজে মহারণ।
দুইজনে নানা বাণ করে বরিষণ॥
দুইজনে বাণ মারে নাহি লেখাজোখা।
চারিদিকে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা॥
দুইজনে সম কেহ না পারে জিনিতে।
প্রস্বাপণ বাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে॥

১। পাঠান্তর:

এক রাত্রি মাত্র জাগে বীর কুম্ভকর্ণ
রাত্রি প্রভাত হৈলে এড়ান দেবগণ। শ্রী. ১.

ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
প্রস্বাপণ বাণে বন্দী করিব রাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইন্দ্র প্রস্বাপণ এড়ে।
ব্রহ্ম অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে॥
ছুইলে মাত্র নিদ্রা যায় হেন প্রস্বাপণ।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন॥
অচেতন হইয়া পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে॥
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায়।
রাবণে বান্ধিয়া লইল ঐরাবত পায়॥
অবনীতে লোটে রাবণের দশ মাথা।
তাহার অবস্থা দেখি হাসেন দেবতা॥
হি চড়িয়া লইয়া যায় বুক ছিঁড়ি যায়।
ঐরাবত দন্ত ঠেকে রাবণের গায়॥
খান খান হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রাবণ বিষম প্রহারে॥
[১]হরিষ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হাত কান্দে যত নিশাচরগণ॥
রাবণ হইল বন্দী মেঘনাদ দেখে।
রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে নাহি যাস ইন্দ্র ফিরি দেহ রণ॥
রাবণ কুমার আমি নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ॥
পিতারে করিলি বন্দী আমা বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে॥
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদ গর্জ্জনেতে দেবরাজ হাসে॥

১। তুলনীয় উ. ৩৪ :
এতস্মিন্নন্তরে নাদো মুক্তো দানব রাক্ষসৈঃ।
হা হতাঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্॥

তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি॥
এত যদি ছুইজনে হৈল গালাগালি।
ছুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে যুঝে মেঘনাদ ধানুকী॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে॥
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে॥
খাণ্ডা খরশাণ শেল শূল একধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ॥
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন॥
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ॥
সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র উর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
কোথা হৈতে আসে বাণ দেখিতে না পায়॥
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।
দেখিতে না পায় আর না পারে সহিতে॥
মেঘনাদ জুড়িলেক বন্ধন নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস॥
মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কারো নাহি রক্ষা॥
এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
[১]হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল॥

১। তুলনীয় উ. ৩৪. :
স তং যদা পরিশ্রান্তমিদং জজ্ঞেহথ রাবণিঃ।
তদৈনং মায়য়া বদ্ধা সসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ॥
—যখন দেখিলেন ইন্দ্র ক্লান্ত, তখন মায়াপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া রাবণি তাহাকে নিজ সৈন্যের দিকে লইয়া আসিলেন।
রামায়ণে 'মায়াপাশ' এখানে 'নাগপাশ']

বিষের জালায় ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত॥
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন॥
ইন্দ্রে বান্ধে মেঘনাদ পিতা বিদ্যমান।
মেঘনাদে দশানন করিছে বাখান॥
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলে পুত্রকাজ॥
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া পুত্র লহ লঙ্কাপুরী।
তবে আমি লুঠিব এ অমর নগরী॥
মেঘনাদ বলে পিতা আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে লইয়া যাই আমি॥
শুনি মেঘনাদের বচন দশানন।
আজ্ঞা দিনু কর তাহা যাহে তব মন॥
আজ্ঞা পাইয়া মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে লইয়া কহিতে লাগিল॥
পিতারে বান্ধিয়াছিলি ঐরাবত পায়।
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায়॥
ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর।
অমরনগরী লুঠে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
একে দশানন তাহে অমর নগরী।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গবিদ্যাধরী॥
নানা রত্ন মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গবিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল॥
শচীরে চাহিয়া ফিরে রাজা দশানন।
শচী লৈয়া দেবগণ হৈল অদর্শন॥
শচী তরে রাবণের ছিল বড় আশ।
শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ॥
ইন্দ্রের নন্দনবন দেখে মনোহর।
প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
পারিজাত বৃক্ষ উপাড়িল ডালে মূলে।
লুটিয়া অমরাপুরী চলে কুতূহলে॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান।
কটক ছত্রিশ কোটি সম্মুখে প্রধান॥
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর।
রাবণ বলে কোথায় আছে পুরন্দর॥
ইন্দ্ররাজ করিয়াছে আমার অবস্থা।
হেন ইন্দ্রে বান্ধি পুত রাখিয়াছ কোথা॥
মেঘনাদ বলে তবে বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর॥
লোহার শৃঙ্খলে বান্ধিয়াছি হাতে গলে।
বুকে পাথর চাপাইয়া রাখি যজ্ঞস্থলে॥
এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
রাজার প্রসাদ পায় বাপের গোচর॥
মেঘনাদে তবে রাজা করিছে বাখান।
ধন্য ধন্য পুত্র মোর বীরের প্রধান॥
নানা অলঙ্কার দিল মাথে দিল মণি।
দশহাজার বিদ্যাধরী দিলেক নাচনী॥
বাপের প্রসাদ পাইয়া হরিষ অন্তরে।
কুতূহলে দেবকন্যা লইয়া রতি করে॥
বহু ধন পায় লুটি অমরনগরী॥
দিগ্বিজয় দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী॥
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা তব সৃষ্টি হয় নাশ।
দিবা রাত্রি গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ॥
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ে লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর॥
দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজ পাইবে অব্যাহতি॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়া পাড়িনু প্রমাদ॥
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিল সত্বর॥
একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লঙ্কার ভিতর॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ।
ভক্তিভরে পূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা কেন হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর আছে তব কোন্ প্রয়োজন॥
বিরিঞ্চি বলেন দুষ্ট কৈলি সৃষ্টি নাশ।
রাত্রি দিন গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ॥
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ॥
যোড়হাতে বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পাইয়া তব বর॥
সকলে জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে॥
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে।
আজ্ঞা কর আনি আমি তোমার গোচরে॥
ব্রহ্মা বলিলেন রাজা চল যজ্ঞশালা।
দেখাইবে মেঘনাদের যজ্ঞ নিকুম্ভিলা॥
আগে আগে যান ব্রহ্মা পশ্চাতে রাবণ।
তার পাছু চলিলা রাক্ষস বিভীষণ॥
মেঘনাদের যজ্ঞ দেখি বিধাতার হাস।
মেঘনাদে বলে ব্রহ্মা করিয়া প্রকাশ॥
তোর বাপ ইন্দ্র রণে পাইল পরাজয়।
হেন ইন্দ্রে জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
[১]তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত।
আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত॥
বর মাগ ইন্দ্রজিত তুষ্ট হৈনু আমি।
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি॥

ইন্দ্রজিত বলে আগে দেহ তুমি বর।
তবে আমি ছাড়িব এ দেব পুরন্দর॥
অমর বর দেহ মারে কর সংবিধান।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান॥
ইন্দ্রজিতের কথা শুনি ব্রহ্মার হৈল হাস।
তুমি অমর হইলে আমার সর্ব্বনাশ॥
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুন ভালমতে।
ত্রিভুবন জিনিবে যে যজ্ঞের ফলেতে॥
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন।
সেই জন হয় তোর বধের ভাজন॥
শুনিয়াছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ।
তারি জন্যে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ॥
ইন্দ্রে আনি দিল তবে ব্রহ্মা বিদ্যমান।
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পাইয়া অপমান॥
ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র কিবা ভাব মনে।
এ দুঃখ পাইলে তুমি শাপের কারণে॥
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে।
পূর্ব্বকথা কহি ইন্দ্র শুন সাবধানে॥
[১]কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আমি।
রাজ্যভোগে পূর্ব্বকথা পাসরিলে তুমি॥
অহল্যা কন্যার নাম রাখিনু যতনে।
আইল গৌতম মুনি আমা দরশনে॥

১। ব্রহ্মা বলিলেন,
'জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যসি' উ. ৩৫
পাঠান্তর :
ইন্দ্রেরে জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত।
আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত॥ হী.

১। গৌতম-অহল্যা-ইন্দ্রের বৃত্তান্ত আদি কাণ্ডেও আছে। সেখানে কাহিনীর বক্তা বিশ্বামিত্র :
'সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা।
সৃজিলেন তা সবার রূপেতে অহল্যা॥
অহল্যা নামের ব্যুৎপত্তি উ. ৩৫ —
হলং নামেহ বৈরূপং হল্যাং তৎপ্রভবং ভবেৎ।
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যাং তেন অহল্যেতি বিশ্রুতা॥
—'হল' শব্দের অর্থ বিরূপতা, হল্য তৎপ্রভব বৈরূপ্য। যাহার ভিতর কোন হল্য (বিরূপতা) নাই, তাই নাম অহল্যা।

অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন।
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন॥
বুঝিয়া মুনির মন কন্যা দিনু দান।
কন্যা লইয়া কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান॥
তপস্যাতে গেল মুনি তমসার কূলে।
হেনকালে গেলা তুমি পড়িবার ছলে॥
অহল্যা গৌতম পত্নী পরমাসুন্দরী।
গৌতমের রূপ ধরি গেলে তার পুরী॥
সতী কন্যা অহল্যা সে সর্ব্বলোকে জানে।
জলাসন দিল সে তোমারে স্বামী জ্ঞানে॥
নারী জাতি নাহি জানে মায়া ব্যবহার।
বলে ধরি তুমি তারে করিলে শৃঙ্গার॥
হেনকালে তপ করি মুনি আইল ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিনিল তোমারে॥
অহল্যারে শাপ আগে দিলা মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর॥
আপনি হবেন প্রভু রাম অবতার।
তিনি পদধূলি দিলে তোমার নিস্তার॥
অহল্যা পাষাণী হৈল যে মুনির শাপে।
তোমারে সে মুনি শাপ দিল মহাকোপে॥
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা।
তোরে পড়াইয়া পাইলাম দক্ষিণা॥
ভগে অভিলাষ তোর ইন্দ্র তুই ঠগ।
আমার শাপেতে তোর গায়ে হউক ভগ॥
শাপ দিল মহামুনি খণ্ডন না যায়।
হইল সহস্র ভগ ইন্দ্র তব গায়॥
ধরিয়া মুনির পায়ে করিলা ক্রন্দন।
পরদার পাপ মোর করহ খণ্ডন॥
মুনি বলে খণ্ডন না যায় এই পাপ।
এই পাপে তুমি পরে পাবে বড় তাপ॥
মুনির বচন কভু না যায় খণ্ডন।
এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণ॥

[1]বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র কহি তব কাণে।
রামনাম মন্ত্র তুমি জপ রাত্রিদিনে॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
রামনামে হয় সর্ব্ব পাপের সংহার॥
এক নামে সহস্র নামের ফল হয়।
রামনামের তুল্য নাহি চারিবেদে কয়॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থান।
ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরে পাইয়া প্রাণদান॥
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পাইয়া অব্যাহতি।
আইল অমরাবতী আপন বসতি॥
রামনাম দেবরাজ রাত্রিদিন জপে।
পরিত্রাণ পায় ইন্দ্র পরদার পাপে॥
দিগ্বিজয় করি রাবণ আইল নিজ ঘর।
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর॥
আর চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের আয়ু।
সীতার চুলেতে ধরি হইল অল্পায়ু॥
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী আর সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥
তারপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
তোমার এ ঘোষণা রহিল ত্রিভুবন॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

১। মূল রামায়ণে ব্রহ্মা শাপমুক্তির জন্য বৈষ্ণব যজ্ঞ করিবার নির্দেশ ('যজ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং') দিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসে রামমন্ত্র জপের নির্দেশ:
পাঠান্তর:

এসব পাপের কিছু নাহি প্রতিকার।
রামনাম সোঙরণে হইবে উদ্ধার॥
চারিবেদ সহস্র নামে যত হয় ফল।
একবার রামনামে পাইবে সকল॥ হী.

[২]রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা হে মুনি।
রাবণ অধিক হনুমানেরে বাখানি॥
বহুস্থানে শুনি রাবণের পরাজয়।
হনুমান পরাজয় কোথাও না হয়॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত রাত্রির মধ্যে আনে।
হনুমান সম বীর নাহি ত্রিভুবনে॥

- ——- -

১॥ হনুমানের জন্মকথা॥

অগস্ত্য বলেন কি কহিব তার কথা।
হনুমান গুণ কত না জানে দেবতা॥
তাহার যতেক গুণ কহিতে না জানি।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি॥
জননী অঞ্জনা তার পিতা সে পবন।
হনুমানের জন্মকথা করিব বর্ণন॥

অঞ্জনা বানরী ছিল পরমা সুন্দরী।
তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী॥
বানরীর রূপ গুণ বড়ই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিদ্যুৎ॥
মলয় পর্ব্বত পরে কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর॥
প্রবেশিল চৈত্রমাস বসন্ত সময়।
আইল পবন দেব পর্ব্বত মলয়॥
অঞ্জনার রূপে বায়ু আকুল হৃদয়।
করিতে না পারে কিছু কেশরী দুর্জ্জয়॥
একদিন একাকিনী পাইয়া পবন।
পরিধান উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন॥
অঞ্জনা বলেন বায়ু কৈলে জাতি নাশ।
দেবতা হইয়া তব বানরী বিলাস॥
বায়ু বলে কিছু আর না বল অঞ্জনা।
তোর রূপ দেখি আমি পাসরি আপনা॥
শাস্ত্রে মহাপাপ পর রমণী গমনে।
জাতিকুল বিচার করয়ে কোন্ জনে॥
সকল সংবরি তুমি যাহ নিজ ঘরে।
জন্মিবে দুর্জ্জয় বীর তোমার উদরে॥
এতেক বলিয়া বায়ু গেল নিজ স্থান।
আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনুমান্॥
অমাবস্যা দিনে হৈল হনুর জনম।
জন্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম॥
[১]জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন্যপান।
উদিত হইল রক্তবর্ণ ভানুমান॥

২। রামায়ণেও (উ. ৪০) এইরূপ আছে—

অতুলং বলমেতদ্বৈ বালিনো রাবণস্য চ।
ন তু এতাভ্যাং হনুমতা সমং ত্বিতি মতির্মম॥

—(রামচন্দ্র বলিলেন) বালী ও রাবণের বল অতুল, কিন্তু মনে হয়, হনুমানের মত কেহই নয়।

পাঠান্তর:

অগস্ত্যের কথা শুনি রামচন্দ্র হাসে।
শুনিতে হনুর কথা মোর অভিলাষে॥
শ্রীরাম বলেন মুনি অপূর্ব কাহিনী।
ইন্দ্রজিত রাবণ হৈতে হনুকে বাখানি॥ হী.

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণনায় ক্রমভঙ্গ দৃষ্ট হয়। মূল রামায়ণে স্বর্গবিজয়ে যাইবার কালে রম্ভার সঙ্গে রাবণের মিলন হয়' কৃত্তিবাসে উহা চন্দ্রলোক গমন প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। মূল রামায়ণে স্বর্গবিজয়ের পরে কার্ত্তবীর্য্যার্জুন ও বালির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে উহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, স্বর্গবিজয়ের অনেক আগে, যমলোক-বিজয়ের পূর্বে।

১। পাঠান্তর:

(ক) রাঙ্গা বর্ণে তপন উদয় হেন কালে॥
ওড়পুষ্প সমান সূর্য উদয় করে।
ফল জ্ঞানে হনুমান যান ধরিবারে॥
উঠিল পবনবেগে লক্ষের যোজন।
বসিল সূর্য্যের রথে পবননন্দন॥ হী.

ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে।
অঞ্জনার কোল হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে ॥
পর্ব্বত সমেতে হয় লক্ষৈক যোজন।
এক লাফে উঠে তথা পবননন্দন ॥
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে।
সূর্য্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে ॥
গ্রহণ লাগিবে সূর্য্য সেই সে দিবসে।
ধাইয়াছে রাহু সূর্য্য গিলিবার আশে ॥
হনূমানে দেখি রাহু পলাইল ডরে।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে ॥
মম অধিকার ইন্দ্র দিলে তুমি কারে।
না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্যে গিলিবারে ॥
শুনিয়া রাহুর কথা দেবের তরাস।
সূর্য্যকে গিলিতে কেবা করিয়াছে আশ ॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে লইয়া।
সূর্য্যের নিকটে হনূ দেখিল আসিয়া ॥
হনূমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর ॥

(খ) জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান
রাঙ্গা বর্ণে সূর্য উঠে প্রত্যুষ বেহান।
ফলজ্ঞানে ধরিতে চাহিল কৌতুকে
মায়ের কোলে থাকিয়া লাফ দিল অন্তরীক্ষে।
ভূমে হৈত্যে সূর্য উঠে লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন এক লাফে উঠিল গগন। শ্রী. ১.

তুলনীয় (উ. ৪০.) রামায়ণ—
তদা উদ্যন্তং বিবস্বন্তং জবাপুষ্পোৎকরোপমম্।
দদর্শ ফললোভাচ্চ উৎপপাত রবিং প্রতি ॥
বালার্কাভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্।
গ্রহীতুকামো বালার্কং প্লবতেঽম্বর মধ্যগ ॥

—তখন জবাফুলের মত অরুণ সূর্য উঠিতেছিল। শিশু ফল মনে করিয়া উহা ধরিতে লাফ দিল। বালসূর্যের মত শিশু বালসূর্যকে ধরিবার জন্য বালসূর্যের অভিমুখে আকাশ মধ্যে ধাবিত হইল।

ঐরাবতের মাথা রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত।
তাহা দেখি হনূমান হৈল হরষিত ॥
সূর্য্যে এড়ি যায় ঐরাবতেরে ধরিতে।
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র বজ্র লইয়া হাতে ॥
ক্রোধ হইল দেবরাজ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে বজ্রাঘাত করে তার শিরে ॥
হনূমান্ পীড়িত হইল বজ্রাঘাতে।
অচেতন হৈয়া পড়ে মলয় পর্ব্বতে ॥
নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনূমান্ ॥
পুত্র পুত্র বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন।
হেনকালে আইলেন দেবতা পবন ॥
অঞ্জনা বলেন নাথ তব অপকর্ম্মে।
পাপেতে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্ম্মে ॥
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে।
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্ কাজে ॥
জগতে ত হই আমি জীবনের নিধি।
পুত্র মরে আমার কৌতুক দেখে বিধি ॥
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি করি বড় আশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি আজি করিব বিনাশ ॥
বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন।
পবন ছাড়িল অচেতন ত্রিভুবন ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী।
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী ॥
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা।
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা ॥
মলয় পর্ব্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর।
বলেন পবন শুন আমার উত্তর ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুতর ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি না আইসে ॥
পবনে সৃজিলাম আমি লোকের জীবন।
শ্বাসেতে পবন বহে এই সে কারণ ॥

হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগৎ।
আপনি মরিবে বুঝি কর সেইমত ॥
আত্মা রাখ সৃষ্টি রাখ শুনহ উত্তর।
চারিযুগ তব পুত্র হইবে অমর ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস।
রুদ্ধ ছিল সে পবন করিল প্রকাশ ॥
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উঠিল ত্রিভুবন ॥
বিধাতা বলেন শুন কহি দেবগণ।
হনূমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন ॥
সর্ব্ব অগ্রে যম বলে আমি দিনু বর।
আমা হৈতে নাহি তোমার মরণের ডর ॥
দেবতা বরুণ বর দিলেন তখন।
না হবে আমার জলে তোমার মরণ ॥
অগ্নি বলে হনূমান দিলাম এ বর।
অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর ॥
যত যত দেবতা যতেক বল ধরে।
আপন আপন বল দিলেন তাহারে ॥
[1]ইন্দ্র বলে হনূমান পবননন্দন।
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥
যেই বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির।
সে বজ্র সমান হউক তোমার শরীর ॥

১। রামায়ণে (উ. ৪১.) ইন্দ্র হনুমানকে কাঞ্চনময় পদ্মমালা দিয়া বর দিয়াছিলেন, বজ্রাঘাতে তোমার হনু ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া তুমি 'হনূমান' নামে বিখ্যাত হইবে—

মৎকরোৎসৃষ্ট বজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপি শার্দূলো ভবিতা হনুমানিতি ॥

[ইন্দ্রের বরে হনুমান বজ্রজয়ী, সূর্যের বরে শাস্ত্রজ্ঞ ও বাগ্মী, বরুণের বরে জলজয়ী, যমের বরে গদাঘাতে, কুবেরের বরে অস্ত্রাঘাতে, বিশ্বকর্মার বরে দিব্যাস্ত্রের আঘাতে অবধ্য এবং ব্রহ্মার বরে সকলের অজেয় ও কামচারী]

ব্রহ্মা বলে মারুতি আমার এই বর।
এই বরে হও তুমি অজর অমর ॥
আপনি দিলেন বর আপনি বিমর্ষে।
ধ্যানে জানিলেন ব্রহ্মশাপ হবে শেষে ॥
বর দিয়া দেবগণ গেল নিজ স্থান।
মলয় পর্ব্বতে রহিলেক হনূমান ॥
পিতৃঘরে আছে বীর পর্ব্বতশিখর।
নানা বিদ্যা মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর ॥
পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে।
চারি বেদ মল্লযুদ্ধ শিখে চারি দিনে ॥
গুরু পড়াইতে নারে তারে ঘৃণা করে।
কুপিয়া ভার্গব মুনি শাপ দিলা তারে ॥
বানর হইয়া যে কর গুরুকে ঘৃণা।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা ॥
সেই শাপে হনূমান আপনা পাসরে।
তেঁই পলাইয়াছিল সে বালির ডরে ॥
হনূমান বীর যদি আপনারে জানে।
ভুবন জিনিতে পারে একদিন রণে ॥
অযুত বৎসর যদি করি পরিশ্রম।
বলিতে না পারি হনূমানের বিক্রম ॥
রাম তুমি আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
তোমার সেবক তার কি কব কথন ॥
যত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পারি।
শ্রীরাম[১] বিদায় দেহ দেশে গতি করি ॥
সে দুই বর্ষ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় লইয়া ॥

১। পাঠান্তর:

অগস্ত্যের সর্বকথা হৈল অবসান।
মেলানি দেহ মুনিগণ যাই নিজ স্থান ॥
সভাখণ্ড চমকিত শুনিয়া কাহিনী।
নানা রত্ন দিয়া দিল মুনিকে মেলানি ॥
রামে আশীর্বাদ করি মুনি গেলা দেশে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ হী.

নানা ধনে রাম পূজা করেন তাঁহার।
মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য সুধাভাণ্ড।
বাল্মীকি আদেশে গায় গীত উত্তরাকাণ্ড ॥*

---

[১]॥ অযোধ্যার অশোকবনে রামসীতার বিহার ॥

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্ম পরায়ণ।
রাজ্যে নাহি দুর্ভিক্ষ কি অকাল মরণ ॥
শ্রীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা লইয়া সভাজন ॥
যুদ্ধ করি অবসাদ হইয়াছে আমার।
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার ॥
কিছুদিন বিশ্রাম করিব আছে মনে।
তিন ভাই মিলি কর প্রজার পালনে ॥
মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার ॥
অন্তঃপুরে রব আমি করিয়াছি মনে।
সদা সাবধানে পালিবে প্রজাগণে ॥
যোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন।
সেবক হইয়া রাজ্য করিয়াছি পালন ॥
চৌদ্দবর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি প্রজাগণ ॥
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।
ত্রিভুবন ভিতরেতে কারে করি ডর ॥
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে ॥
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈলা রঘুনাথ।
আলিঙ্গন দিলা রাম পসারিয়া হাত ॥
তিন ভাই শ্রীরামে করিলা প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ ॥
অন্তঃপুরে গেলা রাম হরষিত মন।
সীতা করিলেন রামের চরণ বন্দন ॥
রাম বলে শুন সীতা আমার বচন।
[২]লঙ্কাপুরে যেমন সোনার অশোক বন ॥

---

*ইহার পরে মূল রামায়ণে বালী ও সুগ্রীবের পূর্বকথা বিবৃত হইয়াছে (৪২ সর্গ)। তৎপরে রাবণ-সনৎকুমার সংবাদ (৪৩-৪৫), ঋষিগণের বিদায়, জনক-সুগ্রীব-বিভীষণাদির বিদায় ও পুষ্পক রথের আগমন (৫১) বর্ণিত হইয়াছে। পরিষদ্ সংস্করণে এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা আছে। আলোচ্য সংস্করণে এ বিষয়গুলি পরিত্যক্ত।

১। মূল রামায়ণে অযোধ্যায় যে একটি অশোকবন ছিল, তাহার উল্লেখ আছে 'যচ্চমদ্-ভবনং শ্রেষ্ঠং সাশোকবনিকং শুভং' (যুদ্ধ ১৩০)। কিন্তু উহা যে রাম-সীতার বিহারের জন্য রাবণের অশোকবনের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা কৃত্তিবাসে নূতন। রামের অশোকবন-বিহার মূলেও আছে। কিন্তু বাংলা বর্ণনায় স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। 'ষড়্‌ঋতু বর্ণন' বর্ণনা এখানে নূতন। শ্রী. ১. সংস্করণে বিশ্বকর্মা কর্তৃক অশোকবন নির্মাণ ও অশোকবনে 'ষড়্‌ঋতু বর্ণন' অংশ থাকিলেও, বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্ণনা বিস্তারিত। শ্রী. ১ সংস্করণে অশোকবনকে একাধিকবার 'বৃন্দাবন' বলা হইয়াছে—রাম বলিয়াছেন, 'সৃজিব বৃন্দাবন', বিশ্বকর্মা 'অদ্ভুত বৃন্দাবন যে করিল নির্মাণ', রামচন্দ্র 'সীতা লইয়া অনুক্ষণ থাকেন বৃন্দাবনে'। প্রচলিত সংস্করণে অশোকবনকে কোথাও 'বৃন্দাবন' বলা হয় নাই; বটতলার সংস্করণেও নয়।

মূল রামায়ণে উ. ৫২. রামের অশোকবন ইন্দ্রের 'নন্দনকানন' ও ব্রহ্মার 'চৈত্ররথ উদ্যানে'র সহিত তুলিত হইয়াছে—

'নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য ব্রাহ্মং চৈত্ররথং যথা।
তথাভূতং হি রামস্য কাননং সন্নিবেশনম্ ॥

২। পাঠান্তর:
লঙ্কার ভিতর দেখিলে সোনার অশোকবন। শ্রী. ১.

দেবকন্যা লইয়া রাবণ তথা কেলি করে।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দরে ॥
তুমি আমি তাহে কেলি করিব দুইজন।
নানাবর্ণ পুষ্প বৃক্ষ করিব রোপণ ॥
রঘুনাথের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলে বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান।
রঘুনাথের অশোক বন করহ নির্ম্মাণ ॥
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যানগরে আসি হৈল উপনীত ॥
বসি আছে রঘুনাথ হরষিত মন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিল চরণ ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান।
সুবর্ণের অশোক বন করিতে নির্ম্মাণ ॥
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মাইয়া অশোকবন জন্মাই পিরীতি ॥
সোনার অশোকবন করিল নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান ॥
[১]সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফলফুল ধরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
সুললিত পক্ষিরব শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দে প্রচুর ॥

বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ আসি তথা কেলি করে ॥
সরোবর চারিপার্শ্বে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু কেলি করে নানাবর্ণ মাছ ॥
মণি মাণিক্যেতে বান্ধা যত গাছের গুঁড়ি।
স্থানে স্থানে বসিয়াছে রত্নময় পীঁড়ি ॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে।
তেমনি উদ্যান শোভা পুরীর ভিতরে ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্মাণ করিল অশোক বন।
[২]ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন ॥
অশোক বন দেখি রাম হইলেন সুখী।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী ॥
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
জানকী লইয়া তথা বসাইলা সঙ্গে ॥
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী।
নানারসে সেবা করে রঘুনাথে তুষি ॥
সীতা রূপ দেখি রাম হরষিত মনে।
সীতারে তোষেন রাম মধুর বচনে ॥
বিদ্যাধরীগণ আইল অপ্সরা বিমলা।
প্রথম যৌবনী তারা জিনি শশিকলা ॥
[১]বিদ্যাধরীগণ আছে শ্রীরামের পাশে।
সীতারে দেখিয়া রাম অন্ত নাহি ভাষে ॥
প্রথম যৌবনী সীতা লক্ষ্মী অবতরী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরমা সুন্দরী ॥

১। মূল রামায়ণে অশোকবন যে 'শিল্পীভিঃ পরিকল্পিতঃ' (উ. ৫২), তাহা বলা হইয়াছে। সেখানে বৃক্ষ (চন্দন, চূত, অগুরু, দেবদারু), পুষ্প (চম্পক, বকুল, পুন্নাগ), পক্ষী (কোকিল, ভ্রমর), জলচর জন্তু (হংস, সারস, চক্রবাক) প্রভৃতি পৌরাণিক। বাংলা রামায়ণে সরোবরে 'নানাবর্ণ মাছ'-এর কথা বলা হইয়াছে। কোন গ্রন্থে (হী) 'আম, কাঁঠাল, কামরাঙ্গা টাবা', 'তুলসী ধুতুরা'র উল্লেখ দেখা যায়। শ্রী. ১ সংস্করণে 'বার মাসিয়া ফল সৃজে আম্র কাঁঠাল'। বাংলা রামায়ণের প্রকৃতি বঙ্গ-প্রকৃতি, দৃষ্টি বাঙালীর।

২। হী সংস্করণে অশোকবন নির্মাণের পরে কৃত্তিবাসের ভণিতা এইরূপ :

কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজসভায় পূজিত।
উত্তর কাণ্ডে গাইল রামায়ণ চরিত ॥

১। পাঠান্তর :
শ্রীরামের অন্তঃপুরে আছে বিদ্যাধরী।
সীতা ছাড়ি রঘুনাথ না চান অন্য নারী ॥ হী.

এত রূপ দিয়া সীতায় সৃজিলা বিধাতা।
কাঁচা সোনার বর্ণ-রূপে আলো করে সীতা॥
দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁখি।
চন্দ্রবদন রামচন্দ্র সীতা চন্দ্রমুখী॥
পূর্ণ অবতার রাম সীতা মনোহরা।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা॥
[১]আনন্দে আছেন রাম সীতা সম্ভাষণে।
রাজকর্ম্ম এড়ি রাম কেলি রাত্রিদিনে॥
রামের সেবাতে সীতার পরম ভকতি।
শচীর সেবায় যেন তুষ্ট শচীপতি॥
এক এক দিবসে সীতা একেক মূর্ত্তি ধরে।
একদিন অন্তরূপ বিষ্ণু ভাণ্ডিবারে॥
সাত হাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে।
[২]ছয়ঋতু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে॥
নিদাঘ কালেতে চৈত্র বৈশাখ যে মাসে।
আনন্দে ডুবেন রাম কেলি রঙ্গরসে॥
বিকসিত পদ্ম শোভে চারি সরোবরে।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে রবি যে প্রবল।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল॥
বরিষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী।
জলজন্তু কলরব তৃষিত চাতকী॥
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে॥
অশোক বনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে॥
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম উল্লাসে।
[৩]বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশে॥
আসিয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল।
নির্ম্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল॥
ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন।
ছাড়িল বরিষা ডাক মেঘের গর্জ্জন॥
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিলা রঘুবরে॥
কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু বরিষে সঘনে।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর।
নারিকেল সমুদয় ফল বহুতর॥
পরম হরিষে রাম সুখের বিশেষ।
এইরূপে শ্রীরামের হেমন্তের হইল শেষ।
শিশির উদয়ে হৈল প্রবল যে শীত।
শীতকাল পাইয়া রাম পরম পিরীত॥
দিনে দিনে মলিন হইল শশধর।
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর॥
দেখি কোটি সূর্য্যতেজ ধরেন রঘুবীর।
দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির॥
উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্ব ঋতু সার।
কৌতুক সাগরে রাম করেন বিহার॥
ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর॥

১। পাঠান্তর:

ভোজনে শয়নে রহে অশোকের বনে।
রাজকার্য করে তারা ভাই তিনজনে॥
কোন দিন রামচন্দ্র আসেন দেয়ানে।
কেহ দেখে না দেখে যান ততক্ষণে॥ ক. ২১১

২। ক. ২১১ পুথিতে 'ষড়্ঋতু বঞ্চন' বর্ণনা নাই। হী. সংস্করণেও নাই। শ্রী. ১ সংস্করণে ষড়্ঋতুর বর্ণনায় বসন্ত বর্ণনা প্রথমে:

প্রথম প্রভু কেলি করেন বসন্ত সময়
মলয় বসন্তের বাত ঘন ঘন বয়।

পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'নিদাঘ' দিয়া বর্ণনার আরম্ভ, শেষ বসন্তে। শ্রী ১. সংস্করণে নিদাঘ বর্ণনায় 'গঙ্গাজল পাটি'র উল্লেখ আছে—'বিচিত্র গঙ্গাজল পাটি তাহাতে শয়ন।'

৩। পাঠান্তর—

শরৎ উত্তম ঋতু নির্গম গমন
চন্দ্র উদয় করিয়া উঠিল গগন। শ্রী. ১

পরম কৌতুকী রাম দেখি ঋতুরাজ।
কেলিরস বিনা রামের নাহি কিছু কাজ॥
এইরূপে দোঁহে সাত হাজার বৎসর।
রাত্রিদিন কেলিরসে থাকে নিরন্তর॥
পঞ্চমাস গর্ভ হইল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে॥
গর্ভবতী হৈলে কিবা খাইতে অভিলাষ।
কোন্ দ্রব্য খাবে সীতা করহ প্রকাশ॥
[১] লাজে হেঁটমাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী।
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি॥
এক দ্রব্য খাইতে হইয়াছে মন।
একদিন আজ্ঞা পাইলে যাই তপোবন॥
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যা সনে॥
মুনিপত্নী সঙ্গে যাইতাম স্নান করিবারে।
হংস খেদারিয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে॥
যোগী ঋষি মুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংসেতে ভাঙ্গিয়া পিণ্ড করে খান খান॥
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নী-স্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ ত মেলানি।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী॥
[২] সীতার কথায় রাম বিস্ময় যে মনে।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবনে॥

॥ সীতার অপবাদ ॥

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাত হাজার বৎসরান্তে আইলা বাহিরে॥
সহস্র[৩] বৃহন্দ বাহির আইলা যখন।
পাত্রমিত্র কাণাকাণি করিছে তখন॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিলা দশমাস।
হেন সীতা লইয়া রাম করেন বিলাস॥
হেনকালে আইলা রাম বাহির চৌতারা।
দেয়ানে বসিলা রাম সভাখণ্ড পুরা।
পাত্রমিত্র ভয় পাইয়া করে কাণাকাণি।
সীতা নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি॥
সীতা নিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতাদেবী না জানেন থাকে অন্তঃপুরে॥
ধর্ম্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ।
নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ॥
আমি রাজা হৈতে হে কে আছে কেমন।
রাজ্য ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর॥

১। মূল রামায়ণে (উ. ৫২) সীতার সাধ ঃ
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টানাম্ ঋষিণামুগ্রতেজসাম্॥

পাঠান্তর :
ইহা শুনি হেঁট মুখে বলে চন্দ্রমুখী।
কোন দ্রব্যে সাধ নাহি মর্ত্ত্যে যত দেখি॥
যত মুনি দেখিলাঙ বনের ভিতর।
ফল মূল খান সভে ধর্ম্মেতে তৎপর॥
একদিন প্রভু মোবে দেহত মেলানি।
ধনে বস্ত্রে তুষি গিয়া মুনির ব্রাহ্মণী॥ ক. ২১১

[সীতার এই বনগমন প্রার্থনা সুন্দর একটি নাটকীয় শ্লেষ (Dramatic Irony) ; নিজের অজ্ঞাতসারে সীতা যাহা কামনা করিলেন, তাহাই মর্মান্তিক বনবাসরূপে তাঁহার জীবনে সত্য হইল]

২। পাঠান্তর :
এতেক শুনিয়া রামের বিস্ময় লাগে মনে।
কালি বিদায় দিব যাইহ তপোবনে॥ শ্রী. ১.

৩। পাঠান্তর :
অষ্টশত বিহন্দের বাহির হইল যখন শ্রী. ১.

[বৃহন্দ ও বিহন্দ উভয় পাঠই হইতে পারে ; বৃহন্দ—মহল, বিহন্দ—বেষ্টনী]

[১] ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড়হাতে॥
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড় কারে নাহি ভয়।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা রাম আগে কয়॥
পাত্র বলে রঘুনাথ কর অবধান।
রঘুবংশে আছি আমি পাত্রের প্রধান॥
সর্ব্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান॥
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে।
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে॥
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নির্ধন হইল রাজ্য শুন রঘুবর॥
শ্রীরাম বলেন কেন নির্ধন সংসার।
রাজা হৈয়া করিলাম কোন্ অবিচার॥
রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতি সুখে।
রাজা পাপ করিলে দুঃখেতে প্রজা থাকে॥
ভদ্র বলে রঘুনাথ কহিতে যে নারি।
পাত্র হইয়া অধিক কহিতে ভয় করি॥
শ্রীরাম বলেন ভদ্র না হও চিন্তিত।
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত॥
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু রাম॥
ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা।
সর্ব্বলোকে কহে প্রভু সীতার বারতা।
দেবাসুর যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ।
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ॥
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছে ঘরে।
নির্ম্মল কুলেতে কালি দিলা রঘুবরে॥
যে নারী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে।
রাখিয়াছে সেই নারী নিজ গৃহবাসে॥
এই অপযশ তব সর্ব্বজন ঘোষে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে॥
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ॥
রামের নিকট ছিল যত পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন কহ যথার্থ বচন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যা বলিল ভদ্র প্রভু সে সত্য বচন॥
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

১। বাল্মীকি-রামায়ণে বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, ভদ্র প্রভৃতি পাত্রগণের নাম আছে। সীতাপবাদের বক্তা 'ভদ্র'। ভদ্রের উক্তি :

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতা সম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে॥ উ. ৫৩

—রাবণ বলপূর্বক অঙ্কে ধারণ করিয়া যাহাকে হরণ করিয়াছিল, সেই সীতার মিলনজনিত সুখ রাম কিরূপে ভোগ করিতেছেন? আমাদেরও স্ত্রীগণের দোষ সহিতে হইবে, কারণ, রাজা যেমন করেন, প্রজাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে।

হী. সংস্করণে পাত্রগণের নাম—

বাসববন্ধন পাত্র ভদ্র সে বিজয়।
সুমন্ত্র অশোক পাত্র দত্ত মহাশয়॥

সেখানেও সীতাপবাদের বক্তা 'ভদ্র'। অধ্যাত্ম রামায়ণে (উ. ৪) সীতাপবাদের বক্তা পাত্র 'বিজয়'। তিনি বলিয়াছিলেন :

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতা সম্ভোগজং সুখম্।
যা হৃতা বিজনেঽরণ্যে রাবণেন দুরাত্মনা॥

—দুরাত্মা রাবণ যে সীতাকে বিজন অরণ্যে হরণ করিয়াছিল, সেই সীতাকে লইয়া রামের কিরূপে সুখ হয়?

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকে জনাপবাদের কথা রামচন্দ্রের কানে কানে কহিয়াছেন, পৌরবার্তা শ্রবণে নিযুক্ত পরিচারক 'দুর্মুখ'। জনসাধারণের মধ্যে 'দুর্মুখ' নামটিই অধিক পরিচিত।

* ॥ সীতার বনবাস ॥

পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানি ॥
১ নিদাঘ সময় অতি রবি খরতর।
সরোবরে স্নানহেতু যান রঘুবর ॥
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত।
সরোবরকূলে গিয়া হৈল উপনীত ॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবর পাড়।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড় ॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে ॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানি ॥
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনেন কাহিনী ॥
দুই জনে কথা কহে শ্বশুর জামাই।
এই দুই জন বিনা আর কেহ নাই ॥
শ্বশুর বলিছে তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি ধোপেতে ধুপিন ॥
নিজ গোত্র প্রধান আছিল তব পিতা।
ধনী মানী দেখি তোরে দিলাম দুহিতা ॥
কিবা দোষ করে কন্যা মার কোন্ ছলে।
আমার বাটীতে একা আইল রাত্রিকালে ॥
একেশ্বরী আইলা কন্যা বড় পাই ভয়।
পিতৃগৃহে যুবকন্যা শোভা নাহি পায় ॥
এত যদি জামাতারে বলিল শ্বশুর।
বাক্‌ছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর ॥
যে কথা কহিলে তুমি কহিতে না পারি।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নাই সাথী।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি ॥
পৃথিবীর রাজা রাম সংবরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরি আনে ঘরে ॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীন জাতি ॥
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন।
থাকিয়া উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ ॥
ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয়।
শ্রীরাম ভাবেন ভদ্র বাক্য মিথ্যা নয় ॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
ঘরে চলিলেন রাম বিরস বদন ॥*

* মূল রামায়ণে বা অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতা-বনবাসের কারণ একটিই—লোকাপবাদ। ক. ২১১ পুথিতে ও ছী. সংস্করণে কারণ দুই—এক জনাপবাদ, দুই রজক-জামাতার বাক্য—

দশমাস ছিল সীতা রাবণের ঘরে।
তারে নিঞা থাকে লোকে কহে নাহি ডরে ॥
বড় লোক বলি কেহো বলিতে না পারে।
পৃথিবীর রাজা রাম সকল সম্বরে ॥

কিন্তু প্রচলিত সংস্করণে (শ্রী. ১ শুদ্ধ) সীতা-বর্জনের কারণ তিনটি—জনাপবাদ, রজকের উক্তি এবং স্বাঙ্কিত রাবণচিত্রের পার্শ্বে সীতার শয়ন। তৃতীয় কারণটি পরবর্তীকালের যোজনা। উহার মূল চন্দ্রাবতীর রামায়ণ।

১। জৈমিনী-ভারতে (জৈ. ভা. ২৬) রজকের কথা রামকে বলিয়াছেন, সংবাদ-সংগ্রাহক চর। বিবাহিতা কন্যা একাকী রাত্রিবেলা পিতৃগৃহে গিয়া চারদিন থাকে। পিতা তাহাকে জামাতার কাছে ফিরাইয়া দিতে আসিলে জামাতা বলে,

জামাতা হস্তমুদ্যম্য রামোঽহমিতি বো মতিঃ।
রাক্ষসাণাং গৃহে সীতাং বসন্তীমাজহার যঃ ॥

* ইহার পরে ক. ২১১ পুথিতে রামের মুখে অতিরিক্ত কথা আছে।

দেবতার বোলে আনি মানুষেতে হাসে।
মানুষের কার্য করি যত পরিহাসে ॥
সীতা সতী রূপে গুণে কুলের পাবনী।
তার দেহে পাপ নাহি আমি ভাল জানি ॥
হেন সীতা নিঞা আমি করি গৃহবাস।
দেশে দেশে লোক মোরে করে পরিহাস ॥

মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ।
সীতা লৈয়া পড়ে হেথা আর পরমাদ॥
[১]পঞ্চমাস গর্ভ আছে সীতার উদরে।
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই বসিলেন ঘরে॥
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ॥
তোমা লৈয়া লঙ্কাপুরে করিল দুর্গতি।
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারি লাথি॥
সীতা বলে সে ছারে না দেখি কোন কালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখিলে ছায়া কেমন রাবণ॥
রাবণ লিখিতে সীতার মনে হৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ॥
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
[১]সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন॥
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে।
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতার মুখে॥
সাধে কি সীতার জন্ম লোকে করে বাদ।
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ॥
সীতারে দেখিয়া রাম আসিলা বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে॥
সত্যহেতু মম পিতা আমা পুত্রে বর্জ্জে।
সত্য কার্য্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে॥

১। সীতার রাবণ-মূর্ত্তি অঙ্কনের বর্ণনা চন্দ্রাবতীর রামায়ণে এইরূপ: সেখানে জায়েদের কথায় নয়, সীতা হাত পাখায় রাবণ-মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন কৈকেয়ীর কুচুটে কন্যা কুকুয়ার উপরোধে,

কুকুয়া বলিছে বধূ গো মম বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর॥
দেখি নাই রাক্ষসে গো শুনিতে কাঁপে হিয়া।
দশ মুণ্ড রাবণ রাজা গো দেখাও আঁকিয়া॥...
এড়াতে না পারে সীতা গো পাখার উপর।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর॥
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলি দিল॥
নয়নে আগুনি তার গো ঘন শ্বাস বহে।...
তর্জিয়া গর্জিয়া গো শ্রীরামেরে কহে॥
বিশ্বাস না কর দাদা গো দেখহ আসিয়া।...
তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো রাবণ বুকে লইয়া॥
পঞ্চমাসের গর্ভ সীতা গো অলসে ঘুমায়।
অঙ্গুলি হেলাইয়া কুকুয়া গো রামেরে দেখায়॥
শিরেতে হানিল বাজ গো বাক্য নাহি সরে।
চলিয়া গেলেন রাম গো আপন মন্দিরে॥

১। পাঠান্তর:—
সীতার হেঁটে রাম দেখিল রাবণ
ভাল অপযশ মোরে করে সর্বজন।
সীতারে দেখিয়া রাম আইল বাহিরে
অভিমানে রঘুনাথের চক্ষে লোহ পড়ে। শ্রী. ১

শ্রীরামের সঙ্কল্প ক. ২১১:
সীতাসনে আজি হৈতে নাহি সম্ভাষণ।
না করিব সীতা সনে শয়ন ভোজন॥
আজি হৈতে গেল মোর ভোগ অভিলাষ।
আর না যাইব আমি সীতার নিবাস॥

সীতাসম রূপ গুণ কোথাও না শুনি।
রূপগুণ দেখি তারে না দিনু সতিনী॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে হাতে॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোকে করে উপহাস॥
উপহাস করে লোক সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিলা দুয়ারী॥
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘনে ঝাঁট আন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিন জনে আনি দিল রামের গোচর॥
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিন ভাই লইয়া যুক্তি করেন তখন॥
যে কার্য্য করিলে লজ্জা পায় সভা ভাগ।
আমা সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ॥
শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর॥
[1]অপযশ করে সব নারীর কারণ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিনজন॥
আমার বচন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
সীতা লৈয়া রাখ গিয়া মুনি তপোবন॥
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা রাখ নিয়া দূরে॥
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি।
নানারত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী॥
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন॥
একথা কহিলে তাঁর পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে॥
শীঘ্র যাহ লক্ষ্মণ আমার কর হিত।
রথে তুলি লইয়া যাহ সুমন্ত্র সহিত॥
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি॥
এত যদি নিষ্ঠুর বলিলা রঘুনাথ।
তিন ভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
কি দোষে সীতারে তুমি দিবে বনবাস॥
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী।
কেমনে বঞ্চিবে বনে হৈয়া রাজরাণী॥
বিনা দোষে সীতারে না দেহ মনস্তাপ।
রঘুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে শাপ॥
দেশের বাহির নাহি কর সীতা স্ত্রী।
সীতা ছাড়া হৈলে হবে হত লক্ষ্মী শ্রী॥
যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জ্জন।
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন॥
[2]শ্রীরাম বলেন ভাই না কর বিষাদ।
সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ॥
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার।
দিলাম আমার দিব্য কর পরিহার॥

১। তুলনীয় :—

(ক) 'অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে।' অতএব 'সীতাং সমুৎসৃজ'—রা. ৫৬.

(খ) 'দোলাচল চিত্তবৃত্তি' রাম ভ্রাতাদের ডাকিয়া বলিলেন, 'ত্যক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং', কারণ 'লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে'—রঘু. ১৪.

(গ) জৈমিনীভারতে ২৭. রাম বলিয়াছেন, 'ন কীর্ত্তিসদৃশং লোকে কিঞ্চিদ্ন্যাণামিহ'।

২। পাঠান্তর, রাম বলিলেন,

সীতা লাগি কিছু না বলিহ তিনজন।
আমরা ক্ষত্রিয় জাতি যশ বড় ধন॥
সীতার বর্জ্জন মোর দুঃখ নাহি খণ্ডে।
সীতার বচন মোরে না বলিহ তুণ্ডে॥
এত বলি কান্দে রাম ঘরের ভিতর।
বিরস হইয়া তিনজনে গেল ঘর॥ হী.

*শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয়॥
রথসহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে।
লক্ষ্মণ প্রবেশ করে সীতার আগারে॥
[১]অশ্রুজলে লক্ষ্মণের সর্ব্ব অঙ্গ তিতে।
লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে॥
আইসহ দেবর আজি হে শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি হইয়াছ প্রবীণ॥
চৌদ্দ বৎসর একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে॥
কহিয়াছি কত মন্দকথা অবিনয়।
তেকারণে দেবর হে হইলে নির্দ্দয়॥
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী বলে।
বার্ত্তা কহ দেবর হে আছত কুশলে॥
তোমা না দেখিয়া সদা পোড়ে মম মন।
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন॥
লক্ষ্মণ বলেন যত বল অনুচিত।
তোমা দরশনে মন আছয়ে নিশ্চিত॥
রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরী।
সেবকেতে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারি॥
সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ।
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন সীতা ঠাকুরাণী॥
কি কারণে অন্তঃপুরে আইলা আপনি॥

অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন।
মনেতে বিস্ময় হৈনু না জানি কারণ॥
লক্ষ্মণ বলেন মাতা কর অবধান।
শ্রীরামের আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥
কালি তুমি কহিয়াছ রাম বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে॥
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন॥
মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে।
নানা রত্ন লইয়া আসি উঠ দিব্য রথে॥
এত শুনি সীতাদেবী হইল উল্লাস।
স্বরূপ কহিলে তুমি কিবা উপহাস॥
লক্ষ্মণ বলেন দেবী বুঝহ আপনি।
তোমা দুইজনার কথা আমি কিসে জানি॥
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে।
পরিহাস করিতে তোমারে কেবা পারে॥
[১] ইহা শুনি সীতাদেবী চলিলা ভাণ্ডারে।
নানা রত্ন আনিলেন অতি যত্ন করে॥
হীরা মণি মাণিক্যের আভরণ আনি।
লইলা চন্দন গন্ধ সীতা ঠাকুরাণী॥
নানা রত্ন অলঙ্কার সীতাদেবী লইয়া।
পট্টবস্ত্রে বান্ধিলেন আনন্দিত হইয়া॥
বহুমূল্য ধন লৈয়া সীতাদেবী নড়ে।
পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে॥
এমন সময় সীতায় বলেন লক্ষ্মণ।
তুমি আমি সুমন্ত্র-সারথি তিন জন॥
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে।
বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি জানে দেশে॥
সীতা সঙ্গে যাইতে চাহে অনেক রমণী।
সবারে আশ্বাস দেন সীতা ঠাকুরাণী॥

* শ্রী. ১. সংস্করণে পরবর্তী বর্ণনা নাই। লক্ষ্মণকে সীতাবনবাসের নির্দেশ দিয়াই রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কিন্তু প্রাচীন পুথিতে ও পরিষৎ-সংস্করণে অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্বে অনেক বিবরণ আছে। আলোচ্য সংস্করণে সেই আদর্শই গৃহীত।

১। লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই পরিহাস বাক্য পুথিতে বা শ্রী. সংস্করণে নাই।

১। মূলেও উ. ৫৬ দেখা যায়, সীতাদেবী সঙ্গে লইলেন 'বাসাংসি চ মহার্হাণি ধনানি বিবিধানি চ'

মায়া সংবরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে।
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে॥
রথেতে চড়িল সীতা পরম হরষে।
ঘরে চলি গেল সবে সীতার আশ্বাসে॥
সীতারূপে আলো করে দ্বাদশ যোজন।
সীতা ভিন্ন অন্ধকার রামের ভবন॥
দুর্ব্বল হইল লোক ছাড়ে রাজলক্ষ্মী॥
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি॥
নদী স্রোত ছাড়ে লোক ছাড়িল আহার।
দিবস দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার॥
সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল॥
ভরত শত্রুঘ্ন আছে রামের নিকট।
সীতা লইয়া যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট॥
সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি আমি রঘুনাথের কুশল॥
শাশুড়ীরে না কহিলাম আসিবার কালে।
বুঝি তাঁর মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে॥
[১]বামেতে দেখেন সর্প দক্ষিণে শৃগাল।
অমঙ্গল দেখি সীতা হন উত্তরোল॥
নানা অমঙ্গল লক্ষ্মণ দেখি কেন পথে।
না যাইব অযোধ্যা ফিরি হেন লয় চিতে॥
লক্ষ্মণ সীতার বাক্যে হেঁট কৈল মাথা।
রামের ভয়েতে কিছু না কহিল কথা॥
অধোমুখে কান্দে শুধু চক্ষে বহে পানি।
উত্তর না করে বীর সীতার বাক্য শুনি॥
সীতা কন কেন তব বিরস বদন।
দেশে ফিরি যাব রথ চালাও লক্ষ্মণ॥
আপনি বিদায় হব প্রভুর চরণে।
তবে সে যাইব বাল্মীকির তপোবনে॥
লক্ষ্মণ বলেন দেবী না হও ব্যাকুল।
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ দোঁহে চড়ে নায়॥
পার হইয়া যান বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥
কান্দিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পাইয়া ভয়।
[২] লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীত হয়॥
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ।
কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন॥
[৩] লক্ষ্মণ কহেন কব কেমন্ সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমায় আনি বনবাসে॥
মহাত্রাস পাইল সীতা শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারা সীতার চক্ষে ঝরে পানি॥
[৪] এতদূরে আসি আমায় বলিলে লক্ষ্মণ।
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন॥

১। পাঠান্তর :

আচম্বিতে হিয়া দোলে ডান আঁখি নড়ে।
ঘন ঘন সীতার গায়ে সিঙ্করা পড়ে॥ হী.

[সিঙ্করা = গাত্রকম্প] : রামায়ণেও উ. ৫৬ সীতা অনুরূপ দুর্নিমিত্ত অনুভব করিয়াছেন—

অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন।
নয়নং মে স্ফুরত্যস্ত গাত্রোৎকম্পশ্চ জায়তে॥

'বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে' নূতন যোজনা।

২। পাঠান্তর :

'লক্ষ্মণের ক্রন্দন দেখি সীতার তরাস' হী. রামায়ণে সীতার উক্তি 'কিমিদং রুদ্যতে ত্বয়া'।

৩। হী. সংস্করণে লক্ষ্মণের উক্তি দীর্ঘ, তাহাতে রামের কার্য্যের সমালোচনা আছে—

রামের মানস কার্য বুঝে কোন জনে।
কত লাভ পান রাম তোমার বর্জনে॥

৪। রামায়ণে উ. ৫৭ সীতার উত্তরটি করুণ, 'মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ'—লক্ষ্মণ আমার এই দেহ দুঃখভোগের জন্যই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন। সীতার পতিভক্তিও সেখানে লক্ষণীয়—

ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রাখি কেন নাহি করিল জিজ্ঞাসা॥
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুচুক সর্ব্বলোকে॥
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান॥
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায়॥
রাম হেন স্বামী হউক জন্ম জন্মান্তরে।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে॥
সীতার ক্রন্দন শুনি কাতর লক্ষ্মণ।
দুইজনে আসিলা বাল্মীকির তপোবন॥
লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি যোড়হাত।
কান্দিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ॥

॥ সোনার সীতা নির্ম্মাণ ॥

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে।
কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে॥
নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে।
কোথা রাম বলি সীতা লাগিল কান্দিতে॥
কান্দিতে লাগিলা সীতা হইয়া কাঁফর।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর॥
চারিদিকে চান সীতা দেখে বনময়॥
শার্দ্দূল ভল্লুক দেখি পান বড় ভয়॥

উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্য সঙ্গে আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
সীতা বনবাস পূর্ব্বে রচিয়াছেন মুনি।
আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি॥
[১] জনকের কন্যা তুমি রামের গৃহিণী।
দশরথ বধূয়ারী মেদিনী নন্দিনী॥
লোক অপবাদে রাম পাইয়া তরাস।
বিনা অপরাধে তোমা দিলা বনবাস॥
ত্রিভুবনে সাধ্বী নাহি তোমার সমান।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ॥
পরম আদরে সীতা লইয়া যান মুনি।
সীতারে রাখিল লইয়া যথায় ব্রাহ্মণী।
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে।
মুনি পত্নী বলে লক্ষ্মী আইলা মোর ঘরে॥
জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন।
সীতারে প্রশংসি বলে মধুর বচন॥
শুভদিন হৈল মাতা আইলে মোর ঘর।
তোমা দরশনে মোর হরিষ অন্তর॥
সীতা বলে কর্ম্মদোষে আমার বর্জ্জন।
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন॥
মুনিপত্নী সহিত সীতা রহেন তপোবন।
কান্দিয়া লক্ষ্মণ তবে চলিলা তখন॥
[২] সুমন্ত্র বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ॥

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতি র্গুরুঃ॥
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্ত্তুকার্য্যং বিশেষতঃ।

বাংলা রামায়ণে পতিভক্তির সঙ্গে আক্ষেপ ও অভিযোগ মিশ্রিত। পাঠান্তর :

পৃথিবী পালুন রাম করুন পৌরুষ।
আমায় লাগিয়া কেন সহি অপযশ॥ হী.

১। তুলনীয় রামায়ণ উ. ৫৯—

স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে।

জৈমিনী-ভারতে বাল্মীকির কাছে সীতা নিজেই এই পরিচয় দিয়াছিলেন—

সুতা বৈ জনকস্যাহং স্নুষা দশরথস্য চ॥ ২৯.

২। সুমন্ত্র এই পূর্বকথা দশরথের মুখেই শুনিয়াছিলেন। দুর্বাসা মুনি দশরথকে পুত্রদের ভবিষ্যতের কথা বলিয়াছিলেন। ভৃগুর অভিশাপ,

বুড়া রাজার কথা এক পড়িয়াছে মনে।
রঘুবংশে সারথি আমি যাব অনরণ্যে ॥
বাল্মীকি কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে।
বুড়া রাজার যজ্ঞকথা শুন সাবধানে ॥
সপ্তদ্বীপের যত মুনি আইল সেই স্থানে।
দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে ॥
যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ মেলা।
সবে মিলি রাজারে দিলেন যজ্ঞশালা ॥
যজ্ঞের ফলেতে রাজার চারিপুত্র হবে।
সুরাসুর অমরাদি সকলে কাঁপিবে ॥
সর্ব্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার।
এক অংশে চারি পুত্র বিষ্ণু অবতার ॥
চারি পুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ আর ভরত শ্রীরাম ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন।
শূন্য ঘর পাইয়া সীতা হরিবে রাবণ ॥
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার ॥
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন।
সাত হাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জ্জন ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিবে রাম সেই মুনির শাপে ॥
এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈল মাথা।
আমারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা ॥
আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস।
তোমার নিকটে আমি করি যে প্রকাশ ॥
সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন।
তোমা হেন ভায়ে রাম করিবে বর্জ্জন ॥

[1]পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস বদন ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত।
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র ॥
আগে কেন রাম মোরে না কৈল বর্জ্জন।
এড়াইতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে না পারি ॥
এই কথাবার্ত্তা তবে কহে দুইজন।
অযোধ্যায় রামের কাছে গেলেন লক্ষ্মণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর নোয়াইল মাথা।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুইয়া আইলে কোথা ॥
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয়।
বর্জ্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায় ॥
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে এক রাতি।
একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি ॥
রাজ্য ধন সিংহাসন বিফল আমার।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥
কোন্ বনে রহিলেন জানকী রূপসী।
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাঋষি ॥
কার মুখ চাহি সীতা রহে কার পাশ।
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি সীতার লাগিবে তরাস ॥
কহ কহ কহ ভাই শুনি আরবার।
কোন বনে থুইয়া আইলে জানকী আমার ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া কেন করহ ক্রন্দন ॥

রামচন্দ্রকে পত্নী-বিয়োগ ব্যথা সহিতে হইবে—'পত্নী বিয়োগং ত্বং প্রাপ্স্যসে বহুবার্ষিকং'। রামের সমগ্র জীবনই দুঃখময় হইবে (উ. ৬০)—
ভবিষ্যতি দৃঢ়ং রামো দুঃখ প্রায়ো বিসৌখ্যভাক্।
প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্দ্রুতম্ ॥

১। মূল রামায়ণে (উ. ৬১) সুমন্ত্র বলিয়াছিলেন, 'সীতার্থে রাঘবার্থে বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম।'—(অতএব) হে নরোত্তম. সীতা বা রামের জন্য দুঃখ না করিয়া দৃঢ় হও। সুমন্ত্রের কথায় লক্ষ্মণ ধৈর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ক্রন্দন সংবর প্রভু ক্ষমা দেহ মনে।
সীতা থুইয়া আইলাম বাল্মীকির বনে॥
যদি রঘুনাথ মোরে কর সংবিধান।
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান॥
শ্রীরাম বলেন সীতা থুইয়াছি বাহিরে।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে॥
সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে॥
[১]আমার বচন শুন ভাই তিন জন।
রাত্রিমধ্যে সোনার সীতা করহ গঠন॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোক॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা আইলা তথা বুঝি তাঁর মন॥
শত মণ সোনা লৈয়া দিল তাঁর স্থান।
স্বর্ণ সীতা বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবেমাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে॥
সোনার সীতারে পরায় বস্ত্র আভরণ।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য সুগন্ধি চন্দন॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর॥
একদৃষ্টে চাহেন রাম সোনার সীতামুখ।
উত্তর না পাইয়া রামের বড় হয় দুখ॥
সাত হাজার বৎসর যে সীতার সংহতি।
দেখিয়া সোনার সীতা বঞ্চিলা সাত রাতি॥
সাত রাত্রি বঞ্চিয়া রাম আইলা বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর॥

১। মূল রামায়ণে রামচন্দ্র যে শোক ভুলিবার জন্য স্বর্ণসীতা নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা নাই। শুধু অশ্বমেধ যজ্ঞের কালে রামচন্দ্র এই কথা বলিয়াছিলেন (উ. ১০৪),

কাঞ্চনীং মম পত্নীঞ্চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছতু অগ্রে মহাযশঃ॥

—যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য আমার পত্নীর স্বর্ণময়ী মূর্তি লইয়া যশস্বী ভরত অগ্রে গমন করুক। অধ্যাত্ম রামায়ণে (উ. ৬) এই সংবাদ আছে,

অথ রামে অশ্বমেধাদীংশ্চকার বহুদক্ষিণান্।
যজ্ঞান্ স্বর্ণময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলদ্যুতিঃ॥

অধ্যাত্মে রামচন্দ্রকে 'একপত্নীব্রতধর' বলা হইয়াছে।

জৈমিনী ভারতে (জৈ. ভা. ২৯) মুনিরা যখন বলিলেন, যজ্ঞে সহধর্মিণী সহ 'অসিপত্রব্রত' করিতে হয়, তখন রাম বলিলেন,

সৌবর্ণীং প্রতিমা কার্যা জানকীসদৃশী প্রভো।
তাদৃশ্যা সীতয়া সার্ধং করিষ্যে ব্রতমুত্তমম্॥

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে (৪র্থ অঃ) দেখা যায়, বশিষ্ঠই রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,

'ভবান্ কনকসপত্ন্যা দীক্ষিতোঽত্র ব্রতং চর'।

কালিদাসের রঘুবংশমতে (১৪)

সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাম্
তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎ ক্রতুনাজহার।

ভবভূতিও রামচন্দ্রের মুখেই জানাইয়াছেন,

'অস্তি চ ইদানীমশ্বমেধায সহধর্মচারিণী মে হিরণ্ময়ী সীতায়াঃ প্রতিকৃতিঃ'—৩য় অঙ্ক।

স্বর্ণসীতা নির্মাণ একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্রের অতুল্য কীর্তি। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে স্বর্ণসীতার উল্লেখ সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কেতিত। সোনার সীতা নির্মাণের বর্ণনা শ্রী. ১ সংস্করণে নাই, শুধু অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

যজ্ঞ করিতে রাজমহিষী চাহি যজ্ঞস্থানে
সোনার সীতা আনিল সেই যজ্ঞের বিধানে।

হী. সংস্করণেও স্বর্ণসীতা নির্মাণের প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পরবর্তী বাংলা রামায়ণের সংস্করণগুলিতে সোনার প্রতিকৃতি নির্মাণের বর্ণনা বিশদ, প্রতিকৃতি-দর্শনে রামচন্দ্রের বিলাপ-বর্ণনাও করুণ।

ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিন জনে।
বাহির চৌতারে রাম বসিলা দেওয়ানে॥
পাত্রমিত্র বন্ধুবর্গ আইলা রাম স্থানে।
শূন্যময় দেখেন রাম সীতার বিহনে॥
বিবাহ করিতে রামের নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোনার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ কর রাম সকলেতে বলে॥
যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান॥
সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে।
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে॥
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর।
আর বিভা না করিবেন রাম রঘুবর॥
সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস॥

॥ কুক্কুর ও সন্ন্যাসীর বিবাদ :
কালিঞ্জর রাজার বৃত্তান্ত ॥

লক্ষ্মণ বলেন প্রভু, উচিত এ নয়।
[১]সাত দিন হৈল রাজকার্য্য নাহি হয়॥
সাত দিন হইয়াছে সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকেতে কর্ম্মে কিছু নাহি মন॥
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক ভিতরে হয় বাসা॥
[২]রাজ্যচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা নৃগে।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারিযুগে॥
পুষ্কর দেশের রাজা নাম নৃগেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা গুণের সাগর॥
প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন।
এক লক্ষ ধেনুদানে তুষিল ব্রাহ্মণ॥
অগ্নিবেশ্যের ধেনু এক ছিল তার পালে।
নৃগরাজা দান কৈল ধেনুর মিশালে॥
অগ্নিবেশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখানি।
তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী॥
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জর জর তনু।
নানা দেশে তত্ত্ব করি না পাইলা ধেনু॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে॥
ধেনু দেখি ব্রাহ্মণের হরষিত মন।
জীববৎসা বলি মুনি ডাকিল তখন॥
হাম্বা রবে আইল ধেনু অগ্নিবেশ্য পাশে।
ধেনু লইয়া দ্বিজবর চলিলা হরিষে॥
যারে দান দিয়াছিল নৃগ মহীপালে।
সেই দ্বিজ ধাইয়া আইল হেনকালে॥
অগ্নিবেশ্য ধেনু লইয়া করিছে গমন।
গরু চোর বলিয়া তাঁরে ধরিল ব্রাহ্মণ॥
ধেনু লাগি বিসংবাদ হৈল দুই জনে।
রাজদ্বারে মহাযুদ্ধ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে॥
দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ।
ধেনু লাগি দুই জনে করিছে বিবাদ॥

১। মূল রামায়ণে চারিদিনের 'চত্বারো দিবসা'র উল্লেখ আছে। সীতাকে নির্বাসন দিয়া ফিরিয়া আসিতে লক্ষ্মণের চারিদিন অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে রামচন্দ্র আর রাজকার্য করেন নাই।

২। নৃগ : ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। নৃগ রাজার এই কাহিনী মহাভারত অনুশাসন পর্বেও বিবৃত হইয়াছে। মূল রামায়ণেও আছে (উ ৬৩, ৬৪)। সেখানে আরও বলা হইয়াছে যে, অভিশপ্ত রাজা নিজ পুত্র বসুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বর্ষা-শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বর্ষঘ্ন, হিমঘ্ন ও গ্রীষ্মঘ্ন একটি গর্ত নির্মাণ করাইয়া শাপবিমুক্তি পর্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিলেন। বট. ২ সংস্করণে 'নৃগ' স্থলে প্রমাদবশত 'মৃগ' গৃহীত হইয়াছে—'পুষ্কর দেশেব রাজা নাম মৃগেশ্বর'।

লক্ষধেনু দান তুমি কৈলে যেই কালে।
অগ্নিবেশ্যের ধেনু এক ছিল সেই পালে॥
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান করি পড়িল প্রমাদ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন।
রাজদ্বারে হুড়াহুড়ি বিপ্র দুইজন॥
দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে।
দুই প্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে॥
ভূপে দেখা না পাইল দোঁহে হৈল তাপ।
ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ॥
পরধন দান হেতু লাগিল কোন্দল।
দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল।
[১]দেখা না পাইয়া ভূপে কহে কটূত্তর।
কৃকলাস হৈয়া থাক নরক ভিতর॥
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন॥
ব্রহ্মশাপ মৃগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল।
না করি রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল॥

১। নৃগের প্রতি ব্রাহ্মণদ্বয়ের শাপ :

অর্থিনাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাৎ ত্বং নৈবিদর্শনম্।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি॥ উ. ৬৩

পাঠান্তর :

(ক) 'কেকলাস হয়ে থাক নরক ভিতর' বট. ২

(খ) পরের বস্তু বিলাইয়া করাইস্ কন্দল।
কেঁকলাস হইয়া থাক কূপের ভিতর॥ ক. ২৩৯

* এখানে হী. সংস্করণে এইরূপ ভণিতা আছে—
ব্রহ্ম শাপে নৃগরাজা হৈল কেকলাস।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

মূল রামায়ণে অতঃপর নিমি, বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মকথা, যযাতি উপাখ্যান, পুরুর জরাগ্রহণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ক. ২১১ পুথিতে ও হী. সংস্করণে ইহাদের কিছু কিছু উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য সংস্করণে সেগুলি নাই।

রাম বলে জ্ঞানি-শাস্ত্রে কহে মুনি ঋষি।
অবিচারে ধর্ম্ম কার্য্য কৈলে পাপরাশি॥
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
করিয়াছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রদণ্ড॥
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হৈয়া দ্বারী॥
আইলেন বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত॥
পাত্র মিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন ভরতে।
দ্বারে আছেন লক্ষ্মণ স্বর্ণ ছড়ি হাতে॥
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথ সঙ্গেতে করাহ দরশন॥
[১]প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ॥
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্র পৌত্রেতে লোক আছে নানা ভোগে।
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর।
হেনকালে তথা এক আইল কুক্কুর॥
রক্ত আঁখি কুক্কুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রমে উপবাসে হৈয়াছে বিকল॥
তিন পদে চলে তার একপদ খঞ্জ।
দণ্ডের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ॥

১। মূল রামায়ণে উ. ৭০ রাম-রাজত্বের প্রশংসা এইরূপ—

নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
পক্কশস্যা বসুমতী সর্বৌষধি সমন্বিতা॥
ন বালো ম্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ।
ধর্মেণ শাসিতং সর্বং ন চ বাধা বিধীয়তে॥
দৃশ্যতে ন চ কার্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি।

এই ধরনের কথা মূলের আদি কাণ্ডের প্রথম সর্গ এবং লঙ্কা কাণ্ডের ১৩০ সর্গেও আছে। রাজা হিসাবে রামচন্দ্র ছিলেন আদর্শ। স্বাধীন ভারতের লক্ষ্যও 'রামরাজত্ব' প্রতিষ্ঠা।

তিন পদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম করি ভাসে অশ্রুনীরে॥
কুকুরে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুক্কুর হেথায় আগমন॥
কুক্কুর কহিল শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরাম সদন॥
যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া॥
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুক্কুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে॥
দ্বারেতে কুক্কুর এক হৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার॥
কুক্কুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর।
কুক্কুরে আনিল তবে রামের গোচর॥
রাজ ব্যবহারে কুক্কুর নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে স্তব করে বলে নীতিকথা॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিক্‌পাল।
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল॥
তুমি বিষ্ণু অবতার পতিত পাবনে।
সফল কুক্কুর দেহ তোমা দরশনে॥
রাম বলেন কত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ কহ না আমারে॥
কান্দিয়া কুক্কুর বলে অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল সন্ন্যাসী॥
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর॥
কোন্ অপরাধ হেতু মোরে করে দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড॥
রাম বলে সভাখণ্ড শুনিলে সত্বর।
সন্ন্যাসীরে আন শীঘ্র আমার গোচর॥
ভাল মন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে॥
রামের আজ্ঞায় দূত চলিল সত্বরে।
কুক্কুর আসিয়া দেখাইল সন্ন্যাসীরে॥
[1]হাতে কমণ্ডলু স্কন্ধে মৃগচর্ম্ম তার।
সন্ন্যাসীরে দেখি দূত করে নমস্কার॥
সন্ন্যাসীরে লৈয়া গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন॥
সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংসা॥
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস॥
পরনিন্দা পরহিংসা পরম পাতক।
হিংস্রক সন্ন্যাসী হৈলে বিষম নরক॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যাজ্য।
এমত সন্ন্যাসী হয় সংসারেতে পূজ্য।
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ॥
কি দোষেতে কুক্কুরে করিলে দণ্ডাঘাত॥
যোড়হাতে কহে তবে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ॥
সারাদিন সন্ধ্যা জপ করি গঙ্গাতীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা আশে যাই যে নগরে॥
ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ ফিরি মাগি ভিক্ষে।
পথ যুড়িয়া আছে কুক্কুর সম্মুখে॥
পথ ছাড় বলি ডাক দেই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে॥
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে চায়।
ক্রোধে জ্বলি দণ্ডাঘাত করিনু মাথায়॥
এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে॥
রাম বলে সভাখণ্ড করহ বিচার।
কাহার করিব দণ্ড অপরাধ কার॥

১। বটতলার সংস্করণে 'মৃগচর্ম স্থলে 'মৃগছাল'।

যোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধিসাধ্য এই মত হয়॥
রাজপথ কারো নহে রাজ অধিকার।
উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার॥
যদি শীঘ্র কাজ থাকে যাবে এক পাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে॥
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীর করিব কি দণ্ড॥
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড॥
কুক্কুর উঠিয়া বলে সভার ভিতরে।
কদাচিৎ দণ্ড না করিহ সন্ন্যাসীরে॥
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
[১]কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার॥
কুক্কুরের কথা শুনি সভাজন হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জর দেশে॥
রাজ্য পাইয়া সন্ন্যাসী মাতঙ্গ পৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য যে বাড়ে॥
আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জর দেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি সর্ব্বলোকে হাসে॥
পরিধান কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড।
[২]রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড॥
আনিলে সন্ন্যাসী ধরি দণ্ড করিবারে!
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ন্যাসীরে॥

রাম বলে রাজ্য দিনু কুক্কুর বচনে।
ইহার যে বৃত্তান্ত কুক্কুর ভাল জানে॥
ইহা শুনি সভাখণ্ড জিজ্ঞাসে কুক্কুরে।
কুক্কুর বিনয় করি কহিছে সত্বরে॥
পূর্ব্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব পূজা॥
[২]নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা বিনে অন্য জনে পূজিতে না পান॥
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে॥
রাজার শিবের শাপ আছয়ে এমন।
মরিলে কুক্কুর যোনি না হয় খণ্ডন॥
কালিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিনু এবে আমি হইল কুক্কুর॥
পাইয়া কুক্কুর দেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা দরশনে এবে হইবে নিষ্কৃতি॥
সবে বলে সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে প্রভু বড়ই সংশয়॥
কালিঞ্জরে যেই জন হইবে রাজন্।
মরিলে কুক্কুর হবে না হয় খণ্ডন॥
কুক্কুর এতেক বলি রামে নমস্কারে।
বারাণসী কুক্কুর চলিল ধীরে ধীরে॥
প্রাণ ত্যজে কুক্কুর করিয়া উপবাস।
রাম দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস॥*

১। মূলে আছে (উ. ৭১.),
'কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্'
হী. সংস্করণে ব্রাহ্মণের নাম 'সিদ্ধার্থ'। সেখানকার পাঠ—'কালিঞ্জর দেশে কর ব্রাহ্মণে ঠাকুর।'

২। মূলে আছে, ব্রাহ্মণ কুলপতিপদে অভিষিক্ত হইলে সচিবগণ বলিলেন, 'বরোঽয়ং দত্ত এতস্য নায়ং শাপো মহাত্মতে'; রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'শ্বা বৈ জানাতি কারণম্'। উ. ৭১.

২। মূল রামায়ণে অবশ্য এসব কথা নাই। রামায়ণের বক্তব্য—রাজার কর্তব্য অতি কঠিন, পদে পদে ত্রুটি ঘটিতে পারে। ক্রুদ্ধ, নৃশংস, পরুষ ও বিচারমূঢ় রাজার পতন সহজে ঘটে।

* মূল রামায়ণে ইহার পর গৃধ্র-পেচকের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসে উহা বর্ণিত হইয়াছে শম্বূক-বধের পর রামের অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রাকালে।

॥ শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণ বধ ॥

সভাসনে রঘুনাথ বসিলা দেয়ানে।
পাত্রমিত্র সভাজন আছে বিদ্যমানে॥
উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমান।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থান।
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে॥
রাম কহে ঝাট আন দ্বারে কি কারণে।
বড় ভাগ্য আজি মম মুনি দরশনে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ সত্বরে।
শিষ্যসহ মুনি আনে রামের গোচরে॥
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন॥
ভার্গব বলেন রাম কর অবধান।
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান॥
পূর্ব্বে রাজগণে দিলাম যত যত ভার।
রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার॥
ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছে ত দুর্জ্জন॥
[১]সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপু পুত্র মহা বলবান্॥
সদাশিবের প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল॥
শিবের বরেতে জিনিয়াছে ভূমণ্ডল॥
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
জাঠার তেজের কথা কি কব বাখান॥
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে।
জাঠামুখে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া উড়ে॥
হইল মধুর পুত্র লবণ মহাবল।
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবীমণ্ডল॥
কুম্ভনসী গর্ভে জন্ম রাবণ ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
[২]মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর॥
মহাবীর মধুদৈত্য হইলে পতন।
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ॥
জাঠার তেজেতে লবণ জিনে ত্রিভুবন।
লবণে মারিতে যুক্তি করহ এখন॥
জাঠাগাছ লইয়া লবণ যদি আসে রণে।
তাহারে রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে॥
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম॥
[২]মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে॥
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমর ভুবন।
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন॥
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে॥
ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত যাহ করিয়া পিরীতি॥

১। মধুদৈত্য রাবণের ভগ্নী কুম্ভীনসীকে হরণ করে। সে শিবের নিকট হইতে শূল (জাঠা) লাভ করিয়া অজেয় বীর হয়। মধু প্রার্থনা করিয়াছিল, এই শূল যেন বংশ পরম্পরায় তাহার কুলে থাকে। মহাদেব বলিয়াছিলেন, তাহা হইবে না, তবে তোমার পুত্র এই শূলের অধিকারী হইবে—

'যাবৎ করস্থঃ শূলোঽয়ং ভবিষ্যতি সুতস্য তে।
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং শূলহস্তো ভবিষ্যতি॥ উ. ৭৪

কুম্ভীনসীর গর্ভে মধুর পুত্র লবণ। রাবণের ভাগিনেয়। পিতার মৃত্যুর পরে লবণ এই শিবদত্ত শূল লাভ করিয়া দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে।

১। পাঠান্তর:
মহাবল লবণ সে মাতুলের দোষে।
শিশুকাল হৈতে সেই দেবদ্বিজে হিংসে॥ হী.

২। মান্ধাতার কাহিনী চ্যবন শত্রুঘ্নকে বলিয়াছেন পরে (দ্রষ্টব্য রা. উ. ৮০)

মান্ধাতা আছেন চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ॥
পুরন্দর জিনিয়া আমি রাখিব পৌরুষ।
ত্রিভুবনে লোক যেন ঘোষে এই যশ॥
দেবগণে লইয়া দেবরাজ যুক্তি করে।
বিনা যুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে॥
[২]ইন্দ্র বলে শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ॥
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাহি আসিয়াছ স্বর্গ জিনিবারে॥
আছয়ে লবণ দৈত্য সে বড় কর্কশ।
রাক্ষসী গর্ভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষস॥
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে।
তারে জিনি তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে॥
ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইয়া মান্ধাতা।
মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ করে হেঁটমাথা॥
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে।
দূত পাঠাইল সে লবণে জানাইবারে।
ত্বরা করি গেল দূত লবণ গোচরে।
মান্ধাতা রাজন্ আসে তোমা জিনিবারে॥
শুনিয়া লবণ এত কুপিত হইল।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল॥

দূতের অপেক্ষা দেখি মান্ধাতা ভূপতি।
যুঝিবারে গেল বার কটক সংহতি॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতার তেজ দেখি রুষিল লবণ॥
মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার।
লবণ উপরে করে বাণ অবতার॥
জাঠা হাতে করিয়া লবণ বীর রোষে।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা উদ্দেশে॥
রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হইয়া উড়ে॥
পুনর্ব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে।
পড়িল মান্ধাতা যত রাজা ভয়ে চিন্তে॥
পূর্ব্বপুরুষ তোমার সে মান্ধাতা ভূপতি।
মান্ধাতা মারিল লবণ রাখিল খেয়াতি॥
কত শত রাজগণে করিল সংহার।
লবণে মারিয়া রাম কর প্রতিকার॥
শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিন জন।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন॥
যোড়হাতে কহেন ঠাকুর শত্রুঘন।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ করিয়াছ বহু রণ॥
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ।
লবণে মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন॥
শত্রুঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস।
লবণে মারিতে রাম করিলা আশ্বাস॥
শত্রুঘন চলিলেন মারিতে লবণ।
কহেন ভার্গব মুনি শুন শত্রুঘন॥
কুড়ি হাজার মত্ত হস্তী মারি খায় দিনে।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধ থাক সাবধানে॥
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান।
ভাইগণ লইয়া রাম করেন অনুমান॥
রাম বলে শত্রুঘনে করিলাম রাজা।
লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা॥

২। দ্রষ্টব্য রামায়ণ উ. ৮০ :

রাজা ত্বং মানুষে লোকে ন তাবৎ পুরুষর্ষভ।
অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যাং দেবরাজমিহেচ্ছসি॥

—হে পুরুষর্ষভ, আপনি সমস্ত মনুষ্য লোকের রাজা না হইয়াই দেবরাজকে জয় করিতে চাহিতেছেন।

পাঠান্তর :

হাসিয়া বলেন ইন্দ্র শুন মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার এই বড় লাজ॥
পৃথিবী জিনহ আগে যত আছে বীরে।
তবে তুমি রাজা হবে আসি স্বর্গপুরে॥ হী.

লবণে মারিয়া তুমি হইয়া অধিকারী।
প্রজার পালন কর মথুরা নগরী॥
শত্রুঘ্ন বলেন প্রভু কর অবধান।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শত্রুঘন।
তোমাতে আমাতে নহে প্রভেদ দুইজন॥
চলিলেন শত্রুঘন মারিতে লবণ।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণ॥
বিষ্ণু অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান।
লবণে মারিতে শত্রুঘনে দিলা দান॥
[1]এক লক্ষ রথ নড়ে এক লক্ষ হাতী।
এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি॥
লবণে মারিতে বীর করিল সাজনি।
শত্রুঘ্নের নিজ যোদ্ধা সাত অক্ষৌহিণী॥
লিখনে না যায় ঠাট কটক অপার।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার॥
[2]হইল আষাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশে।
গেলেন যমুনার পার বাল্মীকির দেশে॥
শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শত্রুঘনে দেখি মুনি হরষিত মন॥
শত্রুঘন বলে মুনি করি নিবেদন।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ॥
কটক সহিত আমি আইনু এ দেশে।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিষে॥
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত মন।
ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন॥
শত্রুঘনে করাইলা উত্তম ভোজন।
জানিলা লবণ আজ হইবে নিধন॥
[3]মুনি আর শত্রুঘন দোঁহে কয় কথা।
হেনকালে দুই পুত্র প্রসবিলা সীতা॥
শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে।
দুই পুত্র যমজ প্রসব কৈলা সীতে॥
মুনি বলে, গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ।
এই কথা যেন নাহি শুনে শত্রুঘন॥
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্ব্বজন।
যমুনার তীরে মুনি করেন তর্পণ॥
[1]মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন।
প্রসব করিল সীতা যমজ নন্দন॥

১। রামায়ণেও দেখা যায়, শত্রুঘ্নের সঙ্গে চার হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার রথী, একশত গজারোহী, নট-নর্তক ও আরও অনেকে গিয়াছিল।

২। লবণ বর্ষাকালে অস্ত্র না লইয়া গৃহের বাহির হয়, কাজেই বর্ষাকালই লবণবধের প্রশস্ত সময়। এই কথা রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে বলিয়াছিলেন।

৩। তুলনীয় (রা. উ. ৭১) :—

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ।
তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্॥

১। রামায়ণে (উ. ৭১) আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে মুনি-পুত্রেরা সীতার যমজপুত্র প্রসবের কথা জানাইলে, ভূতপীড়া নিবারণের জন্য—

কুশমুষ্টিমুপাদায় লবঞ্চৈব তু স দ্বিজঃ।
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্॥
যস্তয়োঃ পূর্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্র সংস্কৃতৈঃ।
নির্মার্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ॥
যশ্চাবরো ভবেৎ তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ।
নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ স নামতঃ॥

—কতকগুলি সাগ্র কুশ লইয়া মধ্যভাগে কাটিলে তাহার অগ্রভাগকে 'কুশ', অধোভাগকে 'লব' বলা হয়। সেই কুশ ও লব বৃদ্ধাদের হাতে দিয়া বাল্মীকি বলিলেন, যে আগে জন্মিয়াছে, তাহাকে কুশ দিয়া এবং যে পরে জন্মিয়াছে তাহাকে লব দিয়া গা মাজিয়া দাও। সেই অনুসারে উহাদের নাম হইবে কুশ ও লব।

[বঙ্গবাসী সংস্করণে পাদটীকাধৃত অর্থ : লব— গোপুচ্ছলোম। কুশ—প্রসিদ্ধ তৃণ]

আনন্দিত হইয়া মুনি কহিলেন শিষ্যে।
শিশুকে মাথাতে বল লব আর কুশে ॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়।
হরষিত হইয়া সীতা পুত্রেরে মাথায় ॥
স্নান করি মুনিরাজ আসিলেন ঘরে।
হাসি কহে তব পুত্র দেখাও আমারে ॥
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লব মাখি লব হৈল কুশ কুশে মেখে ॥

* * *

দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা।
এখন যে কহিব লবণ বধ কথা ॥
এতেক বলিয়া মুনি আনন্দ হৃদয়।
শত্রুঘন মুনি দোঁহে কথাবার্ত্তা কয় ॥
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনি ॥
মুনি প্রণমিয়া চলে শত্রুঘন বীর।
ভার্গবের বাটী গেলা যমুনার তীর ॥

মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত।
মুনি বলে সুমন্ত্রণা করিব বিদিত ॥
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কিরূপে মারিব তারে শত্রুঘন কয় ॥
মুনি বলে অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।
কহি হিত উপদেশ শুন শত্রুঘন ॥
রজনী প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে ॥
জাঠাগাছ থুইয়া যায় শিবপূজা ঘরে।
ফিরি আসে নিবাসে দিবস দিন প্রহরে ॥
হিত উপদেশ বলি শুনহ সত্বর।
মৃগয়ার ছলে বেড়ি রহ তার ঘর ॥
[১]কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস।
লবণে মারিতে তবে করহ সাহস ॥
জাঠা বন্দী করিতে না পার শত্রুঘন।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ॥
শত্রুঘন পাইয়া এতেক উপদেশ।
লবণে মারিতে যায় মথুরার দেশ ॥
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার।
শত্রুঘন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার ॥
জাঠাগাছের ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে।
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণ আইসে ঘরে ॥
সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলি।
কুপিল লবণ বীর মৃগভার ফেলি ॥

পাঠান্তর :—

'লব' স্থলে 'লবণ' পাওয়া যায়—

(ক) এক হাতে কুশ আর হস্তেতে লবণ।
মন্ত্র পড়ি স্ত্রীগণে দিলেন তখন ॥
লবণ হাতেতে নাম লব মহাবীর।
কুশ হস্তে কুশ নাম সুন্দর শরীর ॥ হী.

বটতলার পুথিতেও পাঠঃ 'শিশুকে মাথাতে বল লবণ আর কুশে।'

ক. ২১৫ পুথিতেও 'লবণ' হইতে 'লব' নামকরণের কথা আছে।

[জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে বৈদ্যক শাস্ত্রমতে লবণ=লব]

অধ্যাত্ম রামায়ণের (উ. ৬) শ্লোক—

সীতাপি সুষুবে পুত্রৌ দ্বৌ বাল্মীকেরথাশ্রমে।
মুনিস্তয়োর্নাম চক্রে কুশো জ্যেষ্ঠোঽনুজো লবঃ ॥

* ক. ২১৫ পুথিতে ইহার পরে পুত্র দেখিয়া সীতার খেদ বর্ণিত হইয়াছে।

১। রামায়ণে এই উপদেশ শত্রুঘ্নকে দিয়াছিলেন রাম নিজেই :

স ত্বং পুরুষ শার্দ্দূল তমায়ুধ বিনাকৃতম্।
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্বং দ্বারি তিষ্ঠ ধৃতায়ুধঃ ॥ উ. ৭৭

—তাহার পুর প্রবেশের পূর্বে তুমি অস্ত্র লইয়া পুরদ্বারে থাকিবে। যখন সে অস্ত্রহীন অবস্থায় পুরে প্রবেশ করিতে যাইবে, তখন তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিও।

মধুদৈত্য পুত্র সেই মথুরাতে থানা।
বিক্রমে নাহিক অন্ত রাবণ ভাগিনা॥
লবণ কহিল মিছা যুড়িস্ ধনুর্ব্বাণ।
তোর মত কত বেটার লইয়াছি পরাণ॥
কহিছেন শত্রুঘন লবণ বচনে।
কাটিব তোমার মুণ্ড এই ধনুর্ব্বাণে॥
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার।
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার॥
সে রামের ভাই আমি তোর তত্ত্বে বুলি।
তোর মাথা কাটিয়া শ্রীরামে দিব ডালি॥
খাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল।
তোরে মারি মথুরা বসাব চালে চাল॥
লবণ বলিছে ক্রোধে শুন শত্রুঘন।
তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন॥
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
মায়ের ক্রন্দন শুনি জ্বলি নিরন্তর॥
সেই তাপে আজি তোর করি সর্ব্বনাশ।
মরিতে মানুষ বেটা আইলি মোর পাশ॥
তোর বংশে যত রাজা তৃণ হেন বাসি।
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করিয়াছি ভস্মরাশি॥
শত্রুঘন কহেন আসিয়াছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব রাখিবে কোন্ বাপে॥
মারিয়াছ সূর্য্যবংশে মান্ধাতা ভূপতি।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি॥
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর অবতার।
তোরে মারি শোধিব বংশের যত ধার॥
শত্রুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ।
মানুষ বেটার কথা সব কতক্ষণ॥
[১]হাতে হাত চাপি করে দন্ত কড়মড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠা বাড়ি॥

লবণের মন বুঝি শত্রুঘন হাসে।
মনে কি করিছ বেটা ফিরি যাবি বাসে॥
শুনিয়া লবণ বীর সিংহ হেন গর্জ্জে।
গর্জ্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে॥
গাছ পাথর মারে লবণ সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥
সেই ঘায়ে শত্রুঘন হৈল অচেতন।
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গর্জ্জন॥
শত্রুঘন পড়ে সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার॥
হেনকালে উঠিল সে শত্রুঘ্ন দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন যুড়িল ধনুকে।
স্থাবর জঙ্গম আদি দিক্পাল কাঁপে॥
উল্কাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণুবাণে।
প্রলয় হইল দেখি ভাবে দেবগণে॥
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ।
শুনিয়া প্রলয়শব্দ কাঁপে দেবগণ॥
কোন যুগে হেন শব্দ কভু নাহি শুনি।
প্রলয় কি হইল নিশ্চয় নাহি জানি॥
ব্রহ্মা বলে দেবগণ না করিহ ডর।
লবণ বধিতে গর্জ্জে শত্রুঘ্নের শর॥
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে॥
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ॥
বিষ্ণুবাণ উপরেতে ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলে।
সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোনকালে॥

১। তুলনীয় রামায়ণ (উ. ৮২)—
পাণৌ পাণিং স নিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ।
লবণো রঘুশার্দ্দূলমাহ্বয়ামাস চ অসকৃৎ॥

পাঠান্তর :
কান্ধে হৈতে ভার বীর ফেলিলেক মাটি।
হাতে হাত কাছাড়ে দন্তের কটমটি॥
থাক থাক বলিয়া লবণ তারে তর্জ্জে।
হস্তীগণ দেখিয়া কেশরী যেন গর্জ্জে॥ ছা.

বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন এড়িল লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে॥
সিংহনাদ করি ডাকে বীর শত্রুঘন।
কোথা আছ ওরে বেটা দেহ আসি রণ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘনে ত্রাসিত অন্তর॥
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে খাই ভক্ষ্য পানি।
বাহুড়িয়া আসি যুদ্ধ করিব এখনি॥
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপূজা ঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে॥
তাহার মনের কথা পায় শত্রুঘন।
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জ্জন॥
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসী।
দোঁহে উপবাসে যুদ্ধ আমি ভালবাসি॥
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা গিয়া যমালয়॥
কুপিল লবণ বীর দুর্জ্জয় প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ॥
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্বলোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এতদিনে॥
শত্রুঘ্নেরে মারিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন॥
মহাশব্দে যায় বাণ জলন্ত আগুনি।
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী॥
[১]বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ॥

শক্তিমান্ জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে।
পড়িল লবণ বীর সর্ব্বলোকে দেখে॥
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ।
শত্রুঘ্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী॥
শত্রুঘ্নের তরে ব্রহ্মা কহিলা তখন।
বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মন॥
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের শঙ্কা নিবারিলে॥
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে।
সে বর তোমারে দিবে সর্ব্ব দেবগণে॥
[১]কহিছেন রামানুজ যুড়ি দুই পাণি।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি॥
তথাস্তু বলিয়া বর দিল ততক্ষণ।
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ॥

১। দ্রষ্টব্য রামায়ণ—

তচ্চ শূলং মহদ্দিব্যং হতে লবণরাক্ষসে।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং রুদ্রস্য বশমন্বগাৎ॥ উ. ৮২

—লবণ রাক্ষস নিহত হইলে দেবগণের সাক্ষাতেই সেই দিব্য শূল রুদ্রদেবের নিকট চলিয়া গেল।

পাঠান্তর ক. ২১৫ :

শত্রুঘ্ন সংহারিলা দুরন্ত লবণ।
মহাদেবের ঠাঞি শূল করিল গমন॥
পাতাল হৈতে জাঠা গাছ উঠে অন্তরীক্ষে।
ত্রিভুবনের যত লোক চক্ষু মেলি দেখে॥

১। তুলনীয় রামায়ণ (উ. ৮৩)—শত্রুঘ্ন বলিলেন,

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা।
নিবেশং প্রাপ্নুয়াৎ শীঘ্রমেব মেহস্তু বরং পরঃ॥

[মধুরা = মথুরা, বাংলা রামায়ণে মথুরাই ব্যবহৃত হইয়াছে]

কোন কোন পাঠান্তরে নাম পরিবর্তনের হেতু বলা হইয়াছে—

(ক) মধু হৈতে নাম তার ছিল মধুপুরী।
শত্রুঘন নাম থুইল মথুরা নগরী॥ হী.

(খ) মধু দানবের দেশ ছিল মধুপুরী।
শত্রুঘ্ন হইতে নাম মথুরা নগরী॥ ক. ২৫১

দেশ বসাইতে বীর পাত্রে সংবিধান।
করিল মথুরাপুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥
বাড়ী ঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর।
মৎস্য আদি নির্ম্মাইল নানা জলচর॥
বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি।
বসাইল প্রজাগণ যে মনুষ্য নানাজাতি॥
বৃক্ষোপরি পক্ষী সব করে মধুধ্বনি।
মুনিমন হরে হেরি ময়ূর নাচনি॥
রাজবাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর।
শত্রুঘন রহিলেন তাহার ভিতর॥
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে।
অন্যদেশ হৈতে লোক মথুরায় আসে॥
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণে গঠন।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ॥
[২]দ্বাদশ বৎসর থাকেন মথুরানগর।
প্রজারে পালেন সদা হরিষ অন্তর॥
মথুরানগরী আনি নিজ সুশাসনে।
অযোধ্যায় চলিলেন রাম-সম্ভাষণে॥
কটক সহিত গেল বাল্মীকির দেশ।
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া মুনি হরষিত মন।
শত্রুঘ্ন করিল তাঁর চরণ বন্দন॥
মুনি বলে মহাবীর তুমি শত্রুঘন।
লবণে মারিয়া রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন॥
অনেক কষ্টেতে রাম বধিল রাবণে।
লবণে মারিলে তুমি এক দিনের রণে॥
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন।
লবণে মারিয়া কৈলে নগর পত্তন॥

আলিঙ্গন দিয়া মুনি পরম আদরে।
রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি ব্যাভারে॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
নানা উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক॥
[১]সোনার পালঙ্কে বীর করিল শয়ন।
মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ॥
বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত।
মধুস্বরে গান হয় রামায়ণ গীত॥
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গাছের বাকল পরি প্রবেশিলা বন॥
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্বলোক।
দশরথ মরিলেন পাইয়া পুত্রশোক॥
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ।
যেমতে করিলা তাঁর শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
রাম গেলা বনে ভরত মাতুল পাড়া।
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হইল বাসিমড়া॥
চৌদ্দবর্ষ রহে রাম পঞ্চবটী বনে।
সীতা হরি লইলেক লঙ্কার রাবণে॥
সবংশে রাবণে রাম করিয়া সংহার।
বহুযুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
সুমধুরস্বরে গীত করিলা যখন।
সর্ব্বলোক মোহিত শুনিয়া রামায়ণ॥
দুই শিশু গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক শুনে যেন অমৃতের কণা॥
[২]শত্রুঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে।
দুই চক্ষে বারিধারা পুছেন দুইহাতে॥

২। 'বর্ষে দ্বাদশ আগতে'—(রামায়ণ ৮৩) মথুরায় পুরী নির্মাণ করিতে বার বৎসর লাগিয়াছিল। বার বছর পরে শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিয়াছিলেন। তখন লবকুশেরও বয়স বার।

১। দ্রষ্টব্য রামায়ণ (উ. ৮৪.)
স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীত মাধুর্যমুত্তমম্।
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথাকৃতম্॥
পাঠান্তর:
উঠিল বীণার স্বর মধুর সংগীত।
রামের চরিত্র গীত উঠে আচম্বিত॥ হী.
২। শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলো বিসংজ্ঞো বাষ্পলোচনঃ।
স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো বিনিশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ॥ উ. ৭৪

শ্রীরামের দুঃখ শুনি শত্রুঘ্ন বিকল।
মোহ সংবরিতে নারে চক্ষে পড়ে জল॥
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন মহামুনি।
এমত অমৃত গান কভু নাহি শুনি॥
চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শুনে।
সর্ব্বলোক নিদ্রা যায় নিশি জাগরণে॥
[১]শত্রুঘ্ন বলেন মুনি করি নিবেদন।
কোথাকার দুই শিশু গায় রামায়ণ॥
শুনিতেছি রামায়ণ মধুর সঙ্গীত।
কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত॥
মুনি বলে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে শত্রুঘন।
দুই শিশু গান করে শিষ্য দুইজন॥
রচিয়াছি আমি রামায়ণ সপ্তকাণ্ড।
শুনি লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড॥
কহিতে এ কথাবার্ত্তা প্রভাত রজনী।
প্রভাতে চলিলা বীর বন্দি মহামুনি॥

—পুরুষব্যাঘ্র শত্রুঘ্ন সেই গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার নয়ন বাষ্পজলে পূর্ণ হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আত্মহারা হইলেন।

১। শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে নিশাকালে মধুর রামায়ণ গান শুনিয়াছিলেন। পাত্রমিত্রেরাও শুনিয়াছিল। তাহাদের কৌতূহল সত্ত্বেও কিন্তু শত্রুঘ্ন এ বিষয়ে বাল্মীকিকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, মুনিদের আশ্রমে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, অতএব এ বিষয়ে মুনিকে কিছু প্রশ্ন করা সঙ্গত নহে—

'আশ্চর্যানি বহূনীহ ভবন্তি অস্যাশ্রমে মুনেঃ॥
ন কৌতূহলাদ্ যুক্তমন্বেষ্টুং তং মহামুনিম্। উ.৮৪.

আলোচ্য সংস্করণে দেখা যাইতেছে, শত্রুঘ্ন বাল্মীকিকে প্রশ্ন করিতেছেন। ইহা মূলানুগ নয়। পাঠান্তরে মূলের অনুসরণ আছে :

রাজা বলে নানারঙ্গ মুনিদের ঘরে।
মুনিকে শুধাব আমি কোন কার্য্যের তরে॥ হী.

শত্রুঘ্ন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার।
শত্রুঘ্নের সঙ্গে বাদ্য বাজিছে অপার॥
তিনদিনে গেল বীর অযোধ্যানগর।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর॥
শত্রুঘ্ন শ্রীরামে কহে বন্দিয়া চরণ।
তোমার প্রসাদে প্রভু মারিনু লবণ॥
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল।
মথুরাতে প্রজা বসাইনু চালে চাল॥
বার বর্ষ না দেখিয়া তোমার চরণ।
ধরিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন॥
তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য।
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য॥
শত্রুঘ্নে শ্রীরাম তবে দিলা আলিঙ্গন।
রাম বলে ভাই তব মধুর বচন॥
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর॥
[২]পঞ্চদিন চারি ভাই বঞ্চিব হরিষে।
পঞ্চদিন পরে যাইও মথুরার দেশে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন।
চারি ভাই একত্র করিল সম্ভাষণ॥
চারি ভাই পঞ্চদিন একত্রে রহিলা।
শত্রুঘ্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা॥
শত্রুঘন হইলেন মথুরার রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা॥
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সব বৈসে।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

॥ বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্যু ও শম্বূক বধ ॥

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অকাল মরণ নাহি রাজ্যের ভিতর॥

২। মূল রামায়ণে 'পঞ্চদিন' নয় 'সপ্তরাত্র'—'তস্মাৎত্বংবস কাকুৎস্থ সপ্তরাত্রং ময়া সহ'—(উ. ৮৫)

অকস্মাৎ বিপ্র এক আইল কাঁদিয়া।
মৃত এক শিশুপুত্র কোলেতে করিয়া॥
পঞ্চ বৎসরের মৃত পুত্র তার কোলে।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কান্দে উচ্চরোলে॥
ধর্ম্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ি মরি॥
না করেন রাজচর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর॥
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি।
পুত্র কোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি।
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি॥
পিতামাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা।
কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা॥
[১]অধর্ম্মের রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজ্যে।
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজ্য ত্যজে॥
এত বলি স্ত্রী পুরুষ ভাসে অশ্রুনীরে।
লক্ষ্মণ সত্বর যান রামের গোচরে॥
অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি।
মৃতপুত্র লইয়া আসে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে পুত্র নাহি আর।
ক্রন্দনে ব্যাকুল করিছেন রাজদ্বার॥

১। মূলে (উ. ৮৬)—
'অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক॥
রামস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ মহদস্তি ন সংশয়ঃ।
কালিদাসে—'রামহস্তমনুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা'—রঘু. ১৫.
পাঠান্তর :
ধার্মিকের দেশে নাহি দুর্ভিক্ষ মড়ক।
অধর্মের দেশে বন্ধ্যা হারাল বালক॥ হী.
[বিপ্রের বক্তব্য : রাজার পাপেই তাঁহার পুত্রের অকাল মৃত্যু হইয়াছে]

দ্বিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে।
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে॥
এত বলি স্ত্রী পুরুষে করয়ে রোদন।
শ্রীরাম শুনিয়া হৈলা বিরস বদন॥
ত্রাস পান রঘুনাথ শুনিয়া বচন।
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ॥
পাত্রমিত্র সভাসদ করে হাহাকার।
রামের আজ্ঞাতে সবে হৈল আগুসার॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত॥
পাত্রমিত্র লইয়া রাম বসিলা দেয়ানে।
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভাস্থানে॥
তোমা সবা লইয়া আমি করি রাজকাজ।
অকালে ব্রাহ্মণ মরে পাই বড় লাজ॥
শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব॥
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ॥
মুনি বলে রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যারে দ্বিজ অধিকার॥
ত্রেতাযুগে তপস্যায় ক্ষত্র অধিকার।
দ্বাপরেতে বৈশ্য তপ শাস্ত্রের বিচার॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি॥
[১]অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই রাজ্যে অকালে দ্বিজ পুত্র মরে॥

১। মূল রামায়ণের (উ. ৮৬) পাঠ—
হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।...
অন্য তপতি দুর্বুদ্ধি স্তেন বালবধো হ্যয়ম্॥
—মহারাজ, নিশ্চয় হীনবর্ণ কোন দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতেছে, সেইজন্যই এই শিশুর মৃত্যু।
পাঠান্তর :
উগ্রতপ করে কোথা দেখ শূদ্রজন।
সেই পাপে দ্বিজপুত্র অকাল মরণ॥ হী.

কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী।
তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি॥
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত।
অকাল মরণ রীতি শুন রঘুনাথ॥
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার।
তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র দুরাচার॥
এই হেতু মিথ্যা দোষী করয়ে তোমাকে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে॥
নারদের বচন রামের লয় মনে।
ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে॥
পাত্রমিত্র লইয়া ভাই বৈসহ বিচারে।
প্রিয়ভাষে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে॥
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার।
তাবৎ রাখিহ দ্বিজে না ছাড়িহ দ্বার॥
[১]নারায়ণ তৈলে ফেলি রাখ দ্বিজসুতে।
দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোনমতে॥
এত বলি কৈলা রাম রথে আরোহণ।
পশ্চিমদিকেতে রাম করিলা গমন॥
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার।
উত্তরদিকেতে রাম কৈলা আগুসার॥
উত্তরের দেশ যত করি অন্বেষণ।
পূর্ব্বদিকে রঘুনাথ করেন গমন॥
পূর্ব্বদিক বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে।
[২]এক শূদ্র তপ করে মহাঘোর বনে॥
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর।
অধোমুখে ঊর্দ্ধপদে আছে নিরন্তর॥
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে।
ব্যাপিল বহ্নির ধূম সুবর্ণরাশিকে॥
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস।
ধন্য ধন্য বলি রাম যায় তার পাশ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমললোচন।
কোন্ জাতি তপ কর কোন্ প্রয়োজন॥
তপস্বী বলেন আমি হই শূদ্রজাতি।
শম্বুক নাম ধরি আমি শুন মহামতি॥
করিব কঠোর তপ দুর্ল্লভ সংসারে।
তপস্যার ফলে যাইব বৈকুণ্ঠ নগরে॥
[৩]তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রাম তুণ্ড।
খড়্গহস্তে কাটিলেন তপস্বীর মুণ্ড॥

১। মূলে উ. ৮৭.—
'বালস্য চ শরীরং তত্তৈল দ্রোণ্যাং নিধাপয়॥
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈ স্তৈলৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্॥
[পচন-গলন হইতে মৃতদেহ রক্ষা করিবার এই পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত]

২। রামায়ণে :
দক্ষিণাং দিশমাক্রামন্ততো রাজর্ষি নন্দনঃ।
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমান্ লম্বমানমধোমুখম্॥ উ. ৮৭.

কালিদাসে :
অথ ধূম্রাভি তাম্রাক্ষং বৃক্ষাশাখাবলম্বিনম্।
দদর্শ কঞ্চিদৈক্ষ্বাকস্তপস্যন্তমধোমুখম্॥ রঘু. ১৫
—ঐক্ষ্বাক রাজর্ষিনন্দন রাঘব বৃক্ষাবলম্বী একজনকে অধোমুখে তপস্যারত দেখিতে পাইলেন, তাহার নয়ন ধূম্র-তাম্রাভ।

হী. সংস্করণের পাঠ :
তথা তপ করে এক তপস্বী দুষ্কর।
হেঁট মুখে ঊর্ধ্ব পদে কূপের ভিতর॥

৩। রাম কর্তব্যবোধেই শম্বুককে নিহত করিয়াছেন, কোপবশে নয়। এ কাজটি যে নিষ্ঠুর কর্ম, ভবভূতি রামের মুখে তাহা বলাইয়াছেন (৩য় অঙ্ক)—
রে হস্ত দক্ষিণঃ মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।
রামস্য গাত্রমসি দুর্বহ গর্ভখিন্ন-
সীতাবিবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে॥
— ওরে দক্ষিণহস্ত, মৃত ব্রাহ্মণকুমারের জীবন লাভার্থ এই শূদ্র তাপসের উপর খড়্গাঘাত কর। দুর্বহ গর্ভভারে খিন্ন সীতার নির্বাসনে পটু হে রামাজ, তোমার করুণা কোথায়?

সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
ব্রহ্মা বলিলেন রাম কৈলে বড় কাজ।
শূদ্র হৈয়া তপ করে পাই বড় লাজ॥
তুষ্ট হৈয়া রামে ব্রহ্মা কহেন তখন।
মনোমত বর মাগি লহ যে এখন॥
শ্রীরাম বলেন যদি দিবে বর দান।
তব বরে জিয়ে যেন ব্রাহ্মণ সন্তান॥
ব্রহ্মা বলে এ বর না চাহ রঘুমণি।
শূদ্রকাটা গেল দ্বিজ বাঁচিল আপনি॥
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন॥
দৃষ্টে সৃষ্টিনাশ কর নিমেষে সৃজন।
তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোন্ জন॥
এত বলি বিরিঞ্চি হইলেন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি হরষিত মন॥
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার।
দেখি সভাসদ লোকে লাগে চমৎকার॥
ভরত লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিলা বিস্তর॥
হইল রামের হাতে তপস্বী বিনাশ।
স্বর্গ বিমানে চড়ি গেল স্বর্গবাস॥
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

সীতা-নির্বাসন-জনিত দুঃখ যে রামচন্দ্রের হৃদয়ে শম্বুকবধ কালেও তীব্র ছিল, পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডে (পদ্ম. সৃষ্টি. ৩৫) তাহার উল্লেখ দেখা যায়—

'বনে বসতি সা দেবী পুরে চাহং বসামি বৈ॥
বজ্রসারস্য সারেণ ধাত্রাহং নির্ম্মিতং ধ্রুবম্।

—সীতা বনে বাস করেন, আমি রাজপুরীতে বাস করি; নিশ্চয় বিধাতা বজ্রসারের সার দিয়া আমাকে নির্মাণ করিয়াছেন।

*॥ গৃধিনী ও পেচকের বৃত্তান্ত ॥

অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি॥
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
শ্রীরাম বলেন সবে চল সেই পথে॥
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে।
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে॥
গৃধিনী পেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া।
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া॥
[১]অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর।
নানাজাতি পক্ষী সবে আছে একত্তর॥
সারস সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা॥
সারি শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্ক।
খঞ্জন খঞ্জনী ফিঙ্গা ধকড়িয়া কঙ্ক॥
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সঞ্চাল॥
বকবকী বাহুড় বাহুড়ী সুরী টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকা কাঠ ঠোকরিয়া॥

* মূল রামায়ণে গৃধ্র-পেচকের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে অযোধ্যায় রামচন্দ্রের রাজকার্য বর্ণনা প্রসঙ্গে (উ. ৪২)। এখানে ক্রমভঙ্গ হইয়াছে। আগস্ত্য-আশ্রমে যাত্রাকালে রামচন্দ্র এই বিচার করিতেছেন।

[পণ্ডিতেরা মনে করেন, মূল রামায়ণে 'গৃধ্র-পেচকে'র অংশ প্রক্ষিপ্ত]

১। বঙ্গের অতি পরিচিত পোখ-পাখালির উল্লেখ লক্ষণীয়: কাক, কাদাখোঁচা, কালপেঁচা, চড়া (চড়ুই), বাউই (বাবুই), পাউই (পাপিয়া), বক, বকী প্রভৃতি। হী. সংস্করণে এরূপ বিস্তৃত বর্ণনা নাই। শুধু আছে, 'নানাজাতি পাখী বৈসে তথা গহন কাননে।'

জলে স্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ।
করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হইয়া দুই পক্ষ॥
গৃধিনী কহিছে পেঁচা ছাড় মোর বাসা।
পর ঘরে রহিবে কেমনে কর আশা॥
পেঁচা বলে কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী।
এতকাল বাসা মোর তোরে নাহি চিনি॥
কোন্দল উভয়ে মিলি করে মারামারি।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি॥
গৃধিনী কহিছে রাম কর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান॥
[১]যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি॥
দিবাকর যিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার॥
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন॥

১। মূল রামায়ণে একাধিকবার রামচন্দ্রের এই গুণাবলী উল্লিখিত হইয়াছে—

বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণো রূপঞ্চৈবাশ্বিনাবিব।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যঃ প্রজাপতিসমো হ্যসি॥
ক্ষমা তে পৃথিবী তুল্যা তেজসা ভস্করোপমঃ।
বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গাম্ভীর্যমুদধেরিব॥

—বিষ্ণুর মত আপনার বিক্রম, রূপ অশ্বিনীকুমারদের মত। আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, প্রজাপালনে প্রজাপতি তুল্য। আপনি পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল, সূর্যের মত তেজস্বী—আপনার বেগ বায়ুতুল্য, গাম্ভীর্য সমুদ্রের মত।

পাঠান্তর:

বিক্রমে সিংহ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
চন্দ্র জিনিঞা তোমার মুখের জ্যোতি॥
সূর্য জিনিয়া তেজ গাম্ভীর্যে সাগর।
কুবের জিনিয়া তুমি ধনের ঈশ্বর॥ হী.

পৃথিবী পালিতে তুমি দয়াল শরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তোমারে করে পূজা।
ত্রিভুবন মধ্যে রাম তুমি মহারাজা॥
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বগুণে সবাকারে করহ পালন॥
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর।
আত্মনিবেদন করি তোমার গোচর॥
অনেক শক্তিতে আমি সৃজিলাম বাসা।
বলেতে পেচক মোরে কাড়ি লয় বাসা॥
পেঁচা বলে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবারাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল॥
আদ্য অন্ত মধ্য তুমি নির্ধনের ধন।
সেবক বৎসল তুমি দেব নারায়ণ॥
[১]অন্ধের নয়ন তুমি দুর্ব্বলের বল।
অপরাধী হই যদি দেহ প্রতিফল॥
সভা কৈলা রঘুনাথ বসি বৃক্ষতলে।
পাত্রমিত্র সভাসদ বসিল সকলে॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল মুনিগণ।
সুমন্ত্র কশ্যপ মুনি আইল দুইজন॥

১। তুলনীয় রামায়ণ (উ. ৭২)—

দুর্বলস্য ত্বনাথস্য রাজা ভবতি বৈ বলম্।
অচক্ষুষোত্তমং চক্ষুরগতেঃ স গতির্ভবান্॥

—আপনি দুর্বলের বল, অনাথের নাথ, অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের (অগতির) গতি।

পাঠান্তর:

'অন্ধজনের চক্ষু তুমি দুর্বলের বল'—হী.

শ্রীরাম কহেন কথা সভাসদ শুনে।
হেনকালে দেবগণ আইল সেইখানে॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হৈতে তোর এই বাসাঘর॥
গৃধিনী কহিছে শুন বচন আমার।
মহাপ্রলয়েতে যবে হৈল নীরাকার॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মমূলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেব দানব বিধাতা সৃজিলা নানাজাতি॥
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার।
কোন লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার॥
ঈষৎ হাসেন রাম গৃধিনী বচনে।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার বিধানে॥
পেঁচা বলে নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী উপর॥
তারপরে উৎপত্তি হৈল যত ডাল।
এইরূপে বনমধ্যে যায় কতকাল॥
উড়িতে অশক্ত হৈনু হৈল বৃদ্ধদশা।
তারপরে এই ডালে করিলাম বাসা॥
রাম বলে সভাখণ্ড করহ বিচার।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা কার॥
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটি কল্প বৎসর নরক মাঝে রয়॥
এক এক বৎসরে বন্ধন নাহি খসে।
তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যা সাক্ষ্য দোষে॥
শ্রীরামের বচনেতে কহে সভাখণ্ড।
গৃধিনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড॥
চারিবেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচর।
সাক্ষাতে শুনিলে প্রভু গৃধিনী উত্তর॥
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবর জঙ্গম কিছু ছিল না সংসারে॥
ত্রিভুবন শূন্য যবে একা নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হইল সৃষ্টির কারণ॥
জলেতে পৃথিবী ছিল করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈল জীবের সঞ্চার॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবাদি নরাদি সৃষ্টি কৈল নানাজাতি॥
আগে জীব সৃজিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে।
কিরূপে গৃধিনী আসি বাসা কৈল গাছে।
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্শে প্রভু গৃধিনী উপর॥
সভামধ্যে মিথ্যা কহে নাহি ধর্ম্মভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয়॥
[১]দেবগণ কহেন রাম করি নিবেদন।
স্বাভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন॥
হইয়াছে গৃধিনী পক্ষী পাইয়া ব্রহ্মশাপ।
শাপমুক্ত কর পক্ষী না করিহ কোপ॥
শ্রীরাম বলেন কহ এরা কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ॥
দেবগণ কহে এই ছিল যে রাজন্।
প্রত্যহ করাইত লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন॥
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেন ক্রোধেতে॥
ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত।
গৃধিনী হইয়া বক্ষ খাও মাংস রক্ত॥
শাপ শুনি নৃপতির বিরস বদন।
দ্বিজের চরণে ধরি করিলা ক্রন্দন॥

১। মূল অনুসারে (উ. ৭২.) গৃধ্র দণ্ডনীয় এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে, অন্তরীক্ষ হইতে 'অশরিরী বাণী উত্থিত হইল,

'মা বধী রাম গৃধ্রং ত্বং পূর্বদগ্ধং তপোবলাৎ'

[এই গৃধ্র ছিলেন ব্রহ্মদত্ত, গৌতমের শাপে গৃধ্র হইয়াছেন]। পাঠান্তর :

গৃধিনী পক্ষী পুড়িছে দারুণ ব্রহ্ম শাপে।
পক্ষীরূপ ধরে পক্ষী না মারিহ কোপে॥ ছী.

শাপ বিমোচন প্রভু করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপ বিমোচন॥
স্তবে তুষ্ট হইয়া বিপ্র কহিতে লাগিল।
শাপে মুক্ত হবে বলি আশ্বাস করিল॥
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেইকালে।
শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁরে পরশিলে॥
ব্রহ্মশাপে পক্ষীযোনি হইল ভূপতি।
গৃধিনী বৃত্তান্ত এই শুন রঘুপতি॥
বহু দুঃখ পাইয়া রাজার এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সদগতি॥
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি।
গৃধিনীর দেহ স্পর্শ করেন তখনি॥
পক্ষীদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী॥
দিব্য রথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

॥ শ্রীরামের অগস্ত্য-মুনির আশ্রমে গমন
ও শ্বেতরাজার উপাখ্যান॥

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেল অমর ভুবন॥
সৈন্যসহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ।
অগস্ত্যের বাটীতে দিলেন দরশন॥
অগস্ত্য চরণ রাম করেন বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা মুনি বসিতে আসন॥
যেই অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রত্ন অলঙ্কার মুনি রামে দিলা দান॥
[১]রাম বলেন শুন মুনি না হয় বিধান।
ক্ষত্র হৈয়া নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান॥
অগস্ত্য বলেন রাম শুন মোর বাণী।
অবধান কর কহি ইহার কাহিনী॥
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত নামে ক্ষত্ররাজা॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্ররাজা পালেন ব্রাহ্মণ॥
লোকপাল স্থানে ক্ষত্র নামে ক্ষত্ররাজা।
লৈয়াছিল যত্ন করি ব্রাহ্মণের পূজা॥
ইন্দ্র রাজার পুরে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান।
লোকপাল স্থানে রাম তুমি সে প্রধান॥
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব বিষ্ণু অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার॥
তোমার শরীর যোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈল পুরস্কার॥*
শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ॥
[২]হেন অলঙ্কার নাহি সংসার ভিতরে।
কোথা পাইলে এই রত্ন বলহ আমারে॥
অগস্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবর।
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর॥

১। তুলনীয় রামায়ণ (উ. ৮৯)—
ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেত্ততঃ।
প্রতিগ্রহো হি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতম্॥
—প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ করা) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের পক্ষেই নিন্দনীয়, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণের দান।

হী. সংস্করণের পাঠ—
ক্ষত্রিয় হইঞা দান নেয় নরকে নাহিক উদ্ধার।
ব্রাহ্মণের দান লয় ক্ষত্রিয় নহে শাস্ত্র ব্যবহার॥
* এখানে হী. সংস্করণে ভণিতা এইরূপ:
কৃত্তিবাস পণ্ডিত সর্বশাস্ত্র জানে।
পাঁচালী প্রবন্ধ কৈল লোক রামায়ণ শুনে॥

২। কালিদাসের মতে অগস্ত্য এই অলঙ্কার সমুদ্র-শোষণকালে লাভ করিয়াছিলেন (রঘু. ১৫) রামায়ণে অলঙ্কারপ্রাপ্তির হেতু অন্যরূপ: সুদেব-তনয় শ্বেত রাজা হইতে অগস্ত্য এই আভরণ লাভ করেন। (উ. ৯১)

একেশ্বর তপ করি হরিষ অন্তর।
ঘোর কাননে একা থাকি নিরন্তর॥
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী॥
পুরীখান দেখি তথা অতি মনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর॥
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে॥
একদিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবর তীরে যাই করিবারে স্নান॥
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক পড়ি আছে সরোবর তটে॥
[১]মড়া হৈয়া ক্ষয় নাহি অতি মনোহর।
বিষ্ণু অধিষ্ঠান যেন পরম সুন্দর॥
চন্দ্রের কিরণ প্রায় সূর্য্য হেন জ্যোতি।
অতি মনোহর মড়া সুন্দর মুরতি॥
হেনজন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
মড়া রূপ দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন॥
সেই মড়া রূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে অমর আইল একজন॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
সাতশত দেবকন্যা পুরুষের পাশে॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাজায় বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমর নিবাসী॥
সেই সরোবর জলে অঙ্গ পাখালিল।
সুগন্ধ চন্দন দিয়া অঙ্গশোভা কৈল॥
সেই মড়া লৈয়া তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষিতে রথে গিয়া কৈলা আরোহণ॥

১। পাঠান্তর :
মড়া হইয়া পড়িঞা আছে সুন্দর শরীরে।
জ্যোতি অধিষ্ঠান সেই মড়ার শরীরে॥ হী.
তুলনীয় রামায়ণ—
'অথাপশ্যং শবং তত্র সুপুষ্টমরজঃ ক্বচিৎ' উ. ৯০

রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে যোড়হাতে জিজ্ঞাসিনু তাঁয়॥
দেবরথে চড়িয়াছ দেব অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাণি॥
[২]স্বর্গরাজার পুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি।
পিতা বিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি॥
পিতা স্বর্গবাসে গেল কতদিন পরে।
রাজ্যভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে॥
নীরাহারে তপ আমি করিল বিস্তর।
স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি।
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে করযোড় করি॥
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জ্বলে॥
[৩]ব্রহ্মা বলিলেন ভুঞ্জ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে নাহি তুমি দিলে অন্নজল॥
যাহা দেয় তাহা পায় বেদের লিখন।
আপনি ভাবিয়া রাজা বুঝহ এখন॥

২। মূল রামায়ণে রাজা বলিয়াছিলেন, 'অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোঽভবৎ' উ. ৯১.
আলোচ্য সংস্করণে রাজার নাম বলা হয় নাই—'স্বর্গরাজ পুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি'। ফলে প্রমাদ-বশতঃ সকল সংস্করণেই শীর্ষনাম দেওয়া হইয়াছিল 'দৈত্য রাজার উপাখ্যান'। হী. সংস্করণে রাজার পরিচয়—
স্বর্গ রাজার পুত্র আমি স্বর্গ অধিকারী।
বাপের বিদ্যমানে আমি ধর্মে রাজ্য করি॥
আয়ু শেষ শুনিয়া ছাড়ি রাজ্যখণ্ড।
ছোট ভাই সুরথে দিলাঙ ছত্রদণ্ড॥

৩। দত্তং ন তেঽস্তি সূক্ষ্মোঽপি তপ এব নিষেবসে।
তেন স্বর্গগতো বৎস বাধ্যসে ক্ষুৎপিপাসয়া॥

আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে॥
না পচিবে না গলিবে মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর খাইলে ঘুচিবে অবসাদ॥
ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন কারণ॥
কাতরে কহিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে।
এই দুঃখ অবসান হবে কত দিনে॥
ব্রহ্মা বলিলেন কথা শুনহ রাজন্।
যেমতে হইবে তব পাপ বিমোচন॥
তপ করিবারে যাইবে অগস্ত্য মুনিবর।
নিদাঘতে তপ করিবেন একেশ্বর॥
তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন।
তাঁরে দান দিলে তব পাপ বিমোচন॥
বহু তপ করিয়াছ না করিলে দান।
অগস্ত্যেরে দান দিলে হবে পরিত্রাণ॥
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি।
এহেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি॥
চারি যুগ মড়া খাই বিধির বচনে।
আজি শুভ দিন মম তব দরশনে॥
তোমা বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি॥
কৃপা কর মুনিবর করি পরিহার।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার॥

—বৎস, তপস্যা করিয়াছ, কিন্তু কাহাকেও কিছু দান কর নাই। এইজন্য স্বর্গে বাস করিয়াও তুমি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর।

স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্।
ভক্ষয়িত্বামৃতরসং তেন বৃত্তি র্ভবিষ্যতি॥ উ. ৭১.

—অতএব তোমার সুপুষ্ট দেহই তোমার আহার হইবে, নিজ দেহের রসকে তুমি অমৃতের মত ভক্ষণ করিবে।

স্তুতিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ॥
তার দান লইলাম এই সে কারণ।
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন॥
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি॥
মোরে দান দিয়া পাইয়াছে পরিত্রাণ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥

*॥ দণ্ডকারণ্যের বৃত্তান্ত ॥

বিদর্ভ দেশেতে রাজা শ্বেত নরেশ্বর।
বনমধ্যে তপ রাজা করে নিরন্তর॥
সে বনেতে জন্তু নাই কিসের কারণ।
এমন আশ্চর্য্য বন শতেক যোজন॥
মুনি বলিলেন রাম তব পূর্ব্ব বংশে।
নল নামে রাজা ছিল বিদর্ভের দেশে॥
পৃথিবী বিখ্যাত রাজা ধর্ম্মে রাজ্য করে।
তার পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নাম ধরে॥
ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের প্রচার।
পৃথিবী ভিতরে কারো নাহি অধিকার॥
সত্য করাইয়া রাজা পুত্রে রাজ্য দিল।
তপস্যা করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল॥

* বটতলা সংস্করণগুলিতে প্রথম হইতেই শীর্ষ-নাম ছিল 'দণ্ডধরারণ্যের বৃত্তান্ত'; এখনও এই নামই চলিতেছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে নাম 'দণ্ডারণ্যের বৃত্তান্ত', রামায়ণে নাম 'দণ্ডকরাজ্য নিবেশ'। দণ্ডকারণ্যের এই কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণে আদিকাণ্ডেও বিবৃত হইয়াছে। আদিকাণ্ডে দণ্ডের পিতার নাম 'খাণ্ড'—'খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে।'

ইক্ষ্বাকু কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম শ্বশুদণ্ড।
ইক্ষ্বাকু জিনিয়া সেই নিল ছত্রদণ্ড॥
সূর্য্যবংশে জন্মি দণ্ড করে অনাচার।
পর্ব্বত মাঝারে তারে দিল রাজ্যভার॥
শ্বশুশৃঙ্গ পর্ব্বতে সে দণ্ড রাজ্য করে।
মধু নামে পুরী তথা বসায় নগরে॥
রচিয়া বিচিত্রপুরী দণ্ড নরেশ্বর।
ইন্দ্রের অধিক সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর॥
সুখেতে থাকিতে তার দেবতা পাষণ্ড।
শুক্রের বাটীতে একদিন গেল দণ্ড॥
[১]অরজা নামেতে এক শুক্রের কুমারী।
পুষ্প তুলিবারে আইল পরমাসুন্দরী॥
রূপে আলো করে কন্যা সুখে তুলে ফুল।
কন্যারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ কামে অচেতন।
হস্তেতে ধরিয়া কহে মধুর বচন॥
কাহার যুবতী তুমি কন্যা বল কার।
অবশ্য কহিবে মোরে সত্য সমাচার॥
কন্যা বলে শুন রাজা নিবেদন করি।
শুক্রমুনি কন্যা আমি অরজা নাম ধরি॥
মোর পিতা হয় তব কুলপুরোহিত।
আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত॥
রাজা বলে তোর রূপে প্রাণ নাহি ধরি।
প্রাণ রক্ষা কর মোর শুন লো সুন্দরী॥
আমার রমণী হৈলে হব তোর দাস।
তোমা বিনা আর নারী না লইব পাশ॥
শত শত মহাদেবী করিয়া দিব দাসী।
সর্ব্ব নারী জিনি হবে আমার মহিষী॥
যদি নাহি শুন কন্যা আমার বচন।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিব এইক্ষণ॥
রাজার বচন শুনি বলিল অরজা।
মোরে বল করিলে মরিবে দণ্ড রাজা॥
মোরে বল করিলে পিতার মনস্তাপ।
সবংশে মরিবে রাজা পিতা দিলে শাপ॥
আমার পিতার আগে লহ অনুমতি।
তবে আমি তব সঙ্গে করিব পিরীতি॥
রাজা বলে তব পিতা আসিবে কখন।
তদবধি ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন॥
তোমা বিনা আর মম মনে নাহি আন।
পায়ে ধরি কন্যা মোরে দেহ রতিদান॥
প্রাণরক্ষা কর মোরে দিয়া আলিঙ্গন।
তব আলিঙ্গন বিনা না রহে জীবন॥
যোড়হাতে ভূপতি পড়িল কন্যার পায়।
উত্তর না দেয় কন্যা অশেষ বুঝায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা রাজারে দেয় গালি।
বলে ধরি শৃঙ্গার করয়ে মহাবলী॥
হাত পা আছাড়ে কন্যা আলুয়িত চুল।
শৃঙ্গার সহিতে নারে করে গণ্ডগোল॥
শৃঙ্গারেতে শুক্র কন্যা কাতর হইল।
এতেক দেখিয়া রাজা সত্বরে ছাড়িল॥
শৃঙ্গার করিয়া দণ্ড রাজা গেল ঘর।
কোথা পিতা বলি কন্যা কান্দিল বিস্তর॥
আইলেন শুক্রাচার্য্য লৈয়া শিষ্যগণ।
হেঁটমাথা করি কন্যা করিছে ক্রন্দন॥
কান্দিছে অরজা কন্যা সম্মুখে দেখিল।
ধ্যানস্থ হইয়া মুনি সকলি জানিল॥
ক্রোধেতে হইল মুনি যেন অগ্নিশিখা।
শুক্রকন্যা হরে রাজা না করে অপেক্ষা॥

১। মূলে শুক্রকন্যার নাম 'অরজা'। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'অজা।' আদিকাণ্ডেও এই নাম—'শুক্রকন্যা অজা যায় পুষ্প আহরণে'। বঙ্গবাসী সংস্করণে সংশোধন করিয়া 'অরজা' করা হইয়াছে।

[1]অভিশাপ দিল মুনি সহ শিষ্যগণে।
পুড়িয়া মরুক রাজা অগ্নি বরিষণে॥
অগ্নিবৃষ্টি রাজারে করিল সাত রাতি।
সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি॥
ঘোড়া হাতী পুড়ে আর অনেক ভাণ্ডার।
শতেক যোজন পুড়ি হইল অঙ্গার॥
সবংশেতে দণ্ডরাজা হইল বিনাশ।
শুক্রমুনি বসিলেন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
[2]ব্রহ্মশাপে শত যোজন না হয় বসতি।
দণ্ডারণ্য বলিয়া সে বনের খেয়াতি॥
ব্রহ্মশাপে নাহি পশু পক্ষী মুনিগণ।
বনের বৃত্তান্ত এই রাজীবলোচন॥
উপনীত হৈল সন্ধ্যা বেলা অবসানে।
দুইজন করিলেন সন্ধ্যা সেইস্থানে॥
মিষ্টান্ন ভোজন মুনি করাইলা রামে।
সেই দিন বঞ্চিলেন মুনির আশ্রমে॥

রজনী প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি।
মুনিরে প্রণমি কহে সুমধুর বাণী॥
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন।
আরবার দেখি যেন তোমার চরণ॥
মুনি বলে রাম তব মধুর বচন।
তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিদশের গতি।
তোমা দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি॥
মুনির চরণে রাম নমস্কার করি।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যানগরী॥
শুনিলে রামের গুণ সিদ্ধ অভিলাষ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

॥ অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রশংসা ॥

সভা করি বসিলেন কমললোচন।
ভরত শত্রুঘ্ন আসি বন্দিল চরণ॥
রাম বলেন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
একমনে শুন সবে আমার বচন॥
ব্রহ্মবধ করিয়া করিয়াছি মহাপাপ।
সে কারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ॥
রাজসূয় যজ্ঞ আমি করিব এখন।
তাহার উদ্যোগ কর ভাই তিনজন॥
এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার।
রাজসূয় যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার॥
[1]পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞ কৈল রাজা শশধর।
গৃহ পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর॥

১। মূলে (উ. ৯৪) আছে :—

'পাংশুবর্ষমিবালক্ষ্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি'

—পাংশু বা অঙ্গারধূলি বর্ষণে রাজ্য ভস্ম হইবে। এখানেও শুক্রাচার্য সেই অভিশাপই দিয়াছেন কিন্তু আদিকাণ্ডে দেখা যায়,

কোপ দৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজ্য শুদ্ধ হইল যে দণ্ড ভস্মরাশি॥

২। মূলের (উ. ৯৪.) পাঠ :

'ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে'

পূর্বে দণ্ডের অধিকারভুক্ত রাজ্যের নাম ছিল 'মধুমন্ত'—'পুরস্ত চাকরোন্নাম মধুমন্তমিতি'—উ.৯২। পরে নাম হয় 'দণ্ডকারণ্য'। বামন পুরাণমতে দণ্ডের পাপের জন্য দণ্ডকারণ্য দেবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও নির্মনুষ্য হয়। পাঠান্তরে এইরূপ আভাস আছে—

পোড়া হইতে সেই বনে নাহিক বসতি।
দণ্ডক বন বলিঞা বনের রহিল খেয়াতি॥ হী.

১। সোমরাজা অত্রিপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা তাহাকে ঔষধি ও নক্ষত্রের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। 'স চ রাজসূয়মকরোৎ'। ফলে তাঁহার অহঙ্কার হয় ('মদ আবিবেশ')। ইহার ফল চন্দ্রের তারাহরণ ও দেবগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ (বিষ্ণুপু. ৪র্থ অংশ)।

[1]রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ।
মৎস্য মকর পুড়িয়া মরিল সেকারণ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর।
সুরাসুর যুদ্ধ গতে হইল বিস্তর॥
সগর নৃপতি পূর্ব্ববংশেতে তোমার।
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যাঁর॥
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়।
বংশ মজাইল শেষে আপনি সংশয়॥
ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার।
বিনয়ে রামের প্রতি কহে আরবার॥
[2]হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পূর্ব্ববংশে।
রাজসূয় যজ্ঞ করি দুঃখ পাইল শেষে॥
রাজা হরিশ্চন্দ্র দান করিয়া পৃথিবী।
পুত্র আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী॥
রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিল তাঁরে বিশ্বামিত্র ঋষি॥
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না।
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা॥
এত দুঃখ তবু না পাইল স্বর্গবাস।
রাজসূয় যজ্ঞে রাজার হেন সর্ব্বনাশ॥
[3]অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্ম্মের দোষেতে।
স্থান না পাইল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে॥

১। তুলনীয় পদ্ম. সৃষ্টি. ৩৭.—
বরুণস্য ক্রতৌ ঘোরে সংগ্রামে মৎস্যকচ্ছপাঃ।
নিবৃত্তে রাজ শার্দূল সর্বে নষ্টা জলচরাঃ॥
—হে রাজশার্দূল, বরুণ যে রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তাহাতে মৎস্য-কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

২। ত্রিশঙ্কু-তনয় হরিশ্চন্দ্র যে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা বিভিন্ন পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশে (হরি. হরি. ১৩.) বলা হইয়াছে—
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব ইতি স্মৃতঃ।
আহর্তা রাজসূয়স্য স সম্রাড়িতি বিশ্রুতঃ॥
পদ্ম. সৃষ্টি. ৩৭. মতে তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের ফলে সর্বলোক ক্ষয়কর আড়ি-বক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল:
হরিশ্চন্দ্রস্য যজ্ঞান্তে রাজসূয়স্য রাঘব।
আড়িবকং মহদ্‌যুদ্ধং সর্বলোক বিনাশকম্॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেও (৮-৯ অধ্যায়) 'রাজসূয় যজ্ঞ বিপাকে'র দৃষ্টান্তরূপে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।
পদ্ম পুরাণ সৃষ্টি. ৩৭ অধ্যায়ে রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে ভরত রামচন্দ্রকে নিষেধ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভরতের উক্তিতে তাহারই প্রতিধ্বনি লক্ষণীয়। মহাভারত (সভা) মতে—
বহু বিঘ্নশ্চ নৃপতে ক্রতুরেষ স্মৃতো মহান্।
কিঞ্চিদেব নিমিত্তঞ্চ ভবত্যেব ক্ষয়াবহম্॥

৩। হরিশ্চন্দ্র রাজার স্বর্গভ্রংশ ও অন্তরীক্ষে স্থান লাভ প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন—"কবিবর কৃত্তিবাস ত্রিশঙ্কু ও হরিশ্চন্দ্র উভয়কেই এক ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ ঐতিহাসিক বিরোধ কেন ঘটিয়াছে, তাহার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না।" কৃত্তিবাসী রামায়ণে হরিশ্চন্দ্র ও ত্রিশঙ্কু এক ব্যক্তি, ইহা কোথাও বলা হয় নাই। উত্তরাকাণ্ডে তো নয়ই, আদিকাণ্ডেও নয়। আদিকাণ্ডে হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেখানে আছে—
হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।
বসতি করিল সেই অযোধ্যা নগরে॥
পরবধূ হরি হরি রাজা রাজ্য করে।
তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে॥
বংশক্রম এক এক পুরাণে এক এক প্রকার। অন্যান্য পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের পিতার নাম সত্যব্রত। রাজা সত্যব্রত তিনটি ঘোর পাপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হয় ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রসৃষ্ট অন্তরীক্ষপথে স্থাপিত কৃত্রিম গ্রহে স্থান লাভ করেন। কৃত্তিবাসে হরিশ্চন্দ্রের পিতা হরিবীজ। হরিবীজই যে ত্রিশঙ্কু, তাহার প্রমাণ, ত্রিশঙ্কুর এক শঙ্কু (পাপ) যে পরনারী বিবাহ করে('বিবাহিতা বিপ্রকন্যা') তাহা এখানে স্পষ্ট উল্লিখিত। অতএব ত্রিশঙ্কু ও হরিশ্চন্দ্রকে এক করা হয় নাই। বঙ্গবাসীর সাহিত্য-

হেন রাজসূয় যজ্ঞে কেন কর মন।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎ পতি।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে দুর্গতি ॥
রাজসূয় না হইল ভরত কারণ।
ভরতের বাক্যে শ্রীরামের অন্য মন ॥
ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান।
লক্ষ্মণ কহেন তবে রাম বিদ্যমান ॥
যোড়হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর কমললোচন ॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কৈল দেব পুরন্দরে।
ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ করে ॥
বৃত্রাসুর অসুর সে বিপ্রের নন্দন।
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন ॥
বৃত্রাসুর প্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল।
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশমণ্ডল ॥
ধার্ম্মিক সে বৃত্রাসুর ধর্ম্মে রাজ্য পালে।
বিনাবৃষ্টি বরিষণে নানা শস্য ফলে ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপস্যা কারণ।
অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ ॥
দেবগণ লৈয়া গেল বিষ্ণুর গোচর।
বৃত্রাসুর তপ কথা কহে পুরন্দর ॥
ধার্ম্মিক সে বৃত্রাসুর বলে মহাবল।
তার সম রাজা নাই অবনীমণ্ডল ॥
বহু তপ করে সে পুণ্যের নাহি সংখ্যা।
যাহা চায় তাহা পায় কারো নাহি রক্ষা ॥
বিষ্ণুর চরণে সব করেন স্তবন।
বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥
বিষ্ণু কহে বৃত্রাসুর বড়ই চতুর।
আমার সেবাতে মান বাড়িল প্রচুর ॥
স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাহি হয়।
প্রকারে বধিব তারে ঘুচাইব ভয় ॥
[১]তিন অংশ হইব অসুর মারিবারে।
এক অংশ রব গিয়া পাতাল ভিতরে ॥

সেবী সম্পাদক ত্রিশঙ্কুর মত হরিশ্চন্দ্রের 'অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্মের দোষেতে' দেখিয়া ত্রিশঙ্কু ও ত্রৈশঙ্কুকে (হরিচন্দ্রকে) এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশ্য হরিশ্চন্দ্র যে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এমন কথা প্রচলিত পুরাণে দেখা যায় না। কিন্তু 'দেবী ভাগবতে'র বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয়, হরিশ্চন্দ্র বেশীদিন স্বর্গভোগ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ হরিশ্চন্দ্র অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কারণ, 'রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য কর্তাহম্' বলিয়া তাঁহার গর্ব ছিল— দ্বিতীয়তঃ তিনি 'সপ্রজা' স্বর্গে গিয়াছিলেন, যাহাদের ভিতর পাপী ও পুণ্যবান উভয় প্রকার লোকই ছিল। বাংলা রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ-ভ্রংশের এই সম্ভাবনাকেই বাস্তব রূপ দিয়া বলা হইয়াছে—

স্বর্গ নাহি গেল রাজা মর্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল ॥ (আদি)

১। বৃত্রাসুর—বৈদিক সংহিতামতে বৃত্রাসুর মেঘজলরোধকারী অসুর। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে এই অসুর নিহত হয়। পুরাণে ইহাই বৃত্রাসুরের গল্পে পরিণত হইয়াছে। মূল রামায়ণে দেখা যায়, বিষ্ণু নিজের তেজকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ইন্দ্রে, একভাগ বজ্রে ও একভাগ পৃথিবীতে স্থাপন করেন। ইন্দ্র সেই তেজে বৃত্রকে নিহত করেন। মূলের (উ. ৯৮.) বিষ্ণু-বাক্য—

একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তৎ।
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং বধিষ্যতি ॥

হী. সংস্করণের পাঠ মূলের অনুগত :
তিন অংশ হব আমি বৃত্র মারিবারে।
এক অংশ প্রবেশিব ইন্দ্রের শরীরে ॥
এক অংশ বজ্রসনে হৈব মিশাল।
তেয়জ অংশ বন্দি করি থুইব পাতাল ॥
[তেয়জ—তৃতীয়াংশ, এই অর্থে 'তেহাই' শব্দটিও প্রচলিত]

আর এক অংশ আমি রব মর্ত্ত্যপুরে।
আর এক অংশ রব তোমার শরীরে ॥
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর।
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সত্বর ॥
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে।
প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাসুর রণে ॥
বৃত্রাসুর দেখি দেবে লাগে চমৎকার।
ইন্দ্রেরে বলিল হব সহায় তোমার ॥
বিষ্ণুতেজে বৃত্র অরি বহু শক্তি ধরে।
বজ্র হানিলেক বৃত্রাসুরের উপরে ॥
বজ্র অস্ত্র আঘাতেতে বৃত্রাসুর মরে।
ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে ॥
ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অন্তরে।
বৃত্রাসুরে মারি ইন্দ্রে মহাপাপে ঘেরে ॥
পাপে পূর্ণ হৈয়া ইন্দ্র ভাবেন বিষাদে।
বৃত্রাসুরে মারি আমি পড়িনু প্রমাদে ॥
সকল দেবতা গেলা বিষ্ণুর সদন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র কর পরিত্রাণ ॥
বৃত্রাসুর বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে।
ব্রহ্মহত্যা পাপে রক্ষা কর দেবরাজে ॥
বিষ্ণু বলিলেন অশ্বমেধ আর পূজা।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক ইন্দ্র দেবরাজা ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন।
তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন ॥
নদী স্রোত ছাড়ে আর যোগী ছাড়ে যোগ।
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়ে রাজা বাড়ে উপভোগ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র হইল অজ্ঞান।
ইন্দ্র অচেতন যজ্ঞ করে দেবগণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল দেবরাজা।
নানা ভোগ দিয়া সবে করে বিষ্ণুপূজা ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল অবসান।
ব্রহ্মহত্যা পাপ নাহি থাকে সেই স্থান ॥
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে ॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজঃস্বলা।
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক কলা ॥
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশে অশ্বমেধ তেজে।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে ॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি পালিছ সংসার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সকলি-সংহার ॥
রাজসূয় যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন ॥
রাম বলেন রাজসূয় বাঞ্ছা ছিল আগে।
তোমা সবাকার বোলে করিলাম ত্যাগে ॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন ॥

* ॥ ইল রাজার উপাখ্যান ॥

প্রজাপতি নৃপতির পুত্র গুণধর।
ইল নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর ॥
সর্ব্বগুণ ধরিয়া সে প্রজাগণে পালে।
সর্ব্বলোক সম পূজ্য পৃথিবীমণ্ডলে ॥

---

* প্রবাসী ও সংসদ সংস্করণে ইল রাজার উপাখ্যান বাদ দেওয়া হইয়াছে। মূল রামায়ণে এই উপাখ্যান আছে। কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেও এ কাহিনী আছে। ছী. সংস্করণেও এই উপাখ্যান গৃহীত হইয়াছে।

ইল বা ইলার উপাখ্যান জীবন-বিজ্ঞানের দিক হইতে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই কাহিনী প্রায় সকল ইতিহাস-পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে। ইল পুরুষ ছিলেন। শিবের অভিশাপে তিনি স্ত্রী হইয়া যান। দেবী উমাকে তুষ্ট করিয়া তিনি এই বর

সুদিন প্রবেশে যবে আইল মধুমাস।
মৃগ মারিবারে গেল পর্ব্বত কৈলাস॥
কৈলাসের প্রান্তভাগে বন মনোহর।
পার্ব্বতী লইয়া কেলি করেন শঙ্কর॥
পার্ব্বতী সহজে নারী শিব হইয়া নারী।
মনের আনন্দে দোঁহে জলকেলি করি॥
মহেশের শাপ তথা আছয়ে এমনি।
জলজন্তু বনজন্তু হইয়াছে রমণী॥
পুরুষ মাত্রেতে কেহ নাহি সেই বনে।
পার্ব্বতী শঙ্কর কেলি করেন দুইজনে॥
জলকেলি দুইজনে করেন কুতূহলে।
ইলা রাজা সেই বনে গেল হেনকালে॥
ইলা রাজা উপনীত তাঁহার সমীপে।
গতমাত্রে স্ত্রী হৈল শঙ্করের শাপে॥
যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি।
সৈন্য সেনাপতি সবে হইল স্ত্রীজাতি॥
দেখিয়া রমণীজাতি যত অনুচরে।
লজ্জা পাইয়া ইলা রাজা আপনা পাসরে॥

সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি।
শঙ্করের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি॥
উঠ উঠ বলিয়া ডাকেন মহেশ্বর।
পুরুষ করিতে নারি চাহ অন্য বর॥
স্ত্রীজাতি লইয়া আমি করি জলকেলি।
মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলি॥
তোর সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর।
পুরুষ হইয়া সবে যাক্ নিজ ঘর॥
পুরুষ হইয়া সবে চলি গেল দেশে।
তুমি থাক নারী হইয়া আপনার দোষে॥
শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন।
পার্ব্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন॥
পার্ব্বতী বলেন মম বাক্য নহে আন।
মাসেক পুরুষ হবে করিব বিধান॥
মাসেক পুরুষ হবে না হবে অন্যথা।
মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা॥
[১] যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেইস্থানে।
নারী হইলে সে কথা বিস্মৃত হবে মনে॥
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি।
রমণী মাসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি॥
পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নারী হইয়া আরবার বনেতে প্রবেশে॥
পুরুষ হইল রাজা সহ অনুচর।
রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর॥
এতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে।
নারী হইয়া কেমনে বঞ্চিল একমাসে॥
পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপেতে বঞ্চে।
এমন দারুণ শাপ কতদিনে ঘুচে॥

লাভ করেন—পর্যায়ক্রমে তিনি একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ থাকিবেন—'মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিত্বা মাসং স্যাম্ পুরুষঃ পুনঃ'। বিজ্ঞানের প্রশ্ন এইখানেই। জৈবিক কারণে পুরুষ নারীতে বা নারী পুরুষে রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে একমাস স্ত্রী, একমাস নারী হওয়া কি সম্ভব? কোন পুরাণমতে ইলা 'কিংপুরুষ' হইয়াছিলেন। কিংপুরুষেরা কি পর্যায়ক্রমে স্ত্রী-পুরুষ হয়? কোন পুরাণমতে 'ইলা' বৃক্ষ-লতা-গুল্মের জননী। উদ্ভিদ্ জগতে কি কোন উদ্ভিদ্ এক মাস পুরুষ, এক মাস স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়? জীবন-বিজ্ঞানের দিক হইতে বিষয়টি গবেষণার বিষয়। পুরাণের অদ্ভুত কাহিনী-গুলিকে গাল-গল্প বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে হইবে।

১। মূলের (উ. ১০০.) পাঠ:

রাজন্ পুরুষভূতস্ত্বং স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি॥
স্ত্রীভূতশ্চ পুনস্ত্বং বৈ ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্।

রাম বলেন রাজা নারী হৈল যেই মাসে।
লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে॥
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম জলাশয়।
বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয়॥
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হইল উদয়॥
রমণী দেখিয়া বাড়ে পুরুষের রঙ্গ।
বুধ হেন তপস্বীর হৈল তপোভঙ্গ॥
ইলারে সম্ভাষে বুধ কামে অচেতন।
কার কন্যা একাকিনী করিছ ভ্রমণ॥
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি।
তোমার রূপেতে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
বুধের বচনেতে ইলার হৈল হাস।
বুধের সহিত বনে বঞ্চে এক মাস॥
পুরুষের অষ্টগুণ কামার্থী স্ত্রীলোকে।
বুধের সঙ্গেতে রহে শৃঙ্গার কৌতুকে॥
কেলিরসে মাসেক হইল অবশেষ।
হইল পুরুষ মাস রাজার প্রবেশ॥
না জানে এসব তত্ত্ব চন্দ্রের কুমারে।
আরবার তপ করে সরোবর তীরে॥
আপনার রাজ্য রাজার হৈল স্মরণ।
পুত্র কন্যা জায়া ভাবি করিছে রোদন॥
বনবিন্ধ্য নামে পুত্র আছয়ে আমার।
শিশু হইয়া কেমনে পালিছে রাজ্যভার॥
ভাবিতে ভাবিতে তার গত একমাস।
তপ ছাড়ি বুধ যে আইল নৃপ পাশ॥
পরমাসুন্দরী ইলা হইয়াছে যবতী।
রাত্রিদিন কেলি করে বুধের সংহতি॥
দিবানিশি রঙ্গরসে দোঁহে কেলি করে।
কতদিনে গর্ভ হৈল ইলার উদরে॥
এক মাসে স্ত্রী হয় পুরুষ আর মাসে।
পুরুষ মাসেতে নাহি যায় বুধ পাশে॥
ইলা লইয়া বুধ গেল আপন ভবনে।
দেখিয়া ইলার রূপ সুখী মনে মনে॥
হইল পুরুষ মাস আর মাসে নারী।
ইলা লইয়া গেল বুধ আপনার পুরী॥
রঙ্গরসে ভূপতির এক মাস গেল।
পুরুষ মাসেতে রাজা স্থানান্তর হৈল॥
নয় মাসে এক পুত্র প্রসবিলা ইলা।
পরমসুন্দর পুত্র রূপে শশীকলা॥
পুরূরবা নাম তার হৈল মহাতেজা।
শ্রাদ্ধকালে বিপ্রভাগে করে যাঁর পূজা॥
আরবার পুরুষ হইল দশমাসে।
এ সকল কথা বুধ না জানে বিশেষে॥
একাদশ মাসে আরবার হৈল নারী।
বুধের সহিত বঞ্চে হইয়া সুন্দরী॥
আর মাসে পুরুষ হইল আরবার।
পুরুষ দেখিয়া বুধে লাগে চমৎকার॥
জিজ্ঞাসিতে ইলা রাজা দিল পরিচয়।
পুরুষ জানিয়া বুধে ঘৃণা বড় হয়॥
পুরুষে রমণী জ্ঞানে করিনু বিহার।
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি করি ইহার॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র বুধ তাঁহার নন্দন।
আদেশেতে আইল যতেক মুনিগণ॥
মুনিগণ লইয়া বুধ করিলা যুকতি।
কিরূপেতে ইলা রাজা পাইবে নিষ্কৃতি॥
আমি কিসে পরিত্রাণ পাব এই পাপে।
বিবরিয়া মুনিগণ কহত স্বরূপে॥
মুনিগণ কহে শুন চন্দ্রের কুমার।
অজ্ঞানে করিলে কর্ম্ম কি পাপ তোমার॥
অশ্বমেধ যাগে তুষ্ট সকল অমর।
অশ্বমেধ যাগ কর ইলা পাইবে বর॥
মহাদেব শাপে ইলার এতেক দুর্গতি।
মহাদেব তুষ্ট হৈলে পাইবে অব্যাহতি॥

বুধ বলে যুক্তি বটে না করি নিষেধ।
বুধের আশ্রমে ইলা করে অশ্বমেধ ॥
আপনি আইলা শিব যজ্ঞ দেখিবারে।
ইলা রাজা পুরুষ হইল শিববরে ॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি স্তব করেন বিস্তর।
তুষ্ট হইয়া ইলারে মহেশ দিলা বর ॥
পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে আপনার।
আনন্দে আপন রাজ্য করে আরবার ॥
শঙ্করের বরে তার বাড়িল সম্পদ্।
যজ্ঞফলে ভূপতি হইল নিরাপদ ॥
শ্রীরামের মুখে শুনি ইলার চরিত্র।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হর্ষেতে মোহিত ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃত বচন।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ ॥

* ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ॥

রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ যজ্ঞসম ফল নাহি আর ॥
এত যদি কহিলেন কমললোচন।
শুনিয়া হরিষ হৈলা ভরত লক্ষ্মণ ॥
যজ্ঞ করিবেন রাম ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা কর সংবিধান।
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নির্ম্মাণ ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যেখানে ॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন।
বিশ্বকর্ম্মে দেখি হরষিত দুইজন ॥
নানা রত্ন আনি দিল বিশাইয়ের স্থানে।
[১] বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞশালা করেন নির্ম্মাণে ॥
ভরত লক্ষ্মণ ঠাট দুই আক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি ॥
ধাতু প্রবালাদি রত্ন শুনে যেই দেশে।
সর্ব্বধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে ॥
দিল মণি মাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর ॥
কুণ্ড চারি যোজন সে আড়ে পরিসর।
কুণ্ড চারি যোজন হে উভে দীর্ঘতর ॥
করিল ছয় যোজন কুণ্ডের মেখলা।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর।
তিল যব ধান্য মুগের তিন কোটি ঘর ॥
সোণার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ আওয়ারী।
স্বর্ণ নাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি ॥

---

* কৃত্তিবাসের ভণিতায় 'অশ্বমেধ যজ্ঞপালা' ও 'লবকুশের যুদ্ধ' নামে অনেক পুথি পাওয়া যায়। তাহাদের ভিতর ক. ২১০ (১৬৬৫ খ্রীঃ) এবং ক. ২২৩—ক. ২৩৩ পুথিগুলি উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ১৭১২ শক (১৭৯০ খ্রীঃ) অনুলিখিত এইরূপ একটি পুথি আমাকে দেখিতে দিয়াছেন। পুথিখানি ভাল। এখানে সে পুথি হইতেও পাঠভেদ উদ্ধৃত হইল।

বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব আছে, কিন্তু লবকুশের যুদ্ধ পালা নাই—উহা আছে জৈমিনী মহাভারতে (২৫-৩৬ অধ্যায়) ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে। কৃত্তিবাসের পালা জৈমিনী ভারত হইতেই গৃহীত; পালা শেষে কৃত্তিবাস এই ভণিতা দিয়াছেন, 'এসব গাহিল গীত জৈমিনী ভারতে'। পাদটীকায় স্থানবিশেষে জৈমিনী ভারতের পাঠও দেখানো হইল।

১। পাঠান্তর ক. ২২৩. :

বিচিত্র কারিকর আইল কর্ম্মেতে কুশল।
বিচিত্র চোঙর কৈল দেখিতে নির্ম্মল ॥
নানা ধাতু রচিল বিচিত্র পুরি খান।
মণি মাণিক হীরা পরেস বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥

ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞঘর দেখিতে করিল আগমন॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতা গাঁথনি॥
আশী যোজনের পথ করে আয়তন।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন॥
এক মাসে পুরীখান করিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন নিজ স্থান॥
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা।
হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা॥
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সব মুনি আইল সেই স্থানে॥
জমদগ্নি আইল ভার্গব পরাশর।
সাবর্ণ কশ্যপ আর আইল মুনিবর॥
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি।
আইল দুর্ব্বাসা মুনি বড় ক্রোধমতি॥
আইলা আস্তিক মুনি গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্তকর্ণ আইল ঋষি সঙ্গোপন॥
পর্ব্বত হইতে আইল দক্ষ মহামুনি।
ঐশিক কুশধ্বজ আইল মহাজ্ঞানী॥
বিষ্ণুপদ মুনি আইল ঔর্ব্ব ও চ্যবন।
সনাতন সনক আইল দুইজন॥
করিল শাণ্ডিল্য গর্গ মুনি আগুসার।
আইল কপিল মুনি বিষ্ণু অবতার॥
জৈমিনি দধীচি মুনি আইল শরভঙ্গ।
চৈত্রবিক কৌশিক আইল যে মাতঙ্গ॥
আইল দেবর্ষি যত পরম আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ॥
বিশ্বশ্রবা আইলেন আর জহ্নুমুনি।
পৃথিবীর মুনি আইল অকথ্য কাহিনী॥

যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদি কবি বাল্মীকি আপনি॥
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি॥
সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ করে এই জ্ঞানে।
স্বর্ণসীতা আনিল সে শাস্ত্রের বিধানে॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পাত্রাপাত্র আইল সে যজ্ঞে সর্ব্বজন॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ নন্দন॥
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্ববান।
নল নীল আইলেন বীর হনুমান॥
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিন কোটি জ্ঞাতিসহ আইল বিভীষণ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ॥
মিথিলা হইতে আইল জনক রাজর্ষি।
মহারাজ শাম্ব আইল রাঢ়দেশ বাসী॥
[১]. নেপালের রাজা আইল দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর।
রাজা গিরিরাজ্যের আইল ধুরন্ধর॥
অঙ্গের অধিপ আইল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা আইল নাতগিরি ধাম॥

১। পাঠান্তর:
(ক) নেপালের রাজা আইল দুর্জয় মহারথ
রাজগিরির রাজা আইল বিস্তর।
অঙ্গদেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম
বেহারের রাজা আইল নীলগিরি নাম। শ্রী. ১.
প্রাচীন পুথিতে 'নেপাল' 'বেহারে'র উল্লেখ নাই। হী. সংস্করণে শুধু পৌরাণিক রাজাদের নাম আছে। কয়াল-পুথিতে রাজাদের নাম-তালিকা নাই। নেপাল-বেহারের নামগুলি অপ্রাচীন সংযোজন।

বিজয়নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিকের রাজা আইল সঙ্গে কত ঠাট॥
সদা রাজগণ থাকে শ্রীরামের কাছে।
আরো যত নৃপগণ আইল যত আছে॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাইশ কোটি আইল পশ্চিমের সার॥
সিংহল সিদ্ধান্ত দেশে মনু নামে পুরী।
আইল সাতাইশ লক্ষ অযোধ্যানগরী॥
যতেক ভূপতি সে উত্তর দেশে বৈসে।
আইল সত্তরি লক্ষ শ্রীরামের পাশে॥
যত যত রাজা আছে ভারত ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সবার উপর॥
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা দণ্ডবৎ খাটে॥
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত॥
অবধূত সন্ন্যাসী আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইল স্বর্গবিদ্যাধরী॥
পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে কৈল আগমন॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল॥
ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈল আগুসার॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি॥
যব টান গোধূম যে আতপ তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল॥
সূর্য্য যেন সভায় বসিল সব ঋষি।
পর্ব্বত প্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি॥
তিন কোটি বৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ।
আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞবাট॥

বংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি॥
যখন ভরত যেই আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘ্ন যোগায় সত্বরে॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি॥
যে রাক্ষস দেখিয়া পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষস মুনির যে পাখালে চরণ॥
নৃত্য গীত মঙ্গল যে নানা বাদ্য শুনি।
অখিল ভুবনে হয় রামজয় ধ্বনি॥
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারো না হইল এমত পরিপাটী॥

॥ যজ্ঞাশ্বের জয়যাত্রা ॥

তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ।
তুরঙ্গ সওয়ার তার কত শত সঙ্গ॥
[১] শ্যামবর্ণ অশ্ব শ্বেতবর্ণ চারি খুর।
নানা অলঙ্কার শোভে সুহার কেয়ূর॥
লেজ শোভা করে যেন ধবলচামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর॥

১। জৈমিনী ভারত (২৯) মতে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের বর্ণ হইবে 'কুমুদেন্দু বর্ণ', লেজ হইবে 'পীত' এবং কর্ণ হইবে 'মলিন' (কালো)। রামচন্দ্রের অশ্বশালায় এইরূপ অশ্বই পাওয়া গিয়াছিল—ধবল দেহ, দুগ্ধবর্ণ মুখ, কুঙ্কুমাক্ত কেশর, 'একতঃ শ্যামকর্ণঃ'।

পদ্ম. পাতাল খণ্ড মতে অশ্বমেধের অশ্ব হইবে—
গঙ্গাজল সমানেন বর্ণেন বপুষা শুভঃ।
কর্ণে শ্যামো মুখে রক্তঃ পীতঃ পুচ্ছে সুলক্ষিতঃ॥

আলোচ্য সংস্করণে অশ্ব শ্যামবর্ণ, খুর শ্বেতবর্ণ, লেজ ধবল, কর্ণ স্বর্ণবর্ণ। শ্রী. ১. সংস্করণেও বর্ণনা প্রায় অনুরূপ—'শ্যামল বর্ণে ঘোড়া ধবল বর্ণে চারি খুর'।

সর্ব্ব গায় খানি খানি সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদমণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ ॥
স্বর্ণবর্ণ কর্ণ তার ধরে নানা জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥
গলে লোমাবলি যেন মুকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা ॥
[১] জয়পত্র ঘোটকের কপালে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন বীরে অশ্বের রক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘ্ন ভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই অশ্ব পাই ॥
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘন।
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শত শত জন ॥

বসিলেন যজ্ঞস্থানে রাম মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে ॥
পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর পথ।
নদ নদী এড়াইয়া উঠিল পর্ব্বত ॥
[২]ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীর শত্রুঘন।
পর্ব্বত উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছায় গমন ॥
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি।
মহাবল সে রাজা পর্ব্বত নামধারী ॥
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে।
ঘোড়া গড় লঙ্ঘিয়া চলিল গগনেতে ॥
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেলেন সেই দেশ ॥
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘিরে।
শত্রুঘ্ন কটক লইয়া রহিল বাহিরে ॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
নিভাইল সে সকল গড়ের আগুনি ॥
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ ॥
রামসম শত্রুঘন বীর অবতার।
শত্রুঘ্নের বাণেতে রাজার চমৎকার ॥
মহাবল শত্রুঘ্ন বাণের জানে সন্ধি।
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী ॥
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন।
রাম দরশনে তার বন্ধন মোচন ॥

হী. সংস্করণে ঘোড়ার রূপ বর্ণনা নাই। সেখানে সূর্য-নন্দন রেমন্ত ব্রহ্মার আদেশে রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব আহরণ করিয়া পাঠান—

স্বর্গ হইতে নাম্বিলা ঘোড়া হইয়া মূর্তিমান।
ব্রহ্মা পাঠাইল ঘোড়া শ্রীরামের স্থান ॥

কয়াল-সংগৃহীত পুথিতে 'শ্যামবর্ণে দুই কর্ণ ধরে নানা জুতি' এইরূপ পাঠ আছে।

১. আলোচ্য সংস্করণে জয়পত্রের লিখন কি, তাহার উল্লেখ নাই। কয়াল-পুথিতে ঘোড়ার কপালে এই জয়পত্র লেখ :

রাম বলেন এড় ঘোড়া বেড়াক স্বচ্ছন্দে।
পৃথিবী মণ্ডলে কে আমার ঘোড়া বান্ধে ॥
রাবণ দুর্জয় বীর আছে কোন দেশে।
আমার সঙ্গে যুদ্ধ করি মরিল সবংশে ॥

জৈমিনী ভারতে (২৯.) জয়পত্র লিখন এইরূপ :

তস্মিন্ পত্রে বিলিখিতং রামো দশরথাত্মজঃ ॥
একবীরাচ্চ কৌশল্যা তস্যাঃ পুত্রো মহাবলঃ।
তেন মুক্তং হরিবরং গৃহ্ণাতু বলবান্ নৃপঃ ॥

—দশরথ-কৌশল্যার মহাবল 'একবীর' পুত্র এই যজ্ঞাশ্ব মোচন করিলেন, তদপেক্ষা শক্তিশালী কোন রাজা যদি থাকেন, তিনি এই অশ্ব গ্রহণ করুন।

২। মূল রামায়ণে অশ্বরক্ষক লক্ষ্মণ—'ঋত্বিগ্‌ভির্লক্ষ্মণং সার্দ্ধমশ্বে চ বিনিযুজ্য চ' (উ ১০৫.) জৈমিনী ভারতে রক্ষক শত্রুঘ্ন—'শত্রুঘ্নং চাদিদেশাথ ত্বয়া রক্ষ্যস্তুরঙ্গমঃ' (জৈ. ২৯)

হী. সংস্করণে দেখা যায়, 'ঘোড়া রাখিতে নিয়োজিলা অনুজ লক্ষ্মণ'; কিন্তু অধিকাংশ বাংলা রামায়ণে শত্রুঘ্নই অশ্বরক্ষক। ভবভূতির উত্তররামচরিতে যজ্ঞাশ্বের রক্ষক লক্ষ্মণ-পুত্র চন্দ্রকেতু।

পূর্ব্বদিক জয় করি আইল শত্রুঘন।
উত্তরদিকেতে ঘোড়া করিল গমন॥
উত্তরদিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক লইয়া তাহার সংহতি॥
দিগ্‌ দিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে॥
জয়পত্র তুরঙ্গের কপালে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের ঠাঁই॥
ঘোড়া গেল হিমালয় পর্ব্বতের পার।
সেই দেশে রাজা যেই বিক্রমে বিশাল॥
ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
রাজাসহ শত্রুঘ্নের লাগিল বিবাদ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন॥
না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর॥
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধন মোচন॥
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে।
পশ্চিমদিগেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে॥
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিমদিগেতে গেল সিন্ধুনদী পার॥
শত্রুঘ্ন কাঁফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে।
সিন্ধুনদী পার গেল সকল কটকে॥
বিকৃত আকার তারা হাতে চেরা বাঁশ।
হস্তী ঘোড়া মারি খায় যত রক্তমাস॥
পিশাচ ভোজন করে পিশাচ আচার।
জীব জন্তু মারি তারা করয়ে আহার॥
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে।
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
মহাবল শত্রুঘন বীর অবতার।
একবাণে সব ব্যাধ করিল সংহার॥
তিনদিক শত্রুঘন করি আইল জয়।
ঘোড়া লৈয়া শত্রুঘন যজ্ঞ কাছে যায়॥

॥ লব কুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন ॥

ত্রৈলোক্য বিজয় যজ্ঞ অতি পরিপাটি।
আতপতণ্ডুলে হোম করে কোটি কোটি॥
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের চারিভিতে॥
[1]প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে॥
তুরগ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
[2]উপস্থিত হইল বাল্মীকি মুনি স্থান॥
যে দিন যা হবে তাহা মুনি সব জানে।
লব কুশ দুই ভাই ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলে লব কুশ শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট দেশ॥
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুই জন।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহুদিন॥
কারো সনে না করিহ বাদ বিসংবাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ॥

১। পাঠান্তর:
যজ্ঞ সাঙ্গ হইল পূর্ণা দিবার ক্ষণে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ ঘোড়া চালল দক্ষিণে॥
পবনগমনে ঘোড়া করে অবতার।
বাল্মীকির দেশে গেল সিন্ধু নদী পার॥ কয়াল.

২। 'ততঃ স তুরগঃ প্রাপ্তো বাল্মীকেরাশ্রমে শুভে'। বাল্মীকি তখন বরুণ কর্তৃক আহূত হইয়া পাতালে গিয়াছিলেন (জৈ. ২৯)। আলোচ্য সংস্করণে দেখা যাইতেছে, বাল্মীকি কি হইবে, না হইবে জানিয়াই চিত্রকূটে গিয়াছিলেন।

দুই ভাই প্রণাম করিল করপুটে।
শিষ্যগণ সহ মুনি গেল চিত্রকূটে॥
বার শত শিষ্যসহ গেল মুনিবরে।
দুই ভাই খেলা খেলি বেলাদণ্ড করে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে দুই ভাই খেলা খেলে।
মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে॥
[১]সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
দেশ দেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান॥
নদ নদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
একদিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ॥
ষট্‌চক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুন তূণে আসে॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে আনে॥
দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব আইল সে গাছের তলে॥
ঘোড়া দেখি হরিষ হইল দুইজন।
জয়পত্র ভালে তার দেখিল লিখন॥
রাজা দশরথ জন্ম নিলা সূর্য্যবংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে॥
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন ভিতরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন॥
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন॥
[২]জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে॥
দুই অক্ষৌহিণী ঘোড়া না পারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধে ভালমতে॥
ঘোড়া বান্ধি মায়ের কাছে গেল দুইজন।
মিষ্টান্ন আদি দোঁহে করিল ভোজন॥

॥ লবকুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতন॥

শ্রীরাম বলেন ঘোড়া আন্ শত্রুঘন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হইল পূর্ণা দিব ত এখন॥
সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারবার।
মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার॥

১। পাঠান্তর:
সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
টোনে আইসে বাণ যখন বেলা অবসান।
এ মত বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
দুই ভাই ষট্‌চক্র বাণের সন্ধি জানে॥ কয়াল

২। পাঠান্তর শ্রী.১. :
(ক) জয়পত্র দেখিয়া দুই ভাই কোপে জ্বলে
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্ধে গাছের তলে।
(খ) জয়পত্র পড়ি দুই ভাই খেলা খেলে।
নিগড় বন্ধনে ঘোড়া বান্ধে গাছ তলে॥ ক. ২৩২
জয়পত্রের লিখনই লবকে যজ্ঞাশ্ব বন্ধনে প্ররোচিত করিয়াছিল। জৈমিনী ভারতের (জৈ. ২৯.) উক্তি আরও তাৎপর্যপূর্ণ—
অস্মাকং জননী বন্ধ্যা ত্বেকবীরা ন সা কিমু।
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং লবো বন্ধে তুরঙ্গমম্॥
—আমাদের জননী কি বন্ধ্যা? তিনি কি একমাত্র বীর পুত্র জন্ম দিতে পারেন না?—এই বলিয়া লব অশ্বকে বন্ধন করিল।
[জৈমিনী মতে (জৈ. ২৯) লবই অশ্ব বন্ধন করে। লবই যুদ্ধ করিয়া প্রথমে সৈন্যদের বিনাশ সাধন করে। কুশ তখন আশ্রমে ছিল না। শত্রুঘ্নের শরে লব মূর্চ্ছিত হইলে কুশ সীতার মুখে সংবাদ শুনিয়া লবকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হয়। স্বয়ং সীতা কুটীর হইতে অস্ত্র আনিয়া তাহাকে দেন,
তৎ পুত্রবচনং শ্রুত্বা সত্বরং জানকী তদা।
প্রবিশ্য শালাং তাং রম্যাং প্রদদৌ ইষুধী ধনুঃ।

শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধে কিবা পড়িল প্রমাদ॥
বিষম দক্ষিণ দিক বড়ই সঙ্কট।
কোন্ বীর হবে গিয়া তাহার নিকট॥
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ।
না জানি কাহার সনে আর হয় রণ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘন।
ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গমন॥
ঘোড়া লইয়া দুই ভাই খেলে বারেবার।
লব কুশে দেখিয়া তাহার চমৎকার॥
লব কুশ খেলা খেলে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে ঘোড়া বান্ধে কোন্‌জন॥
কোন্ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ।
সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে।
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ দেশে॥
শত্রুঘ্ন বলেন মম জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারিভাই থাকি মোরা অযোধ্যা প্রদেশে॥
দাশরথি আমরা যে ভাই চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক বিজয়ী।
রামের বিক্রম কথা শুন তবে কহি॥
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে অতিকায় মরে ইন্দ্রজিৎ॥
মরিল যে সব বীর ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন্ বীর যুঝে মো সবার সনে॥
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘন।
রুষিয়া সে লব কুশ করিছে তর্জ্জন॥

[১]চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই।
আসি ঘোড়া লইয়া যাও মোরা তাই চাই॥
মরিবারে কেন আইলে মোদের নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে॥
খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে॥
শত্রুঘন বলে সৈন্য কোন্ কর্ম্ম কর।
সকল কটকে বেড়ি দুই শিশু মার॥
দুই অক্ষৌহিণী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট।
লবকুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট॥
লবকুশ বলে বীর না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক॥
শত্রুঘ্ন বলেন দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক॥
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী॥
কটকের ঠাঁই যদি জয়ী হও রণে।
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে।
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে।
আগে মারি কটক তোমারে মারি শেষে॥
কুশ বলে লব তুমি এইখানে থাক।
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ।
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক বাণে কুশ পূরিল সন্ধান॥
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক॥

১। পাঠভেদ (কয়াল):
চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই।
জিনিঞা লইবে ঘোড়া আমা দুঁহার ঠাঁই॥

বেড়াপাক বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
বেড়াপাক বাণে সব করিল সংহার॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
সবে মাত্র একাকী রহিল শত্রুঘন॥
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী॥
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শত্রুঘন।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন॥
[১]লবের কনিষ্ঠ আমি রণ নাহি টুটে।
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে॥
কুশের বচন শুনি বলেন শত্রুঘন।
পলাইয়া যাব কি তোমারে দিব রণ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি॥
কুশ বলে শত্রুঘন যুক্তি কর দৃঢ়।
যেই ইচ্ছা হয় তব সেই যুক্তি কর॥
শত্রুঘ্ন বলেন কুশ কিছু মিথ্যা নয়।
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয়॥
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার॥

১। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, সীতা একটি সন্তানই প্রসব করিয়াছিলেন। তাহার নাম লব। একদিন বাল্মীকি শিশুকে না দেখিয়া কুশ দিয়া সমাকার একটি শিশু প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে জানকী পুত্র ক্রোড়ে আগমন করেন ও দ্বিতীয় শিশুকেও পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই পুত্র 'কুশ'। জনশ্রুতি বশেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, অনেকে লবকেই জ্যেষ্ঠ বলেন। এখানেও কুশকে লবের কনিষ্ঠ বলা হইতেছে। উত্তররামচরিতে লব কুশকে জ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন, 'অয়মসৌ মম জ্যায়ান্ আর্যঃ কুশো নাম' (ষষ্ঠ অঙ্ক)

তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি মারি কিবা মরি॥
কুশ বলে শত্রুঘ্ন মরণ কর দৃঢ়।
এই আমি বাণ এড়ি যাও যমঘর॥
লব বলে কুশ শুন আমার বচন।
তুমি সৈন্য মার আমি মারি শত্রুঘন॥
কুশ বাণ যুড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পুরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে॥
কুশ বলে সৌমিত্রি হে এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার তবে বীর বলি॥
সৌমিত্রি বলেন আগে আমি বাণ মারি।
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি॥
তিন লক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে।
[১]আকাশ গগনে বাণ উখড়িয়া পড়ে॥
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ে বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে॥
[২]নানা অস্ত্র দুইজন করে অবতার।
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার॥
সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশ বাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কুশ করে খান খান॥
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ॥
বিষ্ণু অস্ত্র শত্রুঘ্ন বীরের মনে পড়ে।
তূণ হইতে তাহা নিয়া ধনুকেতে যোড়ে॥
নিরখিয়া কুশ বীর চিন্তে মনে মন।
মহাবিষ্ণু বাণ যুড়ে ধনুকে তখন॥

১। পাঠান্তর—
আকাশ গমনে বাণ উফড়িয়া পড়ে। শ্রী. ১.
২। নানা বাণ শত্রুঘন করে অবতার।
তন্ত্রে মন্ত্রে কুশবীর করিছে সংহার॥ কয়াল

বাণ দেখি শত্রুঘ্নের লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণু বাণে বিষ্ণুবাণের সংহার॥
কুশ বলে শত্রুঘন আর বাণ আছে।
ফুরাল তোমার অস্ত্র আমি এড়ি পাছে॥
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন।
তোমায় আমায় এই হইল যে রণ॥
কারো পরাজয় নহে উভয়ে সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুইজনে ঘর॥
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বীর ভাষে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥
মহাপাশ বাণ কুশ যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়।
নিরখিয়া শত্রুঘ্নের লাগিল সংশয়॥
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শত্রুঘন।
যুঝিতে না পারে হয় মৃত্যু দরশন॥
একদৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ব্বাণ হাতে।
শত্রুঘ্নে মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে॥
মহাপাশ বাণ তবে যায় নানাছন্দে।
হাতে গলে শত্রুঘনে অবশেষে বান্ধে॥
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন।
[১]মহাপাশ বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন॥
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুই ভাই খেলিলাম এই দুই প্রহর॥
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই মাতা তা সবার সনে॥
দুই শিশু লইয়া সীতা করাইল স্নান।
অগুরু চন্দনে অঙ্গ করিল সুঘ্রাণ॥
মিষ্ট অন্ন করাইল দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন॥
দুই শিশু লইয়া সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা লৈয়া দূত গেল দেশে॥
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন।
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন॥

॥ লবকুশের যুদ্ধে ভরত-লক্ষ্মণের পতন ॥

পাত্রমিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে॥
সাত জন বার্ত্তা কহে গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে॥
লব কুশ নামে সে যমজ দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহার ঠাঁই॥
ভয় বাসি প্রভু বলিবারে বিবরণ।
সৈন্যসহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি ভাবিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া॥
কহ দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ।
কি আশ্চর্য্য শত্রুঘ্নের সমরে পতন॥
দূত কহে মহারাজ দুই মুনিসুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত॥
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে॥
অশ্ব বন্দী করিল তাহারা দুই জন।
[২]এতেক প্রমাদ পড়ে অশ্বের কারণ॥

১। পাঠান্তর:
'মহাপাশ বাণ ফুটিয়া পড়িল শত্রুঘ্ন' শ্রী. ১.
জৈমিনীর পাঠ—'সোঽতিবদ্ধস্ত শত্রুঘ্নো রথোপস্থে পপাত হ' ৩২.
[কুশের বাণেই শত্রুঘ্ন পাতিত হন]
২। পাঠান্তর:
শত্রুঘ্ন মারিয়া দুই ভাই গেল ঘর।
রণ জিনিয়া গেল সীতার গোচর॥

সীতা বলেন লবকুশ ব্যাজ কি কারণ।
কোন প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুইজন॥ কয়াল এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়।

এতেক শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল দৈব না যায় খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ ॥
অনরণ্য মহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর রণে ॥
দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ ভাগিনে।
দেব দৈত্য আদি যত কাঁপে সর্ব্বজনে ॥
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ।
তাহারে মারিল মোর ভাই শত্রুঘন ॥
রামেরে প্রবোধ দেন ভরত লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ ॥
বিলাপ সংবর প্রভু না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈবে পাড়িল প্রমাদ ॥
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জানিলা তখনি হইল বিধি বিড়ম্বন ॥
দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে বর্জ্জিলে যে তাই পাই তাপ ॥
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে যাই মোরা দুই ভাই ॥
[১]এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন ॥
যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ ॥
[২]শত্রুঘ্ন ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে।
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুঃখে ॥
দুই ভাই কর যুদ্ধ যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে ॥
বিদায় হইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য করিল সাজন ॥
মুখ্য সেনাপতি গিয়া চড়িলেক রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে ॥
জাঠি ঝকড়া শেল শূল মূষল মুদ্গর।
খাণ্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
দুর্জ্জয় নামেতে হস্তী আরোহে ভরত।
ধনুর্ব্বাণে লক্ষ্মণের পূর্ণ মহারথ ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ ॥
কটক সমেত পড়ি আছে শত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত লক্ষ্মণ ॥
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনি গৃধিনী।
কটকের মাংস লইয়া করে টানাটানি ॥
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হইলাম অনুষ্ঠান ॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষ্মণ।
হাতে ধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন ॥
সৌমিত্রিরে দুই ভাই কোলে করি কান্দে।
প্রাণ হারাইলে ভাই শিশুর বিবাদে ॥
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ।
এখানে আসিয়া ভাই হারাও জীবন ॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত লক্ষ্মণ।
পাত্রমিত্র দেন দোঁহে প্রবোধ বচন ॥
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ ॥

১। জৈমিনী ভারতে রাম নিজেই লক্ষ্মণকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন, বলিয়াছেন, লক্ষ্মণ, আমি দীক্ষিত, যুদ্ধ ইচ্ছা করি না, তুমি গিয়া যুদ্ধ কর ও অশ্বকে মুক্ত কর (৩২. অঃ)। এখানে ভরত-লক্ষ্মণ এক সঙ্গে যুদ্ধে যাইতেছেন।

২। পাঠান্তর :
সৌমিত্রি ভাইয়ের শোক মোর সান্তাইল বুকে
এক ভাই লাগি মরি পাছে তিন ভাইয়ের শোকে।
দুই ভাই যুদ্ধ কর গিয়া সাবধানে
দুই শিশু ধরিয়া আন আমা বিদ্যমানে। শ্রী. ১.

সেই দুই শিশু মার পুরিয়া সন্ধান।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহে ত বিধান॥
এতেক বচন শুনি ভরত লক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সংবরে দোঁহে স্থির করি মন॥
যুদ্ধার্থে কটক রহে পুরিয়া সন্ধান।
লক্ষ্মণ ভরত দোঁহে হইলা আগুয়ান॥
চারিদিকে রাম সেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে॥
সীতা বলিলেন লব কুশেরে তখন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুইজন॥
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসংবাদ।
লব কুশ না জানি কি পাড়িলি প্রমাদ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুই ভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে॥
লব কুশ বলে মাতা না জানি কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আইসে তপোবন॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
মৃগযা করিতে সবে আসে এই স্থলে॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত॥
আমা দুই ভাই মুনি থুইয়া গেল দেশে।
কোন্ রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে॥
মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাজন॥
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড ভয় বাসি মা করিলে মুনি রোষ॥
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্ছলে।
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে॥
[১]তূণ পূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
মহাহ্লাদে দুই ভাই যায় সমরেতে॥

১। জৈমিনী মতে, লবের ধনু ছিন্ন হওয়াতে লব সূর্য্যস্তব পাঠ কবিযা সূর্য হইতে 'দিব্য শরাসন' লাভ করেন। কৃত্তিবাসে সূর্যস্তবের প্রসঙ্গ নাই।

দুই ভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সব দেখি সেনাগণ॥
লব কুশে দেখি সেনা কম্পিত অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর॥
মনোহর দুই ভাই দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সকল কটক বলে আইল দুই রাম॥
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন।
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন॥
সেই তেজ সেই বল সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্ জন॥
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হইল বিস্ময়।
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়॥
হাসিযা উত্তর করে দুই সহোদর।
জাতি কুলে আমাদের তোমার কি বিচার॥
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঞি।
তাঁর শিষ্য আমরা যমক দুই ভাই॥
সব শিষ্য লইয়া মুনি গেল পরবাসে।
আমাদের দুই ভাইয়ে থুইয়া গেল দেশে॥
[১]দশরথ ভূপতির পুত্র শত্রুঘন।
দেখ সৈন্যসহ তার সমরে পতন॥
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে॥
কটক লইয়া কেন আইলে তপোবন।
পরিচয় দেহ আইলে কিসের কারণ॥
তাহা শুনি শ্রীভরত লক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জন মাত্র অন্তরে তরাস॥

১। পাঠান্তর:
(ক) দশরথের পুত্র আইল সৌমিত্রি নাম
কটক সমেত পড়িল দেখ বিত্তমান॥ শী ১
(খ) এক ভাই যুদ্ধ মাত্র কাবলাম তাব সনে। কয়াল

চারি ভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘন নাম॥
মধ্যম আমরা দুই ভরত লক্ষ্মণ।
শত্রুঘনে মারিয়া কি রাখিবে জীবন॥
এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি।
চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী॥
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ॥
ভরত লক্ষ্মণ সহ চারি অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্য বলেন আপনি॥
শিশুজ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন।
দুই ভাগ হইয়া যুদ্ধ কর সেনাগণ॥
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পাছে।
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে।
হস্তিস্কন্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূমবাণ এড়ে দশ দিক্ অন্ধকার॥
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয়॥
তিমির হইল যেন চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বত গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে॥
[১]পলাইয়া যাইতে কাহারে পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কেহ নদ নদী জলে॥
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়।
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায়॥
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবে মাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর॥

এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে।
কেবা শিখাইল কোথা হইতে কেবা জানে॥
রাবণের কুমার যে বীর ইন্দ্রজিৎ।
ত্রিভুবন যার বাণে হইল কম্পিত॥
তাহারে মারিতে আমি না করিলাম ভয়।
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয়॥
যে হউক সে হউক আজি রণ করি।
না করি প্রাণের ভয় মারি কিবা মরি॥
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুকে ব্রহ্মাগ্নি বাণ যুড়েন তখন॥
জ্বলিয়া ব্রহ্মাগ্নি বাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল পৃথিবী প্রকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল ঠাট দূরে দেখে।
সকল কটক আইল লক্ষ্মণ সম্মুখে॥
লক্ষ্মণের বাণ শিক্ষা বড় চমৎকার।,
পলাইল যত সৈন্য আইল আরবার॥
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পায় ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ॥
লব বলে লক্ষ্মণ কি কর অহঙ্কার।
মোর ঠাঁই পড়িলে নিস্তার নাহি আর॥
আছয়ে অক্ষয় বাণ তূণের ভিতর।
ওর নাহি এড়ি বাণ শতেক বৎসর॥
তোমার কটক আছে এই যে ভরসা।
জল হেন শুষিব যে না রাখিব আশা॥
সংহারিব সকল তোমার বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে॥
এতেক বলিয়া লব যোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান॥
ষট্‌চক্র বাণ লব যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে।
এক বাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে॥

১। পাঠান্তর:

পলাইয়া যাইতে কেহ পায়ের ঠেলায়ে পড়ে।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ যমুনার জলে॥ কয়াল

ষট্‌চক্র বাণেতে এড়ায় যেই সব।
সে সকল সৈন্য নাহি মারিলেন লব॥
[১]রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল॥
ডাকিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন॥
মারিলে হে ইন্দ্রজিৎ রাবণ কুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে॥
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে।
বলিয়া লক্ষ্মণজিৎ সর্ব্বলোকে কহে॥
লক্ষ্মণ বলেন লব একি অহঙ্কার।
মোর সনে যুদ্ধে তব নাহিক নিস্তার॥
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর এড়ে ব্রহ্মজাল।
সংহার কালেতে যেন অগ্নির উথাল॥
লব বীর বিষণ্ণ ভাবিছে মনে মন।
ধনুকে বরুণ বাণ যুড়িল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া লব সে বাণ এড়িল।
সমুদ্র তরঙ্গ যেন গগনে লাগিল॥
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
কি হবে আমার বুঝি সংশয় জীবন॥
লক্ষ্মণের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে॥
সমস্ত পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার॥
চিন্তিত হইয়া লব ভাবে মনে মন।
অক্ষয় অজিত বাণ যুড়িল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে॥
হেন বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ এ যম॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে।
কত দূরে গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে॥
দেখিয়া ত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সব বাণ তূণে নাহি আর॥
ফুরাইল অস্ত্র সব শূন্য হৈল তূণ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ॥
বলেন লক্ষ্মণ পরে লব বিদ্যমান।
এতদূরে মোর যুদ্ধ হৈল অবসান॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥
শুনিয়া তাহার কথা লব বীর ভাষে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥
এক বাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ।
যে হউক সে হউক সব থাকে যে নির্ব্বন্ধ॥
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ।
লক্ষ্মণ তোমার তবে না লইব প্রাণ॥
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম শুনহ বচন।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ॥
পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে বাণ লৈয়া ধনুকেতে যোড়ে।
[১] বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপত বাণে বিন্ধি পড়িল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরতে আর কুশে॥

১। পাঠান্তর:
রক্তময় হইল নদী সকল যমুনা
ভাদ্র মাসের গঙ্গা যেন রক্তে বহে ফেনা। শ্রী. ১.

১। জৈমিনীভারতে, কুশের 'গার্ধপত্রবাণে' (গৃধ্রের পক্ষশোভিত বাণে) লক্ষ্মণ ভূপতিত হন ('পপাতোর্ব্যাং')। এই বাণ বাল্মীকি কুশকে দিয়াছিলেন (জৈ. ৩৪)। এখানে লবের নিকট লক্ষ্মণের পরাজয় দেখানো হইয়াছে।

কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে যে কুশের অস্ত্র শিক্ষা॥
শত্রুঘ্নে মারিয়া তার বাড়িয়াছে আশ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস॥
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ।
নির্ম্মূল করিব যে না রহে একজন॥
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে॥
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর।
চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর॥
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ।
সেই বাণে কুশ বীর পূরিল সন্ধান॥
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাকে।
হস্তপদ কাটে কারো কারো কাটে নাকে॥
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে স্কন্ধ আর ঠাঁই।
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই॥
এক বাণে অরি সৈন্য করিল সংহার।
পর্ব্বত প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার॥
রক্ত নদী বহিল সে সংগ্রামের স্থানে।
সব সৈন্য পড়ে এড়াইল সাত জনে॥
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে।
পলাইয়া যায় কেহ ফিরি ফিরি দেখে॥
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে॥
[১]ভরত বলেন কুশ ক্ষান্ত কর রণ।
দেশে পলাইয়া যাই এই অষ্ট জন॥
কুশ বলে ভরত না বল এ বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্টজন॥
সাত জন যাউক দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পাইয়া রাম যেন আসেন সত্বর॥

১। পাঠান্তর:
ভরত বলে কুশ এত দূরে দেহ ক্ষেম'
দেশেরে পলাইয়া যাই অষ্ট জনা। শ্রী. ১.

শুনহ ভরত বীর আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
মনে ভাব পলাইয়া পাব অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
পলাইয়া গেলে যে থাকিবে অপযশ।
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ॥
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়॥
শ্রীরামের তেজ বল তাঁরি ধনুর্ব্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান॥
কুশ বলে রাম বলি কত গর্ব্ব কর।
রাম কি করিবে যদ্যপি আজি মর॥
তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে॥
মোদের সমরে যদি জয়ী হন রাম।
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব-কুশ নাম॥
তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে।
বলিবেন ভরতে কি না মারিলে ত্রাসে॥
কোন্‌কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ॥
[১]এক বাণ বিনা না এড়িব আর বাণ।
এক বাণে ভরত লইব তব প্রাণ॥
ভরত বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়॥
কুশ বলে রাম হেন কোটি যদি আসে।
বাহুড়িয়া একজন নাহি যাবে দেশে॥
ভরত বলেন কুশ দিলে গালাগালি।
শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি॥
শিশু হইয়া কুশ তব এতেক বড়াই।
আছুক রামের কার্য্য জিন মোর ঠাঁই॥

১। পাঠান্তর:
এক বাণ বই আমি না এড়িব আর বাণ
এক বাণে ভরত তোমার লইব পরাণ। শ্রী. ১.

লব লব বলিয়া যে কর অহঙ্কার।
লক্ষ্মণের সমরে তাহার প্রাণে বাঁচা ভার॥
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ নিয়াছে তাহার॥
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত॥
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয়।
কোন্‌কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয়॥
লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার।
ভরত না হবে তবে তোমার সংহার॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
তিরাশী কোটি বাণ এড়িল শ্রীভরত।
দশদিক্ জল স্থল ঢাকিল পর্ব্বত॥
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার॥
কুশ বীর এড়ে বাণ ভরত সম্মুখে।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে॥
সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়িল ত্বরিত॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল একবাণে।
কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে॥
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর।
এড়িল অজয়জিৎ বাণ সে সত্বর॥
গন্ধর্ব্ব কুশের বাণে হইল সংহার।
দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার॥
কুশ বলে ভরত আর কত বাণ এড়।
আমি এই বাণ এড়ি যমঘরে নড়॥
যুড়িল ঐষিক বাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে॥
ভরত কাতর হইয়া উর্দ্ধদিকে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায়॥
[১]ফুটিয়া ঐষিক বাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্তস্রোত শত॥
ভরত কটকসহ পড়িলেন রণে।
ধাইয়া গেল লব সে কুশের বিদ্যমানে॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাখালি॥
সংগ্রামের বেশ রাখি বৃক্ষের কোটরে।
শূন্যহস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে॥
জানকী বলেন রে বিলম্ব কী কারণ।
কোন্ কার্য্যে লব কুশ ব্যাজ এতক্ষণ॥
লব কুশ বলে মাতা না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুইজনে॥
কোন চিন্তা নাহি মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা মুনি আশীর্ব্বাদে॥
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য পরিল তখন॥
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই।
সাত জন পলাইয়া গেল রাম ঠাঁই।

॥ শ্রীরামের যুদ্ধোদ্যোগ ॥

রাম মুনি বেষ্টিত আছেন যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে॥
সাত জনে দেখি তবে শ্রীরাম চিন্তাবান।
জিজ্ঞাসেন ভরত লক্ষ্মণের কল্যাণ॥

১। অন্য পাঠ :
ঐষিক বাণে ফুটিয়া পড়িল ভরতে
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্ত বহে স্রোতে। শ্রী. ১

[1]কৃতাঞ্জলি সাত জন করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন॥
প্রমাদ পড়িল প্রভু ভয়ে নাহি কহি।
সাত জন আইলাম আর কেহ নাহি॥
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত লক্ষ্মণ।
সবে মাত্র এড়াইয়া আসি সাত জন॥
দুই শিশু নর নহে বিষ্ণু অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার॥
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় মনে॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি জগত পূজিত।
জিনিতে নারিবে রণ কহিনু নিশ্চিত॥
[2]শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমললোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন॥
কোথাকারে গেলে ভাই ভরত লক্ষ্মণ।
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে তিনজন॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলা সদয়।
রণস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দ্দয়॥
শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয় পরে॥
তিন ভাই স্মরণ করিয়া বহুতর।
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি।
বনবাসে গেলা সে গাছের ছাল পরি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ দুঃখ পাইলে তপোবনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্ণবাণে॥
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই মোর পড়ে ছাওয়ালের রণে॥
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি।
আমি বনে গেলে হৈয়াছিল ব্রহ্মচারী॥
চৌদ্দবর্ষ দুঃখ পাইয়া পরিল বাকল।
রাজভোগ এড়িয়া খাইল বৃক্ষ ফল॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হইলেন বিকল॥
ভাই মোর শত্রুঘন প্রাণের দোসর।
তব তুল্য বীর নাহি পৃথিবী ভিতর॥
বহুদিন যুদ্ধে আমি মারিনু রাবণ।
দিনেকের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যা থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে॥
নেত্রনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি কহে প্রবোধ বচন॥
আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন প্রভু নহে'ত উচিত॥
[1]ক্রন্দন সংবর রাম স্থির কর মতি।
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি॥
শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে॥
দুই শিশু মারিয়া শুধিব ভায়ের ধার।
অযোধ্যায় তবে সে ফিরিব পুনর্ব্বার॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন্।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধ বচন॥

১। পাঠান্তর:
(ক) সাত জনের ত্রাস দেখিয়া শ্রীরাম ফাঁফর।
ভরত লক্ষ্মণের আগে কহত কুশল॥ কয়াল
(খ) সাতজন দেখিয়া রাম হইল ফাঁফর
ভরত লক্ষ্মণের আগে কহত কুশল। শ্রী. ১.
২। জৈমিনী ভারতে (জৈ. ৩৪.)—
এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা তেষাং স রাঘবঃ।
মূর্ছিতো নিপপাতোর্ব্যাং ভরতস্যাগ্রত স্তদা।
—তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ভরতের সম্মুখে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

১। পাঠান্তর: কয়াল
ক্রন্দন সম্বর গোসাঞি স্থির কর মতি।
দুই শিশু মারিতে গোসাঞি চল শীঘ্র গতি॥

রাক্ষস বানর আর যত আছে সেনা।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুইজনা॥
সুমন্ত্রের প্রতি রাম করেন জ্ঞাপন।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ব দর্শন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি॥
চড়েন পুষ্পক রথে শ্রীরাম প্রবীণ।
শুভযাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ॥
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি চলে তাহে মদমত্ত হাতী॥
চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ ত্যজি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি চলিল ভূমি জোড়া॥
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রাম বিদ্যমান॥
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্রমিত্র সবে চলে করিয়া সাজনি॥
[১]শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার।
দেখিলে যমের লাগে চিত্তে চমৎকার॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লইয়া কপিগণ।
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি॥
সত্তরি কোটি বীর চলে পবন নন্দন।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ॥
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস কপিগণ।
আর যত সেনা যায় কে করে গণন॥
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
শত্রুজিৎ মহাবল চলিল সকল॥
রুদ্রমুখ চলে আর সুরক্তলোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোর দরশন॥
রথের উপর রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
কৃত্তিবাস কবি কহে অমৃত কাহিনী।
দুই বালকের তরে এতেক সাজনি॥

॥ লব-কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ ॥

কটক হইল পার নদ নদী নীরে।
জল শুকাইল কটকের পদভরে॥
নদী শুকাইয়া মাটি হৈল গুঁড়া গুঁড়া।
গগনমণ্ডলে লাগে কটকের ধূলা॥
সমরে গেলেন রাম কমললোচন।
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন রঘুমণি॥
[১]লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লইয়া আইলেন রাম॥
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইঁহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥
এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি।
হেনকালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী॥
জানকী বলেন কিবা কর দুই ভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই॥

১। পাঠান্তর: কয়াল
রঘুবংশের সেনাপতি যতেক যুঝার।
আছুক আনের কথা দেবতা চমৎকার॥

১। ইহার পূর্বে হী. সংস্করণে মুনিগণের ভয় ও লব-কুশকে ঘোড়া ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশের কথা আছে,
বিনয়ে বলেন মুনি হাত করি জোড়া।
সর্ব সৈন্য ছাড় রামের আর যজ্ঞ ঘোড়া॥

কার সনে করিয়াছ বাদ বিসংবাদ।
কোন্ দিনে লব কুশ পাড়িবা প্রমাদ॥
উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ॥
[১]অভাগীর পুত্র তোরা নির্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন॥
[২]কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
তো সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি॥
তো সবার সনে যে আসিয়া করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে একজন॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্যমত।
যা বলেন যাহাতে সে ফলে সেইমত॥
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর॥
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন।
সেইমত বেশ করিলেক দুইজন॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
[৩]যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে॥
[৪]যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুইজন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্বজন॥
এক বল এক রূপ একই সুঠাম।
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম॥
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে॥
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর।
ত্রিভুবনজয়ী বীর দুই ধনুর্দ্ধর॥
এই কথা রঘুনাথ কার অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান॥
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নিস্তার।
প্রাণ লৈয়া দেশ প্রতি কর আগুসার॥
এই বুদ্ধি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেনকালে নিবেদয়ে সুমন্ত্র সারথি॥
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
হেনকালে তাঁহারে বর্জ্জিলা রঘুপতি॥
থুইলাম তাঁহারে যে এই বনবাসে।
আমি আর লক্ষ্মণ দোঁহে গেলাম দেশে॥
অতএব রঘুনাথ এই সেই বন।
সীতার এই দুই পুত্র হেন লয় মন॥
যমজ দুই সহোদর বুঝি এ প্রকার।
পরিচয় লও প্রভু তোমার কুমার॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম॥
[৫]তেজ ধর আমারি আমারি ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমারি সমান॥

১। শ্রী. ১. পাঠে 'হাপুতির পুত্র তোমরা'

২। জৈমিনীভারতে (জৈ. ৩১.) এই ধরনের কথা সীতা বলিয়াছিলেন শত্রুঘ্নের সঙ্গে রণে লবের মূর্ছিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া—

মনসা কর্মণা বাচা যদ্যহং রামতৎপরা।
তেন সত্যেন মে পুত্রো লবোঽস্তু কুশলী রণে॥

৩। 'যুঝিবারে দুই ভাই চলে আস্তে ব্যস্তে' শ্রী. ১.

৪। জৈমিনীতে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'প্রতিবিম্বং তাবকং হি বনমধ্যে বিলোক্যতে' (জৈ. ৩৬)

হনুমানও বলিয়াছিলেন, 'এতৌ রামাকৃতী'।

৫। জৈমিনীতে (জৈ. ৩৬)—

পপ্রচ্ছ রামস্তৌ বালৌ স্বাকৃতী ধন্বিনাংবরৌ।
কুতোঽধীতো ধনুর্বেদো ভবদ্ভ্যাং যদ্ হতংবলম্॥

ভবভূতি এস্থলে রামচন্দ্রের ভিতর দেখাইয়াছেন

পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান।
অতএব কহি আমি বলহ বিধান॥
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ॥
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়।
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয়॥
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কানাকানি।
কেমনে বলিব নাম বাপে নাহি চিনি॥
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঞি।
কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই॥
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন॥
পুত্র হইয়া পিতৃসনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলা অন্তরে।
পরিচয় তে কারণে চাহ বারে বারে॥
তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম॥
দুই ভাই চতুর না জানে পিতৃনাম।
ভাণ্ডাইল কপটে বুঝিলেন রাম॥
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি।
সর্ব্ব সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী॥
শ্রীরাম বলেন নাহি দিল পরিচয়।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয়॥

অন্তর্গূঢ় স্নেহের উৎসার—'উপস্নেহয়তি চ' (৬ষ্ঠ অঙ্ক)
পাঠান্তর :
রাজশ্রী ধরহ দোঁহে বিক্রমে দুর্জ্জয়।
কোন্ কুলে জন্ম তোমার দেহ পরিচয়॥ হী.

আমার ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি আমার যে মদমত্ত হাতী॥
তিরাশী কোটি যে উত্তম জাতি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি যাহাতে পৃথ্বী জোড়া॥
সুগ্রীব আর অঙ্গদের কাছে কোটি সেনা।
যার যুদ্ধে দেব দৈত্য কাঁপে সর্ব্বজনা॥
ভল্লুক অসংখ্য আছে রাক্ষস বানর।
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর॥
এতেক কটক যদি পড়ে আজি রণে।
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ভুবনে॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে।
বেড় যেন দুই শিশু নারে পলাইতে॥
মন্ত্রিগণ সহ রাম করেন মন্ত্রণা।
বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা॥
হস্তী ঘোড়া চালাইল প্রথমত রণে।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়া হাতীর চাপনে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া॥
রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে।
দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্ব্বাণ জোড়ে॥
লব বলে কুশ ভাই যুক্তি কর সার।
রাম সৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার॥
দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ জোড়ে।
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে॥
লব এড়িলেন বাণ নামেতে আহুতি।
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী॥
কুশ বাণ এড়িল নামেতে অশ্বকলা।
কাটিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা॥
চারিভিতে সৈন্য যুঝে লব কুশ মাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া সে দুই ভাই যুঝে॥
সৈন্য দেখি দুই ভাই ভাবিত অন্তর।
কেমনে মারিবে ঠাট কটক বিস্তর॥

এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে আইল রাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে রহে নাম॥
[1]সতীপুত্র হই যদি মুনির থাকে বর।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর॥
মুনির আশীষে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান পুরিয়া লব কুশ এড়ে বাণ॥
ষট্‌চক্র বাণ লব পুরিল সন্ধান।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক বাণে কুশ পুরিল সন্ধান॥
হেন বাণ দুই ভাই যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পুরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে॥
সিংহের গর্জ্জনে বাণ তারা যেন ছুটে।
সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা দুই ভাই কাটে॥
সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক বানর।
হাতে করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর॥
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান॥
রাক্ষস ভল্লুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর॥
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক।
নিরখিয়া লব কুশ করিছে কৌতুক॥
লব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন।
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন॥
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর।
দেখিতে শরীর হেন পর্ব্বত আকার॥
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর॥

১। পাঠান্তর:
সতীর পুত্র যদি হই মুনির থাকে বর
এখনি মারিয়া সৈন্য পাঠাব যম ঘর। শ্রী. ১.

রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পুরিয়া সন্ধান।
লব কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥
লব বলে কুশ ভাই কার মুখ চাই।
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই॥
সেই দিকে দুই ভাই পুরিল সন্ধান।
সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ॥
বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে।
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে॥
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার।
রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার॥
পরে যুদ্ধে আইলেন সুগ্রীব বানর।
দ্বাদশ যোজন আনে পাথর সত্বর॥
ক্রোধভরে পর্ব্বত উপাড়ে দুই হাতে।
ইচ্ছা করি মারে লব কুশের শিরেতে॥
বাণে কাটি লব কুশ করে খান খান।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ॥
তবে ত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে॥
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়।
লব কুশ বাণ এড়ে পড়ে তার গায়॥
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণ খাইয়া।
[1]হনুমান আইলেন হাতে গিরি লইয়া॥

১। হনুমান ভরতকে মূর্ছিত দেখিয়া পর্বত উপড়াইয়া সীতাপুত্রদের উপর নিক্ষেপ করিল। কুশ বাণাঘাতে সে পর্বতকে ত্রসরেণুর মত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। 'কনকচিত্র' শরের আঘাতে হনুমান মূর্ছিত হইল (জৈ. ভা. ৩৬.)
পাঠান্তর:
পর্বতখান এড়ে লবকুশের উদ্দিশে
বাণে কাটিয়া লবকুশ ফেলিল আকাশে।
তবে বাণ এড়িল বীর হনুমানের উপরে
মূর্ছিত হইয়া হনুমান পড়ে রণস্থলে। শ্রী. ১.

পর্ব্বত এড়িল লব কুশের উদ্দেশে।
বাণে কাটি লব কুশ পেলায় আকাশে॥
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে।
হনুমান মূর্চ্ছিত পড়িল সমরে॥
দেখিয়া হনুর দশা অপর বানর।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর॥
বেড়াপাক বাণে কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ॥
রাক্ষস ভল্লুক আদি পড়ে কপিগণ।
এসবার মধ্যে এড়াইল তিন জন॥
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর।
দুই কটকের রক্তে বহে যেন নীর॥
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার।
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার॥
আছিল ছাপ্পান্ন কোটি শ্রীরামের সেনা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি এক জনা॥
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি॥
শ্রীরামের আগে কহে করি যোড় হাত।
প্রাণ লইয়া দেশতে চলহ রঘুনাথ॥
যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন।
তবে ত সবারে রক্ষা নতুবা মরণ॥
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ যে যম।
এ দোঁহার সম বীর নাহি ত্রিভুবন॥
শ্রীরাম বলেন আইলাম সৈন্য-সাথে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কিমতে॥
মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমনে যাব ঘর।
সাবধানে যুঝ সবে না করিহ ডর॥
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায়॥
একেবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ॥
কোটি কোটি চোখবাণ সেনাপতি এড়ে।
লব কুশে নিরখিয়া আগু নাহি সরে॥
সেনাপতি সকলে লাগিল চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল চক্রাকার॥
ভঙ্গ দিল সেনাপতি লব কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব কুশে॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম করহ সংহতি।
পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যাউক ঠাট আমি আছি একেশ্বর॥
আমি আছি একাকী তোমরা দুই জন।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
তিন জনে এত যদি কৈল বোলচাল।
সে সকল সেনাপতি আসিল আবার॥
চারিদিকে লব কুশে বেড়িল সকলে।
লব কুশ নিরখিয়া অগ্নি হেন জ্বলে॥
সেনাপতি সকলে ধনুকে জোড়ে বাণ।
লব কুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥
সেনাপতিগণ হস্তে যত অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ তূণ শূন্য হৈল॥
সেনাপতিগণ রণে করিল বিরতি।
বলে লব কুশ সেনা সকলের প্রতি॥
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান।
মোরা দুই ভাই পূরি এমন সন্ধান॥
এড়িলেক বাণ গোটা তারা যেন ছুটে।
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথা কাটে॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন॥
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর॥
চিন্তা করিলেন রাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস॥

সর্ব্বলোক বলে তোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে যত তুমি করিলা সংগ্রাম॥
[১]দুই জনের প্রতি যদি তিন জন রোষে।
ধর্ম্মনাশ হয় মরে আপনার দোষে॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতীপুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা॥
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিত॥
পৃথিবী মণ্ডলে আমি রাজ চক্রবর্ত্তী।
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি॥
আমারে জিনিতে কেবা পারে ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমারে নাহিক কেহ জিনে॥
আছয়ে পুত্রের স্থানে মোর পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয়॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুইজন।
মম পুত্র হও যদি না করিব রণ॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুইজন॥
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে॥
শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে।
ডাক দিয়া রামেরে বলিছে অবশেষে॥
শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাইলে তুমি করিতে সংগ্রাম॥
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে বাস ভয়॥
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা পুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ।
বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাজ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের হাতে ভাল মতে জান॥
অধিক কি কব রাম শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
[১]আমরা মুনির পুত্র সেইমত বল।
তুমি ত ধরণীপতি কেন কর ছল॥
শ্রীরাম বলেন শুন বলি লব কুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ॥
তোমা দোঁহে দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় না দিলে তোমরা অল্পমতি॥
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে॥
আমার সহিত যুদ্ধে নাহি কারো রক্ষা।
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা॥
পিতা পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে॥
মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
দুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ॥
নানা অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত।
মহাব্যস্ত লব কুশ পলায় ত্বরিত॥
দুই ভাই পলাইল রাম পান আশ।
শ্রীরামের বাণ গিয়া ছাইল আকাশ॥
অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে।
আগু হৈয়া যুঝিতে না পারে দুইজনে॥
এই মত দুই ভাই গেল পলাইয়া।
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া॥

১। 'দুজনার তরে যদি তিন জনা রোষে' শ্রী. ১.
[দুই জনের বিরুদ্ধে বহুজনের যুদ্ধ অধর্ম]

১। মুনির পুত্র আমরা মুনির ধরি বল
মুনির বল তোমার বল অনেক অন্তর। শ্রী. ১.

* ॥ শ্রীরামের বিলাপ ॥

হরি হরি ক্ষুণ্ণ মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্য-ধ্বংস পরাভূত রঘুবংশ,
শোকানলে হয় অশ্রুপাত ॥
দৈব যদি হয় বাম সিদ্ধ নহে কোন কাম
যজ্ঞ হৈল সংহার কারণ
তখনি জানিল মন জিনিতে নারিব রণ
যখন পড়িল শত্রুঘন ॥
সুদিন কুদিন দুই বিধাতার সৃষ্টি এই,
এবে সেই বীর হনুমান।
যে গন্ধমাদন আনে কুম্ভকর্ণে জিনে রণে
লোটায় শিশুর খাইয়া বাণ ॥
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে সহায় সাগর-জলে
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে।
হেন জনে শিশু মারে অঙ্গদ দেবেন্দ্র মরে
এত করাইল দৈবে মোরে ॥
কত ব্রহ্মবধ কৈনু যজ্ঞমধ্যে ভস্ম দিনু,
পাতক করিনু কত আর।
কত বড় নাম ছিল দণ্ডমধ্যে ভস্ম হৈল
পরাভব হৈল আমার ॥

যে বংশে সগর রাজা রঘুবীর মহাতেজা
ভগীরথ বেণ মহাশয়।
[২]হেন বংশে জনমিয়া না করি বংশের ক্রিয়া
জিনে মোরে মুনির তনয় ॥
মরিল যে তিন ভাই মিত্রবর্গ কেহ নাই
যে সবারে আনিলাম রণে।
মরিল যাহার পতি অনাথা হইলা সতী
অকীর্ত্তি রহিল এ ভুবনে ॥
বিধাতা নির্দ্দয় হয়ে এত বড় বাড়াইয়ে
সর্ব্বনাশ করিলেক শেষে।
হায় হায় কি হইল বংশে কেহ না থাকিল
পৃথিবী পূরিল অপযশে ॥
মাতৃগণ আছে ঘরে প্রাণ দিবে অনাহারে
শত্রুগণে নাশিবেক পুরী।
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা হইল জীবন শঙ্কা
পতিহীনা হইল সর্ব্বনারী ॥
সূর্য বিনা দিবা নহে জল বিনা মৎস্য দহে
অরাজক পুরীর সংহার।
এই সে থাকিল দুঃখ না দেখি বন্ধুর মুখ
কোথায় রহিল পরিবার ॥
বিদরিয়া যায় বুক না দেখি সীতার মুখ
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য।
চারি ভাই একমাসে মরিলাম এক দেশে
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য ॥
দুই শিশু যম-সম নর বলি করি ভ্রম
কুম্ভকর্ণ কিংবা দশানন।
জাতিস্মর দুই জন করিতে আইল রণ,
পূর্ব্ব বৈর করিতে শোধন ॥

---

* উত্তরাকাণ্ডে এই একটি মাত্র 'লাচাড়ি'। দীর্ঘ ত্রিপদীকে (৮+৮+১০ অক্ষরের পর্বভাগ) লাচাড়ি বলে। লঘু ত্রিপদীর ভাগ ৬+৬+৮। কয়াল-প্রদত্ত পুঁথিতে এই লাচাড়ি নাই।

শ্রী. ১. সংস্করণের পাঠ এইরূপ :

হরি হরি স্মঁরিয়া মনে দেখিয়া অদ্ভুত রণে
ধরণি বসিল রঘুনাথ
ভ্রাতৃ-মিত্র সৈন্য মৈল রণে পরাভব হইল
শোকানলে হয়ে অশ্রুপাত।

২। পাঠান্তর (শ্রী. ১.) :
'হেন বংশে আমি হৈয়া কুল নষ্ট করিনু গিয়া'

কিংবা সে দূষণ খর হইয়া আইল নর
পূর্ব্ব বৈর করিতে সংহার।
মারিল সকল-জনে সুগ্রীব শ্রীবিভীষণে
যত সব সুহৃদ্ আমার ॥
সুহৃদ্ আছিল যারা প্রায় গত প্রাণ তারা
আর কারে করিব সহায়।
আজি দুই শিশু মারি অথবা আপনি মরি
তবে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা পায় ॥
আজি দুই শিশু মারি সে রক্তে তর্পণ করি
তবে আমি রঘুবংশ হই।
যুঝিব শিশুর সনে এবে দাঁড়াইনু রণে
নাহি দেখি গতি ইহা বই ॥
[১]এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলেন রণে,
জীবনেতে হইয়া হতাশ।
রামায়ণ সুধাভাণ্ড তাহার উত্তরাকাণ্ড
গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

—

॥ লবকুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের
পরাজয় ও মূর্চ্ছা ॥

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
হারিয়া কি পলাইব মোরা রাম ঠাঁই ॥
একবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম।
চল ঝাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম ॥
কুশ হৈতে অস্ত্রশিক্ষা লব ভাল ধরে।
এড়িয়া চিকুর বাণ দিক্ আলো করে ॥
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বত সমান ॥
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে।
সন্ধান পূরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে ॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম ॥
ক্ষণে রাম আগু হন ক্ষণে দুই ভাই।
বাণ-ঠনঠনি শুনি লেখাজোখা নাই ॥
*হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুই জন।
শঙ্কান্বিত লব কুশ ভাবে মনে মন ॥
যে অস্ত্র যোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা।
সে লব কুশের গলে হয় পুষ্পমালা ॥
লব কুশ দুই ভাই যেই অস্ত্র ফেলে।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে ॥
এইরূপে পিতা পুত্রে বাজিল সমর।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর ॥
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়।
পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট নয় ॥
দুই দিকে দুই ভাই রাম একেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ রামচন্দ্র হইলেন কাতর ॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিত।
কোন্ দিক্ রাখিবেন শ্রীরাম চিন্তিত ॥
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যত্তপি কুশের পানে চান ॥
[১]একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম ॥

পাঠান্তর :—
এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলিল রণে
অকাতর হইয়া পরাণে
হইয়াত হরষিত উত্তর কাণ্ডে গীত
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত ভণে।
[শ্রী. ১.-এর পাঠ পরবর্তী মুদ্রিত সংস্করণ-গুলিতে সংশোধিত হইয়া পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।]

* অতিরিক্ত পাঠ :
রক্তে রাঙা তিন জন সম বল ধরে।
তিন জনের বাণ তিন জনায় গায়ে পড়ে ॥ কয়াল
১। জৈমিনী-ভারতের রাম যুদ্ধই করেন নাই।

পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যেই আছে ব্রহ্মশাপ।
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ॥
লব এড়িলেন বাণ নামে অস্ত্রকলা।
ধনুর্ব্বাণ সহিত রামের বান্ধে গলা॥
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জিৎ নাম।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম॥
ছট্‌ফট্ করে রাম প্রাণমাত্র আছে।
শীঘ্র গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে॥
[1]নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন।
লব কুশ কাড়ি লয় গাত্র আভরণ॥
কাণের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর।
নিল হার কেয়ূর হাতের ধনুঃশর॥
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই।
অস্ত্রশস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই॥
হনূমান জাম্ববান উভয় অমর।
দুইজন নাহি মরে শত মন্বন্তর॥
উঠিবার শক্তি নাই বাণে অচেতন।
সেই পথ দিয়া লব কুশের গমন॥
যাইতে দেখিল পথে বানর ভল্লুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক॥
সাঙ্গি বান্ধি উভয়রে লইলেক স্কন্ধে।
রণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে॥

॥ সীতার নিকট লব কুশের যুদ্ধবার্ত্তা কথন,
সীতার বিলাপ ও অগ্নি প্রবেশোদ্যোগ॥

সত্বর দিবসে দুই ভাই গেল ঘর।
কান্দিয়া জানকীদেবী অত্যন্ত কাতর॥
হনূমান জাম্ববান দুর্জ্জয় শরীর।
দ্বারে না সান্ধায় তেঁই থুইল বাহির॥
একদৃষ্টে জানকী চাহেন করি ধ্যান।
হেনকালে দুই ভাই গেল সেই স্থান॥
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী।
দুই ভাই লইল মায়ের পদধূলি॥
[1]দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধকথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যে ভরত শত্রুঘন।
এসবার সহিত করিলাম বহুরণ॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারিজন।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন॥
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা শুন মাতা তাই॥
দুর্জ্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আইসে মাগো দেখহ আসিয়া॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি যুদ্ধের সাজন।
এই দেখ আনিয়াছি রামের আভরণ॥

কুশের মুখে 'আমরা দুইজন সীতার তনয়' এই কথা শুনিয়া লবকুশকে নিজপুত্র মনে করিয়া ধনু ত্যাগ করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন কৈ. ৩৬. :

রামোঽমন্যত পুত্রৌ তৌ সীতাতনয় কীর্তনাৎ।
ধিগস্তু খলু নো যুদ্ধম্ ইত্যুক্ত্বা ধনুরুজ্জহৌ॥
পপাত রথনীরেঽথ মূর্চ্ছিতো জনমেজয়॥

১। জৈমিনী—ভারতেও আছে, রামকে মূর্ছিত দেখিয়া কুশলব তাঁহার কর্ণের কুণ্ডল, কেয়ূর, কণ্ঠহার খুলিয়া নিজেরা গ্রহণ করিলেন—

ততঃ কুশলবৌ জ্ঞাত্বা মূর্চ্ছিতং জানকীপতিম্।
সমুত্তীর্য রথাৎ তস্মাদ্ জগৃহাতেঽস্য কুণ্ডলে।
কেয়ূরং কণ্ঠহারঞ্চ লক্ষ্মণস্যাপি মণ্ডনম্॥ জৈ. ৩৬

১। জৈমিনী-ভারতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। সীতার কাছে গিয়া লবকুশ যুদ্ধের সব বার্তা বলিলেন। তবে, কৃত্তিবাসে সব কথা শুনিয়া সীতা যেমন বিলাপ করিয়াছেন, জৈমিনীতে সে বিলাপ নাই; সীতার অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগের কথাও নাই। শুধু লবকুশকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'মানিনৌ বানরৌ মুঞ্চ'—মাননীয় বানর দুটিকে (হনূমান ও জাম্ববান) মুক্ত করিয়া দাও।

দেখিয়া জানকীদেবী চিনিলা তখন।
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন ॥
হায় হায় কি করিলি ওরে লব কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ ॥
কোন্‌খানে মারিলি সে কমললোচন।
ঝাট চল পড়ি গিয়া প্রভুর চরণ ॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব সে ভরত শত্রুঘন ॥
কোন্‌খানে হৈয়াছিল সমর প্রসঙ্গ।
শৃগাল কুকুর পাছে স্পর্শে প্রভুর অঙ্গ ॥
ধাইয়া যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে শিরে হাত দুই ভাই কান্দে ॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্তপদ বান্ধা হনুমান জাম্ববান ॥
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মনে হইল হুতাশ ॥
[১]জানকী বলেন লব করিলি কি কর্ম্ম।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতিধর্ম্ম ॥
তোমা হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান।
এই হনুমান মোর দিল প্রাণদান ॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনুমান পুত্র মোর করিল উদ্ধার ॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক ॥
পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাৎ।
কলঙ্ক না লুকাইবে হইবে বিখ্যাত ॥
কোথায় মারিলি তাঁরে ঝাট চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি ॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন ॥
লব কুশ প্রতি কত করেন ভর্ৎসন ॥
লব কুশ শীঘ্র এই ঘুচাও বন্ধন।
হনুমান জাম্ববানে করহ মোচন ॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুই জন।
খসাইল উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন ॥
উঠিয়া বসিল জাম্ববান হনুমান।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিদ্যমান ॥
এক সত্য হনুমান করিহ পালন ॥
কারো ঠাঁই না কহিও এ-সব বচন ॥
তোমার রামের পুত্র এই দুই ভাই।
না চিনি করিল যুদ্ধ ক্রোধ কারো নাই ॥
[২]যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনী প্রায়।
ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দোঁহে যায় ॥
শ্রীরামের উদ্দেশে চলেন তিন জন।
উপস্থিত হইলেন যথা হৈল রণ ॥
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার।
দেখিয়া ত জানকী করেন হাহাকার ॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন ॥
[৩]হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে।
এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম্ম ফেরে।

১। পাঠান্তর :
ইহা শুনি সীতা দেবী কান্দেন করুণে।
কি কাজ করিলে পুত্র বান্ধি হনুমানে ॥
সেই যে বানর মোর দিল প্রাণদান।
তোমরা দুই ভাই নহ তাহার সমান ॥ হী.

২। এই পংক্তি শ্রী. ১. সংস্করণে নাই।
৩। পাঠান্তর :
(ক) তোমার পুত্র কাল হইল তোমারে
রাম হেন স্বামী মরে মোর কর্মফলে। শ্রী. ১.

মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান।
ছাওয়ালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ॥
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ॥
শিরে হাত লব কুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন॥
ক্ষমা কর জননী গো না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তব দোষে মোরা তিন জন॥
তুমি না বলিলে মা রাম মোদের পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে ভাবিতা॥
পিতৃবধ করিয়া বড়ই পাই লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাই কাজ॥
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার॥
সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও অবশেষ॥
তিনজন গেল তারা যমুনার তীরে।
তিন কুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে॥
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
[১]স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন॥

(খ) তোমার পুত্র হইল গোসাঞি তোমারে কাল রাত্তি।
অভাগিনী সীতা হারাইল রাম হেন পতি॥ কয়াল

১। পাঠান্তর :
অগ্নির শিখা পসারিয়া লাগিলা গগন।
স্নান করিয়া প্রদক্ষিণ করে তিনজন॥ কয়াল

॥ বাল্মীকির আগমন ও সকলের জীবনলাভ॥

চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মিকী তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন॥
রক্তেতে তর্পণ করি মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়॥
মুনি বলে লব কুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ॥
ছয়মাসের পথ আইলেন চক্ষুর নিমিষ।
দেখে তিন জন অগ্নি করিছে প্রবেশ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে॥
গৃধিনী শকুনি আর শৃগালের রোল।
কলকল ধ্বনি তুলে জলের হিল্লোল॥
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
প্রমাদ পড়িল কিবা সীতা কহ শুনি॥
জানকী বলেন প্রভু না জান কারণ।
লব কুশ তোমার করিল মহারণ॥
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন॥
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে॥
[১]এতদিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে।
ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিয়া পাড়িল প্রমাদে॥
তুমি শিখাইলে মুনি নানা অস্ত্রশিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি কারো রক্ষা॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হৈয়া সে রামেরে জিনে দুই জনে॥
রঘুনাথ বিনা মোর না রবে জীবন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি এই তিন জন॥

১। 'তোমার ঠাঁই বিদ্যা শিক্ষিয়া পড়িল প্রমাদে' শ্রী. ১.

বাল্মীকি বলেন সীতা প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
উঠিবেন পড়িয়াছে তাঁর যত জন॥
ক্ষমা দেহ জানকী তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি॥
জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ।
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন॥
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
ত্রিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে॥
তপোবন কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবিজল।
মুনি ধ্যান করিয়া জানিল সে সকল॥
[১]মুনি বলে শুন শিষ্য আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে॥
মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে॥
এক মন্ত্র পড়ি জল দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥
[২]মৃত্যুজীবী জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি উঠিল তখন॥
উঠিল ছাপান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী॥
উঠিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া।
সত্তরি অক্ষৌহিণী উঠে জাঠি আর ঝকড়া॥
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে লইয়া কপিগণ।
ভল্লুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ॥
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি যত যত বীর।
উঠিল সৈন্য সামন্ত অক্ষত শরীর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
দূর হৈতে দেখি সীতা পাইল জীবন॥
রামজয় করিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি বলে শুন সীতা আমার বচন॥
আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন।
দুই পুত্র লইয়া ঘরে করহ গমন॥
লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্কারি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী॥
সীতারে চিনিয়াছিল পবন-নন্দন।
বাল্মীকির মায়াতে পাসরিল তখন॥
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারি ভাই করিলেক মুনিরে বন্দন॥
শ্রীরাম বলেন মুনি তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়॥
মুনি বলে রাম আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় সেই না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে ল'য়ে আমি দোঁহে করাব মিলন॥
অশ্ব লৈয়া রঘুনাথ যাও তব দেশে।
যজ্ঞ পূর্ণ দেহ গিয়া অশেষ বিশেষে॥

১। জৈমিনী-ভারতেও দেখা যায়, বাল্মীকি সব কথা শুনিয়া অমৃতজল নিষেক করিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

পাঠান্তর:

(ক) তারক মন্ত্রে জল পড়ি দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়া দেহ মৃত্যুজীবার পানি॥ কয়াল

২। পাঠান্তর:

মৃত্যুজীবার পানি যদি হইল পরশন
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন উঠিল তখন। শ্রী. ১.

সকল সহিত রাম চলিলেন দেশে।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥*

———

[১]॥ যজ্ঞবাটে লব কুশের রামায়ণ গান ॥

[২] এ সব গাহিল গীত জৈমিনি-ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে ॥
অশ্ব আনি কৈলা রাম যজ্ঞ সমাপন।
নানা দেশী ব্রাহ্মণে দিলেন বহু ধন ॥
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্যসহ আইল বাল্মীকি মুনিবর ॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥
বার শত শিষ্য আইল মুনির সংহতি।
লব কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি ॥
মুনির মিশালে আছে নাহি পরিচয়।
বিষ্ণু অবতার দোঁহে রামের তনয় ॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভরত এখন।
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়োজন ॥
লব কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি।
দুই ভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি ॥
মুনি বলে লব কুশ শুন সাবধানে।
ধনুক সংগীত বিদ্যা পাইলা মোর স্থানে ॥
ধনুর্ব্বিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় হও দুই সহোদর ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হৈয়া তাঁহারে জিনিলা দুইজনে ॥

---

*হী. সংস্করণের সঙ্গে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের নানা অমিল লক্ষিত হয়। যুদ্ধে রামের পরাজয়, সীতার অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ প্রভৃতি হী. সংস্করণে নাই। হী. সংস্করণে লবকুশের যুদ্ধ বর্ণনায় 'সুধাকণ্ঠে'র ভণিতা দৃষ্ট হয়। সুধাকণ্ঠ সম্ভবত গায়েন, যেমন গায়েন 'মধুকণ্ঠ'। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বহু অংশ গায়েনরাই পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন।

১। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে রামসৈন্যের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু রামের যুদ্ধগমনের কথা সেখানে নাই। মন্ত্রীবর সুমতি রামের নিকট লবকুশের বিক্রমের কথা প্রকাশ করেন। তাহা শুনিয়া, রাম বাল্মীকিকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং বাল্মীকি তাহাদের পরিচয় দিয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে বলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া আসেন এবং সীতা সাদরে গৃহীতা হন। অনন্তর যজ্ঞস্থান হইতে স্বর্ণময়ী সীতাকে অপসারিত করা হয় এবং রাম সীতাকে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেন (পদ্ম পাতাল, ৩৬-৩৮)

জৈমিনী-ভারতেও বাল্মীকি রামের নিকট লবকুশের পরিচয় দিয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে বলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে বাল্মীকি লবকুশসহ সীতাকে লইয়া যজ্ঞোৎসবে উপস্থিত হন এবং "রামঃ পুত্রযুতো জাতঃ সীতয়া সহিতঃ স্থিতঃ"।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের উপসংহার পদ্ম পুরাণ বা জৈমিনী ভারতের অনুসারী নয়, বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণে তিনি উত্তরাকাণ্ডের শেষাংশ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু একটি পুথিতে জৈমিনীর বা পদ্মপুরাণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে,

সীতা লবকুশে মুনি সঁপিয়া রামেরে।
বাল্মীকি আইলা হেথা আপনার পুরে ॥
সীতা সঙ্গে রঘুনাথ অযোধ্যাতে বৈসে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ক. ২৩১.

[পুথিখানি অপ্রাচীন। ইহা দ্বারা বোঝা যায়, কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ কিভাবে যুগে যুগে ব্যক্তি-বিশেষে পরিবর্তিত হইয়াছে।]

২। অতিরিক্ত পাঠ—

এতদূরে সাঙ্গ হইল জৈমুনি ভারতের গীত।
রামায়ণ শুনহ হইয়া একচিত ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অদভুত বাণী।
যজ্ঞ করিতে রঘুনাথ বসিল আপনি ॥ কল্যাল.

ধনুর্ব্বিদ্যা তোমরা যে করিলে সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পাইলাম আমি তাহার পরীক্ষা॥
[১] গীত বাদ্য রামায়ণ শিখিলে দুইজন।
শ্রীরামের আগে কালি গাইও রামায়ণ॥
অনেক দ্বীপের রাজা আইল এইস্থানে।
রামায়ণ গীত কালি গাইবে দুইজনে॥
দুই ভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার॥
যাহারে প্রসন্না হন সরস্বতী দেবী।
আমি আদি করিয়া সকলে তারা কবি॥
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাইবে তোমরা রামায়ণ॥
[২]যত জিজ্ঞাসিবে রাম সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য হেন কহিও উত্তর॥

আর যুক্তি বলি শুন তোমা দুই জন।
মিষ্টস্বরে উভয়েতে গাহ রামায়ণ॥
যখন গাহিবে গীত সীতার বর্জ্জন।
না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন॥
জগতের নাথ রাম পরম গর্ব্বিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত॥
যখন যাইবে শুন রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায়॥
বীরবেশে দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস।
আরবার এড়েন কি জীবনের আশ॥
[৩] বিভাবরী প্রভাত উদিত ভানুমান।
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখ বর্ণ দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ রামায়ণ॥
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে॥
কহিছে অমাত্যগণ শ্রীরামে ত্বরিত।
শিশুমুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত॥
অমাত্যের প্রতি রাম করেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ॥
বীণা হাতে করি তারা বসিল সভায়।
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায়॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষ।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নিবাসী যত জন।
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ॥

১। পাঠান্তর

তোমরা দোঁহে রামায়ণ শিখি মোর ঘরে।
তুমি বিস্তরিলে কবি হয় প্রচারে॥
ব্রাহ্মণ মুনিগণে গীত শুনিব দেবগণে।
গাইবে উত্তম বেশে সুযন্ত্র গায়নে॥ হী.

কয়াল-পুথির পাঠ ভাল, নূতনত্বও আছে—

সঙ্গীতবিদ্যা রামায়ণ পড়িল দুইজন।
রামের গোচর কালি গাইও রামায়ণ॥…
দুই ভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার॥
যাহারে প্রসন্ন হইবেন সরস্বতী দেবী।
আমা আদি করিয়া হইব কত কবি॥

২। তুলনীয় মূল উ. ১০৬—

যদি পৃচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো সুতাং কস্যেতি দারকৌ।
বাল্মীকেরথ শিষ্যৌ দ্বৌ ব্রূতমেবন্নরাধিপম্॥

—যদি রাম তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র, (তখন রাজাকে বলিও) আমরা দুইজন বাল্মীকির শিষ্য।

৩। পাঠান্তর শ্রী ১.; কয়াল—

রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যূষ বেহান।
দুই ভাই করিলেন বাকল পরিধান॥

বসিল পণ্ডিতগণ স্থানেতে পূরিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত॥
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা॥
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে॥
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত হইল লোক শুনি রামায়ণ॥
[১] সর্ব্বলোক সভায় করিছে কানাকানি।
রামের আকৃতি দুই শিশু কিনা জানি॥
জটা আর বাকল যে এই মাত্র আন।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এই দুই শিশু সহ করিলেন রণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন॥
যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে।
সংসার মোহিত করে রামায়ণ গীতে॥

তপস্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ শমন॥
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয়॥
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুইজনে।
এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে॥
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনি রামায়ণ॥
যতেক সভার লোক অনুমান করে।
রামের এই দুই পুত্র কভু নাহি নড়ে॥
[১] গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুছন্দ সুপ্রসন্ন পদাবলী॥
দুই ভাইয়ের গীত যদি হৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন কর গায়কের মান॥
লক্ষ্মণ শুনিয়া যে রামের বচন।
অশীতি সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন॥
গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা॥
উভয় গায়ক বলে শ্রীরঘুনন্দন।
বস্ত্র অলঙ্কারে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
[২] কি করিব ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে॥
শ্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাণী।
কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি॥
ইহা যদি শুনে লোকে কিবা হয় ফল।
বিশেষ জানহ যদি কহ এ সকল॥

১। পাঠান্তর:

(ক) সর্বজন মেলি সভে করেন যুকতি।
রামের সমান দেখি দুইটি মূরতি॥ হী.

(খ) সর্বলোক কানাকানি করেন যুকতি।
দুই শিশু দেখি যেন রামের আকৃতি॥ শ্রী.১.
মূল রামায়ণের উ. ১০৭. পাঠ—
ঊচুঃ পরস্পরঞ্চেদং সর্বএব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবাদ্ধৃতৌ॥

কালিদাসে (রঘু. ১৫.)—

বয়োবেষবিসংবাদি রামস্য চ তয়োস্তদা।
জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত॥

—বয়স ও বেশছাড়া রামের সঙ্গে বালকদ্বয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া জনগণের চোখে যেন পলক পড়িল না।

১। 'সর্গাংশ্চ যাবদ্ বিংশত্যাগায়ত'।—মূল প্রথম পাঠান্তর—
দিনে গীত গাইল কুড়ি শিকলি
কুড়ি শিকলি করিয়া গাইল পাঁচালি। শ্রী. ১.

২। মূলে আছে 'সুবর্ণেণ হিরণ্যেণ কিং করিষ্যাবহে বনে।'

এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।
উঠে দুই গায়ক যে যোড় করি হাত॥
দুই শিশু বলে শুন শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলা যত কিছু কহি বিবরণ॥
[১]চতুর্ব্বেদ বিংশতি শ্লোক যে নির্ম্মাণ।
এগার শত সহস্র কাব্যের বাখান॥
যেই জন শুনিবারে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস॥
অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর।
যে যাহা বাসনা করে হয় পূর্ণ তার॥
অশ্বমেধ করিলা যে শ্রীরাম এখন।
এই ফল পায় সে যে শুনে রামায়ণ॥
তুমি না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥

অবতার না হইতে বাল্মীকির গাঁথা।
আদ্যকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্মকথা॥
শ্রীরাম অযোধ্যাকাণ্ডে পাইলে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড॥
[২]তব পিতা দশরথ স্ত্রীর অতি বাধ্য।
পাঠায় তোমারে বনে অতি সে দুঃসাধ্য॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে স্ত্রী আর পুরুষে॥
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক।
মরিলেন দশরথ পাইয়া তব শোক॥
তুমি বনে গেলে ভরত মাতুলের পাড়া।
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি মড়া॥
বাসি মড়া তৈলের ভিতরে দশরথ।
অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর।
বধিলা রাক্ষস বহু সেনা মুখ্য খর॥
দুই শোকে শ্রীরাম পাইলে বড় তাপ।
[৩]কিষ্কিন্ধ্যায় বালী মারি সুগ্রীবের লাভ॥
সুন্দরেতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার।
লঙ্কায় রাবণ বীরে করিলে সংহার॥
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ।
স্বর্গপিতা সম্ভাষিয়া দেশেতে গমন॥
আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিলে তুমি প্রজা॥
দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন।
নয় হাজার বৎসরে বৃদ্ধ রাজার মরণ॥

১। পাঠান্তর:—

বট ১, বট ২, সর্বত্রই পাঠ একই প্রকার। পাঠে গোলমাল আছে। মূল রামায়ণে উ. ১০৭. শ্লোকটি এই প্রকার—

সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশ সহস্রকম্।
উপাখ্যান শতঞ্চৈব ভার্গবেন তপস্বিনা॥
আদি প্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গ শতানি চ।
কাণ্ডানি ষট্ কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা॥

—ভার্গবতুল্য মহাত্মা তাপস ইহাতে চব্বিশ হাজার শ্লোক ও একশত উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ড সহ ইহাতে ছয়টি কাণ্ড ও পঞ্চশত সর্গ আছে।

মূল অনুসারে সংসদ্-সংস্করণের সংশোধিত পাঠ—

চতুর্বিংশ সহস্র যে শ্লোক পরিমাণ।
পঞ্চশত সর্গে এই কাব্যের বাখান॥

কয়াল-সংগৃহীত পুথির পাঠ—

চব্বিশ সহস্র শ্লোক গোসাঞি কাব্যের বাখান।
এগার সহস্র শ্লোক লইয়া করি কাব্যের নির্মাণ॥

২। পাঠভেদ—

তোমার বাপ দশরথ স্ত্রীর কূর্পর
স্ত্রীর বাক্যে পাঠায় তোমায় বনের ভিতর। শ্রী.১.

৩। শ্রী. ১-এর পাঠ—'কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারিয়া মৈত্র করিলে লাভ'।

হাজার বৎসর ছিল পিতৃ পরমাই।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই ॥
এগার হাজার বর্ষ করিবে পালন।
সাত হাজার বর্ষে কর সীতারে বর্জ্জন ॥
গীত গায় যখন মায়ের বনবাস।
তখন দোঁহার হয় গদগদ ভাষ ॥
[১]শিখিল তাহারা গীত বাল্মীকির স্থানে।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে ॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ-গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে ॥
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর ॥
[২]লব কুশ সঙ্গীত গাইল একমাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

॥ সীতার পাতাল প্রবেশ ॥

একমাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম ॥
আমি তোমা সবারে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন্ বংশে জন্মিলা বা কাহার নন্দন ॥
লব ও কুশ তখন শ্রীরাম সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় দেন দোঁহে হেঁটমাথে ॥
না জানি পিতার নাম মাতৃ নাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা ॥
এই পরিচয় পাইয়া শ্রীরঘুনন্দন।
দুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন ॥
আর পত্নী না করিলাম নহিল সন্ততি।
কোন্ দোষে বর্জ্জিলাম সীতা গর্ভবতী ॥
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি জ্ঞানবান্।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান ॥
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইয়া সীতা আন মম ঘরে ॥
যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইসে।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে ॥
স্ত্রী পুরুষ আসিলেক সকল সংসার।
বৃদ্ধ শিশু কাণা খোঁড়া হৈল আগুসার ॥
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুনি আইল সারি সারি ॥
*আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর ॥
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস।
কেন বা পরীক্ষা লন একি সর্ব্বনাশ ॥
এইরূপে বামাগণ করে কানাকানি।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাণী ॥
[৩]কৌশল্যা কৈকেয়া আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী ॥
লইলা পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার ॥

১। পাঠভেদ—
লবকুশ গীত শিক্ষিল বাল্মীকির ঘরে
অপূর্ব্ব গীত তার সংসার মোহ করে। শ্রী. ১.

২। পাঠান্তর—
দুই গায়ক গীত গাইল এক মাস
উত্তরকাণ্ড করিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। শ্রী.১.

*অতিরিক্ত পাঠ—
কেহ খসাইয়া ফেলে হার যে কেয়ূর
কেহ বা পরিয়া যায় পায়েতে নূপুর। শ্রী.১.

৩। পাঠান্তর—
তিন বুড়ি গেলেন শ্রীরামের স্থানে।
রামকে বুঝান সভে বিবিধ বিধানে ॥
আপনি সে পরীক্ষা দিয়া আনিলে ঘরে।
কার বোলে সীতারে বাপু পাড় আথান্তরে ॥ হী.

[1]ধন্য জনকেরে মান্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ॥
সীতারে জানিহ তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব্ব প্রাণী॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে।
জনক সন্তুষ্ট হৈয়া যাউন নিজ দেশে॥
শ্রীরাম বলেন মাতা না কর বিষাদ।
পরীক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ॥
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ॥
রাজা হৈয়া স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার॥
এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেল অন্তঃপুর॥
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুন গমন॥
সঙ্গে রথ লইয়া যাউক সুমন্ত্র সারথি।
রথে করি আনহ সীতারে শীঘ্রগতি॥
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া॥
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
মুনিকে জিজ্ঞাসা করে কহ সারোদ্ধার॥
পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয়॥
[2]শুনহ আমার বাক্য জনক দুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে॥
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে আইল যত দেবগণ॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত॥
এক ঠাঁই হইয়াছে সর্ব্ব দেবগণ।
কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘুনন্দন॥
[3]জানকীরে এইমত কহিলেন মুনি।
সীতার নয়ন জল ঝরিল অমনি॥
মুনির তনয়া বধূ তাপেতে আকুলি।
সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি॥
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
মেলানি দেহ মা দেখা নাহি হবে আর॥
মুনিপত্নী বলে লক্ষ্মী ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল থাকিল মর্ম্মব্যথা॥
জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব মধুর যে বচন তোমার॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন॥
মুনিস্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী।
যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী॥
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিল গমন।
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী আগমন॥
জগতের যত লোক অযোধ্যা নগরে।
হেনকালে গেল সীতা সভার ভিতরে॥
[4]ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে ঢাকিছে বিজুলি॥

১। মান্য—মানিও

২। পাঠান্তর—
দুঃখ না ভাবিহ সীতা প্রাণ কর স্থির।
তোমার পরীক্ষা হৈলে যেন নীরক্ষীর॥
না কৈলে পরীক্ষা হবে না করিহ তাপ।
তিল আধ তোমার শরীরে নাহি পাপ॥ ক. ২১১

৩। পাঠান্তর:
সীতার ঠাঁই যদি কহিলেন মহামুনি
ধারার শ্রাবণ সীতার চক্ষে পড়ে পানি। শ্রী. ১.

৪। কালিদাস এখানে সীতার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা 'শুদ্ধ', 'শান্ত', নম্র।
কাষায় পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা॥ রঘু. ১৫.

কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন॥
শ্রীরাম চরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন বচন॥
[১]চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য পানি।
সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি॥
আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে॥
সীতা যে পরম সতী জানে ত্রিসংসার।
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার॥
পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র॥
ঘরে লহ সীতারে কি করহ বিচার।
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার॥
আমার বচন রাম না করহ আন।
দুই পুত্র লৈয়া রাখ আপনার স্থান॥
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বার বার।
শাপে পুড়ি মরে পাছে সকল সংসার॥

মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেক দেব বিদ্যমানে।
জানকীরে দেশে আনিলাম সেকারণে॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
[২]বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥
আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা নিব সভার ভিতরে॥
[৩]শ্রীরাম বলেন সীতা শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥
এত যদি শ্রীরাম বলিলেন সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
কি কার্য্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব বিদ্যমানে।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস॥

—(সীতার) পরনে কাষায় বস্ত্র, চোখ দুইটি আনত, শান্তবপু দেখিয়াই বোঝা গেল ইনি শুদ্ধশীলা।

১। মূল রামায়ণে উ. ১৬৯. বাল্মীকির উক্তি :
প্রচেতসোঽহং দশমো পুত্র রাঘবনন্দন।
ন স্মরামি অনৃতং বাক্যম্ ইমৌ তু তব পুত্রকৌ॥
বহু বর্ষ সহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥

—হে রাঘব, আমি প্রচেতার দশম পুত্র, জ্ঞানতঃ মিথ্যা বলি না,—এই দুই পুত্র তোমারই। আমি বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছি, সীতা যদি শুদ্ধ চরিত্র না হন, তবে সে তপস্যা বিফল হইবে।

২। পাঠভেদ :
'বিধাতার নির্ব্বন্ধ সীতার দৈব বিপাক'—শ্রী. ১.

৩। মূলে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন কথা বলেন নাই। তিনি বাল্মীকির বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, সীতার শুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যয় দৃঢ়। তবু—'শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে'। সভায় উপস্থিত আদিত্য বসু রুদ্রগণকে উদ্দেশ্য করিয়াও তিনি একই উক্তি করিয়াছিলেন, 'শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে'—বিশুদ্ধা বৈদেহীর উপরেই আমার প্রীতি হউক (রামা. উ. ১১০)।

মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবাসী॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান॥
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি।
মৃত পিতা আসি কত বুঝাল কাহিনী॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লৈয়া দেশে আগমন॥
কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥
[১]সর্ব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয়ত উচিত॥
অদেখা হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল॥

১। পাঠান্তর:

সর্বগুণ ধর প্রভু বিচারে পণ্ডিত।
বর্জিয়া পরীক্ষা দিতে না হয়ে উচিত॥ কয়াল

মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের প্রতি সীতা কোন অভিযোগ করেন নাই। রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া কাষায়-বসনা সীতা অধোদৃষ্টিতে অবাঙ্‌মুখে হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই ত্রিসত্য উচ্চারণ করিয়াছেন:

যথাহং রাঘবাদ্‌ অন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ উ.১১০

—যদি আমি রাঘব ভিন্ন কাহাকেও মনেও না ভাবিয়া থাকি, তাহা হইলে ধরণী দেবী আমাকে ভূগর্ভে আশ্রয় দিন। যদি মনে কর্মে ও বাক্যে রামকেই ভজনা করিয়া থাকি, তবে ধরণী দেবী আমাকে ভূগর্ভে আশ্রয় দিন। রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না—আমার এই উক্তি যদি সত্য হয়, তবে ধরণী দেবী ভূগর্ভে আমাকে আশ্রয় দিন।

আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি॥
ইহা কহিলেন সীতা সভা বিদ্যমানে।
মেলানি মাগিলাম প্রভু তোমার চরণে॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে॥
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
কন্যার হইলে লজ্জা তোমার যে লাজ॥
কত দুঃখ সহে মাগো আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে॥
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগি ঠাঁই॥
করিলেন সীতা পৃথিবীকে এই স্তুতি।
[২]সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী॥
সীতা নিতে পৃথিবী করিলা আগুসার।
সে সপ্ত পাতাল হৈতে হৈল এক দ্বার॥

২। মূলের পাঠ—

তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীৎ তদদ্ভুতম্‌।
ভূতলাদ্‌ উত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্‌॥ উ.১১০

—বৈদেহী এইরূপ শপথ বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিলে, এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল, ভূবিবর হইতে এক উত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল।

কালিদাসের বর্ণনা:

এবমুক্তে তয়া সাধ্ব্যা রন্ধ্রাৎ সদ্যো ভবাদ্‌ ভুবঃ।
শাতহ্রদমিব জ্যোতিঃ প্রভামণ্ডলমুদ্যযৌ॥ রঘু. ১৫

—সেই সাধ্বী এই কথা বলিলে ভূরন্ধ্র হইতে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় একটি উজ্জ্বল প্রভা উদ্গত হইল।

[1]অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন।
দশদিক আলো করে এ মর্ত্ত্য ভুবন॥
নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিল বিদ্যমান॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে॥
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লৈয়া সুখ রাম করুন হেথায়॥
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে॥
নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে॥
[2]পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরেন চুলে।
হস্তে চুলমুঠা রৈল সীতা গেল তলে॥
পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী॥
লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন হৃষ্ট দেবগণ।
অযোধ্যা নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার॥
সীতার চরিত্র কথা শুনে যেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয় পাপ নাহি থাকে॥
[3]কৃত্তিবাস রচিল কবিত্ব চমৎকার।
গাইল উত্তরাকাণ্ড চরিত্র সীতার॥

*॥ লব কুশের রোদন ও পৃথিবীর প্রতি রামের ক্রোধ॥

[1]লব কুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা॥

১। পাঠান্তর:—
আচম্বিতে উঠিল সোনার সিংহাসন।
চতুর্দিক আলো করিল মর্ত্ত্য ভুবন॥ হী.

২। মূলে রামচন্দ্রের সীতার কেশ ধরার কোন প্রস্তাব নাই। সিংহাসন পাতালে প্রবেশ থাকিলে, সকলে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন। কালিদাসের বর্ণনা—

'মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ'

—রামের মুখ হইতে 'না না' এই নিষেধ বাণী উচ্চারিত হইতে-না-হইতে (সীতাকে কোলে লইয়া বসুন্ধরা) পাতালে প্রবেশ করিলেন।

রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশ অদ্ভুত-রসাশ্রিত এক শোককরুণ ঘটনা। শ্রীমদ্ভাগবতে ভূ-বিবর হইতে সিংহাসনাদি আবির্ভাবের কোন কথা নাই। সেখানে আছে, নির্বাসিতা সীতা বাল্মীকি মুনির হাতে পুত্র দুইটিকে সমর্পণ করিয়া রামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন,

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা বিবাসিতা।
ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ॥ ৯ম স্কন্ধ

৩। পাঠান্তর:
(ক) কীর্ত্তিবাস রচিল কবিত্ব শুনিতে চমৎকার
উত্তরকাণ্ডে রচিল সীতা নামিল পাতাল। শ্রী. ১
(খ) কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রসাল।
উত্তরাকাণ্ড গাইল সীতা গেল পাতাল॥ হী.
(গ) কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রসাল।
উত্তরাকাণ্ড গাইল সীতা নামিলা পাতাল॥
কয়াল.

* মহাকবি বাল্মীকি পত্নীর বিরহে সীতাপতি রামের বেদনা বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মাতৃহারা লবকুশের দুঃখ—তাঁহার বর্ণনায় স্থান পায় নাই! বঙ্গের কবি কৃত্তিবাস সেখানে জননী-হারা লবকুশকে কাব্যে উপেক্ষিত করিয়া রাখেন নাই, মা-হারা সন্তানের দুঃখ হৃদয় নিঙড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে 'মা পাগল' বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন কৃত্তিবাস। বিদ্যাসাগরও 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে লবকুশের ক্রন্দন বর্ণনা করিয়াছেন।

১। পাঠান্তর—
সীতা যে পাতালে গেল পেলি হাথের বীণা।
মা মা বলিয়া দুই ভাই জুড়িল করুণা॥

কোথা গেলে জননী গো জনক ছুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে॥
তোমা বিনা মাতা গো অন্যকে নাহি জানি।
তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন পানি॥
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্লভ গুণ সে গুণ তোমায়॥
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে।
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইলা হেন পুত্র মাতা কারে দিয়া॥
জনকের ঝিয়ারী তুমি শ্রীরামঘরণী।
অযোনিসম্ভবা লব কুশের জননী॥
মাতৃহীন বালক সে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে তার সফল শরীর॥
আজি হৈতে অনাথ হইলাম দুই জন।
এই দুই পুত্রে মাতা হইলা নিদারুণ॥
পাইয়া বিস্তর দুঃখ গেলে মা পাতালে।
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাওয়ালে॥
লব কুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী॥
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠাইলেন মায়ের গোচর॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে।
যতেক প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে॥
মা হইয়া পুত্রেরে যে হৈল নিদারুণ।
সে মায়ের তরে কেন করহ ক্রন্দন॥
না পাবে মায়ের দেখা গেল দূর দেশে।
পিতামহী আমরা যে আছি ত বিশেষে॥

জুড়াবার তরে মাগো গেলি যে পাতাল।
অনাথ করিয়া গেলি দুইটি ছাওয়াল॥ ··
এত বলি দুই জনে করেন রোদন।
ভূমিতে পড়িয়া দোঁহে হরিল চেতন॥ হী.

দুই নাতি প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী।
প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন খুড়ী॥
বিধির নির্ব্বন্ধ বাপু আর কর্ম্মফলে।
এ সুখ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে॥
উঠ বাপু লব কুশ কান্দ কি কারণ।
সীতার সমান যে আমরা তিন জন॥
মাতৃ সঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন।
আমা সবা দেখি বাপু সংবর ক্রন্দন॥
দুইভায়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিন জন।
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ কারণ॥
দুই ভাইয়ে বসাইয়া রত্ন সিংহাসনে।
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর বচনে॥
শুন লব শুন কুশ মোদের বচন।
অস্থির না হও বাপু স্থির কর মন॥
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর।
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর॥
কালি বা পরশ্ব বাপু হইবে যে রাজা।
অস্থির হইলে বাপু কে পালিবে প্রজা॥
গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ।
তাঁর নাম গায় সদা সকল জগৎ॥
তোমা সবে বর্জ্জিলেন জানকী নিশ্চিত।
সর্ব্বলোকে গাইবেক সীতার চরিত॥
তিন খুড়া প্রবোধেন প্রবোধ না মানে।
দুই বালকেরে দিল রাম বিদ্যমানে॥
দুইয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি।
উভয়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী॥
[1]দুইয়েরে বাল্মীকি মুনি যতনে বুঝান।
সীতা হেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হতজ্ঞান॥

১। সীতাকে হারাইয়া রামচন্দ্রের শোক ও ক্রোধ বাল্মীকি-রামায়ণেও বর্ণিত হইয়াছে:

সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে॥
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সবংশে মরিল সেই জানকী কারণে॥
আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা।
তাহারে খুঁড়িয়া নিব সীতা মনোহরা॥
[১]যজ্ঞেতে জনক-রাজা যজ্ঞভূমি চষে।
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে॥
চাষভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
তেকারণে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ॥
আর যত স্ত্রী জন্মে ভারত ভুবনে।
সীতা তুল্য নারী নাই আমার নয়নে॥
কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্ব্বিতা।
না দেহ আমারে দুঃখ আনি দেহ সীতা॥

কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
তদুত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত॥
শ্রীরাম বলেন ভাই আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান॥
শাশুড়ী না দিলা তবে এই বাণ যুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি কাহার শাশুড়ী॥
সীতা নিতে যখন করিলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম যমের দুয়ার॥
পৃথিবী কাটিতে রাম পূরেন সন্ধান।
ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হৈলা আগুয়ান॥
দেখিয়া রামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে মনে।
সত্বর আইসে ব্রহ্মা রাম বিদ্যমানে॥
[২]বলিলেন রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার॥
জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত।
অবতার না হইতে হৈল তব গীত॥
ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ শুনে॥
আদি কবি বাল্মীকি রচিল রামায়ণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ বিমোচন॥
আপনি শ্রীরাম যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
পৃথিবীতে প্রচার হইল গুণগান॥

স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাষ্পমুৎসৃজন্।
ক্রোধ শোক সমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ॥
উ. ১১১.

১। মূলের সঙ্গে মিল লক্ষণীয়। রাম বলিলেন, জনক রাজা হল কর্ষণ করিতে করিতে তোমার নিকট হইতেই সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে তুমি আমার শ্বশ্রূ:

কামং শ্বশ্রূর্মমৈবত্বং তৎসকাশাত্তু মৈথিলী।
কর্ষতা হল হস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা॥ উ ১১১.

আদিকাণ্ডে আদি ৬৬ জনক বিশ্বামিত্রের নিকট সীতার জন্মকথা শুনাইয়াছিলেন:

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদ্ উত্থিতা ততঃ
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদ্ উত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা॥

—ক্ষেত্র কর্ষণকালে লাঙ্গল হইতে উত্থিতা সীতা নাম্নী কন্যাকে লাভ করিয়াছিলাম। ভূতল হইতে জাতা সেই কন্যা আমার আত্মজারূপে বর্ধিত হইল।

২। এখানে ব্রহ্মার বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। মূলে ব্রহ্মা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, রাম, তুমি কে, ভবিষ্যতে তুমি কি করিবে, তাহা কবি বাল্মীকি রামায়ণ কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন, তুমি সেই কাব্যের উত্তর ভাগ শ্রবণ কর:

উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্দ্ধমুত্তমম্॥ উ. ১১১.

রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন।

হী. সংস্করণের বর্ণনা বরং স্পষ্ট:

উতরোল হৈলে তুমি জানকীর শোকে।
উত্তর রামায়ণ শুনিলে পাপ নাহি থাকে॥

অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি॥
তব স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকে।
বিকল হইলে রাম জানকীর শোকে॥
ইন্দ্র আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি।
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাসি॥
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে।
মহাসুখে রামায়ণ শুনে সর্ব্বলোকে॥
[1]বাল্মীকি করিল যে অদ্ভুত নিরমাণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ অবসান॥

॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও পুনর্ব্বার রামায়ণ গান॥

এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে।
শ্রীরামেরে বলেন পৃথিবী হেনকালে॥
শ্রীরাম আমারে কোপ কর অনুচিত।
অবশ্য ভুগিতে হয় ললাটে লিখিত॥
কোন দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস॥
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন ত্রিলোকে॥
[2]বিষ্ণুস্থানে হইলেন আপনি কমলা।
নাগলোকে সীতা সঞ্চারিলা এক কলা॥
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পুজেন দেবতা।
এক কলা তথায় সে সঞ্চারিলা সীতা॥
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিনলোক।
সীতার লাগিয়া রাম কেন কর শোক॥
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশন।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সনে হবে সম্ভাষণ॥
সে সীতা স্পর্শিল যেই হইলেন সতী।
তাঁহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী॥
যতেক অসতী নারী করে অনাচার।
সেই অনাচারে নষ্ট হয় ত সংসার॥
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি॥
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন।
ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ॥
ভালমতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ॥
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়।
রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায়॥
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়।
শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায়॥
যজ্ঞ অবসানে গীত ছিল অবশেষ।
গাইতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ॥
কালপুরুষের সনে রামের দর্শন।
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবেন গমন॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সে মুনির শাপে॥

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণের শেষাংশে বাল্মীকির প্রভাব লক্ষণীয়। তবে পার্থক্যও আছে।

২। মূলে উ. ১১১ সীতার নাগলোকে বাসের কথা বলিয়াছেন ব্রহ্মা—

সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ ত্বদাশ্রয় তপোবলাৎ॥

কিন্তু সীতা যে অংশকলারূপে তিন লোকেই বিরাজ করিতেছেন, একথাটি কৃত্তিবাসে নূতন; এক কলা বিষ্ণুলোকে কমলা, এক কলা নাগলোকে, আর এক কলা মর্ত্যলোকে। 'দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিন লোক' সিদ্ধান্তটি এখানে মৌলিক।

পাঠান্তর—

'মূর্ত্তি ধরি সীতা সঞ্চারিল তিন লোক'—ছা.
'মূর্ত্তি ধরিয়া সীতা সঞ্চরে তিন লোক' শ্রী. ১.

[১]বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে।
ধনী হৈয়া মুনিগণ গেল নিজ স্থানে ॥
মেলানি মাগিয়া দেশে যায় বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লৈয়া কপিগণ ॥
বিদায় হইয়া চলে পৃথিবীর রাজা।
নানা ধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা ॥
জনক রাজারে রাম করেন স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন ॥
বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি।
নিজস্থানে গেল সবে করিয়া মেলানি ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
সমস্ত উত্তরাকাণ্ডে অপূর্ব্ব কথন ॥
[২]এ উত্তরাকাণ্ডে লব কুশের কথন।
কৃত্তিবাস গায় গীত অমৃত সমান ॥

*॥ শ্রীরামের বিলাপ ॥

শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে।
নেত্রনীর শ্রীরামের বহে রাত্রিদিনে ॥
পাত্রমিত্র মাতা যে বিমাতা সহোদর।
বিবাহ করিতে রামে বুঝায় বিস্তর ॥
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী।
অনুমান করিছে দিবস বিভাবরী ॥
শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয়।
না জানি কে ভাগ্যবতী রামপত্নী হয় ॥
[৩]এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ব্বক্ষণ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা বিনা শ্রীরামের অন্যে নাহি মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন বিস্তর।
সীতা নাহি শ্রীরামেরে কে দিবে উত্তর ॥
[৪]স্বর্ণসীতা পানে রাম একদৃষ্টে চান।
উত্তর না পাইয়া তাঁর আরো দুঃখ পান ॥
জগতের নাথ রাম এমন বিকল।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল ॥
সীতারে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

১। ইহার পূর্বে কোন কোন গ্রন্থে এই অতিরিক্ত পাঠ আছে :

(ক) 'বৈকুণ্ঠেতে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর ॥'
এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে।
বিদায় করেন সর্বলোকে যজ্ঞ পরে ॥ সংসদ্

(খ) শ্রী ১. সংস্করণের পাঠ :
এই গীত শুনিয়া রাম আপনা পাসরে
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া বিদায় সর্বলোকে করে।

২। পাঠভেদ :
উত্তরকাণ্ড লবকুশ করিল বাখান
কৃত্তিবাস গাইল গীত অমৃত সমান। শ্রী.১.

* শ্রীরামের সীতা-বিরহিত এই অবস্থা লবকুশের রামায়ণ গানেরই শেষাংশ বা ভবিষ্যদুত্তর রামায়ণ। এ অবস্থায় রাম—'অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ'—উ. ১১২.

৩। মূল রামায়ণে উ. ১১২ এইরূপ পাঠ—
ন সীতায়াঃ পরাং ভার্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ।
যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থে জানকী কাঞ্চনী ভবৎ ॥

—সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিলেও রাম আর ভার্যা গ্রহণ করিলেন না ; প্রতি যজ্ঞকর্মে পত্নী হইলেন স্বর্ণসীতা।

৪। পাঠভেদ শ্রী. ১ :
একদৃষ্টে চাহেন রাম সোনার সীতার মুখ
উত্তর না পাইয়া রামের অধিক বাড়ে দুঃখ।

॥ কেকয়-দেশে ভরত কর্তৃক গন্ধর্ব্ব বধ ও
শ্রীরামাদির পুত্রগণের রাজ্য-প্রাপ্তি ॥

এগার হাজার বর্ষ লোকের পালন।
পাত্রমিত্র সুখে আছে আর প্রজাগণ॥
চারি ভায়ের মা মরে কাল অবসানে।
ভাণ্ডার বিলায় রাম করে নানা দানে॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
দশরথ নৃপতির প্রিয় সহচরী॥
ক্রমে মরিলেন আর সাত শত কামিনী।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি॥
সুরপুরে কেলি করে চড়ি দিব্য রথে।
দশরথ ভূপতির সঙ্গে নানা মতে॥
যার পুত্র ভগবান্ রাম মহামতি।
স্বর্গে বাস তাঁহার কি করে অব্যাহতি॥
ত্রেতাযুগে হইল শ্রীরাম অবতার।
উপযুক্ত ভক্ত প্রতি মুক্ত স্বর্গদ্বার॥
পাত্রমিত্র সহ রাম আছে রাজকার্য্যে।
কেকয় দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে॥
দধি দুগ্ধ আর মধু কলসী কলসী।
সন্দেশ অমৃত তুল্য আনে রাশি রাশি॥
মৃগ পক্ষী জীবজন্তু আনে যত পারে।
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে॥
বসন ভূষণ আদি নানা বস্ত্র আনে।
রাখিল সকল দ্রব্য রাম বিদ্যমানে॥
[১]লোমশ গন্ধর্ব্ব রাজ সর্ব্বলোকে জানে।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রদিনে॥
আপনি আসিয়া তার করহ বিধান।
অথবা শ্রীরাম তুমি পাঠাও নন্দন॥

মামার সংবাদ পাইয়া রাম হরষিত।
ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত॥
শত্রুজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে।
পাঠাইল বার্ত্তা এই দ্বিজবর স্থানে॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সে বড়ই দুর্জ্জয়।
তাঁর রাজ্য নিতে চাহে বড় পাই ভয়॥
দুই পুত্র তোমার যে সমরে প্রখর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় তারা দোঁহে ধনুর্দ্ধর॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুই পুত্রে কর রাজা।
রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সুখে প্রজা॥
রামের গন্ধর্ব্ব অস্ত্র আছিল প্রধান।
সেই সে গন্ধর্ব্ব অস্ত্র তাঁরে দেন দান॥
দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান।
ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্তপান॥
সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে।
রহিল সামন্ত সৈন্য বাটীর বাহিরে॥
ভাগিনেয় দেখি হরষিত শত্রুজিত।
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিল সহিত॥
এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব আইল ত্বরা করি॥
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া।
অস্ত্র বিন্ধি পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া॥
[২]সাত দিন যুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয়।
দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিস্ময়॥
গন্ধর্ব্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ছাড়েন সত্বর॥
একবাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি॥
সহজে গন্ধর্ব্ব জাতি বড়ই দুর্নীত।
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত॥

১। মূল রামায়ণে গন্ধর্বের কোন নাম নাই, শুধু বলা হইয়াছে—'শৈলূষস্য সুতাঃ'। শৈলূষ গন্ধর্বরাজ। তাঁহার কন্যা সরমার সঙ্গে বিভীষণের বিবাহ হয়।

২। তুলনীয় মূল:
'সপ্তরাত্রং মহাভীমো ন চান্যতরয়োর্জয়ঃ'

ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল মহামার।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব্ব সংহার ॥
[১]গন্ধর্ব্ব মারিয়া বসাইল দেশ এক।
দুই পুত্রে ভরত করিল অভিষেক ॥
পুষ্করের জন্ত রাম দিল সেই পুরী।
পুষ্কর দেশের সে পুষ্কর অধিকারী ॥
দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া সেই পুরা।
আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যানগরী ॥
মহাহ্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ববধ হরষিত মন ॥
শ্রীরাম বলেন যোগ্য ভরত কুমার।
দুই ভাইপোয়ে দেন রাজ্য অলঙ্কার ॥
চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর।
রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর ॥
অঙ্গদ পাইল মল্লদেশে অধিকার।
অশ্বদেশ অধিপতি চন্দ্রকেতু আর ॥
লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইলেক রাজা।
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা ॥
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরমসুন্দর।
শত্রুঘাতী সুবাহু এ দুই সহোদর ॥
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল মহামতি।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরাধিপতি ॥
লব কুশ পাইল অযোধ্যা নন্দীগ্রাম।
অষ্ট জনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম ॥

এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে।
পাত্রমিত্র আদি সুখে আছে সর্ব্বজনে ॥
কৃত্তিবাস কবিত্ব অমৃতে আমোদিত।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে রামের চরিত ॥

অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ-বর্জন

[২]পরে কালপুরুষ সে সংসারবিনাশী।
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী ॥
[৩]সভাতে বসিয়া রাম দুয়ারী লক্ষ্মণ।
রীতিমত বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ ॥
হেনকালে আসি কালপুরুষ বলিল।
আমি দূত ব্রহ্মার ব্রহ্মা যে পাঠাইল ॥
লক্ষ্মণ রামের কাছে কর নিবেদন।
তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন ॥
শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে।
যোড়হাত করি তবে জানান শ্রীরামে ॥
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ উচিত আনিতে ॥
শ্রীরাম বলেন আন করি পুরস্কার।
কিহেতু আইল দূত জানি সমাচার ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।
যোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন ॥

১। মূলে আছে, গন্ধর্বরাজ্য জয় করা হইলে, রাজ্যটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে তক্ষ, অপর ভাগে পুষ্কল নামক ভরতের পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করা হইল। তক্ষের নামে স্থানের নাম হইল তক্ষশীলা, পুষ্কলের নামানুসারে অপর ভাগের নাম হইল পুষ্করাবতী। হী. 'সংস্করণের পাঠ এইরূপ—
তক্ষশিলা দেশে তাক্ষ হৈল অধিপতি।
পুষ্করেরে রাজ্য দিলেন পুষ্করাবতী ॥

২। মূলের পাঠ—
'কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ'।
পাঠভেদ:
কালপুরুষ অযোধ্যাতে করিল গমন।
জলন্ত আনল দেখি সব জন। হী.

৩। সভা করি বসিয়াছেন দ্বারে লক্ষ্মণ
কালপুরুষ বলে আমি ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ। শ্রী. ১.

সে কালপুরুষ বলে শুনহ বচন।
যে কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন॥
[১]এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জন॥
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।
দ্বাররক্ষা হেতু তবে রাখ একজন॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সাবধানে থাক না আইসে কোন জন॥
অধিক কি কহিব যে দ্বারপানে চায়।
তাহারে ত্যজিব আমি জানিহ নিশ্চয়॥
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে।
সাবধানে লক্ষ্মণ রহিবা তুমি দ্বারে॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন।
কালপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ॥
সে কালপুরুষ বলে পরিচয় করি।
মর্ত্ত্যেতে রহিলে শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী॥
সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে।
তোমারে লইতে আমি আইনু আপনে॥
ব্রহ্মার বচন রাম কর অবধান।
সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ স্থান॥
এগার হাজার বর্ষ অবতার করি।
ভুলিয়া রহিলা প্রভু যেমন সংসারী॥
রহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর।
আমারে কি আজ্ঞা রাম বলহ সত্বর॥
[২]শ্রীরাম বলেন যম যে কহ এখন।
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন।
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাসার আগমন॥
সভা করি দ্বারে বসিয়াছেন লক্ষ্মণ।
মুনি বলে গিয়া করি রাম সম্ভাষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন কৃপা কর দাস বলে।
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে॥
যে কর্ম্ম সাধিবে করি রাম সম্ভাষণ।
আজ্ঞা কর সাধি আমি সেই প্রয়োজন॥
কুপিল দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের প্রতি।
লক্ষ্মণের পানে চাহি কহে কোপমতি॥
লক্ষ্মণ আমার শাপে কার বাপে তরি।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরী॥
যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার॥
বালক বনিতা বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস।
দশরথ ভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ॥
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস।
ভাবেন আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ॥
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন।
এড়াইতে নারি আমি ললাট লিখন॥
বর্জ্জন মরণ দুই একই প্রকার।
আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার॥
[৩]আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি একজন।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ॥

১। কালপুরুষের শর্ত: 'যঃ শৃণোতি নিরীক্ষেদ্ বা স বধ্যো ভবিতা তব' উ. ১১৬.

২। রাম কহিলেন, 'ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ'—আপনার মঙ্গল হউক, আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানেই গমন করিব (উ. ১১৭.)

ক. ২১৪ নং পুথিতে এইরূপ পাঠই আছে—
'যথা হইতে আইলাঙ্ তথা করিব গমন'।

৩। লক্ষ্মণ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ভাবিলেন, 'একস্য মরণং মেঽস্তু মাভূৎ সর্বং বিনাশনম্'—উ. ১১৮.
পাঠান্তর—
আমি মরিতে সবে মরিবে একজন
বাপের সর্বনাশ করি কিসের কারণ। শ্রী. ১.

পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে।
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে॥
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন।
মুনিরে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ॥
কালপুরুষেরে রাম করিয়া বিদায়।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্ব্বাসায়॥
বিনয়ে বলেন রাম কোন্ প্রয়োজন।
দুর্ব্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন॥
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার।
দেহ অন্ন ব্যঞ্জন যে অমৃত সুসার॥
দুর্ব্বাসার কথায় রামের হৈল হাস।
এক বর্ষ কেমনে করিয়াছ উপবাস॥
শ্রীরাম বলেন মুনি এ নহে কারণ।
অনুমানে বুঝি হে মজিল পুরীজন॥
ভোজন দিলেন রাম অমৃত সুসার।
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ দ্বার॥
শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িল প্রমাদ।
কেমনে বর্জ্জিব ভাই করেন বিষাদ॥
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন।
দুর্ব্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন॥
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ এ জীবন।
সত্য পালি যদি হয় লক্ষ্মণ বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল।
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন সকল॥
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন।
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন।
ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ॥
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী সুন্দরী।
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি॥
মুনিগণ বলে রাম কি ভাবিছ মনে।
সত্য যদি পাল তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে॥

যদি সত্য লঙ্ঘ হয় ব্যর্থ এ জীবন।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন।
সত্য হেতু তব পিতা তোমা পুত্রে বর্জ্জে।
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে॥
ছত্রদণ্ডধর তুমি হৈল অধিবাস।
পিতৃসত্য পালিতে যে গেলে বনবাস॥
অগ্নিশুদ্ধা এড় তুমি পরমাসুন্দরী।
সীতা এড় রাজ্য এড় হৈয়া ব্রহ্মচারী॥
এ সব বর্জ্জিতে রাম না কর মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিতে কেন এত আলোচনা॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন॥
যদি সত্য লঙ্ঘ তবে বড় অনাচার।
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে মজিবে এ সংসার॥
যত কিছু আজি রাম আমার কারণ।
তোমার যে মায়া বুঝিবে কোন্ জন॥
সংসার ছাড়িলে রাম ঘুচে মায়ামোহ।
দুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ॥
সভায় বলেন রাম বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ পশ্চাতে আমি করিব গমন॥
শুনি সর্ব্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানি।
চলিল লক্ষ্মণ বীর করিয়া মেলানি॥
[১] এড়েন হাতের বেত্র গাত্র আভরণ।
রামে প্রদক্ষিণ করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ॥
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ নারদ চরণ।
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ॥
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন।
ভরত কাতর অতি করেন ক্রন্দন॥

১। পাঠান্তর—
সোনার লাঠি এড়িলেন রাজ আভরণ।
রামের চরণে বিদায় মাগিল লক্ষ্মণ॥ হী.

প্রজা সমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ।
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ॥
প্রজাগণ বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা কেমনে ধরিব এ জীবন॥
লক্ষ্মণ শ্রীরামের পদে করেন প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমা প্রতি॥
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর।
অচেতন হইলেন নাহিক উত্তর॥
পাত্রমিত্র প্রতি বীর করিয়া মেলানি।
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানি॥
রাজ্যখণ্ড আদি করি সহ সর্ব্বজন।
সরযূ নদীর তীরে করেন গমন॥
প্রার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম।
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম॥
[১]সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ॥
নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোক।
অযোধ্যা নগরে যে বাড়িল মহাশোক॥
হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দ্দিক্।
বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক॥
আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা না রাখিব বিফল জীবন॥
সীতারে বর্জ্জিলাম আমি লোক অপবাদে।
তোমারে বর্জ্জিলাম ভাই কোন্ অপরাধে॥
লক্ষ্মণ বর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ-সংসার।
লক্ষ্মণ সমান ভাই না পাইব আর॥
লক্ষ্মণ বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে॥

যে দিকে লক্ষ্মণ গেল উত্তর সে দিক্।
লক্ষ্মণ বিহনে প্রাণ রাখা সে যে ধিক্॥
করিলা বিস্তর সেবা হইয়া সদয়।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয়॥
লক্ষ্মণের মরণে কাতর প্রাণ অতি।
ছত্রদণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি।
ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি।
ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি॥
এতকাল নানা সুখ করিলাম রাম।
তব সঙ্গে যাইতে এখন মনস্কাম॥
ভরতের কথা শুনি রামের উদাস।
হেঁটমাথা করি রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস॥
শ্রীরাম বলেন শুন আমার উত্তর।
শত্রুঘ্নে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর॥
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।
তিন দিবসেতে গেল নগর মথুরা॥
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কানে কানে।
যাইবে সকল লোক শ্রীরামের সনে॥
ভরতাদি করিয়া যতেক পুরজন।
শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন॥
রামের বর্জ্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর।
লক্ষ্মণ বর্জ্জনে রাম হৈলেন অধীর॥
মহারাজ শত্রুঘন না ভাবিহ মনে।
সত্বর চলহ তুমি রাম সম্ভাষণে॥
এত শুনি শত্রুঘন করে হেঁটমাথা।
পাত্রমিত্রে আনিয়া কহেন সব কথা॥
সুবাহু পুত্রেরে করেন মথুরায় রাজা।
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা॥
দুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ।
অযোধ্যায় করিলেন যাত্রা শত্রুঘন॥
তিন দিবসেতে আসি অযোধ্যানগরী।
প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি॥

১। মূলে আছে, লক্ষ্মণ সরযূতীরে গিয়া যোগাবলম্বনে শ্বাসরুদ্ধ করিলেন—'নিগৃহ্য সর্বস্রোতাংসি নিশ্বাসং ন মুমোচ হ।' উ. ১১৭.

শত্রুঘ্নে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রুঘন॥
তোমার চরণ বিনা নাহি আর গতি।
স্বর্গবাসে যাব প্রভু তোমার সংহতি॥
যোড়হস্তে শ্রীরামে কহেন সর্ব্বলোকে।
তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে যাব সুখে॥
তোমার জীবনে রাম সবার জীবন।
তোমার মরণে প্রভু সবার মরণ॥
শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার।
আমার সহিত চল বাঞ্ছা থাকে যার॥
জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ।
শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস॥
তিন কোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আইল সহ কপিগণ॥
নল নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্ববান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল বীর হনুমান॥
আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে।
যত যত লোক ছিল পৃথিবী ভিতরে॥
স্ত্রীপুরুষ আইল সবে অযোধ্যানগরে।
বালবৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে॥
রামের নিকটে আইল সবে শীঘ্রগতি।
যোড়হাত করি সবে রামে করে স্তুতি॥
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগণ॥
গন্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম মনোহর।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিলাম বিস্তর॥
তোমার বিহনে রাম থাকি কোন্ সুখে।
তোমার পাছেতে মোরা যাব স্বর্গলোকে॥
পৃথিবীর যত লোক করে যোড়হাত।
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
[১]হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারিযুগে।
আর কিছু না বলিহ আজি মোর আগে॥
শুন বলি তোমারে যে পবননন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
যতকাল চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রচারে॥
তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হয় চরাচর॥
[২]হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গবাস।
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ॥
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে।
সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রিদিনে॥
হনু প্রতি বলেন শ্রীকমললোচন।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গণন॥
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম সুস্থির।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর॥
ব্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী।
আমার বরেতে তুমি পালহ পৃথিবী॥
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্ববান।
চারিযুগ অমর তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ॥
আরবার হউক তব প্রথম যৌবন।
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোনজন॥
আরবার আমি যদি হই অবতার।
তব সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার॥
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে॥

১। লোকের বিশ্বাস, বিভীষণ ও হনুমান অমর; জাম্ববানও কলিযুগ পর্য্যন্ত চিরজীবী।

২। মূলের পাঠ (উ ১২১.):—
যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্॥

দিলেন শ্রীরাম লব কুশে ছত্রদণ্ড।
হাতে হাতে সমর্পেণ যত রাজ্যখণ্ড ॥
হনুমান জাম্ববান মহেন্দ্র বানর।
লব কুশ সনে দেন করিয়া দোসর ॥
বিভীষণে আনি রাম করেন সমর্পণ।
লব কুশে রাজা করি করেন গমন ॥

॥ শ্রীরাম ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ ॥

স্থযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেল পৃথিবী হইল অন্ধকার ॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন।
বশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি ॥
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা ॥
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছে পক্ষী না রহে না পশু রহে বনে ॥
ভূত প্রেত পিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে।
হৃষ্ট হৈয়া যায় সবে সে উত্তর মুখে ॥
রাজ্যখণ্ড সব গেল হিমালয় পর্ব্বতে।
এক চাপে যায় লোক ছয়মাসের পথে ॥
সংসার ছাড়িয়া যায় রাজা লক্ষ লক্ষ।
চলিল যে নপুংসক অন্তঃপুর রক্ষ ॥
চলিল সুগ্রীব রাজা শ্রীরামের মিত।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা আনিলেন রথ রামকে লইতে।
বৈকুণ্ঠে আসিবেন প্রভু জগৎ সহিতে ॥
তিন কোটি রথ আইল দেবলোক দেখে।
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে ॥
জাহ্নবী সরযূ নদী একঠাঁই বহে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে রহে ॥
[১]সরযূর স্রোত বহে অতি খরশাণ।
স্রোতে নামি তিন ভাই ত্যজিলেন প্রাণ ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ।
সরযূতে তিন ভাই ত্যজেন জীবন ॥
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু গিয়া দেন দরশন ॥
শ্রীরাম ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন।
মিলি হইল এক দেহ নারায়ণ ॥
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ॥
বৈকুণ্ঠের নাথ যদি আইলা ভগবান্।
ব্রহ্মাকে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান ॥
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী।
কোথায় থাকিবে তারা কিছুই না জানি ॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন রাজীবলোচন।
সন্তান নামেতে স্বর্গ করিনু সৃজন ॥
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্ব্বজন।
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ ॥
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন ॥
মৃত্যুকালে রামনাম করে যেই জন।
সশরীরে করিবে সে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায়তো নিস্তার ॥

১। কৃত্তিবাসে সরযূর জলে রামচন্দ্রের আত্মবিসর্জন বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণের (উ. ১২৩.) বর্ণনা—রাম সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া অনুজগণসহ বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন—'বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ।

শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস।
ইহা দেখি ব্রহ্মার মনেতে হৈল ত্রাস॥
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে করিছেন স্তুতি।
তোমা দরশনে নাথ পাইনু অব্যাহতি॥
আগম পুরাণ যত মীমাংসা বেদান্ত।
তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত॥
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা।
এমনি অনন্ত তুমি অনন্ত মহিমা॥
পুণ্য বৃদ্ধি হয় যাঁরে করিলে স্মরণ।
পাপ মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ॥
চারিবেদ সহস্র নামে যত ফল হয়।
রামনামে তার কোটিগুণ ফলোদয়॥
রাম নাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
অপুত্র শুনিলে লোক পায় পুত্রফল।
সপ্তকাণ্ড শুনিলে অশ্বমেধের ফল॥
[1]সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড॥

১। পাঠভেদ—
(ক) রাম জন্মিতে ছিল ষাটি হাজার বৎসর।
তখন কবিত্ব করিল বাল্মীকি মুনিবর॥
কৃত্তিবাসের প্রসাদে শুনিল সর্বদেশে।
উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ রামের স্বর্গবাসে॥ ·ক. ২১৫.
(খ) সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড
এতদূরে সমাপ্ত হইল উত্তর কাণ্ড। শ্রী. ১.